القَوْلُ الحَاسِمُ فِيْ شَدِّ الرِّحالِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ القَاسِمِ ﷺ

আল-কাউলুল হাসিম

রওজায়ে রাসূল ﷺ যিয়ারত ঃ সফরের বৈধতা ও শায়খ ইবনু তাইমিয়ার পাঁচ আপত্তির চূড়ান্ত জবাব



আল্লামা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

আল-কাউলুল হাসিম
রওজায়ে রাসূল ﷺ যিয়ারতঃ সফরের বৈধতা ও শায়খ ইবনু তাইমিয়ার পাঁচ আপত্তির চূড়ান্ত জবাব

লেখক:
আল্লামা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

প্রকাশক
সাইয়্যেদ ফাহিম সারওয়াত
মাকতাবাতুল হিকমাহ-Library of Wisdom
৪২/৩ আযিমপুর রোড, ঢাকা ১২০৫
01557026534 (whatsapp)
প্রকাশকাল:
মুহররম, ১৪৪৮ হিজরী (আগস্ট-২০২৬ ইং)

পরিবেশক:
রশীদ বুক হাউস
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
01716721000

হাদিয়া- ৩৩০ টাকা (তিন শত ত্রিশ টাকা মাত্র)

সর্বস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
Copyright- All rights of Production and Publication is reserved for the author.

সূচীপত্র

ভূমিকা / ৯
শায়খ ইবনু তাইমিয়্যা'র বক্তব্য/ ১৩
শায়খ ইবনু তাইমিয়্যার পাঁচ পয়েন্ট / ১৫

প্রথম পয়েন্ট
কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ / ১৬

সফরের মাধ্যমেই কবর যিয়ারত শরীয়তসম্মত করা হয়েছে / ১৮
ইবনু তাইমিয়ার দলীল এবং মাসাজিদ ও মাকামাতুল আম্বিয়ার একই হুকুম দাবি / ২১
প্রথমতঃ তিনি সহিহাইনের হাদিস দিয়ে যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, হাদিসে কিন্তু তা নেই / ২১
ভ্রম ও ভুল / ২৫
দ্বিতীয়তঃ তাঁর বক্তব্য নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্যের বিরোধী / ২৫
তৃতীয়তঃ নিষেধাজ্ঞাটি কেবল মসজিদের ক্ষেত্রে, অন্য কোথাও নয় / ২৬
তূর পর্বতে একটি মসজিদ রয়েছে / ২৬
তূর পর্বতে রয়েছে একটি মসজিদ, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না / ২৭
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তূর মসজিদে সালাত আদায় করতে গিয়েছেন—এর প্রমাণ কী? / ৩১
তারা তূর পর্বত সম্পর্কে আরও দুটি হাদীস দ্বারা দলিল দেয়; কিন্তু তূরে মসজিদ থাকার কথা এবং সেখানে সফরের কথা উল্লেখকারী হাদীসটি তারা উল্লেখ করে না/ ৩২
ইমাম আবূ যুরআ ইরাকী বলেন / ৩৫
চতুর্থতঃ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য / ৩৬
"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসেছি, পাথরের কাছে আসিনি" / ৩৬
নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত / ৩৭
রাসূল ﷺ সালাম শুনেন এবং উত্তর দেন / ৩৭
আমাদের আমল তাঁর নিকট পেশ করা হয় / ৩৮
পঞ্চমতঃ যদি নিষেধাজ্ঞা সর্বব্যাপী হতো / ৩৯
ষষ্ঠতঃ তাহলে নবীদের মাকামসমূহ কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হলো? / ৪০
ইবনে তাইমিয়্যার বক্তব্য ও তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে বড় পার্থক্য / ৪১
তাঁদের উক্তি সরাসরি نصّ (স্পষ্ট দলিল)-এর সাথে সম্পর্কিত নয় / ৪২
হাদিস লা তুশাদ্দুর রিহালু এবং মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা / ৪২
খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হি.) বুখারির শারহ আলামুল হাদিস-এ বলেন, / ৪২
ইবনে বাত্তাল আল-মালিকী (মৃ. ৪৪৯ হিজরি) শারহু সহীহিল বুখারী-তে বলেন / ৪৩
ইমাম শামসুদ্দীন আল-কিরমানী (রহ.) (মৃ. ৭৮৬ হি.) বলেছেন / ৪৬
ইবনুল মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হি.) বলেন / ৪৭
ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন / ৫১

আল্লামা আইনী (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন / ৫৩
সুয়ূত্বী (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন / ৫৯
কাস্তাল্লানী (মৃ. ৯২৩ হি.) বলেন / ৫৯
সাইয়্যিদুনা বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের জন্য সফর করেছিলেন / ৬০
উমর ইবনে আবদুল আজীয মদীনায় সালাম পৌঁছে দিতে লোক পাঠাতেন / ৭০
উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কা'বুল আহবারকে বলেন: ''চলুন মদীনায় যাই, নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করি'' / ৭১
ইবনুস সালাহ 'সিলাতুন নাসিক'-এ বলেন / ৭৫
''আমার প্রাণ সে কবরের জন্য উৎসর্গিত, যার বাসিন্দা আপনি'' / ৭৬
যারা এটি বর্ণনা করেছেন / ৭৬
ইমাম ইবনুস সালাহ বলেন / ৭৭
ইমাম নববী বলেন / ৭৭
যাঁরা তাঁদের কিতাবে ঘটনাটি উল্লেখ ও প্রশংসা করেছেন / ৮১
''আপনিই সেই সুপারিশকারী, যার শাফাআতের আশা করা হয়''- যারা একথার বিরোধিতা করেন / ৯৮
শাইখ ইবনে বায বলেন / ৯৮
শাইখ আবদুর রহীম আল-উলাইয়ানী বলেন / ৯৮
সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর কাছে শাফাআত চেয়েছেন—এ মর্মে কিছু হাদীস /৯৯
হাদীস ১: ''হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন...'' / ৯৯
আ'মাশের 'আন'আনা এবং অসহায় আপত্তিকারীদের জবাব / ১০৫
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সালিহ থেকে আল-আ'মাশের 'আন'আনা'সহ কিছু বর্ণনা / ১০৫
''মালিক আদ-দার অজ্ঞাত'' — এ বক্তব্য বাতিল / ১০৭
''আমি মালিক আদ-দারকে চিনি না''— আলবানীর দলিল / ১১৩
আরেকটি ব্যর্থ চেষ্টা / ১১৩
ইমাম মালিক আবূ জা'ফর মানসূরকে বলেন: ''আপনি কেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? / ১১৫
ইবনে হাজার মাক্কী বলেন / ১১৬
যারকানী ইবনে তাইমিয়্যার জবাবে বলেন / ১১৭
আল্লামা মুহাম্মদ আল-মাক্কী আল-মালিকী বলেন / ১১৭
রওজার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো প্রসঙ্গ / ১১৮
কবরের কাছে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার সময় কবরের দিকে মুখ করা এবং হাত তোলার বিধান / ১২১
ইবনে বায বলেন / ১২১
মুসলিম বর্ণনা করেন: নবী ﷺ বাকী কবরস্থানে এসে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন এবং তিনবার হাত উঠালেন / ১২১
রাসূল ﷺ হাত উঠিয়ে বললেন: হে আল্লাহ! তুমি তার সাথে হাস্যোজ্জ্বলভাবে সাক্ষাৎ কর /১২৩

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ-এর কবরের কাছে এসে হাত উঠালেন / ১২৭
এ হাদীসগুলো থেকে দলিল গ্রহণের দিক / ১২৮
আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়্যার মন্তব্য / ১২৮
হার্দিস ২: নবী ﷺ-এর কাছে আমার জন্য শাফাআতের আবেদন করেছিলাম / ১২৮
হার্দিস ৩: আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি / ১২৯
হার্দিস ৪: "আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন আপনার রবের কাছে আমার জন্য শাফাআত করেন / ১৩০
হাদীস ৫: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি।" / ১৩১
হাদীস ৬: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।'/ ১৩২
হাদীস ৭: "আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের জন্য আপনি কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন।" / ১৩৩
হাদীস ৮: "আমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাতের দোয়া করুন।"/ ১৩৪
হাদীস ৯: "আমার প্রয়োজন হলো, আপনি যেন কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফাআত করেন।" / ১৩৪
হাদীস ১০: "আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি এবং আমাদের সাহচর্যের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—আপনি যেন অবশ্যই আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন। / ১৩৫
হাদীস ১১: "আর আপনি আমার জন্য সেই দিনের সুপারিশকারী (শাফাআতকারী) হোন / ১৩৮
হাদীস ১২: কিয়ামতের দিন শাফাআতের আবেদন করা হবে, তখন তিনি বলবেন: "এ কাজের জন্য আমিই উপযুক্ত।" / ১৩৯
নবী ﷺর উম্মতের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে তাঁর ওফাত ও জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই / ১৪২
আমাদের আমল নবী ﷺ এর সামনে পেশ করা হয় / ১৪২
রওজা শরীফ যিয়ারতের নিয়ম / ১৪৪

দ্বিতীয় পয়েন্ট
"সেই সফরে নামাজ কসর করা জায়েয নয়" / ১৫০

এ বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহ ও তাঁর নিজের ফতোয়ারও বিরোধী / ১৫২
ইবনে তাইমিয়্যা নিজেই বলেন / ১৫৩
মাওয়ারদী বলেন / ১৫৪
ইবনে হাযম বলেন / ১৫৬
ইমাম মালিকের একটি বক্তব্য / ১৫৬
মারগীনানী বলেন / ১৫৭
শাওকানী বলেন / ১৫৭

ইবনে আবিদীন বলেন / ১৫৮
সা'দী বলেন / ১৫৮
ইবনে উসাইমীন বলেন / ১৫৮

তৃতীয় পয়েন্ট
"নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও প্রমাণিত নয়" /১৬০

নবী ﷺ-এর মায়ের নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত / ১৬১
উহুদের শহীদদের নির্দিষ্ট কবরসমূহ যিয়ারত / ১৬৫
জান্নাতুল বাকি'র অধিবাসীদের নির্দিষ্ট কবরসমূহ যিয়ারত / ১৬৬
তাঁর মতে নবী ﷺ-এর কবরের বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই / ১৬৮
পবিত্র কবর শরীফের মাটির মর্যাদা / ১৬৯
কাজী ইয়ায বলেন / ১৬৯
খাফাজী বলেন / ১৬৯
সুবকী বলেন / ১৬৯
হাসকাফী বলেন / ১৭০
ইবনে আবিদীন বলেন / ১৭০
সাখাভী বলেন / ১৭১
বাহূতী বলেন / ১৭১
ইবনে হাজার হাইতামী বলেন / ১৭২
ইবনে আকীল বলেন / ১৭২
'ইরশাদুস সারী'-তে আছে / ১৭২
শাওকানী 'নাইলুল আওতার'-এ বলেন / ১৭৩
মানাবী বলেন / ১৭৪
ইবনুল হাজ্জ মালিকী বলেন / ১৭৫

চতুর্থ পয়েন্ট
নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কিত সব হাদীস জাল / ১৭৭

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দলিলসমূহ / ১৭৮
প্রথমত: আল্লাহ তাআলার বাণী / ১৭৮
আয়াত ১: আর তারা যখন নিজেদের উপর জুলম করে, তখন যদি আপনার কাছে আসে/১৭৮
আয়াত ২: অবশেষে তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করতে পৌঁছেছ / ১৭৮
আয়াত ৩: যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনো, তাঁকে সাহায্য করো, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দাও / ১৭৯

আয়াত ৪: নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ পড়েন / ১৭৯
আয়াত ৫: আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী হয়ে নিজ গৃহ থেকে বের হয় / ১৮০
দ্বিতীয়ত: নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কিত কিছু হাদীস / ১৮১
হাদীস ১: فَزُورُوا الْقُبُورَ — "তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো"/ ১৮১
হাদীস ২: সালামের জবাব প্রদান / ১৮১
হাদীস ৩: "এখন যে যিয়ারত করতে চায়, সে যেন যিয়ারত করে" / ১৮২
হাদীস ৪: "এখন তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো"/ ১৮২
হাদীস ৫: নবী ﷺ-এর তাঁর মাতার কবর যিয়ারত / ১৮৩
হাদীস ৬: কারণ তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" / ১৮৪
হাদীস ৭: নবী ﷺ-এর মাতার কবর যিয়ারত এবং কবর যিয়ারতের অনুমতি / ১৮৪
কেউ বলতে পারে: এসব হাদীস সাধারণ কবর যিয়ারত বিষয়ে / ১৮৫
হাদীস ৮: "যে আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত আবশ্যক হবে"/১৮৬
যারা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন / ১৮৬
যারা হাদীসটিকে সহীহ, হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন / ১৮৮
মূসা ইবনে হিলাল আল-আব্দী সম্পর্কে আলোচনা / ১৮৯
হাদীস ৯: "যে ব্যক্তি আমার কাছে যিয়ারতকারী হয়ে আসে..." / ১৯৯
হাদীস ১০: "যে আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করে..." / ১৯৯
হাদীস ১১: "যে আমার কবরের নিকট দরূদ পড়ে, আমি তা শুনি" / ২০০
হাদীস ১২: "প্রত্যেক ফজরে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে..." / ২০০
হাদীস ১৩: নবী ﷺ প্রতি বছর উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করতেন / ২০২
হাদীস ১৪: তিনি যদি আমার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে মুহাম্মদ!' তবে আমি অবশ্যই তাঁকে উত্তর দেব।" / ২০৪

পঞ্চম পয়েন্ট

"এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সফর করা শরীআতসম্মত নয়— এ বিষয়ে আহলে ইলমের ঐকমত্য রয়েছে" / ২০৭

এ বিষয়ে ঐকমত্য দাবি করা আলিমগণ কারা? / ২০৯
তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা / ২০৯
অনুসরণীয় কোন ইমামই ইবনু তাইমিয়ার মত বলেননি / ২১০
ইমাম আবূ হানীফা / ২১১
ইমাম মালিকের নিকট নবী ﷺ-এর কবরের উদ্দেশ্যে সফর ওয়াজিব / ২১২
ইমাম মালিক বলেন: তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর মর্যাদা জীবদ্দশার মতোই / ২১৩
ইমাম শাফিঈ বলেন / ২১৫

ইমাম আহমদ এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা স্পষ্ট করে যে, উদ্দেশ্য মসজিদসমূহ / ২১৬
সাইয়িদুনা রাসূলুল্লাহ ﷺর যিয়ারত সম্পর্কে ইমামগণের কিছু বক্তব্য এবং ইবন তাইমিয়্যাহ ও যারা তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছেন তাদের জবাব / ২১৭
আব্দুর রহীম আল-ইরাকী (৮০৬ হি) এবং ইবনু রাজাব হাম্বালীর (৭৯৫ হি) মধ্যকার সংলাপ /২২৩
ইমাম আবূ যুরআ ইরাকী বলেন / ২২৪
হাফিয ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী'-তে বলেন / ২২৫
আইনী 'উমদাতুল কারী'-তে বলেন / ২২৬
কাস্তাল্লানী *শরহু সহীহিল বুখারী*-তে বলেন / ২২৬
ইবনে হাজার হাইতমী বলেন / ২২৭
হাসকাফী বলেন / ২২৮
শাইখ মুহাম্মদ বখীত আল-মুতীঈ বলেন / ২২৮
কুয়েতি ফিকহ বিশ্বকোষ / ২২৯
গবেষণার সারকথা এবং দাবি প্রমাণে শায়খ ইবনু তাইমিয়ার ব্যর্থতা / ২৩০
তাঁরা তূর পর্বত সম্পর্কে আরও দুটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন; কিন্তু তূরের মসজিদ সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ করেন না / ২৩৩
তূর পর্বত সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা তাদের দলীল তো প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধেই প্রমাণ / ২৩৬
এ গবেষণায় নতুনভাবে প্রমাণিত কয়েকটি বিষয় / ২৩৯
পরিশিষ্ট:
শাইখ তাকীউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যার মৃত্যু, জানাযা, তাবারুক গ্রহণ ও কবর জিয়ারত এবং কিছু বেদাতী কর্মকান্ড / ২৪০
গ্রন্থপঞ্জী / ২৪৩
লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ / ২৫১

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি জমিন ও আসমানসমূহের স্রষ্টা, সমগ্র সৃষ্টিজগতের অসহায়দের প্রতি পরম দয়ালু। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয়তম ও মহাপ্রিয় হাবীব, সমগ্র সৃষ্টির সর্দার, গুনাহগারদের সুপারিশকারী, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত এবং হাশর-ময়দানে নিঃসঙ্গদের সান্ত্বনাদাতা—সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ র উপর; তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর, যারা মর্যাদা ও অনুগ্রহের অধিকারী। আল্লাহ আমাদের ইমাম ও মাশায়িখের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকুন, যারা ইলম ও হিদায়াতের প্রদীপস্বরূপ।

মহামহিম আল্লাহর প্রিয় হাবীব ﷺএর রওজা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার মাসআলাকে বিতর্কিত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে; অথচ প্রকৃতপক্ষে আহলে ইলম ও কামালের নিকট তা কখনোই এমন ছিল না। এ বিতর্কের সূচনা মূলত শাইখ ইবনে তাইমিয়্যা করেন। তাঁর এ নিষেধাজ্ঞা সুপ্রতিষ্ঠিত ইলমের উপর নয়; বরং কল্পনা ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি এমন এক জঘন্য মাসআলা, যা তিনি রেখে গেছেন এবং পরবর্তী যুগে কিছু লোক উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করে চলেছে। তারা আরবি ভাষার নীতিমালা, সহীহ নববী হাদীস এবং হাদীসের হাফিযগণের বক্তব্যের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না।

আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম দিয়েছি— القَوْلُ الحَاسِمُ فِيْ شَدِّ الرِّحالِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ القَاسِمِ ﷺ

"রওজায়ে রাসূল ﷺ যিয়ারতঃ সফরের বৈধতা ও শায়খ ইবনু তাইমিয়ার পাঁচ আপত্তির চূড়ান্ত জবাব"। গবেষণায় আমি আমানতদার, জবাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত, প্রমাণ উপস্থাপনে নির্ভুল এবং ভ্রান্তি খণ্ডনে দৃঢ় থাকার চেষ্টা করেছি। আমি হাদীসের ব্যাখ্যা হাদীস দ্বারাই করেছি; উদ্ধৃতিতে ইনসাফ বজায় রেখেছি; উম্মতের বৃহত্তম জামাআত তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেছি; আর এমন সব কাল্পনিক মতামত থেকে দূরে থেকেছি, যা কোনো সুদৃঢ় ইলমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

ঐক্যই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দূরত্ব ঘুচিয়ে নৈকট্য সৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য। দলিলভিত্তিক মতভেদই আমাদের নীতি, আর সকলের পক্ষ থেকে ন্যায়পরায়ণতা প্রত্যাশাই আমাদের আশা। মুসলিম উম্মাহ আজ এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; তাই উম্মাহ'র সন্তানদের মাঝে ঐক্য অপরিহার্য। গোঁড়ামি, পক্ষপাত ও বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করলেই এ সংকট দূর হবে।

শায়খ ইবনু তাইমিয়ার পাঁচ পয়েন্ট নিম্নরূপঃ

১. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ।

২. এ ধরনের সফরে সালাত কসর করা জায়েয নয়।

৩. নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও প্রমাণিত নয়।

৪. নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসই মিথ্যা ও জাল।

৫. এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা শরীয়তসম্মত নয়—এ বিষয়ে আহলে ইলমের ঐকমত্য রয়েছে।

শায়খ ইবন তায়মিয়ার উপরোক্ত পয়েন্টগুলো যে ভুল এবং নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত, তা আমরা এ গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। যুগে যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অসংখ্য ইমাম তাঁর এসব কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এ গ্রন্থে আমরা কুরআন ও হাদিস থেকে দলীল প্রদানের পাশাপাশি সেসকল ইমামগণের বক্তব্যও তুলে ধরেছি। প্রসঙ্গত এখানে ইমাম মুল্লা

আলী কারী ও ইমাম কাস্তাল্লানীর দুটি বক্তব্য উল্লেখ করছি, যা আমার মূল বইয়ে নেই। তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠকগণ উম্মাহর অন্যান্য বরেণ্য ইমামদের সবার অবস্থান পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

ইমাম মুল্লা আলী কারী বলেন,

وَقَدْ فَرَّطَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، حَيْثُ حَرَّمَ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا أَفْرَطَ غَيْرُهُ حَيْثُ قَالَ: كَوْنُ الزِّيَارَةِ قُرْبَةً مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَجَاحِدُهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ.

وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ مَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ يَكُونُ كُفْرًا؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ تَحْرِيمِ الْمُبَاحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ.

نَعَمْ، يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ مَنْ حَرَّمَ أَوْ كَرِهَ عَلَى صُورَةٍ خَاصَّةٍ مِنَ الزِّيَارَةِ؛ مِنَ الِاجْتِمَاعِ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ عَلَى هَيْئَةٍ مُنْكَرَةٍ، أَوْ صِفَةٍ مَكْرُوهَةٍ مِنِ اجْتِمَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، لِمَا فِيهِ مِنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ عِيدًا، وَالْمُوجِبِ لِمَا أُورِدَ فِيهِ وَعِيدًا.

"হাম্বলী মাযহাবের ইবন তাইমিয়্যাহ এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন; কারণ তিনি নবী ﷺ-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হারাম বলেছেন।

অন্যদিকে আরেকদলও বাড়াবাড়ি করেছে; তারা বলেছে, যিয়ারত যে নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম (কুরবা), তা দ্বীনের এমন একটি বিষয় যা সর্বসাধারণের নিকট স্বতঃসিদ্ধভাবে জানা, আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে, তার ওপর কুফরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে সম্ভবত দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর সঠিক। কারণ যে বিষয়কে সকল আলেম সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব বলেছেন, তাকে হারাম বলা কুফর হতে পারে; কেননা এটি এমন একটি বিষয়ে নিষেধ আরোপ, যা এ ক্ষেত্রে অন্তত সর্বসম্মতভাবে বৈধ ও অনুমোদিত বলে স্বীকৃত।

হ্যাঁ, যারা যিয়ারতকে হারাম বা মাকরূহ বলেছেন, তাদের বক্তব্যকে যিয়ারতের কোনো বিশেষ অবস্থার ওপর গ্রহন করা যেতে পারে; যেমন—

নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অশরয়ী পদ্ধতিতে সমবেত হওয়া, অথবা পুরুষ ও নারীর একত্রে এমনভাবে সমাবেশ ঘটানো, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। কারণ এতে নবী ﷺ-এর কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করার আশঙ্কা থাকে, আর এ কারণেই এ বিষয়ে সতর্কবাণী (ওয়াঈদ) এসেছে।" [1]

ইমাম কাস্তাল্লানী বলেন,

اِعْلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، وَأَرْجَى الطَّاعَاتِ، وَالسَّبِيلِ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَمَنْ اعْتَقَدَ غَيْرَ هَذَا فَقَدِ انْخَلَعَ مِنْ رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ، وَخَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ.

"জেনে রাখো, তাঁর পবিত্র কবর যিয়ারত করা সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্য অর্জনের আমলসমূহের অন্যতম, সর্বাধিক আশা জাগানিয়া ইবাদতসমূহের একটি এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের অন্যতম পথ। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে, সে ইসলামের বন্ধন থেকে বেরিয়ে গেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও বিশিষ্ট আলেমসমাজের বিরোধিতা করেছে। [2]

শাইখ ইবনে তাইমিয়্যা নিজেই সফর হারাম হোক বা হালাল হোক উভয় সফরে সালাত কসর করার মাসআলায় বলেছেন:

---

[1] ইমাম মুল্লা আলী কারী মৃ ১০১৪ হি, শারহুশ শিফা, ২/১৫২। দারুল কুতুব ইল্মিয়্যাহ ২০০১।

[2] ইমাম কাস্তাল্লানী মৃ ৯২৩ হি, আল-মাওয়হিবুল লাদুন্নিয়্যাহ ৩/৫৮৭। তাওফিকিয়্যাহ, মিশর।

"যে ব্যক্তি সকল প্রকার সফরেই কসর ও রোযা ভঙ্গকে বৈধ বলে, তার পক্ষেই দলিল শক্তিশালী। এ মতই সঠিক। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ সাধারণভাবে 'সফর'-এর কথাই উল্লেখ করেছে।"

তিনি আরও বলেন:

"নবী ﷺ থেকে কখনোই বর্ণিত হয়নি যে তিনি কোনো এক বিশেষ সফরকে অন্য সফর থেকে পৃথক করেছেন; অথচ তিনি জানতেন সফর কখনো হারাম হয়, কখনো বৈধ হয়। যদি এ বিধান কোনো বিশেষ সফরের সাথে নির্দিষ্ট হতো, তবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ওয়াজিব ছিল। আর যদি তিনি তা বর্ণনা করতেন, উম্মত অবশ্যই তা সংরক্ষণ ও বর্ণনা করত। আমি এ বিষয়ে সাহাবীগণের কাছ থেকেও কিছু জানি না।"

তিনি আরও বলেন:

"কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও সফরকে কোনো বিশেষ প্রকারের সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। তাহলে কীভাবে এমন হতে পারে যে বিধানটি সফরের এক প্রকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তা স্পষ্ট করবেন না? বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বর্ণনা উভয় প্রকার সফরকেই অন্তর্ভুক্ত করে।"

আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত—উম্মতের বৃহত্তম জামাআত—নবী ﷺ-এর রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর সম্পর্কে সেই কথাই বলি, যা তিনি নিজেই হারাম ও বৈধ সফরে কসর সালাত প্রসঙ্গে বলেছেন। যদি তাঁর ঐ মতই (পাঁচ পয়েন্ট) দ্বীনের অংশ হতো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তা অবশ্যই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন।

কবর যিয়ারত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে; কিছু কবর ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট কবরকে আলাদা করা হয়নি । অথচ নবী ﷺ জানতেন যে কবর যিয়ারতের জন্য সফরেরও প্রয়োজন হতে পারে। প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল; পরে তা বৈধ করা হয়েছে। নবী ﷺ নিজে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণও তাঁর সাথে ছিলেন; আর তা ছিল সফর। অথচ কখনোই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি যে এ ধরনের সফর হারাম বা নিষিদ্ধ। আর "তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া যাবে না" — এ হাদীসের ব্যাখ্যা অন্য এক প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে উদ্দেশ্য হলো এমন মসজিদ, যেখানে সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলত কামনা করা হয়। তূর পর্বতের হাদীসেও তূরের মসজিদে সালাত আদায়ের কথা এসেছে। এভাবে হাদীস দ্বারা হাদীসের ব্যাখ্যা করলে বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। অতএব এর পর আর কোনো শাইখ বা তালিবুল ইলমের আপত্তির সুযোগ থাকে না।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এটি আমাদের এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা; আল্লাহ তাআলার নিকট এর কবুলিয়াত কামনা করি।

কোন ভুল ভ্রান্তি কারো চোখে ধরা পড়লে জানাবেন, কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

ইলমে শরীয়তের ক্ষুদ্র খাদেম,
নিজ প্রতিপালকের রহমতের মুখাপেক্ষী
আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
১০ জুলাই ২০২৬
+1-646-610-0740 (for Whatsapp message only)



হে শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর পবিত্র অস্থি শুয়ে আছে ধরার বুকে,
যাঁর সুবাসে মরু-প্রান্তর, পাহাড়-টিলা ভরে ওঠে সুখে।
আপনার কবরের তরে আমার প্রাণ হোক উৎসর্গ সদা,
যেখানে পবিত্রতা, দানশীলতা, মহানুভবতার বাসভূমি তথা।
আপনিই সেই সুপারিশকারী, যাঁর শাফাআতের আশা করি প্রাণে,
যখন সিরাতের পথে পা হোঁচট খায় ভয়ংকর কিয়ামতের দিনে।

শায়খ ইবনু তাইমিয়্যা'র বক্তব্য

الْمُسَافَرَةُ لِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ مَعْصِيَةٌ، وَلَا يَجُوْزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيْهَا،[3] وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ وَّاحِدٌ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرٍ مَخْصُوْصٍ .. الأَحَادِيْثُ الْمَرْوِيَّةُ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِه .. كُلُّهَا مَكْذُوْبَةٌ مَوْضُوْعَةٌ[4] وَمَا سِوى هذِه الْمَسَاجِدِ لَا يُشْرَعُ السَّفَرُ إِلَيْهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

"কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ। এ সফরে সালাত কসর করাও জায়েয নয়। নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও প্রমাণিত নয়। ... নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসই মিথ্যা ও জাল। আর এই মসজিদগুলো (তিন মসজিদ) ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা শরীয়তসম্মত নয়—এ বিষয়ে আহলে ইলমের ঐকমত্য রয়েছে।" [5]

আমি বলি: এই মাসআলার কারণেই শাইখ ইবনে তাইমিয়্যাকে সর্বশেষবার দামেস্কে দুই বছর তিন মাস কয়েক দিন (১৬ শা'বান ৭২৬ হিজরি থেকে ২০ যিলকদ ৭২৮ হিজরি পর্যন্ত) বন্দী রাখা হয়েছিল। এটি ছিল তাঁর সপ্তমবার কারাবরণ। অবশেষে তিনি কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন।

শেষবারের মত জেলখানায় – ইবনে কাসীর বলেন:

বিরযালী বলেন: সোমবার আসরের সময়, ১৬ শা'বান তারিখে শাইখ, ইমাম, মহান আলিম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যাকে দামেস্ক দুর্গে বন্দী করা হয়। সুলতানের নায়েব তানকিযের পক্ষ থেকে মুশিদুল আওকাফ এবং দামেস্কের হাজিবদের একজন ইবনুল খাতিরী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জানালেন যে, সুলতানের ফরমান এ বিষয়ে এসে পৌঁছেছে। তাঁরা তাঁর জন্য একটি বাহনও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন যাতে তিনি আরোহণ করেন। ইবনে তাইমিয়্যা এতে আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন: "আমি তো এরই অপেক্ষায় ছিলাম। এতে অনেক কল্যাণ ও বিরাট মঙ্গল রয়েছে।" এরপর তাঁরা সবাই তাঁর বাড়ি থেকে দুর্গের ফটক পর্যন্ত একত্রে গেলেন। তাঁর জন্য একটি কক্ষ খালি করে দেওয়া হয় এবং সেখানে পানির ব্যবস্থাও করা হয়। তাঁকে সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়। সুলতানের অনুমতিতে তাঁর ভাই যায়নুদ্দীন তাঁর সাথে থেকে খেদমত করতে থাকেন। তাঁর প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাও নির্ধারিত হয়।

বিরযালী বলেন: উক্ত মাসের দশ তারিখ শুক্রবার দামেস্ক জামে মসজিদে সুলতানের সেই ফরমান পাঠ করা হয়, যাতে তাঁর বন্দিত্ব এবং ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত রাখার নির্দেশ ছিল। **এই ঘটনার কারণ ছিল একটি ফতোয়া,** যা তাঁর নিজের হাতের লেখায় পাওয়া গিয়েছিল। সেই ফতোয়ায় তিনি নবীগণের কবর এবং নেককার ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ও বাহন পরিচালনার বিষয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন: শা'বানের মধ্য বুধবারে শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি শাইখ তাকীউদ্দীনের একদল সাথীকে বিচার বিভাগীয় কারাগারে বন্দী করার নির্দেশ দেন। এটি ছিল সুলতানের নায়েবের ফরমান ও অনুমতিক্রমে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা

---

[3] তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবিল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তাইমিয়্যা আল-হাররানী আল-হাম্বলী আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৭২৮ হি.), *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। তাহকীক: নাসির আবদুল কারীম আল-আকল। প্রকাশনী: দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত, লেবানন। সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.। মোট খণ্ড: ২।

[4] *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, ২য় খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

[5] *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, ২য় খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা।

গ্রহণের উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্য থেকে একদলকে জনসমক্ষে পশুর পিঠে চড়িয়ে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা দেওয়া হয়; এরপর তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

তবে শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাকে দুর্গে বন্দী রাখা হয়। এরপর এ ঘটনা থেমে যায়।[6]

... এবং যিলকদ মাসের দশ তারিখ বুধবারে বুরহানুদ্দীন আহমদ ইবনে হিলাল আয-যারঈ আল-হাম্বলী হানবালিয়া মাদরাসায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার পরিবর্তে দরস প্রদান করেন। সেখানে শাফেয়ী কাজী এবং একদল ফকীহ উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়টি শাইখ তাকীউদ্দীনের বহু সাথীর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়েছিল। এর পূর্বে হাজিব ইবনুল খাতিরী শাইখ তাকীউদ্দীনের নিকট প্রবেশ করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সুলতানের নায়েবের নির্দেশে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন।

অতঃপর বৃহস্পতিবার কাজী জামালুদ্দীন ইবনে জুমলাহ এবং নাসিরুদ্দীন মুশিদ্দুল আওকাফ তাঁর নিকট প্রবেশ করেন এবং যিয়ারত সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি তা একটি নথিতে লিখে দেন। এরপর দামেস্কের শাফেয়ী প্রধান বিচারপতি তার নিচে লিখলেন: ''আমি এ প্রশ্নের উত্তরের সাথে ইবনে তাইমিয়্যার নিজের হাতের লেখার মিল পেয়েছি।'' এরপর তিনি বলেন: ''সমস্যার মূল বিষয় হলো—তিনি নবী ﷺ-এর কবর এবং অন্যান্য নবীগণের কবর যিয়ারতকে সর্বসম্মতিক্রমে গুনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।''

এখন দেখুন, শাইখুল ইসলামের বক্তব্যের উপর কী ভয়াবহ বিকৃতি আরোপ করা হয়েছে! কারণ তাঁর এ উত্তরের মধ্যে নবী ও নেককার ব্যক্তিদের কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ করার কোনো কথা নেই। বরং এতে কেবল কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ও রওনা হওয়া সম্পর্কে দুটি মতের উল্লেখ রয়েছে।

কবর যিয়ারত—একটি স্বতন্ত্র মাসআলা; আর কেবল যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা—আরেকটি পৃথক মাসআলা। শাইখ কখনোই এমন যিয়ারত নিষিদ্ধ করেননি, যা সফর ব্যতীত সম্পন্ন হয়। বরং তিনি তা মুস্তাহাব মনে করতেন এবং তার প্রতি উৎসাহ দিতেন। তাঁর গ্রন্থসমূহ ও মানাসিক এ বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। তিনি এ ফতোয়ায় এ ধরনের যিয়ারত নিয়ে কোনো আপত্তি তোলেননি; একে গুনাহও বলেননি; এমনকি এর নিষেধাজ্ঞার উপর কোনো ইজমা রয়েছে বলেও উল্লেখ করেননি। তিনি তো রাসূল ﷺ-এর এ বাণী সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিলেন না: ''কবরসমূহ যিয়ারত কর; কেননা তা তোমাদের আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।''

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট কোনো কিছুই গোপন নয়; তাঁর নিকট কোনো বিষয় আড়াল থাকে না। ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

অচিরেই জালিমরা জানতে পারবে, তারা কোন পরিণতির দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে।[7]

ইবন কাসির তাঁর উসতায ইবনু তায়মিয়্যার সমর্থনে এখানে যা বলেছেন, তা আসলে মুহাদ্দিসদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। এ গ্রন্থের পরবর্তী আলোচনায় পাঠকগণ বিস্তারিত জানতে পারবেন।

---

[6] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাইশী আল-বাসরী, অতঃপর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৭৭৪ হিজরি), *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১৪তম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, ''অতঃপর ৭২৬ হিজরির ঘটনা শুরু হলো'' অধ্যায়। প্রকাশক: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, কায়রো। মোট খণ্ড: ১৪।

[7] *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১৪তম খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।

শায়খ ইবনু তাইমিয়্যার পাঁচ পয়েন্ট

1. الْمُسَافَرَةُ لِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ مَعْصِيَةٌ،
2. وَلَا يَجُوْزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيْهَا،
3. وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ وَّاحِدٌ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرٍ مَخْصُوْصٍ ..
4. الأَحَادِيْثُ الْمَرْوِيَّةُ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ .. كُلُّهَا مَكْذُوْبَةٌ مَوْضُوْعَةٌ
5. وَمَا سِوى هذِهِ الْمَسَاجِدِ لَا يُشْرَعُ السَّفَرُ إِلَيْهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

১. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ।

২. এ ধরনের সফরে সালাত কসর করা জায়েয নয়। [8]

৩. নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও প্রমাণিত নয়।

৪. নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসই মিথ্যা ও জাল। [9]

৫. এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা শরীয়তসম্মত নয়—এ বিষয়ে আহলে ইলমের ঐকমত্য রয়েছে। [10]

কুরআন সুন্নাহ'র দলীল দিয়ে পাঁচ পয়েন্টের কোনো পয়েন্টই শায়খ ইবনু তাইমিয়া প্রমাণ করতে পারেননি। আমরা ইল্মী আমানতদারীর সাথে প্রতিটি পয়েন্ট আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

---

[8] তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবিল কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তাইমিয়্যা আল-হাররানী আল-হাম্বলী আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৭২৮ হি.), *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। তাহকীক: নাসির আবদুল কারীম আল-আকল। প্রকাশনী: দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত, লেবানন। সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.। মোট খণ্ড: ২।

[9] *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, ২য় খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

[10] *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, ২য় খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা।

প্রথম পয়েন্ট:
"কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ"

এর প্রমাণ কী? কুরআন থেকে? নাকি সুন্নাহ থেকে? অথবা সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে? কিংবা সালাফে সালেহীন অনুসৃত মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্য থেকে?

ইবনে তাইমিয়্যা বলেন:

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ، هَلْ يَجُوزُ السَّفَرُ لِزِيَارَتِهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ، وَالْمُسَافِرَةُ لِزِيَارَتِهَا مَعْصِيَةٌ، وَلَا يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ بَطَّةَ وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا.

"আমাদের হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণ এবং অন্যান্যদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয কি না। এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে।

প্রথম মত হলো: এটি জায়েয নয়; বরং কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ। এ সফরে সালাত কসর করাও জায়েয নয়। এটি ইবনে বাত্তা, ইবনে আকীল প্রমুখের মত। কারণ এ সফর বিদআত, যা সালাফদের যুগে ছিল না। আর এর মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর নিষেধাজ্ঞা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

আর সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا.

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।'

وَهَذَا النَّهْيُ يَعُمُّ السَّفَرَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ، وَكُلَّ مَكَانٍ يُقْصَدُ السَّفَرُ إِلَى عَيْنِهِ لِلتَّقَرُّبِ.

এ নিষেধাজ্ঞা মসজিদ, মাশহাদ এবং এমন প্রত্যেক স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার উদ্দেশ্যে নৈকট্য লাভের জন্য সফর করা হয়।

بِدَلِيلِ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ لَمَّا رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ رَاجِعًا مِنَ الطُّورِ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ :**لَوْ رَأَيْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ**؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :**لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ**.

এর প্রমাণ হলো—বাসরা ইবনে আবী বাসরা আল-গিফারী যখন আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তূর পর্বত থেকে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন বললেন:

'আমি যদি তোমাকে সেখানে যাওয়ার আগে পেতাম, তবে তুমি সেখানে যেতে না। কারণ নবী ﷺ বলেছেন: "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না।"

فَقَدْ فَهِمَ الصَّحَابِيُّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ أَنَّ الطُّورَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ مَقَامَاتِ الْأَنْبِيَاءِ مُنْدَرِجَةٌ فِي الْعُمُومِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّفَرُ إِلَيْهَا، كَمَا لَا يَجُوزُ السَّفَرُ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.

অতএব যে সাহাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বুঝেছেন যে তূর পর্বত এবং অনুরূপ নবীগণের মাকামসমূহও এ সাধারণ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। তাই সেখানে সফর করা বৈধ নয়; যেমন তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর বৈধ নয়।

আরও বলা যায়, যদি আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ না হয়—যদিও সেসব মসজিদে নিজ এলাকার লোকদের জন্য কখনো যাওয়া ওয়াজিব হয়, কখনো মুস্তাহাব হয়, এবং মসজিদের উদ্দেশ্যে গমনের ফযীলত

অগণিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—তাহলে আল্লাহর বান্দাদের ঘরসমূহের উদ্দেশ্যে [11] সফর না হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।" [12]

এরপর তিনি বলেন:

দ্বিতীয় মত হলো: সেখানে সফর করা জায়েয। এ মতটি পরবর্তী যুগের একদল আলিম গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ হামিদ আল-গাযালী, আবুল হাসান ইবনে আবদূস আল-হাররানী এবং শাইখ আবূ মুহাম্মদ আল-মাকদিসী।

وَمَا عَلِمْتُهُ مَنْقُولًا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ.

তবে আমি এ মতটি পূর্ববর্তী আলিমদের কারো থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে জানি না। [13] এ মতের ভিত্তি হলো—উক্ত হাদীস এ ধরনের সফর নিষিদ্ধ করার অর্থ বহন করে না; যেমনটি পিতা-মাতা, আলিম, মাশায়িখ, বন্ধু-বান্ধব বা দুনিয়াবী বৈধ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে সফর করার নিষেধাজ্ঞাও এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।" [14]

আমি বলি:

সফরের মাধ্যমেই তো কবর যিয়ারত শরীয়তসম্মত করা হয়েছে; অথচ আপনারা কবর যিয়ারতের জন্য সফরকেই নিষিদ্ধ করছেন—বরং নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারতের সফরকেও! সহিহাইনের হাদিস এবং তুরের হাদিসের হাকিকত আমরা একটু পরেই আপনাদের সামনে পেশ করছি। এখানে সংক্ষেপে বলি, বুখারী মুসলিমের লা তুশাদ্দুর রিহাল হাদিসের মর্ম হল, ফজীলত মনে করে ৩ মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না বা মান্নত করা যাবেনা। এই হাদিসে শুধু মসজিদ উদ্দেশ্য। তুরের হাদিসেও একই কথা, তুরের মসজিদে সালাত আদায় উদ্দেশ্য ছিল বিধায় নিষেধের কথা বলা হয়েছে।

---

[11] অর্থাৎ নবী ও ওলিগণের মাযার, নবী ও ওলিগণের স্মৃতিধন্য স্থান বা মাশাহিদ ইত্যাদি।

[12] ইসলামী শরিয়াতে দলীল থাকার পরও নিজস্ব যুক্তির আশ্রয় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এজন্য শায়খ ইবনু তাইমিয়ার একথাটিও মনগড়া ও ভিত্তিহীন।

[13] ইবন তায়মিয়্যা পূর্ববর্তী আলিমদের থেকে এই মত জানতেন না- একথা সত্য বলে মনে হয় না। কারণ পূর্ববর্তী আলিমদের সকলের মত বাস্তবে এটাই ছিল। তিনি বরং প্রথম মত হিসেবে যা বলেছেন, সেটা একান্তই তার মনগড়া মতামত। পাঠকগণ এ গ্রন্থে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

[14] ইবনে তাইমিয়্যা আল-হাররানী আল-হাম্বলী আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৭২৮ হিজরি), *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম*, "দ্বিতীয় প্রকার স্থানসমূহের আলোচনা: কবরসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি—যেমন কবর যিয়ারত, কবরের পাশে সালাত আদায়, কবরকে মসজিদে পরিণত করা এবং তার উপর স্থাপনা নির্মাণ", ২য় খণ্ড, ১৮২–১৮৪ পৃষ্ঠা।

সফরের মাধ্যমেই কবর যিয়ারত শরীয়তসম্মত করা হয়েছে

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন:

আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আর আমি তাঁর কাছে আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম; তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।"

আরও বর্ণিত হয়েছে: আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

নবী ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তখন তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর আশপাশের লোকদেরও কাঁদালেন। এরপর তিনি বললেন:

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম; তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো; কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" [15]

আরও বর্ণিত হয়েছে:

ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

"আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো।" [16]

ইমাম বুখারী "কবর যিয়ারত" অধ্যায়ে বর্ণনা করেন:

আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ " اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي ". قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَتَتْ باب النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ " إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

নবী ﷺ এক নারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তখন তিনি বললেন: "আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো।"

সে বলল: "আপনি আমার কাছ থেকে দূরে যান। আপনি তো আমার মতো বিপদে পড়েননি।" সে তাঁকে চিনতে পারেনি।

---

[15] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জানায়িয, "নবী ﷺ-এর তাঁর প্রতিপালকের নিকট তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা" অধ্যায়, হাদীস নং ৯৭৬।

[16] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জানায়িয, "নবী ﷺ-এর তাঁর প্রতিপালকের নিকট তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা" অধ্যায়, হাদীস নং ৯৭৭।

পরে তাকে বলা হলো: ''তিনি তো নবী ﷺ ছিলেন।'' তখন সে নবী ﷺ-এর দরজায় এসে উপস্থিত হলো। সেখানে কোনো প্রহরী পেল না। সে বলল: ''আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।'' তখন নবী ﷺ বললেন: ''প্রকৃত ধৈর্য তো প্রথম আঘাতের মুহূর্তেই হয়ে থাকে।'' [17]

ইমাম নাসাঈ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন:

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

''আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো।'' [18]

সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا

''আমি তোমাদের তিনটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছিলাম। তার মধ্যে একটি হলো কবর যিয়ারত। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো; কেননা এর যিয়ারত তোমাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করবে।'' [19]

সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে:

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا

''আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যে ব্যক্তি যিয়ারত করতে চায়, সে যেন যিয়ারত করে। তবে তোমরা অশোভন বা বাতিল কথা বলবে না।'' [20]

ইমাম আবূ দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন:

ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

''আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা এর যিয়ারতে উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে।''[21]

আরও বর্ণিত হয়েছে: আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের কবরের নিকট আসলেন। তখন তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর আশপাশের লোকদেরও কাঁদালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

''আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারপর আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম; তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো; কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'' [22] সহিহ

---

[17] *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, ''কবর যিয়ারত'' অধ্যায়, হাদীস নং ১২৮৩।

[18] *সুনানে নাসাঈ*, কিতাবুল আশরিবা, ''কিছু বিষয়ের অনুমতি'' অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬৫২।

[19] *সুনানে নাসাঈ*, কিতাবুল আশরিবা, ''কিছু বিষয়ের অনুমতি'' অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬৫৩; এবং *কিতাবুদ্ব দ্বাহায়া*, ''এ বিষয়ে অনুমতি'' অধ্যায়, হাদীস নং ৪৪২৯।

[20] *সুনানে নাসাঈ*, কিতাবুল জানায়িয, ''কবর যিয়ারত'' অধ্যায়, হাদীস নং ২০৩৩।

[21] *সুনানে আবূ দাউদ*, কিতাবুল জানায়িয, ''কবর যিয়ারত'' অধ্যায়, হাদীস নং ৩২৩৫।

[22] *সুনানে আবূ দাউদ*, কিতাবুল জানায়িয, ''কবর যিয়ারত'' অধ্যায়, হাদীস নং ৩২৩৪।

ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন:

ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ

"আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" [23]

ইমাম তিরমিযী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন:

সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

"আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো; কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ইমাম তিরমিযী বলেন:

"এ অধ্যায়ে আবূ সাঈদ, ইবনে মাসউদ, আনাস, আবূ হুরায়রা এবং উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন:

"বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। আহলে ইলম এ হাদীসের উপরই আমল করেছেন। তাঁরা কবর যিয়ারতকে দোষের কিছু মনে করেন না। এটাই ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং ইসহাকের মত।" [24]

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন: সাইয়্যিদুনা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ

"আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" [25]

আমি বলি—আল্লাহর তাওফীক কামনা করে:

ইমাম আহমদসহ সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ কবর যিয়ারত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ নবী ﷺ-এর কোনো হাদীসেই, কিংবা মুহাদ্দিস ইমামদের বক্তব্যে, অথবা অনুসৃত মুজতাহিদ ইমামগণের কথায়—এ কথা পাওয়া যায় না যে, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ!

বরং উল্লেখিত হাদীসসমূহে নবী ﷺ কবর যিয়ারতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং কোনো প্রকার শর্ত বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করেননি। তাহলে এ শর্ত ও সীমাবদ্ধতা কোথা থেকে এলো?

---

[23] *সুনানে ইবনে মাজাহ*, কিতাবুল জানায়িয, "কবর যিয়ারত অধ্যায়, হাদীস নং ১৫৭১।

[24] *সুনানে তিরমিযী*, কিতাবুল জানায়িয আন রাসূলিল্লাহ ﷺ, হাদীস নং ১০৫৪।

[25] *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, "সাইয়্যিদুনা আলী ইবনে আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মুসনাদ" অধ্যায়, হাদীস নং ১২৩৬, ১২৩৭।

শরীয়তসম্মত কাজের জন্য সফর করাও শরীয়তসম্মত। আর সহীহ মুসলিম [26], সুনানে তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাউদে পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে কবর যিয়ারতের অনুমতি মূলত নবী ﷺ-এর মাতার কবর যিয়ারতের মাধ্যমেই প্রদান করা হয়েছিল। আর তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত ছিল একটি সফর।

অতএব সফরের মাধ্যমেই কবর যিয়ারত শরীয়তসম্মত করা হয়েছে; অথচ আপনারা কবর যিয়ারতের জন্য সফরকেই নিষিদ্ধ করছেন—বরং নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারতের সফরকেও! তবে কি তোমরা চিন্তা করো না?!

ইবনু তাইমিয়ার দলীল এবং মাসাজিদ ও মাক্বামাতুল আম্বিয়া'র একই হুকুম দাবি

তাঁর দলিল হলো "তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না" — এই হাদীস। তিনি বলেন:

وَهٰذَا النَّهْيُ يَعُمُّ السَّفَرَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ، وَكُلِّ مَكَانٍ يُقْصَدُ السَّفَرُ إِلَى عَيْنِهِ لِلتَّقَرُّبِ.

بِدَلِيلِ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ لَمَّا رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ رَاجِعًا مِنَ الطُّورِ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى، قَالَ: لَوْ رَأَيْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

فَقَدْ فَهِمَ الصَّحَابِيُّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ أَنَّ الطُّورَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ مَقَامَاتِ الْأَنْبِيَاءِ مُنْدَرِجَةٌ فِي الْعُمُومِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّفَرُ إِلَيْهَا، كَمَا لَا يَجُوزُ السَّفَرُ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.

"এ নিষেধাজ্ঞা মসজিদ, মাশহাদ এবং এমন প্রত্যেক স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার উদ্দেশ্যে নৈকট্য লাভের জন্য সফর করা হয়।

এর প্রমাণ হলো— বাসরা ইবনে আবী বাসরা আল-গিফারী যখন আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তূর পর্বত থেকে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন বললেন:

'আমি যদি তোমাকে সেখানে যাওয়ার আগে পেতাম, তবে তুমি সেখানে যেতে না। কারণ নবী ﷺ বলেছেন: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না।"'

অতএব যে সাহাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বুঝেছেন যে তূর পর্বত এবং অনুরূপ নবীগণের মাকামসমূহও এ সাধারণ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। তাই সেখানে সফর করা বৈধ নয়; যেমন তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর বৈধ নয়।"

আমি বলি:

প্রথমত: তিনি সহিহাইনের হাদিস দিয়ে যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, হাদিসে কিন্তু তা নেই। ইস্তেছনা মুফাররাগ এর কায়দা উনার ভালো করেই জানা ছিল তাই অন্য আরেকটি হাদিসের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি এখানেও ব্যর্থ হয়েছেন শতভাগ। কারণ তুরের হাদিসেও মসজিদ উদ্দেশ্য, যা বিভিন্ন সুত্রে প্রমাণিত হয়েছে। সহিহাইনের হাদিসের সাথে যে হাদীসের প্রতি শায়খ ইঙ্গিত করেছেন তাঁর ভ্রান্ত মত প্রমাণের জন্য, তা ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে তাইমিয়্যা যে শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, আমার জানা মতে সে শব্দে হাদীসটি কোথাও নেই। বরং এতে উনার ভ্রম ও ভুল হয়েছে।

---

[26] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জানায়িয, "নবী ﷺ-এর তাঁর প্রতিপালকের নিকট তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা" অধ্যায়, হাদীস নং ৯৭৬।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন:

"আমি আবদুর রহমানের নিকট পাঠ করেছি: মালিক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনিল হাদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনিল হারিস আত-তাইমী থেকে, তিনি আবূ সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

হাদীসের মধ্যে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ :مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ :مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ :أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ " يَشُكُّ

আমি বাসরা ইবনে আবী বাসরা আল-গিফারীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন: 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

আমি বললাম: 'তূর পর্বত থেকে।'

তখন তিনি বললেন: 'আমি যদি আপনাকে সেখানে বের হওয়ার আগে পেতাম, তাহলে আপনি সেখানে যেতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য বাহন পরিচালিত করা হয় না—মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং ইলিয়া তথা বাইতুল মাকদিসের মসজিদ।"

বর্ণনাকারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন (শেষ শব্দে)।" [27]

(এই হাদিসের নাম্বার ২৩৮৪৮। একই কিতাবের আরো দুটি হাদিস দেখুন ২৩৮৫০ এবং ২৭২৩০।

২৩৮৫০ –

لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ، أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ جَاءٍ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ : **مِنَ الطُّورِ صَلَّيْتُ فِيهِ** قَالَ: أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

আবূ বুসরা আল-গিফারী আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, যখন তিনি তূর পর্বত থেকে ফিরে আসছিলেন। তিনি বললেন:

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

তিনি বললেন: **"আমি তূর পর্বত থেকে আসছি; সেখানে আমি সালাত আদায় করেছি।"**

তখন তিনি বললেন: "আমি যদি আপনাকে সেখানে সফর করার আগে পেতাম, তবে আপনি সেখানে সফর করতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।' — হাদীসটি সহীহ।

---

[27] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, "নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের হাদীসসমূহ" অধ্যায়, "আবূ বসরা আল-গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস", ৩৯তম খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৮৪৮। তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাঊত, আদিল মুরশিদ প্রমুখ; তত্ত্বাবধানে: ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন আত-তুরকী। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। মোট খণ্ড: ৫০।

২৭২৩০ -

لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَسِيرُ إِلَى مَسْجِدِ الطُّورِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَحِلَ مَا ارْتَحَلْتَ، قَالَ :فَقَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ :قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :

''আমি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যখন তিনি তূরের মসজিদের দিকে সেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

তখন আমি তাঁকে বললাম:

'আমি যদি আপনাকে সফরে বের হওয়ার আগে পেতাম, তবে আপনি এ সফরে বের হতেন না।'

তিনি বললেন: 'কেন?' তিনি বলেন: তখন আমি বললাম: 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي

''তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।'' হাদীসটি সহীহ।)

ইমাম মালিক বর্ণনা করেন:

আবূ মুস'আব আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: মালিক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনিল হাদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনিল হারিস আত-তাইমী থেকে, তিনি আবূ সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

''আমি তূর পর্বতে গিয়েছিলাম। সেখানে কা'বুল আহবারের সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমি তাঁর সাথে বসলাম। তিনি আমাকে তাওরাত থেকে কিছু বর্ণনা করলেন, আর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করলাম।

আমি তাঁকে যা বলেছিলাম, তার মধ্যে ছিল—রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خلقَ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وفيه مات، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

'যে দিনের উপর সূর্য উদিত হয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। এ দিনেই আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এ দিনেই তাঁকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয়েছে, এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এ দিনেই তাঁর তাওবা কবুল হয়েছে এবং এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। জিন ও মানুষ ছাড়া প্রত্যেক প্রাণী জুমুআর দিনে সকাল থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের ভয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় থাকে। আর এ দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যখন কোনো মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।'

তখন কা'ব বললেন: 'এটি প্রতি বছরে একদিন।'

আমি বললাম: 'বরং প্রতি জুমুআয়।'

অতঃপর কা'ব তাওরাত পড়ে বললেন: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন।'

আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ الطُّورِ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إليه، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ:

এরপর আমি বসরা ইবনে আবী বসরা আল-গিফারীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন: 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

আমি বললাম: 'তূর পর্বত থেকে।'

তিনি বললেন: 'আমি যদি আপনাকে সেখানে যাওয়ার আগে পেতাম, তাহলে আপনি সেখানে যেতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

لا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ، إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَشُكُّ أيهما قال.

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের জন্য বাহন পরিচালিত করা হয় না—মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং ইলিয়া তথা বাইতুল মাকদিসের মসজিদ।"

বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছেন—তিনি "ইলিয়া" বলেছেন, নাকি "বাইতুল মাকদিস" বলেছেন।

আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

এরপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাঁকে কা'বুল আহবারের সাথে আমার বৈঠক এবং জুমুআর দিন সম্পর্কে আমাদের কথোপকথন বর্ণনা করলাম। আমি বললাম:

'কা'ব বলেছেন: এ সময়টি বছরে একদিন।' তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন: 'কা'ব ভুল বলেছেন।'

এরপর তিনি তাওরাত পাঠ করলেন এবং বললেন: 'বরং এটি প্রতি জুমুআয়।'

তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন: 'কা'ব সত্য বলেছেন।'

এরপর তিনি বললেন: 'আমি জানি, সেটি কোন সময়।'

আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

আমি বললাম: 'তাহলে আমাকে তা জানিয়ে দিন এবং আমার কাছ থেকে গোপন করবেন না।'

তিনি বললেন: 'সেটি হলো জুমুআর দিনের শেষ সময়।'

আমি বললাম: 'কীভাবে তা জুমুআর দিনের শেষ সময় হবে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কোনো মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় যদি সে সময়ের সাথে মিলিত হয়..." অথচ সে সময় তো সালাত আদায়ের সময় নয়!'

তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি—যে ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় কোনো স্থানে বসে থাকে, সে সালাত আদায় না করা পর্যন্ত সালাতের মধ্যেই গণ্য হয়?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'এটাই সেই সময়।' [28]

---

[28] ইমাম মালিক ইবনে আনাস (৯৩–১৭৯ হিজরি), *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, কিতাবুল জুমুআ, "জুমুআর দিনের বিশেষ সময়" অধ্যায়, ১ম খণ্ড, ১৭৭–১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৬৩। বর্ণনা: আবূ মুস'আব আয-যুহরী আল-মাদানী (১৫০–২৪২ হিজরি)। তাহকীক ও টীকা: ড. বাশশার আওয়াদ মা'রুফ ও মাহমূদ মুহাম্মদ খলীল। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত। প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হিজরি / ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২।

ভ্রম ও ভুল

ইবনে আবদিল বার *আল-ইস্তী'আব* গ্রন্থে বলেন:

"এ হাদীস এ শব্দে কেবল *মুয়াত্তা*-তেই বসরা ইবনে আবী বসরার নামে পাওয়া যায়। অথচ প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর। সেখানে রয়েছে: 'আমি আবূ বসরার সাথে সাক্ষাৎ করলাম'—অর্থাৎ তাঁর পিতার সাথে।

ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর আবূ সালামাহ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব এবং সাঈদ ইবনে আবী সাঈদও আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের বর্ণনাতেই রয়েছে: 'আমি আবূ বসরার সাথে সাক্ষাৎ করলাম।'

আমার ধারণা, এ ভ্রমটি ইয়াযীদ ইবনুল হাদ-এর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আমরা *আত-তামহীদ* গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি।" [29]

আর *আত-তামহীদ* গ্রন্থে তিনি বলেন:

"আমার ধারণা, এ ভ্রমটি হয় ইমাম মালিকের পক্ষ থেকে এসেছে, অথবা ইয়াযীদ ইবনুল হাদ-এর পক্ষ থেকে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।" [30]

আমি বলি:

এ ভ্রমটি ইবনুল হাদ-এর পক্ষ থেকেই হয়েছে, ইমাম মালিকের পক্ষ থেকে নয়। তবে হাদীসটি সহীহ। আর এতে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর তূর পর্বতে যাওয়ার কারণ উল্লেখ নেই—তিনি কি নবীগণের মাকাম যিয়ারতের জন্য গিয়েছিলেন, নাকি সেখানে সালাত আদায়ের জন্য, অথবা তূরের মসজিদে নামায পড়ার জন্য? এ বিষয়টি মুসনাদে ইমাম আহমদের আরও দুটি হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শাইখ ইবনু তাইমিয়া হয় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে সে দিকে দৃষ্টি দেননি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয়তঃ

তাঁর এ বক্তব্য নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্যেরই বিরোধী। কারণ বুখারী মুসলিমের হাদিসে ইসতেছনা মুফাররাগ, প্লাস তাঁর এ কথা— "এ নিষেধাজ্ঞা মসজিদ, মাশহাদ এবং এমন প্রত্যেক স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার উদ্দেশ্যে নৈকট্য লাভের জন্য সফর করা হয়"—

---

[29] আবূ উমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী (মৃত্যু: ৪৬৩ হিজরি), *আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, "বুসরা ইবনে আবী বুসরা আল-গিফারী" পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, "বর্ণ 'বা'-এর অধীনে স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ" অধ্যায়। তাহকীক: আলী মুহাম্মদ আল-বিজাওয়ী। প্রকাশক: দারুল জীল, বৈরুত। প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি / ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৪।

[30] আবূ উমর ইবনে আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হিজরি), *আত-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ ফী হাদীসি রাসূলিল্লাহ* ﷺ, ১ম খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। তাহকীক ও টীকা: বাশশার আওয়াদ মা'রূফ প্রমুখ। প্রকাশক: মুআসসাসাতুল ফুরকান লিত্তুরাসিল ইসলামী, লন্ডন। প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৯ হিজরি / ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৭।

এটি ইমাম আহমদ বর্ণিত একটি হাদীসের পরিপন্থী; যাকে হাফিয ইবনে হাজার *ফাতহুল বারী*-তে [31] এবং হাইসামী *মাজমাউয যাওয়াইদ*-এ [32] হাসান বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

"সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য বাহনের জিন কষা উচিত নয়, তিনটি মসজিদ ব্যতীত—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।" [33]

তৃতীয়তঃ

অতএব প্রমাণিত হলো যে নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে শুধু মসজিদ—অন্য কিছু নয়।

সুতরাং শাইখ যদি এটিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি কোন শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে নিজেই এ কথা যোগ করলেন—

"এবং এমন প্রত্যেক স্থান, যার উদ্দেশ্যে নৈকট্য লাভের জন্য সফর করা হয়"?

وَفِيْ الطُّوْرِ مَسْجِدٌ

তূর পর্বতে একটি মসজিদ রয়েছে

আর তাঁর তূর পর্বতের হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণের ব্যাপারটি—হাদীসটি নিজেই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। আর তূর পর্বতে একটি মসজিদ রয়েছে।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন:

হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: শাইবান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল মালিক থেকে, তিনি উমর ইবনে আবদুর রহমান ইবনিল হারিস ইবনে হিশাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ، أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ جَاءٍ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ : مِنَ الطُّورِ صَلَّيْتُ فِيهِ قَالَ: أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

আবূ বুসরা আল-গিফারী আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, যখন তিনি তূর পর্বত থেকে ফিরে আসছিলেন। তিনি বললেন:

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

তিনি বললেন: "আমি তূর পর্বত থেকে আসছি; সেখানে আমি সালাত আদায় করেছি।"

---

[31] *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, "মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের ফযীলত" অধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা। সেখানে তিনি বলেন: "শাহর (ইবনে হাওশাব)-এর হাদীসটি হাসান।" উক্ত হাদীসের শব্দ হলো:

... لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ

"কোনো মুসল্লীর জন্য এমন কোনো মসজিদের দিকে সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া উচিত নয়, যেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য করা হয়..."

[32] *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবা' উল ফাওয়াইদ*, হাদীস নং ৫৮৫০। সেখানে তিনি বলেন: "শাহর (ইবনে হাওশাব) সম্পর্কে কিছু আলোচনা রয়েছে; তবে তাঁর হাদীস হাসান।"

[33] *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ সংস্করণ), ১৮তম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১১৬০৯। *আনীসুস সারী তাখরীজু আহাদীসি ফাতহিল বারী*, হাদীস ৪৫৭৩

তখন তিনি বললেন:

"আমি যদি আপনাকে সেখানে সফর করার আগে পেতাম, তবে আপনি সেখানে সফর করতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।' হাদীসটি সহীহ। [34]

তূর পর্বতে রয়েছে একটি মসজিদ, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না

ইমাম আহমদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন:

আবদুর রাজ্জাক আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: সুফইয়ান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আ'মাশ ও মানসূর থেকে, তারা মুজাহিদ থেকে, তিনি জুনাদা ইবনে আবী উমাইয়া আল-আযদী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমি এবং এক আনসারী ব্যক্তি নবী ﷺ-এর এক সাহাবীর নিকট গেলাম। আমরা বললাম:

"দাজ্জাল সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। অন্য কিছু বর্ণনা করবেন না, যদিও তা সত্য হোক।"

তিনি বললেন:

নবী ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়েছিলেন এবং বলেছেন:

أَنْذَرْتُكُمُ / أنذركم الدَّجَّالَ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ وَإِنَّهُ جَعْدٌ آدَمُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، وَمَعَهُ جَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ، وَإِنَّهُ يُمْطِرُ الْمَطَرَ، وَلَا يُنْبِتُ الشَّجَرَ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسٍ فَيَقْتُلُهَا، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا، وَإِنَّهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَبْلُغُ فِيهَا كُلَّ مَنْهَلٍ، **وَلَا يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدَ الطُّورِ، وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى**، وَمَا يُشَبَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

"আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি এই কথা তিনি তিনবার বললেন। আমার পূর্বে এমন কোনো নবী আসেননি, যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি।

হে উম্মত! সে তোমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হবে। সে হবে কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, গাঢ় বর্ণের এবং তার বাম চোখ বিকৃত থাকবে। তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম; কিন্তু তার জাহান্নাম হবে জান্নাত, আর তার জান্নাত হবে জাহান্নাম।

তার সাথে থাকবে রুটির পাহাড় ও পানির নদী। সে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করাবে, কিন্তু গাছপালা উৎপন্ন করাতে পারবে না।

তাকে এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা দেওয়া হবে; সে তাকে হত্যা করবে। কিন্তু অন্য কারো উপর তাকে সে ক্ষমতা দেওয়া হবে না।

সে পৃথিবীতে চল্লিশ সকাল অবস্থান করবে এবং এ সময়ে প্রত্যেক পানির উৎসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু সে চারটি মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে না—

---

[34] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, "নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের হাদীসসমূহ" অধ্যায়, "আবূ বসরা আল-গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস", ৩৯তম খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৮৫০। তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাঊত, আদিল মুরশিদ প্রমুখ; তত্ত্বাবধানে: ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন আত-তুরকী। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। মোট খণ্ড: ৫০।

1. মসজিদুল হারাম,
2. মসজিদে মদীনা,
3. তূরের মসজিদ
4. এবং মসজিদুল আকসা।

আর তোমাদের উপর যেন বিষয়টি বিভ্রান্তিকর না হয়; কারণ তোমাদের প্রতিপালক কানা নন।'' [35]

সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে:

ইসমাঈল আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: ইবনে আউন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

كَانَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ أَمِيرًا عَلَيْنَا فِي الْبَحْرِ سِتَّ سِنِينَ، فَخَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ :دَخَلْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا تُحَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا :قَالَ: فَشَدَّدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ " :أُنْذِرُكُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، أُنْذِرُكُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَهُوَ رَجُلٌ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ :أَظُنُّهُ قَالَ: الْيُسْرَى، يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، مَعَهُ جِبَالُ خُبْزٍ وَأَنْهَارُ مَاءٍ، يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلٍ، **لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ " فَذَكَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَالطُّورَ، وَالْمَدِينَةَ** "غَيْرَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، لَيْسَ اللهُ بِأَعْوَرَ، لَيْسَ اللهُ بِأَعْوَرَ " قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُّ فِي حَدِيثِهِ " :يُسَلَّطُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْبَشَرِ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهِ

জুনাদা ইবনে আবী উমাইয়া ছয় বছর আমাদের সমুদ্র অভিযানের আমীর ছিলেন। একদিন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন:

''আমরা নবী ﷺ-এর এক সাহাবীর নিকট প্রবেশ করলাম এবং বললাম:

'আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদেরকে বর্ণনা করুন। লোকদের থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদেরকে বলবেন না।'

তারা তাঁকে এ বিষয়ে জোরালোভাবে অনুরোধ করল। তখন তিনি বললেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন:

'আমি তোমাদেরকে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। সে হবে একচোখা ব্যক্তি।'

ইবনে আউন বলেন: আমার ধারণা, তিনি বলেছেন: 'তার বাম চোখ বিকৃত থাকবে।'

'সে পৃথিবীতে চল্লিশ সকাল অবস্থান করবে। তার সাথে থাকবে রুটির পাহাড় ও পানির নদী। তার ক্ষমতা প্রত্যেক পানির উৎস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু সে চারটি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না।'

এরপর তিনি উল্লেখ করেন:

1. মসজিদুল হারাম,
2. মসজিদুল আকসা,

---

[35] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, ''নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের হাদীসসমূহ'' অধ্যায়, ''নবী ﷺ-এর এক সাহাবীর হাদীস'', ৩৯তম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৬৮৫।

3. তূর
4. এবং মদীনা।

'এ সবের মধ্য থেকে যা-ই ঘটুক না কেন, জেনে রেখো—আল্লাহ কানা নন। আল্লাহ কানা নন। আল্লাহ কানা নন।'

ইবনে আউন বলেন: আমার ধারণা, তাঁর হাদীসের মধ্যে এ কথাও ছিল:

'তাকে মানুষের একজনের উপর ক্ষমতা দেওয়া হবে; সে তাকে হত্যা করবে, তারপর পুনরুজ্জীবিত করবে। কিন্তু অন্য কারো উপর তাকে সে ক্ষমতা দেওয়া হবে না।' [36]

সহীহ সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে:

মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: শু'বা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুলাইমান থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি জুনাদা ইবনে আবী উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

أَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الدَّجَّالِ، وَلَا تُحَدِّثْنِي عَنْ غَيْرِكَ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :أَنْذَرْتُكُمْ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ، فَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ أَوْ أُمَّتَهُ، وَإِنَّهُ آدَمُ جَعْدٌ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُسْرَى، وَإِنَّهُ يُمْطِرُ وَلَا يُنْبِتُ الشَّجَرَةَ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسٍ فَيَقْتُلُهَا ثُمَّ يُحْيِيهَا وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا، وَإِنَّهُ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ وَنَهْرٌ وَمَاءٌ وَجَبَلُ خُبْزٍ، وَإِنَّ جَنَّتَهُ نَارٌ وَنَارَهُ جَنَّةٌ، وَإِنَّهُ يَلْبَثُ فِيكُمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، يَرِدُ فِيهَا كُلَّ مَنْهَلٍ **إِلَّا أَرْبَعَ مَسَاجِدَ :مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَالطُّورِ، وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى**، وَإِنْ شَكَلَ عَلَيْكُمْ أَوْ شُبِّهَ، فَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

''আমি নবী ﷺ-এর এক সাহাবীর নিকট এসে বললাম:

'আপনি আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন। অন্য কারো থেকে যা শুনেছেন, তা আমাকে বলবেন না; যদিও তা আপনার নিকট সত্য বলে গণ্য হয়।'

তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

'আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করছি। এমন কোনো নবী আসেননি, যিনি তাঁর কওম বা উম্মতকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেননি।

সে হবে গাঢ় বর্ণের, কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট এবং তার বাম চোখ কানা হবে। সে বৃষ্টি বর্ষণ করাবে, কিন্তু গাছ উৎপন্ন করাতে পারবে না।

তাকে একজন মানুষের উপর ক্ষমতা দেওয়া হবে; সে তাকে হত্যা করবে, তারপর জীবিত করবে। কিন্তু অন্য কারো উপর তাকে এ ক্ষমতা দেওয়া হবে না।

তার সাথে থাকবে জান্নাত, জাহান্নাম, নদী, পানি এবং রুটির পাহাড়। কিন্তু তার জান্নাত হবে জাহান্নাম, আর তার জাহান্নাম হবে জান্নাত।

সে তোমাদের মাঝে চল্লিশ সকাল অবস্থান করবে। এ সময়ে সে প্রত্যেক পানির উৎসে পৌঁছে যাবে, তবে চারটি মসজিদ ব্যতীত—

1. মসজিদুল হারাম,
2. মসজিদে মদীনা,

---

[36] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, ''নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের হাদীসসমূহ'' অধ্যায়, ''নবী ﷺ-এর এক সাহাবীর হাদীস'', ৩৯তম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৬৮৩।

3. তূর এবং
4. মসজিদুল আকসা।

আর যদি বিষয়টি তোমাদের কাছে অস্পষ্ট বা বিভ্রান্তিকর হয়ে যায়, তবে জেনে রেখো—আল্লাহ কানা নন।' [37]

ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেন:

হুসাইন ইবনে আলী যাইদা থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমাদেরকে জুনাদা ইবনে আবী উমাইয়া আদ-দাওসী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ :فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تُحَدِّثْنَا عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا , قَالَ :نَعَمْ , قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ " :أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ , أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ , أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ , فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ , وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ , وَإِنَّهُ جَعْدٌ آدَمُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى , وَإِنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا , فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ , وَإِنَّ مَعَهُ نَهْرَ مَاءٍ وَجَبَلَ خُبْزٍ , وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسٍ فَيَقْتُلُهَا ثُمَّ يُحْيِهَا , لَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا , وَإِنَّهُ يُمْطِرُ السَّمَاءَ وَلَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ , وَإِنَّهُ يَلْبَثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلٍ , **وَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ :مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ، وَمَسْجِدَ الْمَقْدِسِ وَالطُّورِ** , وَمَا شُبِّهَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَرَّتَيْنِ

"আমি এবং আমার এক সঙ্গী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবীর নিকট প্রবেশ করলাম। আমরা বললাম:

'আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদেরকে বর্ণনা করুন। তিনি ছাড়া অন্য কারো থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদেরকে বলবেন না; যদিও তা আপনার নিকট সত্য বলে গণ্য হয়।' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ।'

অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: "আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। এমন কোনো নবী ছিলেন না, যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। হে উম্মত! সে তোমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হবে। সে হবে কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, গাঢ় বর্ণের এবং তার বাম চোখ বিকৃত থাকবে।

তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। কিন্তু তার জাহান্নাম হবে জান্নাত, আর তার জান্নাত হবে জাহান্নাম।

তার সাথে থাকবে পানির নদী এবং রুটির পাহাড়। তাকে একজন মানুষের উপর ক্ষমতা দেওয়া হবে; সে তাকে হত্যা করবে, তারপর জীবিত করবে। কিন্তু অন্য কারো উপর তাকে সে ক্ষমতা দেওয়া হবে না। সে আকাশে বৃষ্টি বর্ষণ করাবে, কিন্তু জমিন ফসল উৎপন্ন করবে না।

সে পৃথিবীতে চল্লিশ সকাল অবস্থান করবে, এমনকি পৃথিবীর প্রত্যেক পানির উৎস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু সে চারটি মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে না—

1. মসজিদুল হারাম,
2. রাসূলের মসজিদ,

---

[37] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, "নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের হাদীসসমূহ" অধ্যায়, "নবী ﷺ-এর এক সাহাবীর হাদীস", ৩৯তম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৬৮৪।

3. বাইতুল মাকদিসের মসজিদ এবং
4. তূর।

আর যে বিষয়গুলো তোমাদের কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হবে, জেনে রেখো—আল্লাহ কানা নন, আল্লাহ কানা নন।"— হাদীসটি সহীহ। [38]

ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেন:

لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ :الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدَ الطُّورِ، وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ

"দাজ্জাল চারটি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা, তূরের মসজিদ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদ।" — হাদীসটি সহীহ। [39]

অতএব যদি কেউ বলে: "কী প্রমাণ যে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তূরের মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলেন? হতে পারে তিনি কোনো মাশহাদ বা নবীগণের মাকাম যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন।"

তাহলে তার জবাব হলো নিম্নের হাদীস: ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন: ইয়াকূব আমাদেরকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমার পিতা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মারসাদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-ইয়াযানী থেকে, তিনি আবূ বসরা আল-গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَسِيرُ إِلَى مَسْجِدِ الطُّورِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَحِلَ مَا ارْتَحَلْتَ، قَالَ :فَقَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ :قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :

"আমি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যখন তিনি তূরের মসজিদের দিকে সেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম: 'আমি যদি আপনাকে সফরে বের হওয়ার আগে পেতাম, তবে আপনি এ সফরে বের হতেন না।'

তিনি বললেন: 'কেন?'তিনি বলেন: তখন আমি বললাম: 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।" — হাদীসটি সহীহ। [40]

---

[38] আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী শাইবা আল-কূফী আল-আবাসী (মৃত্যু: ২৩৫ হিজরি), *আল-কিতাবুল মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, কিতাবুল ফিতান, "দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে বর্ণনা" অধ্যায়, ৭ম খণ্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৭৫০৬। প্রকাশক: দারুত তাজ (লেবানন), মাকতাবাতুর রুশদ (রিয়াদ), মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম (মদীনা মুনাওয়ারা)। প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৭।

[39] আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে আবদিল মালিক ইবনে সালামাহ আল-আযদী আল-হাজারী আল-মিসরী, যিনি ইমাম তাহাবী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৩২১ হিজরি), *শারহু মুশকিলিল আসার*, "দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সেই হাদীসের ব্যাখ্যা, যাতে বলা হয়েছে যে তার সাথে রুটির পাহাড় থাকবে" অধ্যায়, ১৪তম খণ্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা। তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাঊত। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৬।

[40] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, "কবীলাসমূহের মুসনাদ" অধ্যায়, "আবূ বুসরা আল-গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস", ৪৫তম খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৭২৩০। তাহকীক:

যদি বলা হয়: "ইবনে ইসহাক, অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, তিনি তো মুদাল্লিস।"
তাহলে আমরা বলব: হ্যাঁ, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং তিনি মুদাল্লিস। কিন্তু এখানে তিনি স্পষ্টভাবে 'তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন' বলে তাসরীহ করেছেন। সুতরাং কোনো সন্দেহ ছাড়াই হাদীসটি সহীহ।

তারা তূর পর্বত সম্পর্কে আরও দুটি হাদীস দ্বারা দলিল দেয়; কিন্তু তূরে মসজিদ থাকার কথা এবং সেখানে সফরের কথা উল্লেখকারী হাদীসটি তারা উল্লেখ করে না

প্রথম হাদীস: ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেন:
ইবনে উয়াইনা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর থেকে, তিনি তালক থেকে, তিনি কাজা'আ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

سَأَلْتُ عُمَرَ: آتِي الطُّورَ؟ قَالَ: دَعِ الطُّورَ وَلَا تَأْتِهَا، وَقَالَ لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

"আমি উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম: 'আমি কি তূর পর্বতে যাব?'
তিনি বললেন: 'তূরকে ছেড়ে দাও, সেখানে যেয়ো না।' এবং তিনি বললেন:
'তোমরা তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ো না।' [41]

يَقُولُونَ: وَفِي هٰذَا الْأَثَرِ التَّصْرِيحُ بِالْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ لِزِيَارَةِ جَبَلِ الطُّورِ، مَعَ مَا وَرَدَ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الْقُرْآنِ وَتَسْمِيَتِهِ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، فَأَيْنَ هٰذَا مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِي فَضْلِهِ أَثَرٌ صَحِيحٌ؛ كَالْقُبُورِ وَمَشَاهِدِ الصَّالِحِينَ؟!

তারা বলে: "এ বর্ণনায় তূর পর্বত যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ও সেখানে গমন নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে; অথচ কুরআনে তূর পর্বতের উল্লেখ এসেছে এবং তাকে 'পবিত্র উপত্যকা' বলা হয়েছে। তাহলে যেসব কবর ও সৎলোকদের মাশহাদের ফযীলতে কোনো সহীহ বর্ণনাই নেই, সেগুলোর ব্যাপারে কী বলা হবে?!"

দ্বিতীয় হাদীস ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন: হাশিম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবদুল হামীদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: শাহর আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি। তাঁর নিকট তূর পর্বতে সালাত আদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

"সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এমন কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য বাহনের জিন কষা উচিত নয়, তিনটি মসজিদ ব্যতীত—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।" [42]

শু'আইব আল-আরনাঊত, আদিল মুরশিদ প্রমুখ; তত্ত্বাবধানে: ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন আত-তুরকী। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। মোট খণ্ড: ৫০।

[41] আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী শাইবা আল-কূফী আল-আবাসী (মৃত্যু: ২৩৫ হিজরি), *আল-কিতাবুল মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, "নফল সালাত, ইমামতি ও সালাত-সংক্রান্ত বিভিন্ন অধ্যায়" এর অন্তর্ভুক্ত "বাইতুল মাকদিস ও কুফার মসজিদে সালাত" অধ্যায়, হাদীস নং ৭৫৩৯, ২য় খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

[42] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল*, "অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মুসনাদ" অধ্যায়, "আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মুসনাদ", হাদীস নং ১১৬০৯, ১৮তম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

يَقُولُونَ: وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﷺ هُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ -الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ-: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هٰذَا الْأَثَرِ: أَنَّهُ عَنْ نَفْسِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، وَهُوَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﷺ، وَلَا شَكَّ أَنَّ فَهْمَ الصَّحَابِيِّ -الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ- يُقَدَّمُ عَلَى فَهْمِ غَيْرِهِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ؛ وَهٰذَا مَا دَفَعَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ إِلَى تَأْكِيدِ فَهْمِهِ لِلْحَدِيثِ بِمَا أَوْرَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْآثَارِ؛ بَلْ نَجِدُهُ يُصَرِّحُ بِذٰلِكَ فِي قَوْلِهِ:

وَهٰذَا النَّهْيُ مِنْ بَصْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ مُوَافَقَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ النَّهْيَ، فَلِذٰلِكَ نَهَوْا عَنْهُ، وَلَمْ يَحْمِلُوهُ عَلَى مُجَرَّدِ نَفْيِ الْفَضِيلَةِ، وَكَذٰلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَهُوَ رَاوِيَهُ أَيْضًا، وَحَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. اِنْتَهَى.

তারা বলে:

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ই সেই হাদীসের বর্ণনাকারী—যা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন:

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, রাসূল ﷺ-এর মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।"

এ বর্ণনা থেকে দলিল গ্রহণের পদ্ধতি হলো:

এটি সেই একই সাহাবী থেকে বর্ণিত, যিনি "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য রওনা হওয়া নিষিদ্ধ"—এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন সম্মানিত সাহাবী আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর উপলব্ধি অন্যের উপলব্ধির উপর অগ্রাধিকার পাবে—বিশেষত যদি সে ব্যক্তি সাহাবী না হন।

এ কারণেই শাইখুল ইসলাম তাঁর বুঝকে শক্তিশালী করার জন্য এসব আছার উল্লেখ করেছেন। বরং আমরা দেখি, তিনি নিজেই তা স্পষ্টভাবে বলেছেন:

"বুসরা ও ইবনে উমরের এ নিষেধাজ্ঞা, অতঃপর আবূ হুরায়রার সম্মতি—এগুলো প্রমাণ করে যে তারা নবী ﷺ-এর হাদীস থেকে নিষেধাজ্ঞাই বুঝেছেন। এ কারণেই তারা তা থেকে নিষেধ করেছেন। তারা এটিকে কেবল ফযীলত নাকচ করার অর্থে গ্রহণ করেননি। একইভাবে আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও—যিনি এ হাদীসের বর্ণনাকারী। আর তাঁর হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

আমি বলি: তাদের খিয়ানত প্রমাণিত হয়েছে। কারণ হাদীসেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

"لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَسِيرُ إِلَى مَسْجِدِ الطُّورِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ" و **" وَهُوَ جَاءٍ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ : مِنَ الطُّورِ صَلَّيْتُ فِيهِ"** و في حديث أبي سعيد المستثنى منه مذكور: " لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ"

"আমি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যখন তিনি তূরের মসজিদের দিকে সেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।" এবং—

"তিনি তূর থেকে ফিরে আসছিলেন। তখন তিনি বললেন: 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?' তিনি বললেন: 'আমি তূর থেকে আসছি; সেখানে আমি সালাত আদায় করেছি।'

আর আবূ সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে, যে বিষয়টিকে নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে:

"সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এমন কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য বাহনের জিন কষা উচিত নয়..."

فَالْمَعْنَى وَاضِحٌ

فَالْمَعْنَى وَاضِحٌ، أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ أَنَّهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ رَابِعٍ، وَهٰذَا الْمَوْضُوعُ فِي حَدِيثِ الطُّورِ، أَيْ: الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يُشَرِّعُ مَا لَمْ يُشَرِّعْهُ النَّبِيُّ ﷺ، كَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَفْتَرِي عَلَى الصَّحَابِيِّ وَيُحَاوِلُ أَنْ يُفَهِّمَ النَّاسَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ فَهِمَ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ ﷺ أَبَدًا، فَفِي الطُّورِ مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ الصَّحَابِيُّ، فَافْهَمْ.

وَثَبَتَ أَنَّ قَوْلَهُ: وَهٰذَا النَّهْيُ يَعُمُّ السَّفَرَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ، وَكُلِّ مَكَانٍ يُقْصَدُ السَّفَرُ إِلَى عَيْنِهِ لِلتَّقَرُّبِ، بِدَلِيلِ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ لَمَّا رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ رَاجِعًا مِنَ الطُّورِ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى، قَالَ: لَوْ رَأَيْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ. فَقَدْ فَهِمَ الصَّحَابِيُّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ أَنَّ الطُّورَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ مَقَامَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، مُنْدَرِجَةٌ فِي الْعُمُومِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّفَرُ إِلَيْهَا« لَا أَصْلَ لَهُ، بَلِ افْتِرَاءٌ عَلَى صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَشَرْعٌ مَا لَمْ يُشَرِّعْهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অতএব অর্থটি অত্যন্ত স্পষ্ট

সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট যে, চতুর্থ কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। আর তূর সম্পর্কিত হাদীসের বিষয়বস্তু ছিল—তার মসজিদে সালাত আদায়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

আবূ আবদিল্লাহ বলেন:

অতএব প্রমাণিত হলো যে, ইবনে তাইমিয়া এমন বিষয়কে শরীআতসিদ্ধ করতে চেয়েছেন, যা নবী ﷺ শরীআতসিদ্ধ করেননি। আরও প্রমাণিত হলো যে, তিনি সাহাবীর উপর অপবাদ আরোপ করেছেন এবং মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, সাহাবী এমন কিছু বুঝেছেন যা তিনি কখনোই বুঝেননি।

তূরে একটি মসজিদ ছিল, যেখানে সাহাবী সালাত আদায় করেছিলেন। অতএব বুঝে নিন।

আরও প্রমাণিত হলো যে, তাঁর এ বক্তব্য—

"এ নিষেধাজ্ঞা মসজিদ, মাশহাদ এবং এমন প্রত্যেক স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার উদ্দেশ্যে নৈকট্য লাভের জন্য সফর করা হয়। এর প্রমাণ হলো, যখন বসরা ইবনে আবী বসরা আল-গিফারী আবূ হুরায়রাকে সেই তূর থেকে ফিরে আসতে দেখলেন, যেখানে আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন, তখন তিনি বললেন: 'আমি যদি আপনাকে সেখানে যাওয়ার আগে পেতাম, তবে আপনি সেখানে যেতেন না। কারণ নবী ﷺ বলেছেন: তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না।' অতএব হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী বুঝেছেন যে, তূর এবং এজাতীয় নবীগণের স্থানসমূহ এ সাধারণ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানে সফর করা বৈধ নয়।"

—এর কোনো ভিত্তি নেই। বরং এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের উপর অপবাদ এবং এমন বিষয়কে শরীআতসিদ্ধ করা, যা নবী ﷺ শরীআতসিদ্ধ করেননি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

ইমাম আবূ যুর'আহ আল-ইরাকী (মৃত্যু: ৮২৬ হিজরি) *তারহুত তাসরীব* গ্রন্থে বলেনঃ

وَكَانَ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَحْكِي أَنَّهُ كَانَ مُعَادِلًا لِلشَّيْخِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيِّ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى بَلَدِ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْبَلَدِ قَالَ نَوَيْتُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْخَلِيلِ لِيَحْتَرِزَ عَنْ شَدِّ الرَّحْلِ لِزِيَارَتِهِ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِ الْحَنَابِلَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ قَالَ فَقُلْت نَوَيْت زِيَارَةَ قَبْرِ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثُمَّ قُلْت لَهُ أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ خَالَفْت النَّبِيَّ - ﷺ -؛ لِأَنَّهُ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ، وَقَدْ شَدَدْتَ الرَّحْلَ إلَى مَسْجِدٍ رَابِعٍ وَأَمَّا أَنَا فَاتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِأَنَّهُ قَالَ زُورُوا الْقُبُورَ . أَفَقَالَ إلَّا قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ فَهُبِتَ

"আমার পিতা رحمه الله বর্ণনা করতেন যে, তিনি শাইখ যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনে রজব আল-হাম্বালীর সফরসঙ্গী ছিলেন, যখন তারা খলীল (আলাইহিস সালাম)-এর শহরের দিকে যাচ্ছিলেন।

শহরের নিকটে পৌঁছলে ইবনে রজব বললেন:

'আমি খলীলের মসজিদে সালাত আদায়ের নিয়ত করছি'—যাতে ইবনে তাইমিয়্যার পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বিষয়টি থেকে বেঁচে থাকা যায়।

তখন আমি বললাম: 'আমি খলীল (আলাইহিস সালাম)-এর কবর যিয়ারতের নিয়ত করছি।'

এরপর আমি তাঁকে বললাম: 'আপনি তো নবী ﷺ-এর বিরোধিতা করলেন। কারণ তিনি বলেছেন:

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না।"

অথচ আপনি চতুর্থ একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন।

আর আমি নবী ﷺ-এর অনুসরণ করেছি। কারণ তিনি বলেছেন: "তোমরা কবর যিয়ারত করো।"

তিনি কি বলেছেন: "নবীগণের কবর ব্যতীত"?' তিনি বলেন: "তখন তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন।"[43]

---

[43] আবুল ফাদল যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর ইবনে ইবরাহীম আল-ইরাকী (মৃত্যু: ৮০৬ হিজরি)। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেছেন তাঁর পুত্র: আহমদ ইবনে আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন আল-কুরদী আর-রাজইয়ানী, অতঃপর আল-মিসরী, আবূ যুর'আ ওয়ালীয়্যুদ্দীন, ইবনুল ইরাকী (মৃত্যু: ৮২৬ হিজরি)। *তারহুত তাসরীব ফী শারহিত তাকরীব* (এখানে "আত-তাকরীব" দ্বারা উদ্দেশ্য: *তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ*) ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা।

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না" হাদীসের আলোচনা, এবং "নবী ﷺ-এর মসজিদে সালাতের মানত" প্রসঙ্গ।

প্রকাশনা: প্রাচীন মিসরীয় সংস্করণ; পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকাশনী এর পুনর্মুদ্রণ করেছে, যেমন—দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, মুআসসাসাতুত তারীখিল আরাবী, দারুল ফিকরিল আরাবী।মোট খণ্ড: ৮।

চতুর্থতঃ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য الْقَصْدُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

الْقَصْدُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَى الْمَقْبُورِ لَا عَلَى الْقُبُورِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيِّ، فَلَوْ كَانَ السَّفَرُ إِلَيْهِ مَيِّتًا حَرَامًا، لَكَانَ السَّفَرُ إِلَيْهِ حَيًّا أَيْضًا، وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ.

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো কবরবাসীকে সালাম প্রদান করা, কবরকে নয়। আর তাঁর হুকুম জীবিত ব্যক্তির হুকুমের মতোই। অতএব যদি মৃত অবস্থায় তাঁর কাছে সফর করা হারাম হতো, তবে জীবিত অবস্থায়ও তাঁর কাছে সফর করা হারাম হওয়া উচিত ছিল। অথচ নবী ﷺ তাঁর কবরে জীবিত আছেন।

جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসেছি; পাথরের নিকট আসিনি

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন: আবদুল মালিক ইবনে আমর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কাসীর ইবনে যায়দ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি দাউদ ইবনে আবী সালিহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: একদিন মারওয়ান এসে দেখল, এক ব্যক্তি তাঁর মুখ কবরের উপর রেখেছেন। তখন সে বলল:

"তুমি কি জানো, তুমি কী করছ?" তখন তিনি তাঁর দিকে মুখ ফিরালেন। দেখা গেল, তিনি আবূ আইয়্যুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তখন তিনি বললেন:

نَعَمْ، جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنْ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ

"হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসেছি; পাথরের নিকট আসিনি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'যখন দ্বীনের দায়িত্ব তার উপযুক্ত লোকদের হাতে থাকে, তখন দ্বীনের জন্য ক্রন্দন করো না। বরং তখন দ্বীনের জন্য ক্রন্দন করো, যখন তা অনুপযুক্ত লোকদের হাতে ন্যস্ত হয়।' [44]

ইমাম হাইসামী বলেন: "এ হাদীস ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। দাউদ ইবনে আবী সালিহ সম্পর্কে যাহাবী বলেছেন: 'ওয়ালীদ ইবনে কাসীর ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি।' কিন্তু *মুসনাদ*-এ যেমন এসেছে, কাসীর ইবনে যায়দও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। আর কোনো মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল বলেননি।" [45]

তিনি আরও বলেন: "এ হাদীস ইমাম আহমদ, তাবারানী তাঁর *আল-কাবীর* ও *আল-আওসাত* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এতে কাসীর ইবনে যায়দ রয়েছেন। ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর নাসাঈ ও অন্যরা তাঁকে দুর্বল বলেছেন।" [46]

---

[44] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, "নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের হাদীসসমূহ" অধ্যায়, "আবূ আইয়্যুব আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস", ৩৮তম খণ্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৫৮৫।

[45] আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর ইবনে সুলাইমান আল-হাইসামী (মৃত্যু: ৮০৭ হিজরি), *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়াইদ*, হাদীস নং ৫৮৪৫, কিতাবুল হাজ্জ, "আমাদের নেতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারত" অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা। তাহকীক: হুসামুদ্দীন আল-কুদসী। প্রকাশক: মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো। প্রকাশকাল: ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১০।

[46] আল-হাইসামী (মৃত্যু: ৮০৭ হিজরি), *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়াইদ*, "খিলাফত" অধ্যায়, "অযোগ্য ব্যক্তিদের পদে নিয়োগ" পরিচ্ছেদ, ৫ম খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৯২৫২।

নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুভব করো না।" সূরা আল-বাকারা: ১৫৪

ইবনে হাজার বলেন:

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ كَوْنُ الشُّهَدَاءِ أَحْيَاءٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ

"যখন বর্ণনার দিক থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীগণ জীবিত, তখন চিন্তাগত দিক থেকেও তা আরও শক্তিশালী হয়। কারণ কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী শহীদগণ জীবিত, আর নবীগণ শহীদদের থেকেও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।" [47]

আবূ ইয়ালা আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ.

"নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত; তাঁরা সালাত আদায় করেন।" হাদীসটি সহীহ। [48]

ইবনে মাজাহ আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَىَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا " . قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ " وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ " . **فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ** .

"জুমুআর দিনে তোমরা আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করো। কারণ এ দিনটি উপস্থিতির দিন; ফেরেশতাগণ এতে উপস্থিত থাকে। আর কেউ আমার উপর দরূদ পাঠ করলে, সে শেষ না করা পর্যন্ত তা আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আমি বললাম: "মৃত্যুর পরেও কি?" তিনি বললেন: "মৃত্যুর পরেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পৃথিবীর উপর হারাম করে দিয়েছেন যে, সে নবীগণের দেহ ভক্ষণ করবে।" অতএব আল্লাহর নবী জীবিত, তাঁকে রিযিক দেওয়া হয়। [49] — হাদীসটি শাওয়াহিদের মাধ্যমে সহীহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম শুনেন এবং তার উত্তর দেন

ইমাম আবূ দাউদ "কবর যিয়ারত" অধ্যায়ে সহীহ সনদে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَىَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ " .

---

[47] আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী*, "আল্লাহ তাআলার বাণী: 'আর কিতাবে মারইয়ামের কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পরিবার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল'" অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি।

[48] ইমাম হাফিয আহমদ ইবনে আলী ইবনুল মুছান্না আত-তামীমী (২১০–৩০৭ হিজরি), *মুসনাদ আবী ইয়ালা আল-মাওসিলী*, হাদীস নং ৩৪২৫, ৫ম খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: দারুল হাদীস, কায়রো। প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৪ হিজরি / ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১০।

[49] *সুনান ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১৬৩৭।

"কেউ আমার প্রতি সালাম পাঠ করলে আল্লাহ আমার রূহ আমার নিকট ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।" [50]

হাদীস: **"যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পাঠ করে, আমি তা শুনি"**

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী *শারহুস সহীহ*-এ বলেন:

وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ بِلَفْظِ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُ

"আবূ শাইখ তাঁর *কিতাবুস সাওয়াব*-এ উত্তম সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এ শব্দে: 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পাঠ করে, আমি তা শুনি। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করে, তা আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।' [51]

ইমাম সাখাবী বলেন: "আমাদের শাইখ رحمه الله যেমন বলেছেন, আবূ শাইখ আল-হাফিয তাঁর *কিতাবুস সাওয়াব*-এ উত্তম সনদে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পাঠ করে, আমি তা শুনি। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করে, আমাকে তা অবহিত করা হয়।' [52]

ইমাম নাসাঈ "নবী ﷺ-এর উপর সালাম" অধ্যায়ে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِّي مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন কিছু ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছেন, যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়।" [53]

আমাদের আমল তাঁর নিকট পেশ করা হয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

"আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তোমরা কথা বলো এবং তোমাদের সাথে কথা বলা হয়। আর আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হয়। অতঃপর আমি যা ভালো দেখি, তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করি। আর যা মন্দ দেখি, তার জন্য তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

---

[50] *সুনান আবী দাউদ*, কিতাবুল মানাসিক, "কবর যিয়ারত" অধ্যায়, হাদীস নং ২০৪১।

[51] আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী*, "আল্লাহ তাআলার বাণী: 'আর কিতাবে মারইয়ামের কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পরিবার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল'" অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি।

[52] শামস মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যু: ৯০২ হিজরি), *আল-আজওয়িবাতুল মারদিয়্যাহ ফীমা সুইলা আস-সাখাবী 'আনহু মিনাল আহাদীসিন নাবাবিয়্যাহ*, হাদীস নং ২৫৩, ৩য় খণ্ড, ৯২৮ পৃষ্ঠা। তাহকীক: ড. মুহাম্মদ ইসহাক মুহাম্মদ ইবরাহীম। প্রকাশক: দারুর রায়াহ লিন্নাশর ওয়াত তাওযী'। প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি। মোট খণ্ড: ৩।

[53] *সুনান আন-নাসাঈ*, হাদীস নং ১২৮২ — সহীহ।

— ইমাম বাযযার এটি বর্ণনা করেছেন। হাইসামী বলেন: ''এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'' [54]

ইমাম সুয়ূতী বলেন:

وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا جَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ سَمْعُهُ الْمُعْتَادُ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِرَدِّهِ إِفَاقَتَهُ مِنَ الِاسْتِغْرَاقِ الْمَلَكُوتِيِّ، وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ فَيَرُدُّهُ اللَّهُ تِلْكَ السَّاعَةَ إِلَى خِطَابِ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ عَادَ إِلَى مَا كَانَ فِيهِ، وَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا جَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِرَدِّ الرُّوحِ :التَّفَرُّغُ مِنَ الشَّغْلِ وَفَرَاغُ الْبَالِ مِمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ فِي الْبَرْزَخِ مِنَ **النَّظَرِ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالدُّعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ، وَالتَّرَدُّدِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا، وَحُضُورِ جِنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِهِ**، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ جُمْلَةِ أَشْغَالِهِ فِي الْبَرْزَخِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ

''এ হাদীসের আরেকটি উত্তর এভাবে হতে পারে যে, এখানে তাঁর স্বাভাবিক শ্রবণ উদ্দেশ্য। আর 'রূহ ফিরিয়ে দেওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—তাঁকে মালাকূতী মগ্নতা ও তিনি যে মুশাহাদার অবস্থায় আছেন, তা থেকে সাময়িকভাবে ফিরিয়ে আনা। তখন আল্লাহ তাঁকে ঐ মুহূর্তে দুনিয়ার সেই ব্যক্তির সালামের উত্তর দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করান, যে তাঁকে সালাম দিয়েছে। অতঃপর সালামের উত্তর শেষ করলে তিনি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যান।

আরেকটি উত্তর এও হতে পারে যে, 'রূহ ফিরিয়ে দেওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—তাঁর ব্যস্ততা থেকে সাময়িক অবসর দেওয়া এবং তাঁর মনকে সেই কাজগুলো থেকে কিছুটা মুক্ত করা, যেগুলোতে তিনি বরযখে নিয়োজিত আছেন; যেমন তাঁর উম্মতের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণ করা, তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের থেকে বিপদ দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা, বরকত নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিচরণ করা, এবং তাঁর উম্মতের নেককার ব্যক্তিদের জানাযায় উপস্থিত হওয়া।

কারণ এসব বিষয় বরযখে তাঁর কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত—যেমন এ বিষয়ে হাদীস ও আছারে বর্ণিত হয়েছে।'' [55]

পঞ্চমতঃ যদি নিষেধাজ্ঞাটি তিনটি মসজিদ ব্যতীত সকল স্থান—মসজিদ, মাশহাদ ও নবীগণের মাকামের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার এ বাণীগুলোর ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য কী?

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

''বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ—মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।'' — সূরা আল-আন'আম: ১১

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾

''বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ—অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।'' — সূরা আন-নামল: ৬৯

---

[54] *মাজমা'উয যাওয়াইদ ওয়া মানবা' উল ফাওয়াইদ*, হাদীস নং ১৪২৫০।

[55] আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি), *আল-হাওয়ী লিল ফাতাওয়ী*, ''তাযয়ীনুল আরায়িক ফী ইরসালিন নবী ﷺ ইলাল মালাইক'' এবং ''আনবাউল আযকিয়া বিহায়াতিল আম্বিয়া'' অধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৮৪–১৮৫ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়ান নাশর, বৈরুত, লেবানন। প্রকাশকাল: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২।

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ—আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" — সূরা আল-আনকাবূত: ২০

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾

"বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ—তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।" — সূরা আর-রূম: ৪২

এ স্থানগুলোতে তো নবীগণের নিদর্শন ও মাকাম রয়েছে, যা মিথ্যাবাদী, অপরাধী ও মুশরিকদের পরিণামের সাথে সম্পর্কিত!

তারা বলবে: "প্রত্যেক সেই স্থান, যার উদ্দেশ্যে নৈকট্য লাভের জন্য সফর করা হয়..."

আমি বলি: এ কথা কার বক্তব্য? এটা কি আল্লাহর বাণী? নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী? তোমরা কি বলছ যে, দ্বীন পূর্ণাঙ্গ ছিল না—তোমাদের শাইখ তাঁর নিজের বুঝ অনুযায়ী তা পূর্ণ করেছেন?

ষষ্ঠতঃ: তূরের মসজিদে সালাত সম্পর্কিত হাদীসে নবীগণের মাকামগুলো কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হলো? এবং কোন মূলনীতির ভিত্তিতে?

আর তাঁর এ বক্তব্য:

لَا يَجُوزُ، وَالْمُسَافَرَةُ لِزِيَارَتِهَا مَعْصِيَةٌ، وَلَا يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَهٰذَا قَوْلُ ابْنِ بَطَّةَ وَابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِمَا.

"এটি বৈধ নয়। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ। আর এ সফরে সালাত কসর করাও বৈধ নয়। এটা ইবনে বাত্তা, ইবনে আকীল এবং অন্যদের মত।"

আমি বলি: তাহলে তাঁর দলিল হলো তাদের উক্তি! কিন্তু তারা কী বলেছেন?

ইবনে বাত্তা বলেন:

وَمِنَ الْبِدَعِ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ وَتَحْصِينُهَا، وَشَدُّ الرِّحَالِ إِلَى زِيَارَتِهَا.

"কবরের উপর নির্মাণ করা, তা সুদৃঢ় করা এবং তা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা—এসব বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।" [56]

আর ইবনে আকীলের ব্যাপারে— ইবনে কুদামা বলেন:

فصل :فإن سَافَرَ لزِيَارَةِ القُبُورِ والمَشَاهِد، **فقال ابنُ عَقِيلٍ :** لا يُبَاحُ له التَّرَخُّصُ؛ لأنَّه مَنْهِيٌّ عنِ السَّفَرِ إليها، قال النبيُّ ﷺ:" لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثةِ مَسَاجِدَ."، مُتَّفقٌ عليه ، **والصَّحِيحُ إباحَتُه، وجَوَازُالقَصْرِ فيه**

"অনুচ্ছেদ: যদি কেউ কবর ও মাশহাদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করে, তাহলে ইবনে আকীল বলেন: তার জন্য শরয়ী রুখসত গ্রহণ বৈধ নয়। কারণ সেখানে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন: 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া

---

[56] আবূ আবদুল্লাহ উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বাত্তাহ আল-উকবরী আল-হাম্বলী (মৃত্যু: ৩৮৭ হিজরি), *আশ-শারহ ওয়াল ইবানাহ*, যা *আল-ইবানাহ আস-সুগরা* নামে পরিচিত, হাদীস নং ৫৩৪–৫৩৫, পৃষ্ঠা ২৯২, পঞ্চম সংস্করণ।

যাবে না।' হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত। কিন্তু সঠিক মত হলো: এ সফর বৈধ এবং এতে কসর করাও বৈধ।" [57]

আমি বলিঃ

فَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَقَوْلِهِمَا كَبِيرٌ، وَمَا قَالَهُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْأُمَّةِ جَدِيرٌ، وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ مُفَرَّغٌ يَعْلَمُهُ خَبِيرٌ، فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى لِيَفْهَمَ الْبَصِيرُ، وَهُوَ مَسْجِدٌ، وَذُكِرَ ذٰلِكَ فِي حَدِيثٍ حَسَنٍ صَحِيحٍ، فَلَا يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ هٰذَا أَوْ ذَاكَ فَإِنَّهُ هُوَ الرَّجِيحُ، وَالْحَقُّ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَيَجِبُ أَنْ يُتَّبَعَ، وَمَا سِوَاهُ غَيْرُ صَحِيحٍ.

ইবনে তাইমিয়্যার বক্তব্য ও তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। আর উম্মতের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যা বলেছেন, সেটিই গ্রহণযোগ্য হওয়ার অধিক উপযুক্ত।

আর সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে যে ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) এসেছে, তা "মুফাররাগ ইস্তিসনা"—যা বিজ্ঞজন জানেন। ফলে যে বিষয় থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে, তা অবশ্যই ব্যতিক্রমকৃত বস্তুরই সমজাতীয় হবে—যাতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি তা বুঝতে পারেন। আর সেটি হলো "মসজিদ"।

এ বিষয়টি একটি হাসান সহীহ হাদীসেও উল্লেখ হয়েছে। অতএব অমুক বা তমুকের বক্তব্যের দিকে তাকানো হবে না। কারণ এটাই প্রাধান্যযোগ্য মত।

আর সত্য হলো, নবী ﷺ যেদিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, সেটিই অনুসরণ করা আবশ্যক। এর বাইরে যা কিছু, তা সঠিক নয়।

ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার *ফাতহুল বারী*-তে [58] এবং হাইসামী *মাজমাউয যাওয়াইদ*-এ [59] এটিকে হাসান বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

"সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এমন কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য বাহনের জিন কষা উচিত নয়, তিনটি মসজিদ ব্যতীত—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।" [60]

---

[57] মুওয়াফফাকুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ আল-মাকদিসী আল-জামা'ঈলী আদ-দিমাশকী আস-সালিহী আল-হাম্বালী (৫৪১–৬২০ হিজরি), *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। তাহকীক: ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন আত-তুরকী এবং ড. আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ আল-হিলও। প্রকাশক: দারু আলামিল কুতুব লিত্তিবা'আহ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব। তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৫।

[58] ইবনে হাজার আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.) *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*-তে, "মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের ফযীলত" অধ্যায়ে (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৫) বলেন:

শাহর (ইবন হাওশাব)-এর হাদীসটি হাসান। হাদীসের শব্দ হলো:

«...لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ

"কোনো মুসল্লির জন্য এমন কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা সমীচীন নয়, যেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য করা হয় (অর্থাৎ বিশেষ ফযীলতের আশায় গমন করা হয়), তবে (ব্যতিক্রম) নির্দিষ্ট মসজিদসমূহ।"

[59] মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়াইদ, হাদীস নং ৫৮৫০-এ হাফিয হাইসামী বলেন:

"শাহর (ইবন হাওশাব) সম্পর্কে কিছু সমালোচনা রয়েছে; তবে তাঁর হাদীস হাসান (গ্রহণযোগ্য)।

[60]

তাঁদের উক্তি "নফ"-এর সাথে সম্পর্কিত নয়

অতঃপর যদি বলা হয়: "দুই বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য কী?"

আমি বলি: তাঁদের উভয়ের বক্তব্যই সেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, যার ব্যাপারে সাইয়িদুস সাকালাইন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন—অর্থাৎ তাঁর যিয়ারত এবং তাঁর কবর যিয়ারত। পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

তাঁদের কেউই এতদূর অগ্রসর হননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সব হাদীসকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করবেন।

অতএব দুই বক্তব্যের পার্থক্য বুঝে নিন।

হাদিস লা তুশাদ্দুর রিহালু এবং মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা

খাত্তাবী (৩৮৮ হি.) বুখারির শারহ আলামুল হাদিস-এ বলেন,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ، لَفْظُهُ خَبَرٌ، وَمَعْنَاهُ الْإِيجَابُ فِيمَا يَنْذُرُهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْبِقَاعِ الَّتِي يُتَبَرَّكُ بِهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَوَاطِنِ الْقُرَبِ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُشَدَّ الرَّحْلُ لَهُ، وَتُقْطَعَ الْمَسَافَةُ إِلَيْهِ، غَيْرَ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ مَسَاجِدُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

فَأَمَّا إِذَا نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْبِقَاعِ، فَإِنَّ لَهُ الْخِيَارَ فِي أَنْ يَأْتِيَهَا فَيَقْضِيَهَا، أَوْ يُصَلِّيَهَا فِي مَوْضِعِهِ، لَا يَرْحَلُ إِلَيْهَا.

وَقَدْ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرْضًا لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَكَانَتْ تُشَدُّ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ لِلْهِجْرَةِ، وَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ.

فَأَمَّا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَإِنَّمَا هُوَ فَضِيلَةٌ وَاسْتِحْبَابٌ.

وَقَدْ يُتَأَوَّلُ مَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنْ لَا يُرْحَلَ فِي الِاعْتِكَافِ إِلَّا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِيهَا دُونَ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ.

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফরের জন্য রওনা হওয়া যাবে না'— এ হাদীসের শব্দরূপ সংবাদবাচক; তবে এর অর্থ হলো মান্নতের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা।

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো স্থান—যেমন বরকতময় মাযার, মসজিদ বা নেক আমলের স্থানসমূহে সালাত আদায়ের মান্নত করে, তবে এর উদ্দেশ্য হলো: এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের জন্য সফর করে সেখানে গিয়ে মান্নত পূরণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।

কারণ, কেবল এই তিনটি মসজিদই এমন, যেগুলোর উদ্দেশ্যে সফর করে দূরত্ব অতিক্রম করা শরীয়তসম্মত ও বাধ্যতামূলক হতে পারে। এগুলো হলো নবীগণের মসজিদসমূহ—আল্লাহ তাঁদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

- মুসনাদে ইমাম আহমদ (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ সংস্করণ), খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৫২, হাদীস নং ১১৬০৯।
- আনীসুস সারী ফী তাখরীজি আহাদীসি ফাতহিল বারী, হাদীস নং ৪৫৭৩।

অতএব, যদি কেউ অন্য কোনো স্থানে সালাত আদায়ের মান্নত করে, তবে তার ইচ্ছাধীন থাকবে—সে চাইলে সেখানে গিয়ে তা আদায় করতে পারে, অথবা নিজ অবস্থানেই তা আদায় করতে পারে; এজন্য সেখানে সফর করা তার জন্য আবশ্যক নয়।

মসজিদুল হারামের উদ্দেশ্যে সফর করা হজ ও উমরার জন্য ফরয।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর হিজরতের জন্য ছিল; যা কোনো কোনো আলেমের মতে ফরযে কিফায়া ছিল।

আর বায়তুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে সফর করা মূলত ফযীলত ও মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। তা হলো, ইতিকাফের জন্য তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা উচিত নয়।

কারণ, সালাফদের একদল এ মত গ্রহণ করেছেন যে, ইতিকাফ কেবল এই তিনটি মসজিদেই সহীহ; অন্যান্য মসজিদে তা সহীহ নয়।” [61]

ইবনে বাত্তাল আল-মালিকী (মৃত্যু: ৪৪৯ হিজরি)
শারহু সহীহিল বুখারী-তে বলেন:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

وَفِيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هٰذَا الْحَدِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ إِعْمَالِ الْمَطِيِّ، إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَذَرَ صَلَاةً فِي مَسْجِدٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِرَاحِلَةٍ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي بَلَدِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْذُرَ ذٰلِكَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَعَلَيْهِ السَّيْرُ إِلَيْهَا.

وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِ الصَّالِحِينَ وَالتَّبَرُّكَ بِهَا مُتَطَوِّعًا بِذٰلِكَ، فَمُبَاحٌ لَهُ قَصْدُهَا بِإِعْمَالِ الْمَطِيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ النَّهْيُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَعْمَلَ الْمَطِيَّ إِلَى الطُّورِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ لَقِيَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ خُرُوجَهُ، وَقَالَ لَهُ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مَا خَرَجْتَ، سَمِعْتُ الرَّسُولَ ﷺ يَقُولُ: لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ فَدَلَّ أَنَّ مَذْهَبَ بَصْرَةَ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْعُمُومِ فِي النَّهْيِ عَنْ إِعْمَالِ الْمَطِيِّ إِلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمَسَاجِدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَدَخَلَ فِيهِ النَّاذِرُ وَالْمُتَطَوِّعُ.

قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتَ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ بَصْرَةُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ خُرُوجَهُ إِلَى الطُّورِ؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّتِي فِيهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أُمِرَ بِإِعْمَالِ الْمَطِيِّ إِلَيْهَا، وَمَنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَمَسْجِدُهُ أَوْلَى بِالْإِتْيَانِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَذَرَ السَّيْرَ إِلَى الطُّورِ، وَإِنَّمَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ خَرَجَ مُتَطَوِّعًا إِلَيْهِ، وَكَانَ مَسْجِدُهُ بِالْمَدِينَةِ أَوْلَى بِالْفَضْلِ مِنَ الطُّورِ؛ لِأَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِنَ الطُّورِ.

---

[61] আবূ সুলায়মান হামদ ইবন মুহাম্মদ আল-খাত্তাবী (মৃত্যু: ৩৮৮ হি.), আ‘লামুল হাদীস (শরহু সহীহিল বুখারী), খণ্ড ১, পৃ. ৬৪৭–৬৪৮, প্রকাশক: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি., মোট খণ্ড: ৪।

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، فَنَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَمْشِي وَيَرْكَبُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَمْشِي وَيَرْكَبُ وَيَتَصَدَّقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ. وَاحْتَجَّ أَبُو يُوسُفَ فِي ذٰلِكَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلِذٰلِكَ أَجْزَأَهُ.

নবী ﷺ বলেছেন: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে বাহনের জিন কষা যাবে না—মসজিদুল হারাম, রাসূল ﷺ-এর মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।"

আর এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন:

"আমার এই মসজিদে এক সালাত অন্য সকল স্থানের এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম, তবে মসজিদুল হারাম ব্যতীত।"

গ্রন্থকার বলেন: এই হাদীসের উদ্দেশ্য, উলামাদের নিকট, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে—যে তিনটি উল্লিখিত মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদে সালাত আদায়ের মানত করে।

ইমাম মালিক বলেন: যে ব্যক্তি এমন কোনো মসজিদে সালাতের মানত করে, যেখানে পৌঁছাতে বাহনের প্রয়োজন হয়, সে তার নিজ এলাকাতেই সালাত আদায় করবে; তবে যদি সে মক্কা, মদীনা বা বাইতুল মাকদিসের কোনো মসজিদের মানত করে, তাহলে তার সেখানে যাত্রা করা আবশ্যক।

গ্রন্থকার বলেন: আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নেককার লোকদের মসজিদসমূহে সালাত আদায় ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যেতে চায়, তার জন্য বাহনে বা অন্যভাবে সেখানে যাওয়া বৈধ। এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞা তার উপর প্রযোজ্য নয়।

অতঃপর যদি বলা হয়: আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তো তূরের দিকে সফর করেছিলেন। অতঃপর ফিরে আসার সময় বসরা ইবনে আবী বসরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর বের হওয়াকে অপছন্দ করেন এবং বলেন: "আমি যদি আপনাকে বের হওয়ার আগে পেতাম, তবে আপনি বের হতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য বাহন চালানো যাবে না।'"

অতএব এ থেকে বোঝা যায় যে, বসরার মত ছিল—এ হাদীস সাধারণভাবে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য সব স্থানে সফরের নিষেধাজ্ঞা নির্দেশ করে; ফলে এর মধ্যে মানতকারী ও স্বেচ্ছায় সফরকারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

এর জবাবে বলা হবে: তুমি যেমন ধারণা করেছ, বিষয়টি তেমন নয়। বরং বসরা আবূ হুরায়রার তূরে যাওয়াকে এজন্য অপছন্দ করেছিলেন যে, আবূ হুরায়রা মদীনার অধিবাসী ছিলেন—যেখানে ঐ তিন মসজিদের একটি অবস্থিত, যেগুলোর দিকে সফর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর যার অবস্থা এমন, তার জন্য নিজের মসজিদেই আসা অধিক উপযুক্ত।

হাদীসে এমন কিছু নেই যে, আবূ হুরায়রা তূরে যাওয়ার মানত করেছিলেন। বরং বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় যে, তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়েছিলেন। অথচ মদীনার মসজিদ ফযীলতের দিক থেকে তূরের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ মসজিদে নববী ও বাইতুল মাকদিস তূরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অতঃপর উলামাগণ এ ব্যাপারেও মতভেদ করেছেন যে, কেউ যদি মদীনায় অবস্থান করে বাইতুল মাকদিসে পদব্রজে যাওয়ার মানত করে, তাহলে কী হবে?

ইমাম মালিক বলেন: সে হেঁটেও যাবে এবং বাহনেও চড়বে।

ইমাম আওযাঈ বলেন: সে হাঁটবে, বাহনে চড়বে এবং সদকা করবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীরা বলেন: সে মদীনা অথবা মক্কার মসজিদেই সালাত আদায় করবে।

এ বিষয়ে আবূ ইউসুফ দলিল দেন এভাবে যে, মক্কা ও মদীনার সালাত বাইতুল মাকদিসের সালাতের চেয়ে অধিক উত্তম। এজন্য সেখানে সালাত আদায় করাই যথেষ্ট হবে।

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَمْشِي إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، إِذَا نَذَرَ ذَلِكَ، وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي وُجُوبُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبِرَّ بِإِتْيَانِ بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرْضٌ، وَالْبِرَّ بِإِتْيَانِ هٰذَيْنِ نَافِلَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَجَبَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِهِ طَاعَةٌ، وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَشَى إِلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: صَلِّ هَاهُنَا ، ثَلَاثًا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَصَلَّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لِلْمَكَانِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ الصَّلَاةَ.

وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ مَنْ جَعَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ، فَصَلَّى فِي غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ.

وَاحْتَجَّ لَهُمُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْفَرِيضَةُ لَا النَّافِلَةُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: خَيْرُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

فَثَبَتَ فَسَادُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو يُوسُفَ، وَثَبَتَ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاةً فِي مَكَانٍ، وَصَلَّى فِي غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ. اِنْتَهَى.

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন: ‘‘যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিসের মসজিদে ইতিকাফ করার মানত করে, অতঃপর নবী ﷺ-এর মসজিদে ইতিকাফ করে, তবে তা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর মসজিদে ইতিকাফ করার মানত করে, অতঃপর মসজিদুল হারামে ইতিকাফ করে, তবে তাও তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।’’

ইমাম শাফিঈ বলেন: ‘‘যদি কেউ মদীনার মসজিদ অথবা বায়তুল মাকদিসে যাওয়ার মানত করে, তবে সে সেখানে যাবে। তবে আমার কাছে তা তার উপর আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ আল্লাহর ঘরে (কাবায়) গমন করা নেক কাজ হিসেবে ফরয; কিন্তু এ দুই স্থানে গমন করা নফল।’’

ইবনুল মুনযির বলেন: ‘‘যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর মসজিদ অথবা মসজিদুল হারামে যাওয়ার মানত করে, তার জন্য তা পূরণ করা আবশ্যক। কারণ তা পূরণ করা আনুগত্যের কাজ।

আর যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিসে যাওয়ার মানত করে, সে ইচ্ছা করলে সেখানে যেতে পারে, আর ইচ্ছা করলে মসজিদুল হারামে যেতে পারে।

কারণ জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল: ‘যদি আল্লাহ আপনার হাতে মক্কা বিজয় দান করেন, তবে আমি বায়তুল মাকদিসে সালাত আদায়ের মানত করেছি।’

তখন নবী ﷺ বললেন: ‘এখানেই সালাত আদায় করো।’ — তিনি এ কথা তিনবার বললেন।’’

আবূ ইউসুফ বলেন: "যদি কেউ মসজিদুল হারামে সালাত আদায়ের মানত করে, অতঃপর বায়তুল মাকদিসে সালাত আদায় করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কারণ সে এমন স্থানে সালাত আদায় করেছে, যার ফযীলত সেই স্থানের সমপর্যায়ের নয়, যেখানে সে সালাত আদায় নিজের উপর আবশ্যক করেছিল।"

ত্বহাবী আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থানে সালাত আদায় নিজের উপর আবশ্যক করে, অতঃপর অন্য স্থানে সালাত আদায় করে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।"

ত্বহাবী তাঁদের পক্ষে দলিল দেন এভাবে যে, নবী ﷺ-এর এ বাণী: "আমার এই মসজিদে এক সালাত অন্য সব স্থানের এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম, তবে মসজিদুল হারাম ব্যতীত।" — এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফরয সালাত, নফল নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন: "ফরয সালাত ব্যতীত মানুষের সর্বোত্তম সালাত হলো তার ঘরের সালাত।"

অতএব আবূ ইউসুফ যে দলিল দিয়েছেন, তার অসারতা প্রমাণিত হলো। এবং এও প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সালাত আদায় নিজের উপর আবশ্যক করে, অতঃপর অন্য স্থানে সালাত আদায় করে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। [62] সমাপ্ত।

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কিরমানী (রহ.) ওফাত ৭৮৬ হি বলেছেন:

وَشَدُّ الرَّحْلِ كِنَايَةٌ عَنِ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمُ السَّفَرِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ :**لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ مَكَانٍ**، فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَجُوزَ السَّفَرُ إِلَى مَكَانٍ غَيْرِ الْمُسْتَثْنَى، حَتَّى لَا يَجُوزَ السَّفَرُ لِزِيَارَةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْمُفَرَّغِ لَا بُدَّ أَنْ يُقَدَّرَ أَعَمَّ الْعَامِّ.

قُلْتُ: الْمُرَادُ بِأَعَمِّ الْعَامِّ مَا يُنَاسِبُ الْمُسْتَثْنَى نَوْعًا وَوَصْفًا، كَمَا إِذَا قُلْتَ :**مَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا**، كَانَ تَقْدِيرُهُ :**مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَوْ أَحَدًا إِلَّا زَيْدًا**، لَا :**مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَوْ حَيَوَانًا إِلَّا زَيْدًا**.

فَهَهُنَا تَقْدِيرُهُ :**لَا تُشَدُّ إِلَى مَسْجِدٍ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ**.

وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي عَصْرِنَا مُنَاظَرَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي الْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ، وَصُنِّفَ فِيهَا رَسَائِلُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، لَسْنَا الْآنَ لِبَيَانِهَا. [63]

'রিহাল (যাত্রার বাহন) বাঁধা' বলতে সফর করাকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটি সফরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এখানে ব্যবহৃত ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) হলো *মুফাররাগ* (অর্থাৎ, যার পূর্বে সাধারণভাবে নিষেধ উহ্য রয়েছে)।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তবে বাক্যের অর্থ হবে: 'কোনো স্থান বা স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।' তাহলে তো এর অর্থ দাঁড়ায়, ব্যতিক্রমে উল্লেখিত স্থানগুলো ছাড়া অন্য কোথাও সফর

---

[62] ইবনে বাত্তাল, আবুল হাসান আলী ইবনে খালাফ ইবনে আবদুল মালিক (মৃত্যু: ৪৪৯ হিজরি), *শারহু সহীহিল বুখারী লি ইবনি বাত্তাল*, ৩য় খণ্ড, ১৭৮–১৮০ পৃষ্ঠা, "সালাত কসর" অধ্যায়সমূহ, "মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের ফযীলত" অধ্যায়। তাহকীক: আবূ তামীম ইয়াসির ইবনে ইবরাহীম। প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি আরব। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১০।

[63] শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন আলী ইবন সাঈদ আল-কিরমানী (মৃত্যু: ৭৮৬ হিজরি), *আল-কাওয়াকিব আদ-দারারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী*, খণ্ড ৭, পৃ. ১২–১৩, প্রকাশক: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; মোট খণ্ড: ২৫।

করাই বৈধ হবে না। এমনকি ইবরাহীম (আ.)-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ হবে না। কারণ, *মুফাররাগ ইস্তিসনা*-তে উহ্য সাধারণ বিষয় (*মুস্তাসনা মিনহু*) অবশ্যই সর্বাধিক ব্যাপক অর্থে নির্ধারণ করতে হয়।

আমি বলি, 'সর্বাধিক ব্যাপক' বলতে এমন সাধারণ অর্থ বোঝানো হয়েছে, যা ব্যতিক্রমের বিষয়বস্তুর ধরন ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, যদি বলা হয়: 'আমি যাইদ ছাড়া কাউকে দেখিনি', তবে এর গোপন অর্থ হবে: 'আমি কোনো মানুষ বা কাউকেই দেখিনি, যাইদ ছাড়া।' এর অর্থ কখনোই হবে না: 'আমি কোনো বস্তু বা কোনো প্রাণী দেখিনি, যাইদ ছাড়া।' ঠিক তেমনি, এখানে বাক্যের গোপন অর্থ হলো: 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সফর করা হবে না।'

আর আমাদের যুগে এই মাসআলাকে কেন্দ্র করে শাম অঞ্চলে বহু বিতর্ক হয়েছে। উভয় পক্ষ থেকেই এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচিত হয়েছে। তবে সেগুলোর আলোচনা করার এটি উপযুক্ত স্থান নয়।

ইবনুল মুলাক্কিন ওফাত ৮০৪ হিঁ বলেন,

فِيهِ فَضِيلَةُ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَمِيزَتُهَا عَلَى غَيْرِهَا؛ لِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَتَفْضِيلُ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَشَدُّ الرِّحَالِ — أَيْ: سُرُوجُ الْجِمَالِ — إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَإِعْمَالُ الْمَطِيِّ إِلَيْهَا مَشْرُوعٌ قَطْعًا.

وَاخْتَلَفُوا فِي الشَّدِّ وَالْإِعْمَالِ إِلَى غَيْرِهَا، كَالذَّهَابِ إِلَى قُبُورِ الصَّالِحِينَ، وَإِلَى الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ: يَحْرُمُ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ إِلَى اخْتِيَارِهِ.

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ مُخْتَارُ الْإِمَامِ وَالْمُحَقِّقِينَ: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ. قَالُوا: وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَضِيلَةَ الثَّابِتَةَ إِنَّمَا هِيَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ خَاصَّةً.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هَذَا الْحَدِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ إِعْمَالِ الْمَطِيِّ، إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَذَرَ صَلَاةً فِي مَسْجِدٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِرَاحِلَةٍ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي بَلَدِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْذُرَ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، فَعَلَيْهِ السَّيْرُ إِلَيْهَا. وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِ الصَّالِحِينَ وَالتَّبَرُّكَ بِهَا مُتَطَوِّعًا بِذَلِكَ، فَمُبَاحٌ لَهُ قَصْدُهَا بِإِعْمَالِ الْمَطِيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ النَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: اللَّفْظُ لَفْظُ خَبَرٍ، وَمَعْنَاهُ الْإِيجَابُ فِيمَا يَنْذُرُهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْبِقَاعِ الَّتِي يُتَبَرَّكُ فِيهَا، يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إِذَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُهُ، بَلْ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ. انْتَهَى.

وَلَا يُغْتَرَضُ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَعْمَلَ الْمَطِيَّ إِلَى الطُّورِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ لَقِيَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ خُرُوجَهُ، وَقَالَ لَهُ :**لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مَا خَرَجْتَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ**.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ بَصْرَةَ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْعُمُومِ فِي النَّهْيِ عَنْ إِعْمَالِ الْمَطِيِّ إِلَى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَدَخَلَ فِيهِ النَّاذِرُ وَالْمُتَطَوِّعُ؛ لِأَنَّ بَصْرَةَ إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ خُرُوجَهُ إِلَى الطُّورِ؛ لِأَنَّ أَبَا

هُرَيْرَةَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّتِي فِيهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أُمِرَ بِإِعْمَالِ الْمَطِيِّ إِلَيْهَا، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَسْجِدُهُ أَوْلَى بِالْإِتْيَانِ.

وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَذَرَ السَّيْرَ إِلَى الطُّورِ، وَإِنَّمَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ خَرَجَ مُتَطَوِّعًا إِلَيْهِ، وَكَانَ مَسْجِدُهُ بِالْمَدِينَةِ أَوْلَى بِالْفَضْلِ مِنَ الطُّورِ؛ لِأَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِنَ الطُّورِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَنَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَمْشِي وَيَرْكَبُ. وَزَادَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَيَتَصَدَّقُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَقُومَانِ مَقَامَ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَمْشِي إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى إِذَا نَذَرَ ذَلِكَ، وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّ الْبِرَّ بِإِتْيَانِ بَيْتِ اللَّهِ فَرْضٌ، وَالْبِرَّ بِإِتْيَانِ هَذَيْنِ نَافِلَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْأَقْصَى وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِهِ طَاعَةٌ، وَإِنْ نَذَرَ الْأَقْصَى، إِنْ شَاءَ مَشَى إِلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: **إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.** فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا ثَلَاثًا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَقُومُ الْأَقْصَى مَقَامَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ، فَصَلَّى فِي غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ.

وَاحْتَجَّ لَهُمُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ مَعْنَى حَدِيثِ: **صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ** أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْفَرِيضَةُ لَا النَّافِلَةُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: **خَيْرُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.**

وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لَنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ؛ فَإِنَّهُ أَعْمَلَ الْمَطِيَّ إِلَيْهِمَا، وَالصَّلَاةُ فِيهِمَا قُرْبَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَ بِالنَّذْرِ كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

وَانْفَصَلَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ: قَدْ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرْضًا لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَإِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لِلْهِجْرَةِ فِي حَيَاتِهِ ﷺ، وَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَأَمَّا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ.

وَقَدْ يُتَأَوَّلُ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَكَفُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، فَيُرْحَلُ إِلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ السَّلَفِ.[64]

"এই হাদীসে তিনটি মসজিদের ফজিলত ও অন্যান্য মসজিদের ওপর তাদের বিশেষ মর্যাদার প্রমাণ রয়েছে। কারণ, এগুলো নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) মসজিদ, সেখানে নামাজের বিশেষ ফজিলত রয়েছে। আর এই তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে রিহাল (অর্থাৎ উটের জিন) বাঁধা, তথা সেখানে বাহনে আরোহণ করে সফর করা নিঃসন্দেহে শরীআতসম্মত।

তবে এই তিনটি ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা—যেমন নেককার ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া, অথবা ফজিলতপূর্ণ স্থানে গমন করা ইত্যাদি বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আবু মুহাম্মাদ আল-জুয়াইনী বলেছেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হারাম। এটিই সেই মত, যার প্রতি আল-কাদী হুসাইন ইঙ্গিত করেছেন।

---

64 সিরাজুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবন আলী ইবন আহমদ আল-আনসারী আশ-শাফিঈ, যিনি ইবনুল মুলাক্কিন নামে প্রসিদ্ধ (৭২৩–৮০৪ হিজরি), *আত-তাওদ্বীহ লি শারহিল জামি' আস-সহীহ*, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২২২–২২৬, প্রকাশক: দারুন নাওয়াদির, দামেস্ক, সিরিয়া; প্রথম সংস্করণ, ১৪২৯ হিজরি / ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ; মোট খণ্ড: ৩৬।

কিন্তু আমাদের (শাফিঈ) আলেমদের নিকট সঠিক মত, যা ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গবেষক আলেমেরও পছন্দনীয় মত, তা হলো—এ ধরনের সফর না হারাম, না মাকরূহ। তাঁদের বক্তব্য হলো, এই হাদীসের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, বিশেষ ফজিলতসহকারে সফর করার মর্যাদা কেবল এই তিনটি মসজিদের ক্ষেত্রেই প্রমাণিত।

আর ইবন বাত্তাল বলেছেন: "আলেমদের মতে, এই হাদীসে বাহনে চড়ে সফর করার যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা মূলত সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে তিনটি উল্লেখিত মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে নামাজ আদায়ের মানত করেছে।"

ইমাম মালিক ইবন আনাস বলেছেন:

"কেউ যদি এমন কোনো মসজিদে নামাজ পড়ার মানত করে, যেখানে পৌঁছাতে বাহনে চড়ে সফর করতে হয়, তবে সে নিজ এলাকাতেই নামাজ আদায় করবে। তবে যদি মানতটি তিনটি মসজিদের কোনো একটির জন্য হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে সফর করা তার জন্য আবশ্যক হবে।

আর যে ব্যক্তি নেককার ব্যক্তিদের মসজিদে নফল ইবাদতের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়তে বা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যেতে চায়, তার জন্য বাহনে চড়ে বা অন্য যেকোনো উপায়ে সেখানে যাওয়া বৈধ। এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"

আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী বলেছেন: "হাদীসটির শব্দরূপ সংবাদবাচক হলেও এর উদ্দেশ্য হলো আবশ্যকতা (ইজাব)। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি বরকতময় স্থানে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে সে মানত পূরণ করা তার ওপর আবশ্যক নয়—এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত।"

ইবনুল জাওযী বলেছেন: "কেউ যদি এই তিনটি মসজিদের কোনো একটিতে নামাজ আদায়ের মানত করে, তাহলে তা পূরণ করা আবশ্যক কি না—এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। আহমদ ইবন হাম্বল-এর মাযহাব হলো, তার জন্য সেই মানত পূরণ করা আবশ্যক।

আর আবু হানিফা বলেছেন, এটি আবশ্যক নয়; বরং সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নামাজ আদায় করতে পারে।

আর মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ থেকে উভয় মতই বর্ণিত হয়েছে।" সমাপ্ত।

এ কথা বলে আপত্তি করা যাবে না যে, আবু হুরায়রা তূর পর্বতে যাওয়ার জন্য বাহনে আরোহণ করেছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আসার পথে বাসরাহ ইবন আবী বাসরাহ আল-গিফারী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর এ সফরের সমালোচনা করেন এবং বলেন:

"আমি যদি তোমার সফরে বের হওয়ার আগে তোমাকে পেতাম, তাহলে তুমি বের হতে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য বাহনে আরোহণ করা হবে না।'"

এ থেকে বোঝা যায় যে, বাসরাহ (রাঃ)-এর মত ছিল—এই হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সাধারণ অর্থে গ্রহণ করতে হবে; অর্থাৎ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের জন্য বাহনে আরোহণ করা সব অবস্থায়ই নিষিদ্ধ। ফলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে মানতকারী ব্যক্তি এবং নফল উদ্দেশ্যে সফরকারী—উভয়ই।

কারণ, বাসরাহ (রাঃ) তো আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর তূর পর্বতে যাওয়ার বিষয়টিই আপত্তি করেছিলেন। এর কারণ ছিল, আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন মদিনা-র অধিবাসী, যেখানে হাদীসে উল্লিখিত তিনটি মসজিদের একটি অবস্থিত। সুতরাং, যার অবস্থান এমন একটি মহান মসজিদের সান্নিধ্যে, তার জন্য নিজ শহরের সেই মসজিদেই যাওয়া অধিক উপযুক্ত ও অধিক ফজিলতপূর্ণ।

এছাড়া হাদীসে কোথাও উল্লেখ নেই যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) মানতের কারণে তূর পর্বতে গিয়েছিলেন। বরং হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বেচ্ছায় (নফলভাবে) সেখানে গিয়েছিলেন। অথচ মদিনার মসজিদই তূর পর্বতের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ মসজিদে নববী এবং আল-আকসা মসজিদ—উভয়ই তূর পর্বতের চেয়ে অধিক ফজিলতপূর্ণ।

এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে—যদি কোনো ব্যক্তি মদিনা-এ অবস্থান করে বায়তুল মুকাদ্দাস (আল-আকসা মসজিদ)-এ পায়ে হেঁটে যাওয়ার মানত করে, তাহলে তার বিধান কী?

মালিক ইবন আনাস বলেছেন, সে কিছু পথ হেঁটে যাবে এবং কিছু পথ বাহনে চড়বে। আর আল-আওযাঈ অতিরিক্ত বলেছেন, সে সদকাও করবে।

আবু হানিফা ও তাঁর সঙ্গীগণ বলেছেন, সে মসজিদে নববী অথবা মসজিদুল হারামে নামাজ পড়লেই যথেষ্ট হবে, কারণ এ দুটি মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাসের চেয়ে অধিক ফজিলতপূর্ণ।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, এই দুটি মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ বলেছেন, যদি কেউ মসজিদে নববী বা মসজিদুল আকসায় যাওয়ার মানত করে, তবে সে সেখানে যাবে। তবে আমার কাছে এর বাধ্যতামূলক হওয়া স্পষ্ট নয়। কারণ, আল্লাহর ঘর (কাবা)-এ যাওয়া একটি ফরজ ইবাদত; কিন্তু এ দুটি মসজিদে যাওয়া নফল ইবাদত।

ইবনুল মুনযির বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদুল হারাম বা বায়তুল মুকাদ্দাসে পায়ে হেঁটে যাওয়ার মানত করবে, তার জন্য তা পূরণ করা আবশ্যক। কারণ, এ মানত পূরণ করা আনুগত্যের কাজ। তবে যদি সে কেবল বায়তুল মুকাদ্দাসের মানত করে, তাহলে ইচ্ছা করলে সেখানে যেতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে মসজিদুল হারামেও যেতে পারে।

এর দলিল হিসেবে তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন:

"আমি মানত করেছি, যদি আল্লাহ আপনার হাতে মক্কা বিজয় দান করেন, তবে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে নামাজ আদায় করব।"

তখন তিনি ﷺ তিনবার বললেন: "এখানেই (মক্কায়) নামাজ পড়।"

আবু ইউসুফ বলেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদুল হারামের বিকল্প হতে পারে না।

আর আত-তাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, আবু হানিফা ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী-এর মতে, কেউ যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নামাজ পড়ার মানত করে, পরে অন্য স্থানে নামাজ পড়ে, তাহলেও তার মানত আদায় হয়ে যাবে।

এ মতের পক্ষে তাহাবী যুক্তি দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, "আমার এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজ অন্য সব মসজিদের এক হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম, মসজিদুল হারাম ব্যতীত।" —এর উদ্দেশ্য ফরজ নামাজ, নফল নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন: "ফরজ নামাজ ব্যতীত মানুষের সর্বোত্তম নামাজ হলো তার নিজের ঘরে আদায় করা নামাজ।"

আর ইবনুত তীন বলেছেন: "এই হাদীস আমাদের পক্ষে মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ-এর বিরুদ্ধে দলিল। কারণ তিনি মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসায় সফরকে বৈধ বলেছেন। যখন সেখানে গিয়ে নামাজ পড়া একটি নেক কাজ, তখন মানত করলে তা পূরণ করাও আবশ্যক হওয়া উচিত, যেমন মসজিদুল হারামের ক্ষেত্রে হয়।"

কিছু আলেম এর জবাবে বলেছেন: "মসজিদুল হারামে সফর করা তো হজ বা উমরার ফরজ আদায়ের উদ্দেশ্যে হতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মসজিদে নববীতে সফর ছিল হিজরতের উদ্দেশ্যে; যা কিছু আলেমের মতে ফরজে কিফায়া ছিল। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসে সফর করা কেবল একটি ফজিলতপূর্ণ কাজ মাত্র।"

আর হাদীসটির আরেকটি ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। তা হলো—তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ইতিকাফ করা যাবে না; তাই ইতিকাফের জন্য কেবল এই তিনটি মসজিদেই সফর করা হবে। এটি সালাফের একদল আলেমের মত।

ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী (রহ.) ওফাত ৮৫২ হি বলেছেন:

قَالَ الْكِرْمَانِيُّ :وَقَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي عَصْرِنَا فِي الْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ مُنَاظَرَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَصُنِّفَ فِيهَا رَسَائِلُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، قُلْتُ :يُشِيرُ إِلَى مَا رَدَّ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، وَمَا انْتَصَرَ بِهِ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي وَغَيْرُهُ لِابْنِ تَيْمِيَةَ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي بِلَادِنَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمُ أَلْزَمُوا ابْنَ تَيْمِيَةَ بِتَحْرِيمِ شَدِّ الرَّحْلِ إِلَى زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنْكَرُوا صُورَةَ ذَلِكَ، وَفِي شَرْحِ ذَلِكَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ طُولٌ، وَهِيَ مِنْ أَبْشَعِ الْمَسَائِلِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى دَفْعِ مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :زُرْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِأَنَّهُ كَرِهَ اللَّفْظَ أَدَبًا لَا أَصْلَ الزِّيَارَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَأَجَلِّ الْقُرُبَاتِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى ذِي الْجَلَالِ، وَأَنَّ مَشْرُوعِيَّتَهَا مَحَلُّ إِجْمَاعٍ بِلَا نِزَاعٍ، وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ.

قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ :قَوْلُهُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفٌ، فَإِمَّا أَنْ يُقَدَّرَ عَامًّا فَيَصِيرَ :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَكَانٍ فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ، أَوْ أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ. لَا سَبِيلَ إِلَى الْأَوَّلِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى سَدِّ بَابِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا، فَتَعَيَّنَ الثَّانِي، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّرَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مُنَاسَبَةً، وَهُوَ :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ، فَيَبْطُلُ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ مَنَعَ شَدَّ الرِّحَالِ إِلَى زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ مِنْ قُبُورِ الصَّالِحِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ :لَيْسَ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةٌ لَهَا فَضْلٌ لِذَاتِهَا حَتَّى تُشَدَّ الرِّحَالُ إِلَيْهَا غَيْرَ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ، وَمُرَادِي بِالْفَضْلِ مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْبِلَادِ فَلَا تُشَدُّ إِلَيْهَا لِذَاتِهَا، بَلْ لِزِيَارَةٍ أَوْ جِهَادٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ أَوِ الْمُبَاحَاتِ، قَالَ :وَقَدِ الْتَبَسَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَزَعَمَ أَنَّ شَدَّ الرِّحَالِ إِلَى الزِّيَارَةِ لِمَنْ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ دَاخِلٌ فِي الْمَنْعِ، وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَمَعْنَى الْحَدِيثِ :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ، أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَشَدُّ الرِّحَالِ إِلَى زِيَارَةٍ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ لَيْسَ إِلَى الْمَكَانِ بَلْ إِلَى مَنْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.[65]

"শামসুদ্দীন আল-কারমানী বলেছেন: 'আমাদের যুগে শাম অঞ্চলে এ মাসআলাকে কেন্দ্র করে বহু বিতর্ক হয়েছে এবং উভয় পক্ষ থেকেই এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচিত হয়েছে।'

[65] আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হিজরি), ফাতহুল বারী বি-শারহিল বুখারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৬, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, মিশর; মোট খণ্ড: ১৩।

আমি (ইবন হাজার) বলি: তিনি এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন সেই সব গ্রন্থের প্রতি, যেগুলো তাকীউদ্দীন আস-সুবকী ও অন্যান্য আলেম তাকীউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যা-এর বক্তব্যের প্রতিবাদে রচনা করেছেন; এবং যেসব গ্রন্থ শামসুদ্দীন ইবন আবদুল হাদী ও অন্যান্য আলেম ইবন তাইমিয়্যার সমর্থনে লিখেছেন। আমাদের অঞ্চলে এ বিষয়টি সুপরিচিত।

সারকথা হলো, তাঁরা ইবন তাইমিয়্যার ওপর এই মত আরোপ করেছেন যে, সাইয়িদুনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। আমরা (অর্থাৎ তাঁর সমর্থকরা) এ দাবির এই রূপটি অস্বীকার করেছি। উভয় পক্ষের বিস্তারিত আলোচনা দীর্ঘ; তবে এ বিষয়টি ইবন তাইমিয়্যা থেকে বর্ণিত মতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিকর ও নিন্দনীয় বিষয়গুলোর একটি।

আর যারা নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের বৈধতার ওপর ইজমা (সর্বসম্মত ঐকমত্য) দাবি করেছেন, তাদের দাবির জবাবে ইবন তাইমিয়্যা যেসব দলিল পেশ করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো—মালিক ইবন আনাস থেকে বর্ণিত এই উক্তি যে, তিনি 'আমি নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করেছি'—এভাবে বলা অপছন্দ করতেন।

কিন্তু ইমাম মালিকের নির্ভরযোগ্য গবেষক অনুসারীরা এর উত্তর দিয়েছেন এই বলে যে, তিনি যিয়ারতের মূল আমলকে অপছন্দ করেননি; বরং শিষ্টাচারের কারণে শুধু এই শব্দপ্রয়োগটিকে অপছন্দ করেছেন।

কারণ, নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সর্বোত্তম আমলসমূহের একটি এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের অন্যতম মহান ইবাদত। এর বৈধতা কোনো মতভেদ ছাড়াই সর্বসম্মতভাবে (ইজমার মাধ্যমে) প্রতিষ্ঠিত।

আর আল্লাহই সঠিক পথের দিশাদাতা।

কিছু নির্ভরযোগ্য গবেষক আলেম বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, **'তিনটি মসজিদ ব্যতীত...'**—এখানে *মুস্তাসনা মিনহু* (যা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে) উহ্য রয়েছে।

এখন সেটিকে হয় সাধারণ অর্থে নির্ধারণ করতে হবে। তাহলে বাক্যের অর্থ হবে: **'কোনো উদ্দেশ্যেই কোনো স্থানে সফরের জন্য রিহাল বাঁধা যাবে না, তিনটি মসজিদ ব্যতীত।'**

অথবা এর চেয়ে সীমিত অর্থ নির্ধারণ করতে হবে।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, তা গ্রহণ করলে ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, জ্ঞানার্জন এবং অন্যান্য বৈধ উদ্দেশ্যে সফরের পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

অতএব, দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করা অপরিহার্য।

আর সবচেয়ে উপযুক্ত হলো, এমন অর্থ নির্ধারণ করা যা হাদীসের সঙ্গে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা হলো: **'নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদে সফর করা হবে না, তিনটি মসজিদ ব্যতীত।'**

এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের বক্তব্য বাতিল হয়ে যায়, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর কিংবা অন্যান্য নেককার ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরকে নিষিদ্ধ বলে থাকেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তাকীউদ্দীন আস-সুবকী (আস সুবকী আল কাবির) বলেছেন: "পৃথিবীতে তিনটি পবিত্র স্থান ব্যতীত এমন কোনো স্থান নেই, যার নিজস্ব মর্যাদা ও ফজিলতের কারণে সেখানে সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হবে।

আমি 'ফজিলত' বলতে এমন মর্যাদাকে বুঝিয়েছি, যাকে শরীয়ত স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যার ওপর কোনো শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আর অন্যান্য স্থানসমূহের ক্ষেত্রে, সেখানে স্থানটির নিজস্ব মর্যাদার কারণে সফর করা হয় না; বরং যিয়ারত, জিহাদ, জ্ঞানার্জন কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো মুস্তাহাব বা বৈধ উদ্দেশ্যে সেখানে সফর করা হয়।

তিনি আরও বলেন: ''এ বিষয়টি কিছু লোকের কাছে বিভ্রান্তিকর হয়ে গেছে। তাই তারা ধারণা করেছে যে, তিনটি পবিত্র স্থান ছাড়া অন্য কোথাও কোনো ব্যক্তিকে যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করাও হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এ ধারণা ভুল।

কারণ, ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) সর্বদা মুস্তাসনা মিনহুর (যা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে) একই জাতিভুক্ত হয়।

অতএব, হাদীসের অর্থ হলো: 'কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে, অথবা কোনো স্থানের নিজস্ব মর্যাদার কারণে সেই স্থানে সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হবে না—তিনটি উল্লেখিত মসজিদ ব্যতীত।'

কিন্তু যিয়ারত বা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সফর করা স্থানটির উদ্দেশ্যে নয়; বরং সেই স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তি বা উদ্দেশ্যের দিকে সফর করা।

আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আল্লামা আইনী ওফাত ৮৫৫ হিঃ, বলেনঃ

وَالِاسْتِثْنَاء مفرغ فتقدير الْكَلَام لَا تشد الرّحال إِلَى مَوضِع أَو مَكَان فَإِن قيل فعلى هَذَا يلْزم أَن لَا يجوز السّفر إِلَى مَكَان غير الْمُسْتَثْنى حَتَّى لَا يجوز السّفر لزيارة إِبْرَاهِيم الْخَلِيل صلوَات الله تَعَالَى وَسَلَامه عَلَيْهِ وَنَحْوه لِأَن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فِي المفرغ لَا بُد أَن يقدر أَعم الْعَام وَأجِيب بِأَن الْمُرَاد بأعم الْعَام مَا يُنَاسب الْمُسْتَثْنى نوعا ووصفا كَمَا إِذا قلت مَا رَأَيْت إِلَّا زيدا كَانَ تَقْدِيره مَا رَأَيْت رجلا أَو أحدا إِلَّا زيدا لَا مَا رَأَيْت شَيْئا أَو حَيَوَانا إِلَّا زيدا فههنا تَقْدِيره لَا تشد إِلَى مَسْجِد إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة ..... (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ فَضِيلَة هَذِه الْمَسَاجِد ومزيتها على غَيرهَا لكَونهَا مَسَاجِد الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام لِأَن الْمَسْجِد الْحَرَام قبْلَة النَّاس وَإِلَيْهِ حجهم وَمَسْجِد الرَّسُول أسس على التَّقْوَى وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى كَانَ قبْلَة الْأُمَم السالفة. وَفِيه أَن الرّحال لَا تشد إِلَى غير هَذِه الثَّلَاثَة لَكِن اخْتلفُوا على أَي وَجه

فَقَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ لَا فَضِيلَة فِي شدّ الرّحال إِلَى مَسْجِد مَا غير هَذِه الثَّلَاثَة وَنَقله عَن جُمْهُور الْعلمَاء

وَقَالَ ابْن بطال هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عِنْد الْعلمَاء فِيمَن نذر على نَفسه الصَّلَاة فِي مَسْجِد من سَائِر الْمَسَاجِد غير الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة

قَالَ مَالك رَحمَه الله من نذر صَلَاة فِي مَسْجِد لَا يصل إِلَيْهِ إِلَّا براحلة فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي بَلَده إِلَّا أَن ينذر ذَلِك فِي مَسْجِد مَكَّة أَو الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس فَعَلَيهِ السّير إِلَيْهَا

وَقَالَ ابْن بطال وَأما من أَرَادَ الصَّلَاة فِي مَسَاجِد الصَّالِحين والتبرك بهَا مُتَطَوعا بذلك فمباح إِن قَصدهَا بأعمال الْمطِي وَغَيره وَلَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ الَّذِي فِي هَذَا الحَدِيث

وَقيل من نذر إتْيَان غير هَذِه الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة للصَّلَاة أَو غَيرهَا لم يلْزمه ذَلِك لِأَنَّهَا لَا فضل لبعضها على بعض فَيَكْفِي صلَاته فِي أَي مَسْجِد كَانَ

قَالَ النَّوَوِيّ لَا اخْتِلَاف فِي ذَلِك إِلَّا مَا رُوِيَ عَن اللَّيْث أَنه قَالَ يجب الْوَفَاء بِهِ

وَعَن الْحَنَابِلَة رِوَايَة يلْزمه كَفَّارَة يَمِين وَلَا ينْعَقد نَذره

وَعَن الْمَالِكِيَّة رِوَايَة إِن تعلّقت بِهِ عبَادَة تخْتَص بِهِ كرباط لزم وَإِلَّا فَلَا، وَذكر عَن مُحَمَّد بن مسلمة الْمَالِكِي أَنه فِي مَسْجِد قبَاء لِأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَانَ يَأْتِيهِ كل سبت

وَاسْتدلَّ قوم بِهَذَا الحَدِيث أَعنِي حَدِيث الْبَاب على أَن من نذر إتْيَان أحد هَذِه الْمَسَاجِد لزمَه ذَلِك، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْبُوَيْطِيّ وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَق الْمروزِي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب مُطلقًا وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم يجب فِي الْمَسْجِد الْحَرَام لتَعلق النّسك بِهِ بِخِلَاف المسجدين الآخرين وَقَالَ ابْن الْمُنْذر يجب إِلَى الْحَرَمَيْنِ وَأما الْأَقْصَى فَلَا واستأنس بِحَدِيث جَابر "أَن رجلا قَالَ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِنِّي نذرت إِن فتح الله عَلَيْك مَكَّة أَن أُصَلِّي فِي بَيت الْمُقَدّس قَالَ صل هَهُنَا "

وَقَالَ ابْن التِّين الْحجَّة على الشَّافِعِي إِن أَعمال الْمطِي إِلَى مَسْجِد الْمَدِينَة وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى وَالصَّلَاة فيهمَا قربَة فَوَجَبَ أَن يلْزم بِالنذرِ كالمسجد الْحَرَام وَقَالَ الْغَزالِيّ عِنْد ذكر إتْيَان الْمَسَاجِد فَلَو قَالَ آتِي مَسْجِد الْخيف فَهُوَ كمسجد الْحَرَام لِأَنَّهُ من الْحرم وَكَذَلِكَ أجزَاء سَائِر الْحرم قَالَ وَلَو قَالَ آتِي مَكَّة لم يلْزمه شَيْء إِلَّا إِذا قصد الْحَج

وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين لَا وَجه لتفرقته بَين مَكَّة وَسَائِر أجزَاء الْحرم فَإِنَّهَا من أجزَاء الْحرم لَا جرم أَن الرَّافِعِيّ تعقبه فَقَالَ وَلَو قَالَ أَمْشِي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام أَو إِلَى مَكَّة أَو ذكر بقْعَة أُخْرَى من بقاع الْحرم كالصفا والمروة وَمَسْجِد الْخيف وَمنى والمزدلفة ومقام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وقبة زَمْزَم وَغَيرهَا فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ إِلَى بَيت الله الْحَرَام حَتَّى لَو قَالَ آتِي دَار أبي جهل أَو دَار الخيزران كَانَ الحكم كَذَلِك لشمُول حُرْمَة الْحرم لَهُ بتنفير الصَّيْد وَغَيره

وَعَن أبي حنيفَة أَنه لَا يلْزم الْمَشْي إِلَّا أَن يَقُول إِلَى بَيت الله الْحَرَام أَو قَالَ مَكَّة أَو إِلَى الْكَعْبَة أَو إِلَى مقَام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام

وَحكى الرَّافِعِيّ عَن القَاضِي ابْن كج أَنه قَالَ إِذا نذر أَن يزور قبر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فعندي أَنه يلْزمه الْوَفَاء وَجها وَاحِدًا قَالَ وَلَو نذر أَن يزور قبر غَيره فَفِيهِ وَجْهَان عِنْدِي

وَقَالَ القَاضِي عِيَاض وَ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ من الشَّافِعِيَّة أَنه يحرم شدّ الرّحال إِلَى غير الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة لمقْتَضى النَّهْي

وَقَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ غلط وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ والمحققون أَنه لَا يحرم وَلَا يكره

وَقَالَ الْخطابِيّ لَا تشد لَفظه خبر وَمَعْنَاهُ الْإِيجَاب فِيمَا نَذره الْإِنْسَان من الصَّلَاة فِي الْبِقَاع الَّتِي يتبرك بهَا أَي لَا يلْزم الْوَفَاء بِشَيْء من ذَلِك حَتَّى يشد الرحل لَهُ وَيقطع الْمسَافَة إِلَيْهِ غير هَذِه الثَّلَاثَة الَّتِي هِيَ مَسَاجِد الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام فَأَما إِذا نذر الصَّلَاة فِي غَيرهَا من الْبِقَاع فَإِن لَهُ الْخِيَار فِي أَن يَأْتِيهَا أَو يُصليهَا فِي مَوْضِعه لَا يرحل إِلَيْهَا

قَالَ والشد إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام فرض لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة وَكَانَ تشد الرّحال إِلَى مَسْجِد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي حَيَاته لِلْهِجْرَةِ وَكَانَت وَاجِبَة على الْكِفَايَة وَأما إِلَى بَيت الْمُقَدّس فَإِنَّمَا هُوَ فَضِيلَة واستحباب

وَأول بَعضهم معنى الحَدِيث على وَجه آخر وَهُوَ أَن لَا يرحل فِي الِاعْتِكَاف إِلَّا إِلَى هَذِه الثَّلَاثَة فقد ذهب بعض السّلف إِلَى أَن الِاعْتِكَاف لَا يَصح إِلَّا فِيهَا دون سَائِر الْمَسَاجِد

وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين من أحسن محامل هَذَا الحَدِيث أَن الْمُرَاد مِنْهُ حكم الْمَسَاجِد فَقَط وَأَنه لَا يشد الرحل إِلَى مَسْجِد من الْمَسَاجِد غير هَذِه الثَّلَاثَة فَأَما قصد غير الْمَسَاجِد من الرحلة فِي طلب الْعلم وَفِي التِّجَارَة والتنزه وزيارة الصَّالِحين والمشاهد وزيارة الإخوان وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ دَاخِلا فِي النَّهْي وَقد ورد ذَلِك مُصَرحًا بِهِ فِي بعض طرق الحَدِيث فِي مُسْند أَحْمد حَدثنَا هَاشم حَدثنَا عبد الحميد حَدثنِي شهر سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَذكر عِنْده صَلَاة فِي الطّور فَقَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " -لَا يَنْبَغِي للمطي أَن يشد رحاله إِلَى مَسْجِد يَبْتَغِي فِيهِ الصَّلَاة غير الْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى ومسجدي هَذَا " وَإِسْنَاده حسن وَشهر بن حَوْشَب وَثَّقَهُ جمَاعَة من الْأَئِمَّة [66]

এখানে ব্যবহৃত ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) হলো *মুফাররাগ*। তাই বাক্যের গোপন অর্থ হবে:
"কোনো স্থান বা স্থানের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হবে না।"
যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তো এর অর্থ দাঁড়ায় যে, উল্লেখিত তিনটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও সফর করাই বৈধ হবে না। এমনকি ইবরাহীম (আ.)-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ হবে না। কারণ *মুফাররাগ ইস্তিসনা*-তে *মুস্তাসনা মিনহু* (যা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে) অবশ্যই সর্বাধিক ব্যাপক অর্থে নির্ধারণ করতে হয়।
এর জবাবে বলা হয়েছে: এখানে 'সর্বাধিক ব্যাপক' বলতে এমন সাধারণ অর্থ বোঝানো হয়েছে, যা ব্যতিক্রমের বিষয়ের সঙ্গে ধরন ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
যেমন, আপনি যদি বলেন: "আমি যাইদ ছাড়া কাউকে দেখিনি।"
তাহলে এর গোপন অর্থ হবে: "আমি কোনো মানুষ বা কাউকেই দেখিনি, যাইদ ছাড়া।"
এর অর্থ কখনোই হবে না: "আমি কোনো বস্তু বা কোনো প্রাণী দেখিনি, যাইদ ছাড়া।"
ঠিক তেমনি, এখানে হাদীসের গোপন অর্থ হলো: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে (বিশেষ ফজিলতের জন্য) সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হবে না।"

.....

এ হাদীস থেকে যে বিষয়গুলো জানা যায়
এই হাদীস থেকে তিনটি মসজিদের বিশেষ ফজিলত ও অন্যান্য মসজিদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, এগুলো নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) মসজিদ। মসজিদুল হারাম সমগ্র মুসলিম জাতির কিবলা এবং হজের কেন্দ্র। মসজিদে নববী তাকওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর মসজিদুল আকসা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের কিবলা ছিল।
এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য রিহাল (বাহন) বাঁধা হবে না। তবে এ নিষেধাজ্ঞার অর্থ কী—এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।
ইয়াহইয়া ইবন শারাফ আন-নববী বলেছেন: "এর অর্থ হলো, এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে সফর করার মধ্যে বিশেষ কোনো ফজিলত নেই।" তিনি এ মতকে অধিকাংশ আলেমের মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

---

[66] বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ ইবন আহমদ আল-আইনী (মৃত্যু: ৮৫৫ হিজরি), উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫২–২৫৪; মোট খণ্ড: ২৫।

ইবন বাত্তাল বলেছেন: "আলেমদের মতে, এই হাদীস মূলত সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তিনটি উল্লিখিত মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পড়ার মানত করেছে।"

মালিক ইবন আনাস বলেছেন: "কেউ যদি এমন কোনো মসজিদে নামাজ পড়ার মানত করে, যেখানে পৌঁছাতে বাহনে চড়ে যেতে হয়, তবে সে নিজ এলাকাতেই নামাজ পড়বে। তবে যদি মানতটি মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী বা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর কোনো একটির জন্য হয়, তাহলে সেখানে যাওয়া তার জন্য আবশ্যক হবে।"

ইবন বাত্তাল আরও বলেছেন: "কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নেককার ব্যক্তিদের মসজিদে নামাজ পড়তে বা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে যেতে চায়, তার জন্য বাহনে চড়ে বা অন্য যেকোনো উপায়ে সেখানে যাওয়া বৈধ। এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"

আরও বলা হয়েছে: "কেউ যদি এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পড়তে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়ার মানত করে, তবে তার জন্য সেই মানত পূরণ করা আবশ্যক নয়। কারণ, অন্যান্য মসজিদের মধ্যে এমন কোনো পারস্পরিক ফজিলতের পার্থক্য নেই। তাই সে যে কোনো মসজিদে নামাজ পড়লেই যথেষ্ট হবে।"

ইমাম নববী বলেছেন: "এ বিষয়ে কার্যত কোনো মতভেদ নেই। তবে আল-লায়স ইবন সাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন—এ ধরনের মানত পূরণ করা আবশ্যক।"

আর হানবলী মাযহাবের একটি বর্ণনা অনুযায়ী: "এ ধরনের মানত কার্যকর হয় না; তবে এর জন্য কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে।"

মালিকী মাযহাবের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে: "যদি সেই স্থানের সঙ্গে বিশেষ কোনো ইবাদত সংশ্লিষ্ট থাকে—যেমন সীমান্তে পাহারা দেওয়া (*রিবাত*)—তাহলে মানত পূরণ করা আবশ্যক হবে। অন্যথায় আবশ্যক হবে না।"

আর মালিকী আলেম মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাহ-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে কুবা-এর ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান রয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি শনিবার সেখানে গমন করতেন।

একদল আলেম এই হাদীস—অর্থাৎ আলোচ্য হাদীস—দ্বারা এ মতের পক্ষে দলিল গ্রহণ করেছেন যে, কেউ যদি এই তিনটি মসজিদের কোনো একটিতে যাওয়ার মানত করে, তবে তার জন্য সেই মানত পূরণ করা আবশ্যক।

এ মত পোষণ করেছেন মালিক ইবন আনাস, আহমদ ইবন হাম্বল এবং মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ-এর 'আল-বুওয়াইতী' বর্ণনাকৃত মত। এছাড়া আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী-ও এ মতকে গ্রহণ করেছেন।

অন্যদিকে আবু হানিফা বলেছেন, এ ধরনের মানত কোনো অবস্থাতেই বাধ্যতামূলক নয়।

আর ইমাম শাফিঈ তাঁর আল-উম গ্রন্থে বলেছেন:

কেবল মসজিদুল হারামের ক্ষেত্রে মানত পূরণ করা আবশ্যক। কারণ, হজ ও উমরার মতো নুসুক (ইবাদত) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত; অন্য দুই মসজিদের ক্ষেত্রে তা নয়।

ইবনুল মুনযির বলেছেন: দুই হারাম (মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী)-এর ক্ষেত্রে মানত পূরণ করা আবশ্যক; কিন্তু মসজিদুল আকসার ক্ষেত্রে নয়।

তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা এ মতকে সমর্থন করেছেন। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললেন: "আমি মানত করেছি, যদি আল্লাহ আপনার হাতে মক্কা বিজয় দান করেন, তবে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে নামাজ আদায় করব।"

তখন নবী ﷺ বললেন: "এখানেই নামাজ পড়।"

ইবনুত তীন বলেছেন: "এ হাদীস ইমাম শাফিঈর বিরুদ্ধে দলিল। কারণ, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসায় সফর করা এবং সেখানে নামাজ আদায় করা যখন একটি নেক কাজ, তখন সেসব স্থানে যাওয়ার মানতও মসজিদুল হারামের মতোই পূরণ করা আবশ্যক হওয়া উচিত।"

আবু হামিদ আল-গাজালী মসজিদে গমনের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

"কেউ যদি বলে, 'আমি মসজিদুল খাইফে যাব,' তাহলে এর বিধান মসজিদুল হারামের মতোই হবে। কারণ, এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। একই বিধান হারামের অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু যদি সে শুধু বলে, 'আমি মক্কায় যাব,' তাহলে তার ওপর কিছুই আবশ্যক হবে না, যদি না তার উদ্দেশ্য হজ হয়।"

আমাদের শায়খ জাইনুদ্দীন আল-ইরাকী বলেছেন: "মক্কা ও হারামের অন্যান্য অংশের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করার কোনো যুক্তি নেই। কারণ, মক্কাও তো হারামেরই একটি অংশ।"

এ কারণে আবদুল করীম আর-রাফিঈ তাঁর এ বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন:

"কেউ যদি বলে, 'আমি হারামে যাব,' অথবা 'মসজিদুল হারামে যাব,' অথবা 'মক্কায় যাব,' কিংবা হারামের অন্য কোনো স্থানের নাম উল্লেখ করে—যেমন সাফা, মারওয়া, মসজিদুল খাইফ, মিনা, মুযদালিফা, মাকামে ইবরাহীম, জমজমের গম্বুজ কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো স্থান—তাহলে এর বিধান ঠিক সেই ব্যক্তির মতো হবে, যে বলেছে: 'আমি বায়তুল্লাহে যাব।'

এমনকি যদি কেউ বলে, 'আমি আবু জাহলের বাড়িতে যাব' অথবা 'আমি দারুল খায়যুরানে যাব,' তবুও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। কারণ, হারামের পবিত্রতার বিধান ওই সমস্ত স্থানকেও অন্তর্ভুক্ত করে; যেমন সেখানে শিকার তাড়িয়ে দেওয়া এবং হারামের অন্যান্য বিশেষ বিধান।"

আবু হানিফা-এর মতে, পায়ে হেঁটে যাওয়ার মানত তখনই বাধ্যতামূলক হবে, যখন কেউ বলবে: 'আমি বায়তুল্লাহে যাব', অথবা 'আমি মক্কায় যাব', অথবা 'আমি কাবার কাছে যাব', কিংবা 'আমি মাকামে ইবরাহীমে যাব।'

আবদুল করীম আর-রাফিঈ আল-কাদী ইবন কায থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

"কেউ যদি নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারত করার মানত করে, তবে আমার মতে একটিমাত্র মতই গ্রহণযোগ্য—তার জন্য সেই মানত পূরণ করা আবশ্যক।

আর যদি অন্য কারো কবর যিয়ারতের মানত করে, তাহলে আমার মতে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে।"

কাদী ইয়াদ এবং শাফিঈ আলেম আবু মুহাম্মাদ আল-জুয়াইনী বলেছেন: "হাদীসের নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হারাম।[67]"

কিন্তু ইয়াহইয়া ইবন শারাফ আন-নববী বলেছেন:

"এ মতটি ভুল। আমাদের (শাফিঈ) মাযহাবের সঠিক মত, যা ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী এবং নির্ভরযোগ্য গবেষক আলেমগণ গ্রহণ করেছেন, তা হলো—এ ধরনের সফর না হারাম, না মাকরূহ।"

---

[67] শারহু মুসলিমে কাদ্বী ইয়াদ থেকে একথার বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন, আর কিছু আলেম এ মত পোষণ করেছেন যে, এ নিষেধাজ্ঞা কেবল সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে মানত করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি মানত করেনি, বরং সৎলোকদের নিদর্শনসমূহ (মাশাহিদ) ও তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ফযীলত লাভ করতে চায়, তার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।" বিস্তারিত এ গ্রন্থের ২২০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী বলেছেন: "'তিনটি মসজিদ ছাড়া সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হবে না'—এটি শব্দগতভাবে একটি সংবাদবাচক বাক্য, কিন্তু এর উদ্দেশ্য হলো বাধ্যতামূলক বিধান (ইজাব)।

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি বরকতময় কোনো স্থানে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সে মানত পূরণ করার জন্য সেখানে সফর করা তার ওপর আবশ্যক নয়।

কারণ, এই তিনটি মসজিদই নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) মসজিদ।

কিন্তু যদি কেউ অন্য কোনো স্থানে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে তার ইচ্ছাধীন—সে চাইলে সেখানে গিয়ে নামাজ পড়তে পারে, আবার চাইলে নিজের অবস্থানস্থলেই নামাজ আদায় করতে পারে; সে জন্য সেখানে সফর করা তার জন্য আবশ্যক নয়।

আর মসজিদুল হারামে সফর করা হজ ও উমরার কারণে ফরজ। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর মসজিদে সফর করা হিজরতের উদ্দেশ্যে ছিল, যা কিছু আলেমের মতে ফরজে কিফায়া ছিল। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসে সফর করা কেবল ফজিলত ও মুস্তাহাব কাজ।"

আর কিছু আলেম হাদীসটির অন্য একটি ব্যাখ্যাও করেছেন। তাঁদের মতে, এর অর্থ হলো:

"ইতিকাফ করার উদ্দেশ্যে সফর করা হবে না, তিনটি মসজিদ ব্যতীত।"

কারণ, সালাফের একদল আলেমের মতে, ইতিকাফ কেবল এই তিনটি মসজিদেই সহীহ; অন্যান্য মসজিদে নয়।

আমাদের শায়খ জাইনুদ্দীন আল-ইরাকী বলেছেন: "এই হাদীসের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাগুলোর একটি হলো—এর উদ্দেশ্য শুধু মসজিদ-সংক্রান্ত বিধান। অর্থাৎ, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদে (বিশেষ ফজিলতের উদ্দেশ্যে) সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হবে না।

কিন্তু মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সফর করা—যেমন জ্ঞানার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ-বিনোদন, নেককার ব্যক্তিদের যিয়ারত, পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন, বন্ধু-স্বজনের সাক্ষাৎ কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সফর করা—এসব হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বরং হাদীসের কিছু বর্ণনায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবেই এসেছে।

মুসনাদ আহমদ-এ বর্ণিত হয়েছে: হাশিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবদুল হামীদ আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: শহর আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তাঁর কাছে তূর পর্বতে নামাজ পড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যেন নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদে সফরের জন্য বাহনের রিহাল না বাঁধে, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ ব্যতীত।"

এর সনদ হাসান। আর শাহর ইবন হাওশাব-কে বহু ইমাম নির্ভরযোগ্য (ثِقَة) বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সুয়ুত্বী ওফাত ৯১১ হি বলেন,

قَالَ السُّبْكِيُّ : لَيْسَ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةٌ لَهَا فَضْلُ تُرَابِهَا حَتَّى تُشَدَّ الرِّحَالُ إِلَيْهَا؛ لِذَلِكَ ابْتُعِدَ عَنْ غَيْرِ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ. وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا تُشَدُّ لِذَاتِهَا، بَلْ لِزِيَارَةٍ، أَوْ جِهَادٍ، أَوْ سِلْمٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقَعِ الشَّدُّ إِلَى الْمَكَانِ، بَلْ إِلَى مَنْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ. [68]

ইমাম তাকীউদ্দীন আস-সুবকী বলেছেন: পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নেই, যার মাটির নিজস্ব মর্যাদা ও ফজিলতের কারণে সেখানে সফরের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে যাত্রা করা হবে। এ কারণেই তিনটি স্থান (তিন মসজিদ) ছাড়া অন্য সব স্থানকে এ বিধান থেকে পৃথক রাখা হয়েছে।

আর অন্যান্য স্থানের ক্ষেত্রে, সেখানে স্থানটির নিজস্ব মর্যাদার জন্য সফর করা হয় না; বরং যিয়ারত, জিহাদ, শান্তি প্রতিষ্ঠা, কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সফর করা হয়। সুতরাং, এখানে সফরটি স্থানটির উদ্দেশ্যে নয়; বরং সে স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তি বা উদ্দেশ্যের দিকে হয়।

কাস্তাল্লানী ওফাত ৯২৩ হি বলেন,

(لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ): الِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ، وَالتَّقْدِيرُ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَوْضِعٍ، وَلَازِمُهُ مَنْعُ السَّفَرِ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ غَيْرِهَا، كَزِيَارَةِ صَالِحٍ، أَوْ قَرِيبٍ، أَوْ صَاحِبٍ، أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ نُزْهَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْمُفَرَّغِ يُقَدَّرُ بِأَعَمِّ الْعَامِّ. لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْعُمُومِ هُنَا الْمَوْضِعُ الْمَخْصُوصُ، وَهُوَ الْمَسْجِدُ. .....

وَاخْتُلِفَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا، كَالذَّهَابِ إِلَى زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، وَإِلَى الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ لِلصَّلَاةِ فِيهَا، وَالتَّبَرُّكِ بِهَا.

فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ: يَحْرُمُ، عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَقَالَ بِهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَطَائِفَةٌ.

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، الْجَوَازُ، وَخَصُّوا النَّهْيَ بِمَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، كَالزِّيَارَةِ، فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ.

وَخَصَّ بَعْضُهُمُ النَّهْيَ، فِيمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ، بِالِاعْتِكَافِ فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ، لَكِنْ قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَلَمْ أَرَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. [69]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী: 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও (বিশেষভাবে) সফরের জন্য রিহাল বাঁধা হবে না'—এখানে ব্যতিক্রম (*ইস্তিসনা*) হলো *মুফাররাগ*। এর গোপন অর্থ হবে: 'কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।' এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোনো স্থানে সফর করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; যেমন কোনো নেককার ব্যক্তির, আত্মীয়ের বা বন্ধুর সাক্ষাতে যাওয়া, জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সফর, ব্যবসায়িক সফর, কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে ভ্রমণ। কারণ *মুফাররাগ ইস্তিসনা*-তে উহ্য বিষয় (*মুস্তাসনা মিনহু*) সর্বাধিক ব্যাপক অর্থে নির্ধারণ করা হয়।

---

[68] আবদুর রহমান ইবন আবি বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি), আত-তাওশীহ শারহুল জামি' আস-সহীহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০১৮, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি / ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ; মোট খণ্ড: ৯।

[69] শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাফিঈ আল-কাসতাল্লানী (মৃত্যু: ৯২৩ হিজরি), ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫০–২৫১, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরি / ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ; মোট খণ্ড: ১৫।

কিন্তু এখানে 'সর্বাধিক ব্যাপক' বলতে উদ্দেশ্য হলো একটি বিশেষ ধরনের স্থান, অর্থাৎ 'মসজিদ'। ...

এরপর তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য স্থানে সফর করার বিধান সম্পর্কে মতভেদ হয়েছে; যেমন জীবিত বা মৃত নেককার ব্যক্তিদের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা, অথবা ফজিলতপূর্ণ স্থানে নামাজ আদায়ের জন্য যাওয়া কিংবা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করা।

আবু মুহাম্মাদ আল-জুয়াইনী বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এটি হারাম। এই মতই গ্রহণ করেছেন আল-কাদী হুসাইন। একই মত পোষণ করেছেন কাদী ইয়াদ এবং একদল আলেম।

অন্যদিকে, ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী এবং অন্যান্য শাফিঈ আলেমদের নিকট সঠিক মত হলো—এ ধরনের সফর বৈধ। তাঁরা বলেছেন, নিষেধাজ্ঞাটি কেবল সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করার মানত করেছে। কিন্তু অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, যেমন যিয়ারতের জন্য সেখানে যাওয়া—এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর কিছু আলেম, আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী, এ নিষেধাজ্ঞাকে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকাফ করার মানতের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করেছেন। তবে ফাতহুল বারী-এর লেখক বলেছেন: "এ মতের পক্ষে আমি কোনো দলিল দেখতে পাইনি।"

সাইয়্যিদুনা বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতের সময়ে, যখন সাহাবীগণ জীবিত ও উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসান আল-গাসসানী তাঁর সনদে বর্ণনা করেন, যিনি ৩১৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন: "আমাদেরকে আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ইবনে বিলাল ইবনে আবিদ-দারদা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার পিতা মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা সুলাইমান ইবনে বিলাল থেকে, তিনি উম্মুদ দারদা থেকে, তিনি আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে..."

لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، سَأَلَ بِلَالٌ أَنْ يَقْدَمَ الشَّامَ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ، قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوَيْحَةَ الَّذِي آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ دَارِيَّا فِي خَوْلَانَ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَوْلَانَ، فَقَالَا لَهُمْ: قَدْ جِئْنَاكُمْ خَاطِبَيْنِ، وَقَدْ كُنَّا كَافِرَيْنِ فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، وَفَقِيرَيْنِ فَأَغْنَانَا اللَّهُ، فَإِنْ تُزَوِّجُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ تَرُدُّونَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَزَوَّجُوهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ بِلَالًا رَأَى فِي مَنَامِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: مَا هٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ أَنْ تَزُورَنِي؟ فَانْتَبَهَ حَزِينًا وَجِلًا خَائِفًا، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ الْمَدِينَةَ، فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ، وَجَعَلَ يُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ.

وَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَجَعَلَ يَضُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا، فَقَالَا لَهُ: يَا بِلَالُ، نَشْتَهِي أَنْ نَسْمَعَ أَذَانَكَ الَّذِي كُنْتَ تُؤَذِّنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّحَرِ، فَفَعَلَ.

فَعَلَا سَطْحَ الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ الَّذِي كَانَ يَقِفُ فِيهِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ» ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ» زَادَ تَعَاجِيجُهَا، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ خُدُورِهِنَّ، فَقَالُوا: أَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟

فَمَا رُؤِيَ يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيًا وَلَا بَاكِيَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ.

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট শাম দেশে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। তখন তাঁর সেই ভাই আবূ রুওয়াইহাহও তাঁর সাথে ছিলেন, যাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর তাঁরা খাওলান গোত্রের একটি এলাকার "দারিয়া" নামক স্থানে বসবাস করেন। একদিন বিলাল ও তাঁর ভাই খাওলান গোত্রের এক সম্প্রদায়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন:

"আমরা তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা একসময় কাফির ছিলাম—আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা দাস ছিলাম—আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। আমরা দরিদ্র ছিলাম—আল্লাহ আমাদের ধনী করেছেন। যদি তোমরা আমাদের সাথে বিবাহ দাও, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।"

অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিবাহ দিল।

এরপর এক রাতে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বলছেন: **"হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি?"** তখন তিনি দুঃখিত, আতঙ্কিত ও ভীত অবস্থায় জেগে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল কবরে ঘষতে লাগলেন।

এমন সময় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সেখানে এলেন। তিনি তাঁদেরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন: "হে বিলাল! আমরা আপনার সেই আযান শুনতে চাই, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সাহরীর সময় দিতেন।" তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্মত হলেন। তিনি মসজিদের ছাদে উঠলেন এবং সেই স্থানে দাঁড়ালেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি আযান দিতেন।

যখন তিনি "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" বললেন, তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই", তখন মানুষের ক্রন্দন আরও বেড়ে গেল।

আর যখন বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল", তখন পর্দানশীন নারীরাও ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন:

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সেদিনের চেয়ে অধিক পুরুষ ও নারীকে আর কোনো দিন এত বেশি কাঁদতে দেখা যায়নি।

আবুল হাসান বলেন:

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ২৩২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।[70]

---

[70] মুহাম্মদ ইবনুল ফাইদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল ফাইয়াদ, আবুল হাসান — যিনি আবুল ফাইদ আল-গাসসানী নামেও পরিচিত (মৃত্যু: ৩১৫ হিজরি), *আখবার ওয়া হিকায়াত লি আবিল হাসান আল-গাসসানী*, পৃষ্ঠা ৪৫। তাহকীক: ইবরাহীম সালিহ (মৃত্যু: ১৪৪৩ হিজরি)। প্রকাশক: দারুল বাশায়ির, বৈরুত। মোট পৃষ্ঠা: ৫৮।

ইমাম হাকিমের শায়খ আবু আহমাদ আল-হাকিম (৩৮৭ হি) [71] বলেনঃ ইমাম যাহাবী বলেন, আবূ আহমদ আল-হাকিম বলেছেন:

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَيْضِ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إبراهيم بن مُحَمَّدِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ الشَّامَ سَأَلَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِرَّه بِهِ فَفَعَلَ قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوَيْحَةَ الَّذِي آخَى رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَنَزَلَ بداريًا فِي خَوْلاَنَ فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوْهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَوْلاَنَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَتَيْنَاكُم خَاطِبِيْنَ وَقَدْ كُنَّا كَافِرِيْنَ فَهَدَانَا اللهُ وَمَلُوْكِيْنَ فَأَعْتَقَنَا اللهُ وَفَقِيْرِيْنَ فَأَغْنَانَا اللهُ فَإِنْ تُزَوِّجُوْنَا فَالحَمْدُ للهِ وَإِن تَرُدُّوْنَا فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَزَوَّجُوْهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ بِلاَلاً رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي مَنَامِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: "مَا هَذِهِ الجَفْوَةُ يَا بِلاَلُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُوْرَنِي"؟ فَانْتَبَهَ حَزِيْناً وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ المَدِيْنَةَ فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ وَيُمرِّغ وَجْهَهُ عَلَيْهِ فَأَقْبَلَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ فَجَعَلَ يَضُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا فَقَالاَ لَهُ: يَا بِلاَلُ! نَشْتَهِي أَنْ نَسْمَعَ أَذَانَكَ. فَفَعَلَ وَعَلاَ السَّطْحَ وَوَقَفَ فَلَمَّا أَنْ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ارْتَجَّتِ المَدِيْنَةُ فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهَ ازْدَادَ رَجَّتُهَا فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ خَرَجَتِ العَوَاتِقُ مِنْ خُدُوْرِهِنَّ وَقَالُوا: بُعِثَ رَسُوْلُ اللهِ فَمَا رُؤِيَ يومٌ أَكْثَرَ بَاكِياً وَلاَ بَاكِيَةً بِالمَدِيْنَةِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ.

"মুহাম্মদ ইবনুল ফাইদ দামেস্কে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ইবনে আবিদ-দারদা আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার পিতা তাঁর পিতা সুলাইমান থেকে, তিনি উম্মুদ দারদা থেকে, তিনি আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে—

---

[71] আবূ আহমদ আল-হাকিম — তিনি হলেন ইমাম, হাফিয, মহান আল্লামা, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, খুরাসানের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক আন-নাইসাবূরী আল-কারাবীসী, যিনি "আল-হাকিম আল-কবীর" নামে পরিচিত। তিনি বহু খণ্ডে "আল-কুনা" গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্রসম।

তাঁর ছাত্র হাকিম ইবনুল বাইয়্যি' — যিনি *আল-মুস্তাদরাক* গ্রন্থের রচয়িতা — তাঁকে উল্লেখ করে বলেন:

"তিনি ছিলেন তাঁর যুগে এ বিদ্যার ইমাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অধিক গ্রন্থপ্রণেতা এবং সহীহ হাদীসের শর্ত, নাম ও কুনিয়াত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।"

তিনি বিশ বছরের কিছু বেশি বয়সে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন।

হাকিম আরও বলেন:

"আবূ আহমদ ছিলেন নেককার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, সালাফদের সুন্নাহর উপর অবিচল, এবং আহলে বাইত ও সাহাবাগণের ব্যাপারে আমাদের আকীদা অনুযায়ী গ্রন্থ রচনাকারীদের একজন।"

তিনি বিভিন্ন স্থানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের উপর, তেমনি জামে' তিরমিযীর উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর জীবনী ও মহৎ কীর্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে:

- আল-মুনতাযাম ৭/১৪৬
- তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/৯৭৬–৯৭৯
- আল-ইবার ৩/৯–১০
- মিরআতুল জানান ২/৪০৮
- আন-নুজূমুয যাহিরাহ ৪/১৫৪
- শাযারাতুয যাহাব ৩/৯৩।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শামে প্রবেশ করেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট আবেদন করেন যেন তিনি তাঁকে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দেন। তিনি অনুমতি দেন।

বিলাল বলেন: 'আমার ভাই আবূ রুওয়াইহাহ—যাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন—তিনি খাওলানের দারিয়া এলাকায় বসবাস করতেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর ভাই খাওলানের এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বললেন:

আমরা তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা একসময় কাফির ছিলাম, আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা দাস ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। আমরা দরিদ্র ছিলাম, আল্লাহ আমাদের ধনী করেছেন। যদি তোমরা আমাদের সাথে বিবাহ দাও, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।'

অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিবাহ দিল।

এরপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ বলছেন:

'হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি?'

তখন তিনি দুঃখিত অবস্থায় জেগে উঠলেন। তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল তার উপর ঘষতে লাগলেন।

এমন সময় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও চুম্বন করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন: 'হে বিলাল! আমরা আপনার আযান শুনতে চাই।'

তখন তিনি সম্মত হলেন। তিনি ছাদে উঠলেন এবং দাঁড়ালেন। যখন তিনি বললেন:

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'

তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'

তখন মদীনার কম্পন আরও বেড়ে গেল।

আর যখন বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'

তখন যুবতী নারীরাও নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর মদীনায় সেদিনের চেয়ে অধিক কান্নারত পুরুষ ও নারী আর কখনো দেখা যায়নি।"

ইমাম যাহাবী তাঁর *তারীখ* গ্রন্থে বলেন:

"এর সনদ ভালো। এতে কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী নেই। তবে ইবরাহীম মাজহূল। কারণ মুহাম্মদ ইবনুল ফাইদ আল-গাসসানী ছাড়া আর কেউ তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি। এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ২৩২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন।" [72]

[72] ইমাম যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরি), *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, "ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আশ-শামী" শিরোনাম, ১৭তম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা। তাহকীক: উমর আবদুস সালাম আত-তাদমুরী। প্রকাশক: দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি / ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৫২।

আর ইমাম যাহাবী *সিয়ার* গ্রন্থে বলেন:

''এর সনদ দুর্বল এবং এটি মুনকার।'' [73]

ইবনু আসাকির (৫৭১হি) তাঁর সনদে বর্ণনা করেনঃ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْجَابِيَةَ سَأَلَ بِلَالٌ أَنْ يُقْدِمَ الشَّامَ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ، قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوَيْحَةَ الَّذِي آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ دَارِيًّا فِي خَوْلَانَ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَوْلَانَ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ جِئْنَاكُمْ خَاطِبَيْنِ، وَقَدْ كُنَّا كَافِرِينَ فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكِينَ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، وَفَقِيرِينَ فَأَغْنَانَا اللَّهُ، فَإِنْ تُزَوِّجُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ تَرُدُّونَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَزَوَّجُوهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ بِلَالًا رَأَى فِي مَنَامِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ: مَا هٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنِي يَا بِلَالُ؟ فَانْتَبَهَ حَزِينًا وَجِلًا خَائِفًا، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ الْمَدِينَةَ، فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ.

وَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَجَعَلَ يَضُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا، فَقَالَا لَهُ: يَا بِلَالُ، نَشْتَهِي أَنْ نَسْمَعَ أَذَانَكَ الَّذِي كُنْتَ تُؤَذِّنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّحَرِ، فَفَعَلَ.

فَعَلَا سَطْحَ الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ الَّذِي كَانَ يَقِفُ فِيهِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ.

فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ» زَادَ تَعَاجِيجُهَا.

فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ خُدُورِهِنَّ، فَقَالُوا: أَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟

فَمَا رُئِيَ يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيًا وَلَا بَاكِيَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জাবিয়ায় প্রবেশ করেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু শামে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

বিলাল বলেন:

''আমার ভাই আবূ রুওয়াইহাহ — যার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন — তিনি খাওলানের দারিয়া এলাকায় বসবাস করতেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর ভাই খাওলানের এক সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন এবং বললেন:

'আমরা তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা একসময় কাফির ছিলাম, আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা দাস ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। আমরা দরিদ্র ছিলাম, আল্লাহ আমাদের ধনী করেছেন। যদি তোমরা আমাদের সাথে বিবাহ দাও, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।'

অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিবাহ দিল।

এরপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বলছেন:

'হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি, হে বিলাল?'

---

[73] ইমাম যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরি), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ''সাবিকূনাল আউয়ালূন — বিলাল ইবনে রবাহ'' অধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: দারুল হাদীস, কায়রো। সংস্করণ: ১৪২৭ হিজরি / ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৮।

তখন তিনি দুঃখিত, আতঙ্কিত ও ভীত অবস্থায় জেগে উঠলেন। তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল তার উপর ঘষতে লাগলেন।

এমন সময় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও চুম্বন করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন:

'হে বিলাল! আমরা আপনার সেই আযান শুনতে চাই, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সাহরীর সময় দিতেন।'

তখন তিনি সম্মত হলেন।

তিনি মসজিদের ছাদে উঠলেন এবং সেই স্থানে দাঁড়ালেন, যেখানে তিনি দাঁড়াতেন। যখন তিনি বললেন:

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'

তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'

তখন মদীনার ক্রন্দন আরও বেড়ে গেল।

আর যখন বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'

তখন যুবতী নারীরাও নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সেদিনের চেয়ে অধিক কান্নারত পুরুষ ও নারী আর কোনো দিন দেখা যায়নি। [74]

উসুদুল গাবাহ কিতাবে ইবনুল আছীর (৬৩০হি) বলেন

وَرَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا دَخَلَ مِنْ فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْجَابِيَةِ، سَأَلَهُ بِلَالٌ أَنْ يُقِرَّهُ بِالشَّامِ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ، قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوَيْحَةَ الَّذِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ؟ قَالَ: وَأَخُوكَ، فَنَزَلَا دَارِيًّا فِي خَوْلَانَ، فَقَالَا لَهُمْ: قَدْ أَتَيْنَاكُمْ خَاطِبَيْنِ، وَقَدْ كُنَّا كَافِرِينَ فَهَدَانَا اللَّهُ، وَكُنَّا مَمْلُوكِينَ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، وَكُنَّا فُقَرَاءَ فَأَغْنَانَا اللَّهُ، فَإِنْ تُزَوِّجُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ تَرُدُّونَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَزَوَّجُوهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ بِلَالًا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي مَنَامِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا هٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا؟ فَانْتَبَهَ حَزِينًا، فَرَكِبَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، وَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ وَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ.

فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُمَا وَيَضُمُّهُمَا، فَقَالَا لَهُ: نَشْتَهِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِي السَّحَرِ.

فَعَلَا سَطْحَ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ» ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ.

فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، زَادَتْ رَجَّتُهَا.

---

[74] ইবনু আসাকির (৪৯৯–৫৭১ হিজরি), *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক*, ৭ম খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, জীবনী নং ৪৯৩: "ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ইবনে বিলাল ইবনে আবিদ-দারদা আল-আনসারী, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবূ দারদার বংশধর, আবূ ইসহাক।" গবেষণা ও তাহকীক: মুহিব্বুদ্দীন আবূ সাঈদ উমর ইবনে গারামাহ আল-আমরাওয়ী। প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী'। প্রকাশকাল: ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৮০।

فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» خَرَجَ النِّسَاءُ مِنْ خُدُورِهِنَّ، فَمَا رُئِيَ يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيًا وَبَاكِيَةً مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পর জাবিয়ায় প্রবেশ করেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট আবেদন করেন যেন তিনি তাঁকে শামে অবস্থান করার অনুমতি দেন। তিনি অনুমতি দেন। বিলাল বলেন, ''আমার ভাই আবূ রুওয়াইহাহ, যার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।'' তখন উমর বললেন, ''আর তোমার ভাইও।''

অতঃপর তাঁরা খাওলানের দারিয়া নামক স্থানে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা এক সম্প্রদায়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন এবং বললেন:

''আমরা তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা একসময় কাফির ছিলাম, আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা দাস ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। আমরা দরিদ্র ছিলাম, আল্লাহ আমাদের ধনী করেছেন। যদি তোমরা আমাদের সাথে বিবাহ দাও, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।''

অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিবাহ দিল।

এরপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন:

''হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমাদের যিয়ারত করার সময় হয়নি?''

তখন তিনি দুঃখিত অবস্থায় জেগে উঠলেন। তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং নবী ﷺ-এর কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল সেখানে ঘষতে লাগলেন।

এমন সময় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুম্বন করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন:

''আমরা চাই আপনি আবার সাহরীর সময়ের সেই আযান দিন।''

তখন তিনি মসজিদের ছাদে উঠলেন। যখন তিনি ''আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'' বললেন, তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন বললেন, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'', তখন সেই আবেগ ও কান্না আরও বেড়ে গেল।

আর যখন বললেন, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'', তখন নারীরা তাঁদের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

সেদিন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আর কোনো দিন মদীনায় এত বেশি কান্নারত পুরুষ ও নারী দেখা যায়নি। [75]

---

[75] আবুল হাসান আলী ইবনে আবিল কারাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আশ-শাইবানী আল-জাযারী, যিনি ইযযুদ্দীন ইবনুল আসীর নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৬৩০ হিজরি), *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ*, ''বিলাল ইবনে রবাহ'' পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, জীবনী নং ৪৯৩। তাহকীক: আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৮।

ইমাম আবদুল গনী আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৬০০ হিজরি) *আল-কামাল* গ্রন্থে বলেন:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি শামের দামেস্কে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন নবী ﷺ-এর মুয়াজ্জিন।
বর্ণনা অনুযায়ী, নবী ﷺ-এর পর তিনি আর কারও জন্য আযান দেননি, শুধু একবার—যখন তিনি নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় এসেছিলেন। তখন সাহাবীগণ তাঁর কাছে আযান দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি তাঁদের জন্য আযান দেন, কিন্তু আযান সম্পূর্ণ করতে পারেননি।
আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি খিলাফতকালে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যও আযান দিয়েছিলেন।" [76]

এই ঘটনাটি (সাইয়্যিদুনা বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন এবং আযান দেওয়ার ঘটনা) সিবত ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৬৫৪ হিজরি) তাঁর *মিরআতুয্-যামান ফী তাওয়ারীখিল আ'ইয়ান* গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। [77]
এই ঘটনাটি ইবনু মানযূর (মৃত্যু: ৭১১ হিজরি) তাঁর *মুখতাসারু তারীখি দিমাশক* গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। [78]

ইমাম জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী (মৃত্যু: ৭৪২ হিজরি) বলেন:
"এ কথাও বলা হয় যে, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি আর কারও জন্য আযান দেননি; তবে একবার তিনি নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করলে সাহাবীগণ তাঁর কাছে আযান দেওয়ার অনুরোধ করেন। তখন তিনি আযান দেন, কিন্তু আযান সম্পূর্ণ করেননি।

---

[76] আবূ মুহাম্মদ আবদুল গনী ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৬০০ হিজরি), *আল-কামাল ফী আসমায়ির রিজাল* (এটি কুতুবে সিত্তার বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে রচিত প্রথম গ্রন্থ এবং ইমাম মিযযীর *তাহযীবুল কামাল*-এর মূল ভিত্তি), ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা, 'বা' অক্ষর অধ্যায়, "বিলাল ইবনে রবাহ আল-কুরাশী আত-তাইমী" পরিচ্ছেদ।
তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ আবদুল্লাহ। আবার বলা হয়েছে আবূ আমর, আবূ আবদুল করীম এবং আবূ আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মুক্তকৃত দাস।
গবেষণা ও তাহকীক: শাদী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালিম আলে নু'মান।
প্রকাশক: কুয়েতের *কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞানবিষয়ক মুদ্রণ ও প্রকাশনা পরিচর্যা বিষয়ক সাধারণ কর্তৃপক্ষ* এবং *শারিকাতু গিরাস লিদ্-দি'আয়াহ ওয়াল ই'লান ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী'*, কুয়েত।
প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৭ হিজরি / ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
মোট খণ্ড: ১০।

[77] শামসুদ্দীন আবুল মুযাফফর ইউসুফ ইবনে কিযওগলী ইবনে আবদুল্লাহ, যিনি "সিবত ইবনুল জাওযী" নামে প্রসিদ্ধ (৫৮১–৬৫৪ হিজরি), *মিরআতুয্-যামান ফী তাওয়ারীখিল আ'ইয়ান*, ৫ম খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: দারুর রিসালাহ আল-আলামিয়্যাহ, দামেস্ক, সিরিয়া। প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৪ হিজরি / ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২৩।

[78] মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী, আবুল ফাযল, জামালুদ্দীন ইবনু মানযূর আল-আনসারী আর-রুওয়াইফিঈ আল-ইফরীকী (মৃত্যু: ৭১১ হিজরি), *মুখতাসারু তারীখি দিমাশক লি ইবনি আসাকির*, "ইবরাহীম নামধারীদের আলোচনা" অধ্যায়, "ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান" পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। তাহকীক: রূহিয়্যাহ আন-নাহহাস, রিয়াদ আবদুল হামিদ মুরাদ এবং মুহাম্মদ মুতী'। প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়াত-তাওযী' ওয়ান-নাশর, দামেস্ক, সিরিয়া। প্রথম সংস্করণ: ১৪০২ হিজরি / ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২৯।

আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে তাঁর জন্যও আযান দিয়েছিলেন।" [79]

ইমাম তাকিয়্যুদ্দীন আস-সুবকী (মৃত্যু: ৭৫৬ হিজরি) বলেন:
"বিলাল ইবনে রবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজ্জিন, তিনি শাম থেকে মদীনায় নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন। আমরা এ ঘটনা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছানো একটি উত্তম (জাইয়িদ) সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছি।" [80]

ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৮৪২ হিজরি) বলেন:
"বর্ণিত হয়েছে যে, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন: এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি?' তখন তিনি জেগে উঠলেন এবং তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনায় আগমন করলেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেখানে আযান দিয়েছিলেন। ফলে সমগ্র মদীনা আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। সেদিনের চেয়ে অধিক কান্নারত মানুষ আর কোনো দিন দেখা যায়নি। [81]
ইবনু আদ্-দিয়া আল-মাক্কী আল-হানাফী (মৃত্যু: ৮৫৪ হিজরি) এ ঘটনাটি ইবনু আসাকিরের সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং বলেন:
"এই হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের ভিত্তি শুধু স্বপ্নের ঘটনাটি নয়; বরং বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মও এর ভিত্তি। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন, বিশেষত এ ঘটনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল, যখন বহু সাহাবী জীবিত ও উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনা তাঁদের অজানা ছিল না।
অতএব, সাহাবায়ে কিরামের যুগে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ সফর নবী ﷺ-এর যিয়ারত ও তাঁকে সালাম প্রদানের উদ্দেশ্যেই ছিল।
অনুরূপভাবে তাবেঈদের যুগের সূচনালগ্নে উমর ইবনে আবদুল আযীযও শাম থেকে ডাকবাহক প্রেরণ করতেন নবী ﷺ-এর দরবারে সালাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য।" [82]

---

[79] জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী (৬৫৪–৭৪২ হিজরি), *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, "বিলাদ ও বিলাল নামধারীদের আলোচনা" অধ্যায়, "বিলাল ইবনে রবাহ আল-কুরাশী আত-তাইমী" পরিচ্ছেদ। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ আবদুল্লাহ; আবার বলা হয়েছে আবূ আবদুর রহমান এবং আবূ আবদ। ৪র্থ খণ্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা। তাহকীক, পাঠ-সম্পাদনা ও টীকা: ড. বাশ্শার আওয়াদ মারুফ। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত। প্রথম সংস্করণ: ১৪০০–১৪১৩ হিজরি / ১৯৮০–১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৩৫।

[80] ইমাম তাকিয়্যুদ্দীন আস-সুবকী (মৃত্যু: ৭৫৬ হিজরি), *শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারতি খাইরিল আনাম* ﷺ, তৃতীয় অধ্যায়: "নবী ﷺ-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ", পৃষ্ঠা ১৮৪। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রকাশনা: ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

[81] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (আবূ বকর) ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুজাহিদ আল-কায়সী আদ-দিমাশকী আশ-শাফিঈ, শামসুদ্দীন, যিনি "ইবনু নাসিরুদ্দীন" নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৮৪২ হিজরি), *সলওয়াতুল কাঈব বি-ওফাতিল হাবীব* ﷺ, পৃষ্ঠা ১৬৯, "বিলালের আযান মুসলমানদের হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল" শিরোনাম। তাহকীক: সালিহ ইউসুফ মাআতূক ও হাশিম সালিহ মান্না। প্রকাশক: দারুল বুহূস লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাত। মোট পৃষ্ঠা: ২১০।

[82] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনিদ্-দিয়া মুহাম্মদ আল-কুরাশী আল-উমারী আল-মাক্কী আল-হানাফী, বাহাউদ্দীন আবুল বাকা, যিনি "ইবনুদ্-দিয়া" নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৮৫৪ হিজরি), *তারীখু মাক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মাসাজিদিল হারাম ওয়াল মাদীনাতিশ শরীফাহ ওয়াল কবরিশ শরীফ*। "নবী ﷺ-এর যিয়ারতের বিধান ও তার

ইমাম আল-ফাইয়ূমী (মৃত্যু: ৮৭০ হিজরি) বলেন:

"ইবনু আবদিল বার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

উম্মুদ দারদা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবূ দারদা আমাকে বলেছেন—

বিলাল দারিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন: 'হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি?' তখন তিনি আতঙ্কিত অবস্থায় জেগে উঠলেন। তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহণ করে মদীনায় আগমন করলেন এবং হুজরার সামনে মাটির উপর নিজের দুই গাল ঘষতে লাগলেন।

অতঃপর তিনি হাসান ও হুসাইনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। মুসলমানেরাও কাঁদতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন: 'হে আবূ আবদুল্লাহ! আমরা আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ করছি, আপনি আমাদের সেই আযান শুনিয়ে দিন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সাহরীর সময় দিতেন।' যখন সাহরীর সময় হলো, তখন তিনি সেই স্থানে আরোহণ করলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নবী ﷺ-এর জন্য আযান দিতেন।

যখন তিনি বললেন: 'আল্লাহু আকবার'

তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন তিনি কালিমার সাক্ষ্য উচ্চারণ করলেন, তখন সেই আবেগ ও আলোড়ন আরও বৃদ্ধি পেল।

আর যখন তিনি বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'

তখন যুবতী নারীরা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে এসে বলতে লাগলেন:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আর কোনো দিন এত অধিক কান্নারত পুরুষ ও নারী দেখা যায়নি, যতটা সেই দিন দেখা গিয়েছিল।" [83]

ইমাম আস-সামহূদী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি) বলেন:

"যাঁরা শাম থেকে মদীনায় নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজ্জিন বিলাল ইবনে রবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন।

ইবনু আসাকির আবূ দারদা ﷺ থেকে একটি উত্তম (জাইয়িদ) সনদে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।" এরপর তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখা, মদীনায় আগমন, কবর যিয়ারত এবং আযান দেওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করেন। [84]

ফযীলত" অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৩৮। তাহকীক: আলা ইবরাহীম ও আইমান নাসর। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট পৃষ্ঠা: ৩৪৮।

[83] আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে সুলাইমান আল-বদর আল-ফাইয়ূমী আল-কাহিরী (৮০৪–৮৭০ হিজরি), *ফাতহুল কারীবিল মুজীব 'আলা আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব* — ইমাম আল-মুনযিরী (মৃত্যু: ৬৫৬ হিজরি)-এর *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব* গ্রন্থের ব্যাখ্যা। ২য় খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা। 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ওযুর প্রতি যত্নশীল থাকা এবং ওযু নবায়নের উৎসাহ' শীর্ষক আলোচনা। প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৯ হিজরি / ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

[84] আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-হাসানী আশ-শাফিঈ, নূরুদ্দীন আবুল হাসান আস-সামহূদী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি), *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, ৪র্থ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি) তাঁর *আয-যিয়াদাত 'আলাল মাওদূ'আত* [85] গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর (শাদ্দুর রিহাল) সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়্যার মত গ্রহণ করেছিলেন। বরং ইমাম সুয়ূতী ছিলেন আহলুস সুন্নাহর একজন মহান ইমাম। উনি মাউদ্বু বললেও অন্যান্য ইমাম এর সনদকে জাইয়িদ বলেছেন।

ইমাম হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আল-মাগরিবী (মৃত্যু: ১১১৯ হিজরি) তাঁর *আল-বাদরুত তাম্ম* গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন:

"ইবনু আসাকির একটি উত্তম (জাইয়িদ) সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন..."

এরপর তিনি সাইয়্যিদুনা বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাম থেকে মদীনায় নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন, স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখা এবং মদীনায় আযান দেওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করেন। [86]

উমর ইবনে আবদুল আযীয রহিমাহুল্লাহ মদীনার উদ্দেশ্যে বিশেষ বাহক (বারীদ) প্রেরণ করতেন, যাতে সে নবী ﷺ-এর দরবারে তাঁর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেয়।

ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরি) শু'*আবুল ঈমান* গ্রন্থে তাঁর সনদে বর্ণনা করেন:

হাতিম ইবনে ওয়ারদান বলেন:

"উমর ইবনে আবদুল আযীয মদীনার উদ্দেশ্যে বাহক পাঠাতেন, যাতে সে নবী ﷺ-এর নিকট তাঁর পক্ষ থেকে সালাম পেশ করে।" [87]

ইমাম বায়হাকী আরও বর্ণনা করেন:

ইয়াযীদ ইবনে আবী সাঈদ আল-মাকবুরী বলেন:

"আমি উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে উপস্থিত হলাম, যখন তিনি শামে খলীফা ছিলেন। বিদায় নেওয়ার সময় তিনি আমাকে বললেন:

'আমার তোমার কাছে একটি প্রয়োজন আছে। তুমি যখন মদীনায় পৌঁছবে, তখন নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করবে। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছে দেবে।'

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবী ফুদাইক বলেন:

অষ্টম অধ্যায়: নবী ﷺ-এর যিয়ারত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যিয়ারতের অন্যান্য দলীল, যদিও সেগুলোর মধ্যে 'যিয়ারত' শব্দটি সরাসরি উল্লেখিত নয়। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হিজরি। মোট খণ্ড: ৪।

[85] জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি), *আয-যিয়াদাত 'আলাল মাওদূ'আত*, যা *যাইলুল লা-আ'লাঈল মাসনূ'আহ* নামেও পরিচিত, ১ম খণ্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা।
তাহকীক: রামিয খালিদ হাজ হাসান। প্রকাশক: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন্নাশর ওয়াত্-তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব। প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হিজরি / ২০১০ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২।

[86] হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-লাঈ, যিনি আল-মাগরিবী নামে পরিচিত (মৃত্যু: ১১১৯ হিজরি), *আল-বাদরুত তাম্ম শারহু বুলূগুল মারাম*, ৫ম খণ্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা। "ফাওয়াত ও ইহসার" অধ্যায়ের অন্তর্গত "নবী ﷺ-এর যিয়ারত ওয়াজিব না মুস্তাহাব—এ বিষয়ে মতভেদ" শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। তাহকীক: আলী ইবনে আবদুল্লাহ আয-যাবন। প্রকাশক: দার হিজর। মোট খণ্ড: ১০।

[87] ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবনে আল-হুসাইন আল-বাইহাকী (৩৮৪–৪৫৮ হিজরি), শু'*আবুল ঈমান*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯১, হাদীস নং ৪১৬৬, "মানাসিক" অধ্যায়, "হজ্জ ও উমরার ফযীলত" পরিচ্ছেদ। তাহকীক: আবূ হাজির মুহাম্মদ আস-সাঈদ ইবনে বাসইউনী যাগলুল। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন। প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৯।

'আমি এ ঘটনা আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে বললাম। তখন তিনি আমাকে জানালেন যে, একজন ব্যক্তি তাঁকে বলেছেন—উমর ইবনে আবদুল আযীয শাম থেকে নিয়মিত ডাকবাহকের মাধ্যমে তাঁর সালাম প্রেরণ করতেন।' [৪৪]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'ব আল-আহবার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেনঃ "তুমি কি আমার সঙ্গে মদীনায় যেতে চাও? তাহলে আমরা নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করব এবং তুমি তাঁর যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করবে।

ওয়াক্বিদী (২০৭ হি) ফুতুহুশ শাম কিতাবে বলেন

''উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল মাকদিসে দশ দিন অবস্থান করেছিলেন।

শাহর ইবনে হাওশাব বলেন, আমি কা'ব আল-আহবারকে বলতে শুনেছি:

'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বাইতুল মাকদিসের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং সেখানে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সেখানে দশ দিন অবস্থান করেন।

আমি তখন ফিলিস্তিনের একটি গ্রামে ছিলাম। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, যাতে তাঁকে সালাম করতে পারি এবং তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।

এর কারণ ছিল, আমার পিতা ছিলেন মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং আমার কল্যাণকামী ছিলেন। তিনি মানুষের জানা বিষয়গুলোর মধ্যে যা কিছু জানতেন, তার কিছুই আমার কাছ থেকে গোপন করেননি; বরং তিনি সেসব বিষয়ে আমাকে অবহিত করতেন।'

যখন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো, তখন তিনি আমাকে নিজের কাছে ডেকে বললেন:

'হে আমার ছেলে! তুমি জানো, আমি আমার জানা কোনো বিষয় তোমার কাছ থেকে গোপন করিনি। তবে আমি আশঙ্কা করি, কিছু মিথ্যাবাদী লোক আবির্ভূত হবে এবং মানুষ তাদের অনুসরণ করবে। আমি এই দুটি পত্র এই গোলকের মধ্যে রেখে দিয়েছি, যা তুমি দেখতে পাচ্ছ। তুমি এগুলোর কাছে যেও না এবং এগুলো খুলে দেখো না, যতক্ষণ না তুমি শেষ যুগে প্রেরিত এক নবীর সংবাদ শোনো, যার নাম হবে মুহাম্মদ। যদি আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণ চান, তবে তুমি তাঁর অনুসরণ করবে।'

এরপর তিনি আমাকে এ উপদেশ দিয়ে ইন্তিকাল করলেন।

কা'ব বলেন:

'আমি তাঁকে দাফন করলাম। শোকের সময় শেষ হওয়ার পর ওই দুই পত্র খুলে দেখা এবং তাতে কী লেখা আছে তা পড়ার চেয়ে আমার কাছে আর কোনো বিষয় অধিক প্রিয় ছিল না।

অতঃপর আমি সেগুলো খুললাম। সেখানে লেখা ছিল:

''আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তিনি নবীদের শেষ নবী; তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই।

তাঁর জন্মস্থান মক্কা, আর তাঁর হিজরতের স্থান তায়্যিবা (মদীনা)।

তিনি রূঢ় নন, কঠোর নন এবং উচ্চস্বরে চিৎকারকারী নন।

---

[৪৪] ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবনে আল-হুসাইন আল-বাইহাকী (৩৮৪–৪৫৮ হিজরি), *শু'আবুল ঈমান*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯২, হাদীস নং ৪১৬৭। তাহকীক: আবূ হাজির মুহাম্মদ আস-সাঈদ ইবনে বাসইউনী যাগলুল। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন। প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৯।

তাঁর উম্মত হবে আল্লাহর প্রশংসাকারী জাতি; তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করবে।
তাদের জিহ্বা সর্বদা তাহলীল ও তাকবীরে সিক্ত থাকবে।
তারা তাদের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।
তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং নিজেদের মধ্যভাগ আবৃত রাখবে।
তাদের ইঞ্জিল তাদের বক্ষের মধ্যে থাকবে (অর্থাৎ তারা আল্লাহর কিতাব মুখস্থ রাখবে)।
তাদের পারস্পরিক দয়া ও মমতা হবে এমন, যেমন নবীগণের বিভিন্ন উম্মতের প্রতি দয়া ও মমতা ছিল।
আর কিয়ামতের দিন সকল জাতির মধ্যে তারাই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।
কা'ব আল-আহবার বলেন:
"যখন আমি এ লেখা পড়লাম, তখন মনে মনে বললাম:
'আমার পিতা কি এর চেয়ে মহান কোনো বিষয় আমাকে শিখিয়েছিলেন?'
এরপর পিতার মৃত্যুর পর আল্লাহ যতদিন চাইলেন আমি ততদিন অপেক্ষা করলাম। অবশেষে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, সেই বর্ণিত নবী ﷺ মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর সংবাদ বারবার আমার কাছে পৌঁছতে লাগল।
তখন আমি বললাম:
'আল্লাহর কসম! তিনিই সেই নবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'
আমি তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে থাকলাম। পরে জানতে পারলাম যে, তিনি মক্কা ত্যাগ করে ইয়াসরিবে (মদীনায়) গমন করেছেন। আমি তাঁর সংবাদ প্রত্যাশা করতে থাকলাম। তারপর শুনলাম তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু তখন খবর পেলাম যে, তিনি ﷺ ইন্তিকাল করেছেন এবং ওহি বন্ধ হয়ে গেছে।
তখন আমি মনে মনে বললাম:
'হয়তো তিনি সেই ব্যক্তি নন, যার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম।'
এ অবস্থায় আমি এক স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, আকাশের দরজাগুলো খুলে গেছে এবং ফেরেশতারা দলবদ্ধভাবে অবতরণ করছেন। একজন ঘোষণাকারী বলছেন:
'রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ওহি বন্ধ হয়ে গেছে।'
এরপর আমি আমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলাম। পরে আমাদের কাছে সংবাদ এল যে, তাঁর উম্মতের নেতৃত্বে আবূ বকর নামে একজন খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন।
আমি বললাম:
'আমি তাঁর কাছে যাব।'
কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বাহিনী শামে এসে পৌঁছল। তারপর তাঁর ইন্তিকালের সংবাদও আমাদের কাছে পৌঁছল।
এরপর বলা হলো যে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন উমর নামে একজন ব্যক্তি।
তখন আমি বললাম:
'আমি এ ধর্মে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না এর সত্যতা সম্পূর্ণরূপে যাচাই করি।'
আমি এভাবেই অপেক্ষা করতে থাকলাম, অবশেষে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল মাকদিসে আগমন করলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

আমি তাদের অঙ্গীকার রক্ষার দৃঢ়তা দেখলাম এবং আল্লাহ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কীভাবে সাহায্য করেছেন তা প্রত্যক্ষ করলাম।

তখন আমি বললাম:

'নিশ্চয়ই এরা সেই উম্মত, যাঁদের কথা উম্মী নবীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।'

এরপর আমার মনে এ ধর্মে প্রবেশ করার ইচ্ছা জাগল।

আল্লাহর কসম! এক রাতে আমি আমার ঘরের ছাদে ছিলাম। হঠাৎ এক মুসলমানকে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলাম..."।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً}

"হে কিতাবপ্রাপ্তগণ! তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে আমি যা অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তার প্রতি ঈমান আনো—এর আগে যে, আমি কিছু মুখমণ্ডল বিকৃত করে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিই, অথবা তাদেরকে অভিশপ্ত করি, যেমন আমি শনিবার অমান্যকারীদের অভিশপ্ত করেছিলাম। আর আল্লাহর আদেশ তো কার্যকর হয়েই থাকে।" — সূরা আন-নিসা, ৪:৪৭।

কা'ব আল-আহবার বলেন:

"যখন আমি এ আয়াত শুনলাম, তখন আল্লাহর কসম! আমি ভয় পেলাম যে, সকাল হওয়ার আগেই আমার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে। তাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল এই যে, সকালটি যেন নিরাপদে এসে পৌঁছে।

যখন সকাল হলো, তখন আমি আমার ঘর থেকে বের হলাম এবং উমরের খোঁজ করলাম। আমাকে বলা হলো যে, তিনি বাইতুল মাকদিসে আছেন।

আমি তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সাখরার নিকট ফজরের নামাজ আদায় করেছেন।

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন:

'তুমি কে?'

আমি বললাম:

'আমি কা'ব আল-আহবার। আমি ইসলাম গ্রহণ এবং এতে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। কারণ আমি অবতীর্ণ কিতাবসমূহে মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর উম্মতের বর্ণনা পেয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ওহি করেছিলেন:

"আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের চেয়ে আমার কাছে অধিক সম্মানিত কোনো সৃষ্টি সৃষ্টি করিনি। যদি তিনি না হতেন, তবে আমি জান্নাত, জাহান্নাম, আকাশ কিংবা পৃথিবী কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

তাঁর উম্মত সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর তাঁর দীন সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমি তাঁকে শেষ যুগে প্রেরণ করেছি।

তাঁর উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত।

তিনি রহমতের নবী; তিনি উম্মী নবী, তিহামার কুরাইশ বংশীয়।

তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে দৃঢ়।

তাঁর অন্তর ও বাহ্যিক অবস্থা এক ও অভিন্ন।

তাঁর কথা তাঁর কর্মের বিরোধী নয়।
নিকটবর্তী ও দূরবর্তী মানুষের প্রতি তাঁর আচরণ সমান।
তাঁর সাহাবীগণ পরস্পরের প্রতি দয়ালু এবং পরস্পর সংযুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ।'''
তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:
'হে কা'ব! তুমি যা বলছ, তা কি সত্য?'
আমি বললাম: 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমার কথা শুনছেন এবং অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন।'
তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:
'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সম্মানিত করেছেন, মর্যাদাবান করেছেন, তাঁর সর্বব্যাপী রহমতের মাধ্যমে আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে আমাদের হিদায়াত দান করেছেন।
হে কা'ব! তুমি কি আমাদের এই দীনে প্রবেশ করতে চাও?'''

তখন কা'ব বললেন:
''হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবে কি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উল্লেখ আছে?''
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: ''হ্যাঁ।''
অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:
{وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ*أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}
''ইবরাহীম ও ইয়াকূব তাঁদের সন্তানদের এ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন: 'হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না।' ... 'আমরা তোমার উপাস্য এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদত করব; তিনি একমাত্র উপাস্য, আর আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম)।'''
এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:
{مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً} [آل عمران: ٦٧]
''ইবরাহীম না ইহুদি ছিলেন, না খ্রিস্টান; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।''
এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:
(أفغير دين الله يبغون وله أسلم) الآية
''তারা কি আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কোনো দীন কামনা করে? অথচ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করেছে।''
এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:
{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥]

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অনুসন্ধান করবে, তা কখনো তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।"

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:

{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً} [الأنعام: ١٦١] الآية

"বলুন, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের হিদায়াত দিয়েছেন—এক সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের মিল্লাতের দিকে।"

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ} [الحج: ٧٨] الآية

"তিনি তোমাদের ওপর দীনের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। এটি তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনিই পূর্বে এবং এই কিতাবেও তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম'।"

قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَمِعْتُ هٰذِهِ الْآيَاتِ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَفَرِحَ عُمَرُ بِإِسْلَامِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، ثُمَّ قَالَ:

هَلْ لَكَ أَنْ تَسِيرَ مَعِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزُورَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَتَمَتَّعَ بِزِيَارَتِهِ؟

فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا أَفْعَلُ ذٰلِكَ.

কা'ব আল-আহবার বলেন:

"যখন আমি এসব আয়াত শুনলাম, তখন বললাম:

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।'

কা'বের ইসলাম গ্রহণে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

এরপর তিনি বললেন:

'হে কা'ব! তুমি কি আমার সঙ্গে মদীনায় যেতে চাও, যাতে আমরা নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করি এবং তুমি তাঁর যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ কর?'

আমি বললাম:

'হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি অবশ্যই তা করব।' [89]

ইমাম ইবনুস সালাহ (মৃত্যু: ৬৪৩ হিজরি) *সিলাতুন নাসিক ফী সিফাতিল মানাসিক* গ্রন্থে বলেন:

"হজ ও উমরাহ পালনকারীরা যখন মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের উচিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নগরী মদীনার দিকে যাত্রা করা, যাতে তারা তাঁর পবিত্র রওযা যিয়ারত করতে পারে। কেননা এটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমসমূহের একটি এবং সর্বাধিক সফল আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তি কোনো বাধা ছাড়া হজ সম্পন্ন করেও নবী ﷺ-এর যিয়ারত করেনি, সে তাঁর প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনার আচরণ করেছে।

---

[89] মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে ওয়াকিদ আস-সাহমী আল-আসলামী, আবূ আবদিল্লাহ আল-ওয়াকিদী (মৃ. ২০৭ হিজরি), *ফুতূহুশ শাম*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৩, "বাইতুল মুকাদ্দাস নগরী বিজয়ের বর্ণনা" অধ্যায়। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২।

আবূ বকর আল-বাযযার ও দারাকুতনী ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে।'

যিয়ারতকারীর উচিত নবী ﷺ-এর যিয়ারতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তের পাশাপাশি তাঁর মসজিদে সফর করার এবং সেখানে সালাত আদায়ের মাধ্যমেও আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করা।" [90]

نَفْسِيْ فِدَاءٌ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُه

"আমার প্রাণ সেই কবরের জন্য উৎসর্গিত, যার অধিবাসী আপনি"

এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি আল্লামা উতবী মুহাম্মদ ইবনে হারব আল-হিলালী (মৃত্যু: ২২৮ হিজরি), যিনি ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার অন্যতম শিষ্য ছিলেন, তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

- এটি সাইয়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু (মৃত্যু: ৪০ হিজরি) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এটি বর্ণনা করেছেন:
- ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (মৃত্যু: ১৯৮ হিজরি)।
- ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (মৃত্যু: ১৬১ হিজরি)।

পরবর্তীকালে বহু ইমাম ও মুহাদ্দিস তাঁদের গ্রন্থে নিজ নিজ সনদে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

- ইমাম আল-মাওয়ার্দী (মৃত্যু: ৪৫০ হিজরি) — *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ* ও *আল-হাওয়িল কাবীর*।
- ইমাম আল-বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরি) — *শু'আবুল ঈমান*।
- ইমাম ইবনুস সাব্বাগ (মৃত্যু: ৪৭৭ হিজরি) — *আশ-শামিল*।
- আবূ সা'দ আল-বাগদাদী আল-আসফাহানী (মৃত্যু: ৫৪০ হিজরি)।
- ইমাম ইবনু আসাকির (মৃত্যু: ৫৭১ হিজরি) — *মু'জামুশ শুয়ূখ*।
- ইমাম ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরি) — *মুথীরুল 'আজমিস সাকিন*।
- ইমাম ইবনুন নাজ্জার (মৃত্যু: ৬৪৩ হিজরি) — *আদ্-দুররাতুস সামীনাহ*।
- ইমাম দিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৬৪৩ হিজরি) — *যিকরুল মুসাফাহ*।
- ইমাম ইবনু আসাকির আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৬৮৬ হিজরি) — *ইতহাফুয যায়ির*।
- ইমাম তাকীয়্যুদ্দীন আল-ফাসী (মৃত্যু: ৮৩২ হিজরি) — *শিফাউল গারাম*।
- ইমাম আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী (মৃত্যু: ৯৭৫ হিজরি) — ইবনুস সাম'আনীর সূত্রে।

এই ঘটনাটি বহু ইমাম ও বিভিন্ন মাযহাবের আলিমগণ তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং একে সুন্দর ও প্রশংসনীয় বলে গ্রহণ করেছেন।

ঘটনাটি হলো:

---

[90] ইমাম হাফিয আবূ আমর উসমান ইবনে আবদুর রহমান, যিনি ইবনুস সালাহ আশ-শাহরাযূরী নামে প্রসিদ্ধ (মৃ. ৬৪৩ হিজরি), *সিলাতুন নাসিক ফী সিফাতিল মানাসিক*, পৃষ্ঠা ৩৩৩–৩৩৪। প্রকাশক: সৌদি আরবের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকাশকাল: ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

"একজন বেদুঈন (গ্রাম্য আরব) হজ সম্পন্ন করার পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদের দরজায় পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর উটকে বসিয়ে বেঁধে রাখলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন..." (ইমাম বায়হাকী)

ইমাম হাফিয ইবনুস সালাহ (মৃত্যু: ৬৪৩ হিজরি) বলেন:

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ قَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ.

"যিয়ারতকারী যে কথাগুলো বলতে পারে, তার মধ্যে সর্বোত্তম কথাগুলোর একটি হলো সেই বেদুঈনের উক্তি, যা আমাদের বহু ইমাম বর্ণনা করেছেন এবং সুন্দর বলে গ্রহণ করেছেন।"

ইমাম নববী (মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরি) বলেন:

وَمِنْ أَحْسَن مَا يقُولُ مَا حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ الْعُتْبِيِّ ت 228هـ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ قَالَ:

"যিয়ারতকারী যে কথাগুলো বলবে, তার মধ্যে অন্যতম উত্তম কথা হলো সেই বাণী, যা আমাদের শাফিঈ মাযহাবের আলিমগণ আল-উতবী (মৃত্যু: ২২৮ হিজরি)[91] থেকে বর্ণনা করেছেন এবং একে সুন্দর বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন..."

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي ﷺ فَجَاءَ أَعْرَابِيّ فَقَالَ :

السَّلامُ عَلَيكَ يا رسول الله سَمِعْت الله يقُولُ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مُسْتَشْفِعاً بِكَ إِلَى رَبِّي ثُمَّ أَنْشَأ يقُولُ:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ ...
فَطَابَ مِنْ طِيبِهِن القاعُ والأَكَمُ
نَفْسِي فِدَاءٌ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ ...
فِيهِ العَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ
أَنْتَ الشفِيعُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُه ...
عَلَى الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ القَدَمُ
وَصَاحِبَاكَ فَلاَ أَنْسَاهُمَا أَبَداً ...
مِنّي السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ

---

[91] ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হিজরি) *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে বলেন:

আল-উতবী হলেন মুহাম্মদ ইবনে উবাইদিল্লাহ ইবনে আমর ইবনে মু'আবিয়া। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম, ঐতিহাসিক বর্ণনাকারী, কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর পূর্ণ নাম: আবূ আবদির রহমান মুহাম্মদ ইবনে উবাইদিল্লাহ ইবনে আমর ইবনে মু'আবিয়া ইবনে আমর ইবনে উতবা ইবনে আবী সুফিয়ান ইবনে হারব আল-উমাভী, অতঃপর আল-উতবী আল-বাসরী।

তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়াইনা, আবূ মিখনাফ এবং তাঁর পিতার নিকট থেকে।

আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ হাতিম আস-সিজিস্তানী এবং ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ আন-নাখঈ।

তাঁর মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। তবে তাঁর বহু সাহিত্যকর্ম ও রচনাবলি ছিল এবং তিনি সুপরিচিত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ২২৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ فَغَلَبَتَنِي عَيْنَايَ فَرَأَيْتُ رسول الله ﷺ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: "يَا عُتْبِي إِلْحَقْ الأَعْرَابِيَّ وَبَشِّرْهُ بِأَن الله تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَه". اهـ

"আমি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে বলল:

'আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহর রাসূল!

আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি:

"আর যদি তারা নিজেদের ওপর জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু হিসেবে পেত।"

আমি আমার গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি এবং আমার রবের নিকট আপনার মাধ্যমে সুপারিশ প্রার্থনা করছি।'

এরপর সে বলতে লাগল:

হে শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর পবিত্র অস্থি শুয়ে আছে ধরার বুকে,
যাঁর সুবাসে মরু-প্রান্তর, পাহাড়-টিলা ভরে ওঠে সুখে।
আপনার কবরের তরে আমার প্রাণ হোক উৎসর্গ সদা,
যেখানে পবিত্রতা, দানশীলতা, মহানুভবতার বাসভূমি তথা।
আপনিই সেই সুপারিশকারী, যাঁর শাফাআতের আশা করি প্রাণে,
যখন সিরাতের পথে পা হোঁচট খায় ভয়ংকর কিয়ামতের দিনে।
আর আপনার দুই সাথীকে ভুলিব না কোনো কালে কখনও আমি,
আমার সালাম তাঁদের প্রতি, যতদিন চলে কলমের বাণী।

উতবী বলেন:

'এরপর বেদুঈন চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আমার চোখে ঘুম নেমে এলো। আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম। তিনি বললেন:

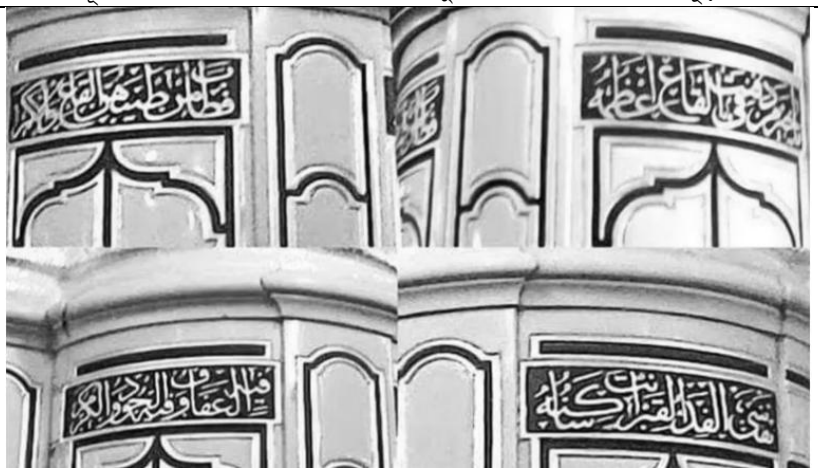
"হে উতবী! দ্রুত সেই বেদুঈনের কাছে যাও এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

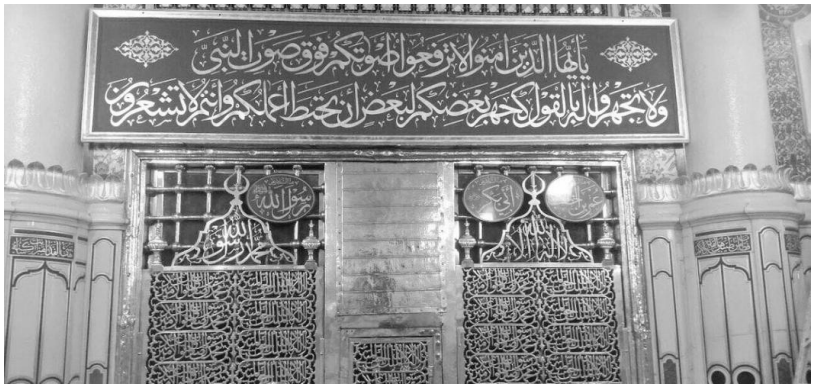
“এই কবিতার কিছু পংক্তি এখনো পবিত্র মসজিদে নববীর সম্মানিত রওযার সম্মুখভাগের বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
সেই মহান সত্তার ওপর সর্বোত্তম দরূদ ও পরিপূর্ণ সালাম বর্ষিত হোক, যিনি সেখানে শায়িত আছেন।”










يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون


نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

যেসব ইমাম তাঁদের গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং একে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ

১. ইমাম আল-মাওয়ার্দী (৩৬৪–৪৫০ হিজরি) [92] তাঁর *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ* গ্রন্থে। [93] সেখানে বর্ণিত হয়েছে:

وفيه: ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ انْصَرَفَ، قَالَ الْعُتْبِيُّ: فَأَغْفَيْتُ إِغْفَاءَةً فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ لِي: يَا عُتْبِيُّ الْحَقِ الْأَعْرَابِيَّ وَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ.

"এরপর বেদুঈন তার বাহনে আরোহণ করে ফিরে গেল। উতবী বলেন: আমি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। তখন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন:
'হে উতবী! সেই বেদুঈনের কাছে যাও এবং তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'
ইমাম মাওয়ার্দী তাঁর *আল-হাওয়িল কাবীর* গ্রন্থেও—যা ইমাম শাফিঈর মাযহাবের ফিকহ বিষয়ক *মুখতাসারুল মুযানী*-এর ব্যাখ্যা—এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। [94]

---

[92] ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল-বসরী আল-মাওয়ার্দী (৩৬৪–৪৫০ হিজরি / ৯৭৪–১০৫৮ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন আব্বাসীয় রাষ্ট্রের শেষ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতিদের একজন। তিনি বহু উপকারী গ্রন্থের রচয়িতা, একজন ফকীহ ও হাফিয ছিলেন। শাফিঈ মাযহাবের সর্ববৃহৎ ইমামদের মধ্যে তাঁর স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি শাফিঈ ফিকহের উপর বিশাল বিশ্বকোষসম *আল-হাওয়িল কাবীর* রচনা করেন, যা বিশেরও অধিক খণ্ডে সংকলিত।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- *আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্-দীন* (দুনিয়া ও দীনের আদব)
- *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ* (রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনব্যবস্থা)
- *কানূনুল উইযারাহ* (মন্ত্রিপরিষদের নীতিমালা)
- *সিয়াসাতু আ'লামিন নুবুওয়াহ*
- *আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ূন* (কুরআনের তাফসীর)
- *আল-হাওয়িল কাবীর* (শাফিঈ ফিকহের বৃহৎ বিশ্বকোষ)
- *নাসীহাতুল মুলূক* (রাজাদের উপদেশ)
- *কাওয়ানীনুল উইযারাহ ওয়া সিয়াসাতুল মুলক* (রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসন)
- *আল-ইকনা'* — *আল-হাওয়ি*-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ
- *আদাবুল ক্বাদী* (বিচারকের আচরণবিধি)
- *আ'লামুন নুবুওয়াহ*
- *তাসহীলুন নাযার*
- নাহু (আরবি ব্যাকরণ) বিষয়ক একটি গ্রন্থ
- *আল-আমসাল ওয়াল হিকাম* (প্রবাদ ও প্রজ্ঞাবাণী)।

তিনি জ্ঞান, ফিকহ, বিচারশাস্ত্র ও রাষ্ট্রচিন্তায় ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত।

[93] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল-বসরী আল-বাগদাদী, যিনি "আল-মাওয়ার্দী" নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৪৫০ হিজরি), *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, দশম অধ্যায়: "হজের তত্ত্বাবধান ও প্রশাসন", পৃষ্ঠা ১৭৪। প্রকাশক: দারুল হাদীস, কায়রো। মোট পৃষ্ঠা: ৩৭৬।

[94] আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল-বসরী আল-বাগদাদী, যিনি "আল-মাওয়ার্দী" নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৪৫০ হিজরি), *আল-হাওয়িল কাবীর ফী ফিকহি মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফিঈ* — যা *মুখতাসারুল মুযানী*-এর ব্যাখ্যা। "মক্কায় প্রবেশ" অধ্যায়, "একটি পরিচ্ছেদ"। ৪র্থ খণ্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা। তাহকীক:

২. ইমাম আল-বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরি) তাঁর *শু'আবুল ঈমান* গ্রন্থে [95] সনদসহ বর্ণনা করেছেন। সেখানে রয়েছে:

حدثني أبو حرب الهلالي قال: **حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله - ﷺ - أناخ راحلته فعقلها ثم دخل المسجد** حتى أتى القبر ووقف بحذاء وجه رسول الله - ﷺ - فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جئتك مثقلًا بالذنوب والخطايا يا مستشفعًا بك على ربك لأنه قال في محكم كتابه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وقد جئتك بأبي أنت وأمي مثقلًا بالذنوب والخطايا أستشفع بك على ربك أن يغفر لي ذنوبي وأن تشفع في ثم أقبل في عرض الناس ويقول:

يا خير من دفنت في الترب أعظمه ...

فطاب من طيبه الأبقاع والاكم

''আবূ হারব আল-হিলালী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

'একজন বেদুঈন হজ সম্পন্ন করল। এরপর যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদের দরজায় পৌঁছল, তখন সে তার বাহনকে বসিয়ে বেঁধে রাখল। তারপর মসজিদে প্রবেশ করল...

''অবশেষে সে নবী ﷺ-এর কবরের কাছে এসে তাঁর সম্মুখ বরাবর দাঁড়াল এবং বলল:

'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন, হে আল্লাহর রাসূল!

আমি আপনার কাছে এসেছি পাপ ও অপরাধের ভারে ন্যুব্জ হয়ে। আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করছি। কারণ তিনি তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বলেছেন:

''আর যদি তারা নিজেদের ওপর জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু হিসেবে পেত।''

হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন। আমি আপনার কাছে এসেছি পাপ ও গুনাহের ভারে জর্জরিত হয়ে। আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করছি, যাতে তিনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং আপনি আমার জন্য শাফাআত করেন।'

এরপর সে লোকদের সামনে অগ্রসর হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল:

'হে সেই মহান সত্তা, যাঁর পবিত্র অস্থিগুলো মাটির বুকে সমাহিত হয়েছে, যাঁর সুবাসে সুগন্ধিময় হয়েছে পৃথিবীর প্রান্তর ও পাহাড়-টিলা।'।

শাইখ আলী মুহাম্মদ মু'আওয়াদ ও শাইখ আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন। প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হিজরি / ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৯।

[95] আবূ বকর আহমদ ইবনে আল-হুসাইন আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হিজরি) তাঁর *শু'আবুল ঈমান* গ্রন্থে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন:

''আমাদেরকে আবূ আলী আর-রূযবারী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আল-হুসাইন ইবনে বাকিয়্যাহ ইমলা করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে শোকর আল-হারাভী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইয়াযীদ আর-রাকাশী বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে রূহ ইবনে ইয়াযীদ আল-বাসরী থেকে। তিনি বলেন, আবূ হারব আল-হিলালী আমাকে বর্ণনা করেছেন...''

(''মানাসিক'' অধ্যায়, ''মদীনায় গমন, নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত, তাঁর মসজিদে এবং মসজিদে কুবায় সালাত আদায়'' শীর্ষক আলোচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০, হাদীস নং ৩৮৮০। প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ; ভারতের বোম্বাইস্থিত দারুস সালাফিয়ার সহযোগিতায়। প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৪।)

৩। ইমাম আবূ সা'দ আবদুল মালিক ইবনে আবী উসমান ইবনে ইবরাহীম ইবনুস সাব্বাগ আশ-শাফিঈ (মৃত্যু: ৪৭৭ হিজরি) [96] তাঁর *আশ-শামিল ফী ফুরূ'ইল মাযহাবিশ শাফিঈ* গ্রন্থে [97] উতবীর বর্ণিত এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

---

[96] আবদুস সাইয়্যিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আহমদ ইবনে জাফর ইবনুস সাব্বাগ আল-বাগদাদী, উপাধি আবূ নাসর, একজন বিশিষ্ট শাফিঈ ফকীহ ছিলেন।

জন্ম ও মৃত্যু: তিনি ৪০০ হিজরি (১০১০ খ্রিস্টাব্দ) সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৭৭ হিজরি (১০৮৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে ইন্তিকাল করেন।

নিযামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম তাঁকেই সেখানে অধ্যাপনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জীবনের শেষভাগে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান।

ইবনু খাল্লিকান বলেন:

"তিনি তাঁর যুগে ইরাকের শাফিঈ ফকীহদের প্রধান ছিলেন।"

শিক্ষাগুরু:

তিনি বহু শায়খের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনুল ফাদল আল-কাত্তান
- আবূ আলী ইবনে শাযান
- এবং ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেন কাজী আবূ ত্বয়্যিব আত-তাবারীর নিকট।

শিষ্যবৃন্দ:

তাঁর থেকে হাদীস ও জ্ঞান বর্ণনা করেছেন:

- আবূ নাসর আল-গাযযী
- ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আত-তামীমী
- হাফিয আবূ বকর আল-খতীব আল-বাগদাদী (যিনি বয়সে তাঁর চেয়েও বড় ছিলেন)
- আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদিল বাকী আল-আনসারী
- আবুল কাসিম ইসমাঈল ইবনে আহমদ ইবনে উমর আস-সামারকান্দী
- তাঁর পুত্র আবুল কাসিম আলী ইবনে আবদুস সাইয়্যিদ

গ্রন্থসমূহ:

১. আশ-শামিল ফিল ফিকহ — শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফিকহগ্রন্থ।

২. আল-কামিল ফিল খিলাফ বাইনাশ শাফিঈয়্যাহ ওয়াল হানাফিয়্যাহ — শাফিঈ ও হানাফী মতবাদের মতপার্থক্য বিষয়ক গ্রন্থ।

৩. তাযকিরাতুল 'আলিম ওয়াত-তারীকুস সালিম।

৪. কিফায়াতুস সায়িল।

৫. আল-'উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিকহ।

৬. আল-ফাতাওয়া।

তিনি পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম ও ফকীহ হিসেবে সুপরিচিত।

[97] ইবনুস সাব্বাগ, বিশিষ্ট শাফিঈ ফকীহ (মৃত্যু: ৪৭৭ হিজরি), *আশ-শামিল ফী ফুরূ'ইশ শাফিঈয়্যাহ*।

"নফল রোযার সূচনা অধ্যায় এবং তা সম্পূর্ণ করার পূর্বে ভঙ্গ করার আলোচনা" থেকে শুরু করে "কিতাবুল হজ্জ"-এর শেষ পর্যন্ত অংশ। পৃষ্ঠা: ৯৭৪–৯৭৫। গবেষণা ও তাহকীক: ডক্টরেট (আল-'আলামিয়্যাহ আল-'উলইয়া) ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা প্রকল্প।

গবেষক: সুলতান ইবনে আলী আলে সুলতান। তত্ত্বাবধায়ক: অধ্যাপক ড. আবদুর রহমান ইবনে সা'দ আল-হারবী। প্রতিষ্ঠান: ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মদীনা, শরীআহ অনুষদ। সৌদি আরবের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকাশ/গবেষণা সমাপ্তি: ১৪২৯ হিজরি।

৪। আর রুয়ানী ৫০২ হি। [98] তাতে আছেঃ আমাদের ইমামগন আর আইনী এ বিষয়ে একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

৫। আবু সা'দ আল-বাগদাদী আল-ইসফাহানী (মৃত্যু ৫৪০ হিজরি) তাঁর সনদসহ (বর্ণনা করেছেন)। [99]

৬। আল-উমরানী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৫৫৮ হিজরি), [100] আল-বায়ান ফী মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফেয়ী।

৭। ইবনু আসাকির (মৃত্যু ৫৭১ হিজরি) তাঁর সনদে [101]

---

[98] আবুল মাহাসিন আবদুল ওয়াহিদ ইবন ইসমাঈল আর-রুইয়ানী (মৃত্যু ৫০২ হিজরি), বাহরুল মাযহাব (ফী ফুরু'ইল মাযহাবিশ শাফেয়ী), কিতাবুল ই'তিকাফ, ''হাদী (কুরবানির পশু) মান্নত করার বিধান'' অধ্যায়, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০৩, তাহকীক: তারিক ফাতহী আস-সাইয়্যিদ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৪।

[99] ''আমার পিতা আমাদেরকে ইমলা করে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবন সা'দ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; আস-সাওত আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; আবদুল ওয়াহিদ ইবন আহমদ আমাদেরকে একটি সনদে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মদ ইবন হারব আল-হিলালী থেকে। তিনি বলেন:

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনায় প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম, এক বেদুঈন তার উটটিকে বসিয়ে বেঁধে রাখল। অতঃপর সে কবরের নিকট এসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সালাম দিল। তারপর বলল:

'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন এবং আপনার ওপর তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জ্ঞান একত্রিত করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর কিতাবে বলেছেন...'''

আবু সা'দ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবনুল হাসান ইবন আলী ইবন আহমদ ইবন সুলাইমান আল-বাগদাদী (মূলত বাগদাদী, পরে ইসফাহানী; মৃত্যু ৫৪০ হিজরি), মাজলিসান লি আবী সা'দ আল-বাগদাদী, ''জ্ঞানার্জনের মূল হলো মহান আল্লাহর ভয়'' এবং ''ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ থেকে আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি আমল ছাড়া দোয়া করে তার দৃষ্টান্ত...'' শীর্ষক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, পৃষ্ঠা ৮, বর্ণনা নং ৭, প্রকাশক: পাণ্ডুলিপি, যা ইসলামওয়েবের আওতাধীন 'জাওয়ামিউল কালিম' ফ্রি সফটওয়্যারে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

[100] আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবন আবিল খাইর ইবন সালিম আল-উমরানী আল-ইয়ামানী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৫৫৮ হিজরি), আল-বায়ান ফী মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফেয়ী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৭৮, ''হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি'' অধ্যায়, ''পবিত্র কবর জিয়ারতের মাসআলা'', তাহকীক: কাসিম মুহাম্মদ আন-নূরী, প্রকাশক: দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৩।

[101] ''আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবদুল গালিব ইবন সাবিত ইবন মাহান আবু নাসর আর-রাফিকী, যিনি সেখানে বিচারক (কাজী) ছিলেন এবং একজন প্রবীণ শাইখ ছিলেন। তিনি আমাকে উল্লেখ করেন যে, তিনি বাগদাদে আবুল হুসাইন ইবনুল মুকতাদী এবং মওসিলে ইবন তূকের নিকট থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তাঁর কিতাবসমূহ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন: ইবন তূক আল-মাওসিলী ৪৫৯ হিজরিতে মওসিলে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন— এমন এক সনদে, যা এখন আমার স্মরণে নেই— উতবী থেকে...''

সূত্র: সিকাতুদ্দীন আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসান ইবন হিবাতুল্লাহ, ইবন আসাকির নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৫৭১ হিজরি), মু'জামুশ শুয়ূখ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯৯, বর্ণনা নং ৭৩৮ (আবদুল গালিব), তাহকীক: ড. ওয়াফা তাকিউদ্দীন, প্রকাশক: দারুল বাশায়ির, দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৩।

৭। ইবন আদ-দাহহান (মৃত্যু ৫৯২ হিজরি) [102] বলেন: ''যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পন্ন করবে, তার জন্য নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব।'' অতঃপর তিনি উতবী থেকে বর্ণিত ঘটনাটি উল্লেখ করেন।

৮। ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি) তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইবন হারব আল-হিলালী থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে:

الْحَقِ الرَّجُلَ، فَبَشِّرْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَلَهُ بِشَفَاعَتِي.

''লোকটির কাছে পৌঁছে যাও এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তাআলা আমার শাফাআতের মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'' [103]

৯। আল-জাররাওয়ী (মৃত্যু ৬০৯ হিজরি) [104] — কেবল কবিতার পংক্তিসমূহ (আল-আবইয়াত) উদ্ধৃত করেছেন।

১০। ইবনু কুদামাহ হাম্বালী (মৃত্যু ৬২০ হিজরি) [105]

---

[102] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন শু'আইব, আবু শুজা', ফাখরুদ্দীন ইবন আদ-দাহহান (মৃত্যু ৫৯২ হিজরি), তাকউইমুন নাযর ফী মাসায়িলি খিলাফিয়্যাতিন যায়ি'আহ, ওয়া নুবাযিন মাযহাবিয়্যাতিন নাফি'আহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৭, তাহকীক: ড. সালিহ ইবন নাসির ইবন সালিহ আল-খুযাইম, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরি / ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৫।

[103] ''আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবদুল খালিক ইবন ইউসুফ। তিনি বলেন, আহমদ ইবন আবী নাসর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম আল-ফারিসী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি গালিব ইবন আলী আস-সূফীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আল-মুযাক্কীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবুল হাসান আল-ফকীহকে হাসান ইবন মুহাম্মদের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি; তিনি ইবন ফুযাইল আন-নাহওয়ী থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন রূহ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন হারব আল-হিলালী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

'আমি মদিনায় প্রবেশ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের কাছে গেলাম। তখন এক বেদুঈন এসে তা জিয়ারত করল। অতঃপর সে বলল:

হে সকল রাসূলের শ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর অবতীর্ণ করেছেন...'''

সূত্র: জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি), মুছীরুল 'আযমিস সাকিন ইলা আশরাফিল আমাকিন, ''রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদের আলোচনা'' শীর্ষক অধ্যায়সমূহের অন্তর্গত ''তাঁর কবর জিয়ারতকারীদের থেকে সংরক্ষিত কিছু উক্তি ও তাদের সঙ্গে সংঘটিত ঘটনাবলির বর্ণনা'' অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০১, বর্ণনা নং ৪৭৭, তাহকীক: মারযূক আলী ইবরাহিম, ভূমিকা: হাম্মাদ ইবন মুহাম্মদ আল-আনসারী, প্রকাশক: দারুর রায়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

[104] আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবদুস সালাম আল-জাররাওয়ী আত-তাদিলী (মৃত্যু ৬০৯ হিজরি), আল-হামাসাহ আল-মাগরিবিয়্যাহ (যা মুখতাসারু কিতাবি সাফওয়াতিল আদাব ওয়া নুখবাতি দিওয়ানিল 'আরব নামে পরিচিত), তাহকীক: মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ-দায়াহ, প্রকাশক: দারুল ফিকরিল মু'আসির, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

[105] মুওয়াফফাকুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ আল-মাকদিসী আল-জাম্মাঈলী আদ-দিমাশকী আস-সালিহী আল-হানবালী (৫৪১–৬২০ হিজরি), আল-মুগনী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৬৫, প্রকাশক: দারু আলামিল কুতুব লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৫।

''নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। কারণ দারাকুতনী তাঁর সনদে ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

'যে ব্যক্তি হজ্জ করল, অতঃপর আমার ওফাতের পর আমার কবর জিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে জিয়ারত করল।'

১১। ইবনুস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরি) সিলাতুন নাসিক ফী সিফাতিল মানাসিক গ্রন্থে বলেন: "অতঃপর সে আবার তার প্রথম অবস্থানে ফিরে আসবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সম্মুখে দাঁড়াবে। তারপর নিজের প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্য তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাওয়াসসুল করবে এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর প্রতিপালকের কাছে শাফাআত প্রার্থনা করবে।
এ সময় যে কথাগুলো বলা উত্তম, তার মধ্যে অন্যতম হলো সেই বেদুঈনের উক্তি, যা উতবী থেকে আমাদের একাধিক ইমাম বর্ণনা করেছেন এবং তা উত্তম বলে গ্রহণ করেছেন।" [106]

১২। ইবনুন নাজ্জার (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরি) তাঁর আদ-দুররাতুস সামীনাহ গ্রন্থে নিজ সনদসহ (উক্ত ঘটনাটি) বর্ণনা করেছেন। [107]

১৩। যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরি) তাঁর সনদে বর্ণনা করেন: "আমি মদিনায় ছিলাম। এক সময় নবী ﷺ-এর কবরের নিকট গেলাম। তখন দেখলাম, এক ব্যক্তি তার উটকে বসিয়ে বেঁধে রাখল। অতঃপর সে মসজিদে প্রবেশ করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সালাম দিল এবং সুন্দরভাবে দোয়া করল। তারপর বলল: 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর ওহীর জন্য বিশেষভাবে মনোনীত

আরেক বর্ণনায় এসেছে:
'যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে।'
প্রথম শব্দে হাদিসটি সাঈদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে হাফস ইবন সুলাইমান বর্ণনা করেছেন, তিনি লায়স থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।
আর আহমদ (রহ.) আবদুল্লাহর বর্ণনায় ইয়াযীদ ইবন কুসাইত থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন:
'আমার কবরের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করে না, যার সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন না।'
তিনি (ইমাম আহমদ) বলেন:
'যে ব্যক্তি আগে কখনো হজ্জ করেনি—অর্থাৎ যে শামের পথ দিয়ে আসে না—সে যেন মদিনার পথ গ্রহণ না করে। কারণ আমি আশঙ্কা করি, তার কোনো ঘটনা বা প্রতিবন্ধকতা ঘটতে পারে। সুতরাং তার উচিত সবচেয়ে সরাসরি পথে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা এবং অন্য কোনো বিষয়ে ব্যস্ত না হওয়া।'
এবং উতবী থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে..."।

[106] ইমাম হাফিজ আবু আমর উসমান ইবন আবদুর রহমান, ইবনুস সালাহ আশ-শাহরাযূরী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরি), সিলাতুন নাসিক ফী সিফাতিল মানাসিক, পৃষ্ঠা ৩৪৪, প্রকাশক: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

[107] "আবদুর রহমান ইবন আবিল হাসান তাঁর লিখিত গ্রন্থে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আবুল ফারাজ ইবন আহমদ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আহমদ ইবন আবী নাসর আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম আল-ফারিসী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি গালিব ইবন আলী আস-সূফীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আল-মুযাক্কীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবুল হাসান আল-ফকীহকে হাসান ইবন মুহাম্মদের সূত্রে, তিনি ইবন ফুযাইল আন-নাহওয়ী থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন রূহ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন হারব আল-হিলালী থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি..."

সূত্র: মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ ইবনুল হাসান ইবনুন নাজ্জার (৫৭৮–৬৪৩ হিজরি), আদ-দুররাতুস সামীনাহ ফী আখবারিল মাদীনাহ, ষোড়শ অধ্যায়: "নবী ﷺ-এর যিয়ারত ও তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণের ফজিলত", পৃষ্ঠা ৪৩৭, বর্ণনা নং ৩৪০, গবেষণা ও তাহকীক: ড. সালাহুদ্দীন ইবন আব্বাস শাকর, প্রকাশক: মারকাযু বুহূস ওয়া দিরাসাতিল মাদীনাতিল মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৭ হিজরি / ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৫৭০।

করেছেন এবং আপনার ওপর এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের বর্ণনা একত্রিত করেছেন। আর তিনি তাঁর কিতাবে—যার বাণী সত্য—বলেছেন: "আর তারা যদি নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু পেত।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৬৪)

আমি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি, আমার গুনাহসমূহ স্বীকার করে এবং আপনার মাধ্যমে আপনার প্রতিপালকের নিকট শাফাআত প্রার্থনা করে। আর তিনি অবশ্যই আপনার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।'

এরপর সে কবরের দিকে মুখ করে বলল:

হে সেই মহান ব্যক্তি, যার অস্থিসমূহ মাটিতে সমাহিত হয়েছে,
আর যার পবিত্রতার সুবাসে সমতল ভূমি ও টিলাগুলোও সুগন্ধিময় হয়েছে।
আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সেই কবরের জন্য, যার বাসিন্দা আপনি,
যেখানে রয়েছে পবিত্রতা, রয়েছে উদারতা ও মহানুভবতা।" [108]

১৪। আলমুদ্দীন আস-সাখাওয়ী (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরি)। [109]

১৫। সিবত ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৬৫৪ হিজরি)। [110]

---

[108] যিয়াউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরি) তাঁর যিকরুল মুসাফাহাহ গ্রন্থে একটি সনদে মুহাম্মদ ইবন হারব আল-হিলালীর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:
"আমি মদিনায় ছিলাম..."
এছাড়া তিনি তাঁর আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'আতি মারও গ্রন্থে এই ঘটনার দুটি সনদ উল্লেখ করেছেন:
১. প্রথম সনদে সুফিয়ান ইবন সাঈদ আস-সাওরী (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:
"আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন তার উটে আরোহণ করে সেখানে এসে কবরের নিকট সুন্দরভাবে সালাম দিল এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে দোয়া করল..."
২. এরপর লেখক বলেন:
"আমি বলি, এই ঘটনাটি সুফিয়ান আস-সাওরী ছাড়াও অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।"
অতঃপর তিনি তাঁর শাইখ আবুল মুযাফ্ফর আস-সামআনীর সূত্রে দীর্ঘ সনদে মুহাম্মদ ইবন হারব আল-হিলালী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: "আমি মদিনায় ছিলাম। আমি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট প্রবেশ করলাম। তখন এক ব্যক্তি তার উটকে বসিয়ে বেঁধে রাখল। এরপর সে মসজিদে প্রবেশ করে সুন্দরভাবে সালাম দিল এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে দোয়া করল..."।
সূত্র: যিয়াউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরি), যিকরুল মুসাফাহাহ, পৃষ্ঠা ২০; তাহকীক: আমর আবদুল মুনইম সালিম, প্রকাশক: আদ-দিয়া, তানতা, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।
এবং আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'আতি মারও, পৃষ্ঠা ২৩৯–২৪০। মোট পৃষ্ঠা: ৪২৩।

[109] আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুস সামাদ, আলমুদ্দীন আস-সাখাওয়ী আল-মিসরী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরি), তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৭, তাহকীক ও টীকা: ড. মূসা আলী মূসা মাসউদ এবং ড. আশরাফ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-কাসসাস, প্রকাশক: দারুন নাশর লিল জামিআত, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩০ হিজরি / ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

[110] শামসুদ্দীন আবুল মুযাফ্ফর ইউসুফ ইবন কিযওগলী ইবন আবদুল্লাহ, 'সিবত ইবনুল জাওযী' নামে প্রসিদ্ধ (৫৮১–৬৫৪ হিজরি), মিরআতুয যামান ফী তাওয়ারীখিল আ'ইয়ান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬১, প্রকাশক: দারুর রিসালাহ আল-আলামিয়্যাহ, দামেস্ক, সিরিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৪ হিজরি / ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২৩।

১৬। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নাওয়াবী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরি) [111] আল-আযকার [112] এবং আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব গ্রন্থে (এ বিষয়টি) উল্লেখ করেছেন।

১৭। ইবন কুদামা আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬৮২ হিজরি)। তাঁর পূর্ণ নাম: শামসুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন কুদামা আল-মাকদিসী। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট হানবালী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আলিম, এবং মাকদিসী আলিম পরিবারভুক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বদের অন্যতম। তিনি ইমাম মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হানবালী ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের রচয়িতা হিসেবে সুপরিচিত। [113]

১৮। শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরি), আয-যাখীরাহ। [114]

১৯। ইবন আসাকির আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৬৮৬ হিজরি) তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইবন হারব আল-হিলালীর সূত্রে (উক্ত ঘটনাটি) বর্ণনা করেছেন। [115]

---

[111] আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নাওয়াবী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরি), আল-ঈযাহ ফী মানাসিকিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ, ষষ্ঠ অধ্যায়: ''আমাদের নেতা ও প্রভু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর জিয়ারত, তাঁর মর্যাদা, সম্মান, মহিমা এবং এ-সংক্রান্ত বিষয়াবলি'', পৃষ্ঠা ৪৫৫, প্রকাশক: দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত এবং আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যাহ, মক্কা মুকাররমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৫২২।

[112] আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নাওয়াবী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরি), আল-আযকার আন-নাওয়াবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৩৫, তাহকীক: মুহিউদ্দীন মাসতু, প্রকাশক: দারু ইবন কাসীর, দামেস্ক–বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি / ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৬৩৮।

[113] শামসুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন কুদামা আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬৮২ হিজরি), আশ-শারহুল কাবীর (যা *আল-মুকনি'* ও *আল-ইনসাফ*-এর সঙ্গে মুদ্রিত), কিতাবুল হাজ্জ, ''হজ্জের পদ্ধতি'' অধ্যায়, মাসআলা নং ১৩২৬: ''যখন সে হজ্জ সম্পন্ন করবে, তখন নবী ﷺ-এর কবর এবং তাঁর দুই সঙ্গী (আবু বকর ও উমর রা.)-এর কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব'', খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৭৪, প্রকাশক: হিজর লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী' ওয়াল-ই'লান, কায়রো, মিসর, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৩০।

[114] আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন ইদরীস ইবন আবদুর রহমান আল-মালিকী, আল-কারাফী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরি), আয-যাখীরাহ, কিতাবুল হাজ্জ, ''নবী ﷺ-এর পবিত্র মাযারের নিকট উপস্থিত হওয়া'' শীর্ষক একাদশ অধ্যায়, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৫, প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৪।

[115] ''আমাকে সংবাদ দিয়েছেন শাইখ আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবন আবী মানসুর ইবন নাসীম (রহ.)। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাফিজ আবুল কাসিম পাঠ করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আবু আহমদ আবদুস সালাম ইবনুল হাসান ইবন আলী ইবন যুর'আহ আস-সূরী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ফকীহ আবুল ফাতহ নাসর ইবন ইবরাহীম ইবন নাসর সূর নগরে আমাদেরকে মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু বকর মুহাম্মদ ইবন যুহাইর নিশাপুরে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ইবন মারযুবান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইবন মুহাম্মদ আন-নাহওয়ী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইবন ফুযাইল আন-নাহওয়ী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আবদুল কারীম ইবন আলী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুন নু'মান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবন হারব আল-হিলালী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন:

'আমি মদিনায় প্রবেশ করলাম। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে তা জিয়ারত করলাম এবং তার পাশে বসলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে কবর জিয়ারত করল। তারপর বলল:

২০। মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী (মৃত্যু ৬৯৪ হিজরি)। তাঁর পূর্ণ নাম: মুহিব্বুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আত-তাবারী আল-মাক্কী আশ-শাফেয়ী। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শাফেয়ী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ। [116]

২১। তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবদুল হালীম ইবন আবদুস সালাম ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবী আল-কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী আদ-দিমাশকী আল-হানবালী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরি)। [117]

২২। ইবনুল হাজ্জ আল-মালিকী (মৃত্যু ৭৩৭ হিজরি) তাঁর আল-মাদখাল গ্রন্থে বলেন:
"আল-বাজী (রহ.) বলেছেন:
উতবী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ-এর হুজরার নিকট ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে বলল:
'আস-সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ তাআলাকে বলতে শুনেছি:

হে সকল রাসূলের শ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর একটি সত্য কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বলেছেন:
"আর তারা যদি নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু পেত।" (সূরা আন-নিসা: ৬৪)
আমি আমার গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং এ ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে শাফাআত কামনা করতে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি।'
এরপর সে কাঁদতে লাগল এবং কবিতা আবৃত্তি করল..."
সূত্র: আবদুস সামাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব ইবন আবিল হাসান মুহাম্মদ ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন, আমীনুদ্দীন আবু ইয়ামান ইবন আসাকির আদ-দিমাশকী, যিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন (মৃত্যু ৬৮৬ হিজরি), ইতহাফুয যায়ির ওয়া ইতরাফুল মুকীম লিস্‌সায়ির ফী যিয়ারাতিন নবী ﷺ, পৃষ্ঠা ৫৫, তাহকীক: হুসাইন মুহাম্মদ আলী শুকরী, প্রকাশক: শারিকাতু দারিল আরকাম ইবন আবিল আরকাম, প্রথম সংস্করণ, মোট পৃষ্ঠা: ১৮৬।

[116] হাফিজ আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী (মৃত্যু ৬৯৪ হিজরি), আল-কিরা লি কাসিদি উম্মিল কুরা, পৃষ্ঠা ৬২৮–৬২৯।

[117] ইবন তাইমিয়্যাহ (মৃত্যু ৭২৮ হিজরি) তাঁর ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৯) বলেন:
"এটি এমন একটি ঘটনা, যা পরবর্তী যুগের একদল ফকীহ একটি বেদুঈন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সে নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে এই আয়াত তিলাওয়াত করেছিল এবং দুটি কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করেছিল:
'হে সেই মহান ব্যক্তি, যার অস্থিসমূহ মাটিতে সমাহিত হয়েছে,
যার পবিত্রতার সুবাসে সমতল ভূমি ও টিলাগুলো সুগন্ধিময় হয়েছে।
আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সেই কবরের জন্য, যার বাসিন্দা আপনি,
যেখানে রয়েছে পবিত্রতা, রয়েছে উদারতা ও মহানুভবতা।'
এ কারণে পরবর্তী যুগের কিছু ফকীহ—বিশেষত শাফেয়ী ও আহমদের অনুসারীদের একদল—এ ধরনের আমলকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং এই ঘটনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ এমন কোনো ঘটনা দ্বারা শরয়ী বিধান প্রমাণিত হয় না। বিশেষত এ ধরনের বিষয়ে; কারণ যদি এটি শরীয়তসম্মত ও মুস্তাহাব হতো, তবে সাহাবী ও তাবিঈগণ অন্যদের তুলনায় এ বিষয়ে অধিক জ্ঞানী এবং অধিক আমলকারী হতেন। বরং ওই বেদুঈন ও তার অনুরূপ লোকদের প্রয়োজন পূরণের পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে।"

"আর তারা যদি নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু পেত।" (সূরা আন-নিসা: ৬৪)

আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। তাই আমি আমার গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ কামনা করতে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি।'

এরপর বেদুঈনটি বলতে লাগল:

হে সেই মহান ব্যক্তি, যার অস্থিসমূহ মাটিতে সমাহিত হয়েছে,
যার পবিত্রতার সুবাসে সমতল ভূমি ও টিলাগুলো সুগন্ধিময় হয়েছে।
আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সেই কবরের জন্য, যার বাসিন্দা আপনি,
যেখানে রয়েছে পবিত্রতা, রয়েছে উদারতা ও মহানুভবতা।

এরপর সে চলে গেল।

উতবী বলেন: অতঃপর আমার চোখে ঘুম এসে গেল। আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন:

'হে উতবী! ওই বেদুঈনের কাছে যাও এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' [118]

২৩। শাইখুল ইসলাম, ইমাম তাকীউদ্দীন আলী ইবন আবদুল কাফী আস-সুবকী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৭৫৬ হিজরি)। [119]

---

[118] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-আবদারী আল-ফাসী আল-মালিকী, ইবনুল হাজ্জ নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৭৩৭ হিজরি), আল-মাদখাল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৮, প্রকাশক: দারুত তুরাস।

[119] শাইখুল ইসলাম, কাজিউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ইমাম তাকীউদ্দীন আস-সুবকী (মৃত্যু ৭৫৬ হিজরি), শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতি খাইরিল আনাম, পৃষ্ঠা ১৯৮, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ। তাকীউদ্দীন আস-সুবকী (৬৮৩–৭৫৬ হিজরি / ১২৮৪–১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন শাফেয়ী ফকীহ, সূফী, মুহাদ্দিস, হাফিজ, মুফাসসির, কারী, উসূলবিদ, মুতাকাল্লিম, নাহববিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, দার্শনিক, যুক্তিবিদ ও বিতর্কশাস্ত্রবিদ। তিনি "শাইখুল ইসলাম" ও "কাজিউল কুযাত" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ফকীহ তাজুদ্দীন আস-সুবকীর পিতা।

তাঁর পূর্ণ নাম: আবুল হাসান আলী ইবন আবদুল কাফী ইবন আলী ইবন তাম্মাম ইবন ইউসুফ ইবন মূসা ইবন তাম্মাম ইবন হামিদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন উমর ইবন উসমান ইবন আলী ইবন মিসওয়ার ইবন সাওয়ার ইবন সুলাইম আস-সুবকী আল-খাযরাজী আল-আনসারী।

তিনি ৬৮৩ হিজরির ১ সফর মিসরের বর্তমান মনুফিয়া প্রদেশের সাবকুল আহাদ (সাবকুল উবাইদ) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করেন। পরে তিনি কায়রোতে গমন করেন এবং পিতাসহ যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হন এবং মিসর ও শামে অধ্যাপনা করেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কারণে তাঁকে তাঁর যুগের বিস্ময় বলা হতো। তিনি সূফীদের অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি বলতেন: "সূফীর পথ যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে সেটিই সঠিক পথ, যে পথে সালাফগণ ছিলেন।"

তিনি সুলতান নাসির মুহাম্মদ ইবন কালাওয়ুন ও সমসাময়িক মামলুক শাসকদের নিকট বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ৭৩৯ হিজরিতে তিনি দামেস্কের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা ও জুলুম প্রতিরোধে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি বিচারকের পদ তাঁর পুত্র তাজুদ্দীন আস-সুবকীর কাছে অর্পণ করে কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭৫৬ হিজরির ৩ জমাদিউস সানিতে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং কায়রোর সাঈদুস সু'আদা কবরস্থানে দাফন হন।

২৪। ইমাম ইবন কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি) তাঁর তাফসীরুল কুরআনিল আযীম গ্রন্থে (এ ঘটনাটি) উল্লেখ করেছেন। [120]

২৫। মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-বা'লী আল-হানবালী (মৃত্যু ৭৭৮ হিজরি)। [121]

২৬। ইবন ফারহূন (মৃত্যু ৭৯৯ হিজরি)। তাঁর পূর্ণ নাম: ইবরাহীম ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ, বুরহানুদ্দীন আবুল ওয়াফা আল-ইয়ামারী আল-মাদানী আল-মালিকী, ইবন ফারহূন নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ। [122]

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন: ইসনাবী, বুলকীনী, ফিরূযাবাদী, হাফিজ ইরাকী, হাফিজ মিযযী, বারযালী, সালাহুদ্দীন আস-সাফাদী, শামসুদ্দীন আল-মাকদিসী, ইমাম যাহাবী, ইবন রাফি' এবং ভ্রমণকারী খালিদ আল-বালাওয়ী।

তিনি প্রায় ২১১টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. আস-সাইফুস সাকীল ফীর রাদ্দি 'আলা ইবন জাফীল (ইবনুল কাইয়্যিম)
২. আদ-দুররাতুল মুদিয়্যাহ ফির রাদ্দি 'আলা ইবন তাইমিয়্যাহ
৩. আল-ই'তিবার বি বাকা'ইল জান্নাহ ওয়ান নার
৪. নাকদুল ইজতিমা' ওয়াল ইফতিরাক ফী মাসায়িলিল আইমান ওয়াত তালাক
৫. আন-নাযরুল মুহাক্কাক ফিল হালফি বিত তালাকিল মুআল্লাক
৬. রাফউশ শিকাক ফী মাসআলাতিত তালাক
৭. শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতি খাইরিল আনাম
৮. আস-সাইফুল মাসলূল 'আলা মান সাব্বর রাসূল
৯. ইবরাজুল হুকম মিন হাদীসি রাফইল কালাম
১০. আল-ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ
১১. আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব (সম্পূরক রচনা)
১২. ফাতাওয়াস সুবকী

এছাড়াও ফিকহ, উসূল, হাদিস, ভাষা ও বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে তাঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে।

[120] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর আল-কুরাশী আল-বাসরী, অতঃপর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি), তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, সূরা আন-নিসা, আয়াত ৬৪-এর তাফসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৮, তাহকীক: সামী ইবন মুহাম্মদ আস-সালামাহ, প্রকাশক: দারু তাইয়্যিবাহ লিন-নাশর ওয়াত-তাওযী', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি / ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৮।

তিনি বলেন: "অনেক আলিম এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শাইখ আবু নাসর ইবনুস সাব্বাগ তাঁর আশ-শামিল গ্রন্থে উতবী থেকে প্রসিদ্ধ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। উতবী বলেন:
'আমি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো...'"।

[121] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-বা'লী আল-হানবালী (মৃত্যু ৭৭৮ হিজরি), আল-মানহাজুল কাওয়ীম ফী ইখতিসারি ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৮৪, প্রকাশক: দারু আতা'আতিল 'ইলম (রিয়াদ) ও দারু ইবন হাজম (বৈরুত), চতুর্থ সংস্করণ, ১৪৪০ হিজরি / ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (দারু ইবন হাজমের প্রথম সংস্করণ), মোট পৃষ্ঠা: ২১৬।

তিনি বলেন: "কিছু ফকীহ এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন..."।

[122] বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবন ফারহূন আল-মাদানী আল-মালিকী (মৃত্যু ৭৯৯ হিজরি / ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দ), ইরশাদুস সালিক ইলা আফ'আলিল মানাসিক, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: "মক্কার দিক থেকে মদিনায় আগমনকারীর জন্য যা করণীয়", ["রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারত ও তাঁর প্রতি সালাম পেশ করার আদব"], খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬৫, গবেষণা ও তাহকীক: ড. মুহাম্মদ ইবন আল-হাদী আবু আল-আজফান (মৃত্যু ১৪২৭ হিজরি), মূল তাহকীক: রিয়াদের উচ্চ বিচার ইনস্টিটিউট, ইমাম মুহাম্মদ ইবন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহুল মুকারান বিষয়ে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, প্রকাশক: মাকতাবাতুল উবাইকান, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরি / ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

২৭। ইমাম আদ-দুমাইরী (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি)। তাঁর পূর্ণ নাম: কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন ঈসা আদ-দুমাইরী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি)। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শাফেয়ী ফকীহ, মুহাদ্দিস, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক। [123]

২৮। তাকী আল-ফাসী (মৃত্যু ৮৩২ হিজরি) তাঁর সনদসহ (উক্ত ঘটনাটি) বর্ণনা করেছেন। [124]

২৯। তাকীউদ্দীন আল-মাকরীযী (মৃত্যু ৮৪৫ হিজরি) তাঁর আল-ইমতা‘ গ্রন্থে (এ ঘটনাটি) উল্লেখ করেছেন। [125]

৩০। ইবনুদ দিয়াআ আল-মাক্কী আল-হানাফী (মৃত্যু ৮৫৪ হিজরি)। তাঁর পূর্ণ নাম: মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ, তকীয়্যুদ্দীন আবু আল-বাকা, ইবনুদ দিয়াআ আল-মাক্কী আল-হানাফী (মৃত্যু ৮৫৪ হিজরি)। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও ইতিহাসবিদ। [126]

৩১। আস-সা‘আলাবী (মৃত্যু ৮৭৫ হিজরি) তাঁর আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেন যে, এটি নাওয়াবীর হিলইয়াহ ও আল-বাজীর সুনানুস সালিহীন গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। [127]।

৩২। আবু ইসহাক বুরহানুদ্দীন (মৃত্যু ৮৮৪ হিজরি)। [128]

---

[123] কামালুদ্দীন আবুল বাক্বা মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন ঈসা ইবন আলী আদ-দুমাইরী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি), আন-নাজমুল ওয়াহ্হাজ ফী শারহিল মিনহাজ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৫৮, প্রকাশক: দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, তাহকীক: একটি বৈজ্ঞানিক কমিটি, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৫ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১০।

[124] মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আলী, তাকীউদ্দীন, আবু তাইয়্যিব আল-মাক্কী আল-হাসানী আল-ফাসী (মৃত্যু ৮৩২ হিজরি), শিফাউল গারাম বি আখবারিল বালাদিল হারাম, দ্বিতীয় পরিশিষ্ট: আদ-দুররাতুস সামীনাহ ফী তারীখিল মাদীনাহ, ষোড়শ অধ্যায়: ‘‘নবী ﷺ-এর যিয়ারতের ফজিলত বর্ণনা’’, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬২, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

[125] আহমদ ইবন আলী ইবন আবদুল কাদির, আবুল আব্বাস আল-হুসাইনী আল-উবাইদী, তাকীউদ্দীন আল-মাকরীযী (মৃত্যু ৮৪৫ হিজরি), ইমতাউল আসমা‘ বিমা লিন্নাবিয়্যি মিনাল আহওয়াল ওয়াল আমওয়াল ওয়াল হাফাদাহ ওয়াল মাতাআ‘, ‘‘নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তাঁর কবর থেকে প্রকাশিত নিদর্শনসমূহ, যা তাঁর নবুওয়তের আলামত; এবং যিনি তাঁকে জিয়ারত ও সালাম করেন তার ফজিলত, কীভাবে সালাম ও দোয়া করবে’’ শীর্ষক আলোচনা, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৬১৫, তাহকীক: মুহাম্মদ আবদুল হামিদ আন-নুমাইসী, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি / ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৫।

[126] মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আদ-দিয়া মুহাম্মদ আল-কুরাশী আল-উমারী আল-মাক্কী আল-হানাফী, বাহাউদ্দীন আবুল বাক্বা, ইবনুদ দিয়াআ নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৮৫৪ হিজরি), তারীখু মাক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মাসজিদিল হারাম ওয়াল মাদীনাতিশ শরীফাহ ওয়াল কবরিশ শরীফ, পৃষ্ঠা ৩৪৬, ‘‘জিয়ারতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাম পেশ করার পদ্ধতি এবং তাঁর দুই সমাধি-সঙ্গী (আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর প্রতি সালাম’’ শীর্ষক আলোচনা, তাহকীক: আলা ইবরাহিম ও আইমান নাসর, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৩৪৮।

[127] আবু যায়দ আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন মাখলুফ আস-সা‘আলাবী (মৃত্যু ৮৭৫ হিজরি), আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫৭, তাহকীক: শাইখ মুহাম্মদ আলী মু‘আওয়াদ ও শাইখ আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ, প্রকাশক: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি।

[128] ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুফলিহ, আবু ইসহাক, বুরহানুদ্দীন (মৃত্যু ৮৮৪ হিজরি), আল-মুবদি‘ ফী শারহিল মুকনি‘, ‘‘হজ্জের পদ্ধতি’’ অধ্যায়, ‘‘নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারত মুস্তাহাব হওয়া’’ শীর্ষক আলোচনা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩৬, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৮।

৩৩। শামসুদ্দীন আবুল খাইর মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (মৃত্যু ৯০২ হিজরি) তাঁর আল-কওলুল বাদী‘ ফিস সালাতি ‘আলাল হাবীবিশ শাফী‘ গ্রন্থে (এ ঘটনাটি) উল্লেখ করেছেন। [129]

৩৪। নূরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবদুল্লাহ আস-সামহূদী (মৃত্যু ৯১১ হিজরি)। তিনি ছিলেন মদিনা মুনাওয়ারার অন্যতম প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ, শাফেয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তাফা ﷺমদিনার ইতিহাস ও নবী ﷺ-এর মসজিদ ও রওযা শরীফ সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। [130]

৩৫। ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হিজরি) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে (এ ঘটনাটি) উল্লেখ করেছেন। [131]

৩৬। ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর আল-কাসতাল্লানী (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি) তাঁর আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ গ্রন্থে (এ ঘটনাটি) উল্লেখ করেছেন। [132]

৩৭। বাহরাক আল-ইয়ামানী (মৃত্যু ৯৩০ হিজরি)।
তাঁর পূর্ণ নাম: আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন উমর বাহরাক আল-হাদরামী আল-ইয়ামানী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৯৩০ হিজরি)। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শাফেয়ী ফকীহ, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক। [133]

৩৮। আস-সালিহী আশ-শামী (মৃত্যু ৯৪২ হিজরি) তাঁর সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ গ্রন্থে বলেন:

---

129 শামসুদ্দীন আবুল খাইর মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (মৃত্যু ৯০২ হিজরি), আল-কওলুল বাদী‘ ফিস সালাতি ‘আলাল হাবীবিশ শাফী‘, চতুর্থ অধ্যায়: ‘‘যারা নবী ﷺ-এর প্রতি সালাম প্রেরণ করে, তাদের সালাম তাঁর নিকট পৌঁছানো এবং তাঁর পক্ষ থেকে সালামের উত্তর প্রদান’’, পৃষ্ঠা ১৬৭, প্রকাশক: দারুর রাইয়ান লিত্তুরাস, মোট পৃষ্ঠা: ২৬১।

130 আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমদ আল-হাসানী আস-সামহূদী (মৃত্যু ৯১১ হিজরি), খুলাসাতুল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তাফা ﷺ, দ্বিতীয় অধ্যায়: ‘‘নবী ﷺ-এর যিয়ারত, মসজিদে নববী এবং এ-সংক্রান্ত বিষয়াবলির ফজিলত’’, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ‘‘যিয়ারতকারী কর্তৃক নবী ﷺ-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট তাওয়াসসুল করা’’, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৯, গবেষণা ও তাহকীক: ড. মুহাম্মদ আল-আমীন মুহাম্মদ মাহমুদ আহমদ আল-জাকিনী, মুদ্রণ ব্যয় বহন করেছেন: সাইয়্যিদ হাবীব মাহমুদ আহমদ এবং এটিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করেছেন, মোট খণ্ড: ২।

131 আবদুর রহমান ইবন আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হিজরি), আদ-দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিল মা’সূর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭০, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২০৩-এর তাফসীর, প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত, মোট খণ্ড: ৮।

132 আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন আবদুল মালিক আল-কাসতাল্লানী আল-কুতাইবী আল-মিসরী, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি), আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৯৬, দশম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ‘‘নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর ও তাঁর সম্মানিত মসজিদ যিয়ারত’’, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, মিসর, মোট খণ্ড: ৩।

133 মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন মুবারক আল-হুমাইরী আল-হাদরামী আশ-শাফেয়ী, বাহরাক নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৯৩০ হিজরি), হাদায়িকুল আনওয়ার ওয়া মাতালি‘উল আসরার ফী সীরাতিন নবিয়্যিল মুখতার ﷺ, পৃষ্ঠা ৪৯৪, তাহকীক: মুহাম্মদ গাসসান নাসূহ ‘আযকূল, প্রকাশক: দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি, মোট পৃষ্ঠা: ৫৯১।

"বিভিন্ন মাযহাবের মানাসিক (হজ্জ-উমরার বিধান) বিষয়ক গ্রন্থকারগণ আবু আবদুর রহমান মুহাম্মদ ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন আমর ইবন মু'আবিয়াহ ইবন আমর ইবন উতবা ইবন আবী সুফিয়ান সাখর ইবন হারব আল-উতবী—যিনি সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন—এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

'আমি মদিনায় প্রবেশ করলাম। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে তা জিয়ারত করলাম এবং তাঁর পাশে বসলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো...'"।[134]

৩৯। আদ-দিয়ারবাকরী (মৃত্যু ৯৬৬ হিজরি) তাঁর তারীখুল খামিস ফী আহওয়ালি আনফাসি নাফীস গ্রন্থে কেবল কবিতার পংক্তিগুলো উদ্ধৃত করেছেন:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْأَرْضِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

হে সেই মহান ব্যক্তি, যার অস্থিসমূহ মাটিতে সমাহিত হয়েছে,
যার পবিত্রতার সুবাসে সমতল ভূমি ও টিলাগুলো সুগন্ধিময় হয়েছে।
আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সেই কবরের জন্য, যার বাসিন্দা আপনি,
যেখানে রয়েছে পবিত্রতা, রয়েছে উদারতা ও মহানুভবতা। [135]

৪০। ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতূহী আল-হানবালী (মৃত্যু ৯৭২ হিজরি)।
তাঁর পূর্ণ নাম: তাকীউদ্দীন আবু বকা মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবদুল আজীয আল-ফুতূহী আল-হানবালী, যিনি ইবনুন নাজ্জার নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৯৭২ হিজরি)। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট হানবালী ফকীহ ও উসূলবিদ এবং *মুনতাহাল ইরাদাত* ও তার ব্যাখ্যাগুলোর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। [136]

৪১। আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী (মৃত্যু ৯৭৫ হিজরি) ইবনুস সামআনীর সনদে সাইয়্যিদুনা আলী ইবনু আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন:
"আলী ইবন আবী তালিব (রা.) বলেন:

---

134 মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (মৃত্যু ৯৪২ হিজরি), সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 'ইবাদ, ওয়া যিকরি ফাদায়িলিহি ওয়া আ'লামি নুবুওয়াতিহি ওয়া আফ'ালিহি ওয়া আহওয়ালিহি ফিল মাবদা' ওয়াল মা'আদ, "ওফাতের পর নবী ﷺ-এর যিয়ারত ও তার ফজিলত" বিষয়ক অধ্যায়সমূহ, দ্বিতীয় অধ্যায়: "সাইয়্যিদুনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ও রিহাল (যাত্রা) বাঁধার বৈধতার দলিল", খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩৮০, তাহকীক ও টীকা: শাইখ আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ ও শাইখ আলী মুহাম্মদ মু'আওয়াদ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১২।

135 হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আদ-দিয়ারবাকরী (মৃত্যু ৯৬৬ হিজরি), তারীখুল খামিস ফী আহওয়ালি আনফাসি নাফীস, "একাদশ আবাস: হিজরতের একাদশ বর্ষের ঘটনাবলি" শীর্ষক অংশ, "নবী ﷺ-এর যিয়ারত এবং মদিনার অন্যান্য মাশহাদ ও মাযারসমূহের যিয়ারত" অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৫, প্রকাশক: দারু সাদির, বৈরুত, মোট খণ্ড: ২।

136 মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবদুল আজীয আল-ফুতূহী আল-হানবালী, ইবনুন নাজ্জার নামে প্রসিদ্ধ (৮৯৮–৯৭২ হিজরি), মা'উনাতু উলিন নুহা শারহু আলা আল-মুনতাহা (মুনতাহাল ইরাদাত), কিতাবুল হাজ্জ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৪৭, গবেষণা ও তাহকীক: অধ্যাপক ড. আবদুল মালিক ইবন আবদুল্লাহ দুহাইশ, পরিবেশক: মাকতাবাতুল আসাদী, মক্কা মুকাররমা, পঞ্চম সংস্করণ (পরিমার্জিত ও বর্ধিত), ১৪২৯ হিজরি / ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করার তিন দিন পর এক বেদুঈন আমাদের কাছে এলো। সে নবী ﷺ-এর কবরের উপর নিজেকে নিক্ষেপ করল এবং কবরের কিছু মাটি নিয়ে নিজের মাথায় ছিটিয়ে দিল। তারপর বলল:

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলেছেন, আমরা আপনার কথা শুনেছি। আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা গ্রহণ করেছেন, তা আমরা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহ আপনার ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

"আর তারা যদি নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু পেত।" (সূরা আন-নিসা: ৬৪)

আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি, যেন আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।'

অতঃপর কবরের ভেতর থেকে আহ্বান করা হলো:

'তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।'"

এরপর আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী সূত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন:

"আল-মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে: হাইসাম ইবন আদী আত-তাঈ 'মাতরূক' (পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী)।" [137]

অর্থাৎ, এই বর্ণনার সনদে থাকা হাইসাম ইবন আদীকে হাদিসবিদগণ দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী হিসেবে গণ্য করেছেন।

৪২। খতীব আশ-শিরবীনী (মৃত্যু ৯৭৭ হিজরি) কেবল নিম্নোক্ত কবিতার পংক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন। [138]

---

[137] আলাউদ্দীন আলী ইবন হুসামুদ্দীন ইবন কাজী খান আল-কাদিরী আশ-শাযিলী আল-হিন্দী আল-বুরহানফূরী, পরে মাদানী ও মাক্কী, "আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী" নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৯৭৫ হিজরি), কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫৮, হাদিস নং ১০৪২২, "তাওবা" অধ্যায়, তাহকীক: বকরী হাইয়ানী ও সাফওয়াতুস সাক্কা, প্রকাশক: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪০১ হিজরি / ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।
তিনি বলেন: "ইবনুস সামআনী তাঁর 'আয-যাইল' গ্রন্থে বলেছেন:
আমাদেরকে আবু বকর হিবাতু ইবনুল ফারাজ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবুল কাসিম ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-খতীব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইবন আমর ইবন তামীম আল-মুয়াদ্দিব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইবন আলী ইবন ইবরাহীম ইবন আল্লান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আহমদ ইবনুল হাইসাম আত-তাঈ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি সালামাহ ইবন কুহাইল থেকে, তিনি আবু সাদিক থেকে, তিনি আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন..."।

[138] শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ, আল-খতীব আশ-শিরবীনী (মৃত্যু ৯৭৭ হিজরি), মুগনিল মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনী আলফাযিল মিনহাজ, "মক্কায় প্রবেশ" অধ্যায়, "তাশরীকের দিনগুলোর রাতগুলো মিনায় অবস্থান" পরিচ্ছেদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৪, তাহকীক ও টীকা: আলী মুহাম্মদ মু'আওয়াদ ও আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৬।

৪৩। মনসুর ইবন ইউনুস ইবন সালাহুদ্দীন ইবন হাসান ইবন ইদরীস আল-বুহূতী আল-হানবালী (মৃত্যু ১০৫১ হিজরি), কাশশাফুল কিনা' 'আন মাতনিল ইকনা' গ্রন্থে (নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারত প্রসঙ্গে) আলোচনা করেছেন। [139]

৪৪। মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আলী আল-বুহূতী আল-খালওয়াতী আল-হানবালী (মৃত্যু ১০৮৮ হিজরি), বুগইয়াতুন নাসিক ফী আহকামিল মানাসিক, [140]

৪৫। আল-মাগরিবী (মৃত্যু ১১১৯ হিজরি) বলেন:
"সকল মাযহাবের আলিমগণ এ কথাটিকে উত্তম বলে গ্রহণ করেছেন যে, যিয়ারতকারী সেই দোয়া ও বক্তব্য বলবে, যা সুফিয়ান ইবন উয়াইনা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: 'আমি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো...'" [141]

৪৬। মুহাম্মদ ইবন আবদুল বাকী ইবন ইউসুফ আয-যুরকানী আল-মিসরী আল-মালিকী (মৃত্যু ১১২২ হিজরি), শারহুয যুরকানী 'আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ, গ্রন্থে [142]

৪৭। আশ-শারওয়ানী (মৃত্যু ১২৫৩ হিজরি) ইবন মারইয়াম (ইবন মরিয়ম)-এর সূত্রে (উক্ত ঘটনাটি) উল্লেখ করেছেন। [143]

৪৮। ইবনুল আলূসী (মৃত্যু ১৩১৭ হিজরি)।
পূর্ণ নাম: মাহমুদ শুকরী ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাহমুদ আল-আলূসী আল-বাগদাদী (মৃত্যু ১৩১৭ হিজরি)। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক আলিম; বিখ্যাত মুফাসসির আলূসী পরিবারের অন্যতম সদস্য। [144]

৪৯। মাওসূআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ-তে এসেছে:

---

[139] মনসুর ইবন ইউনুস আল-বুহূতী আল-হানবালী (মৃত্যু ১০৫১ হিজরি), কাশশাফুল কিনা' 'আনিল ইকনা', খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৬, প্রকাশক: সৌদি আরবের বিচার মন্ত্রণালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১–১৪২৯ হিজরি / ২০০০–২০০৮ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৫।

[140] ইমাম মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আলী আল-বুহূতী আল-হানবালী, আল-খালওয়াতী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ১০৮৮ হিজরি), বুগইয়াতুন নাসিক ফী আহকামিল মানাসিক, পৃষ্ঠা ১২৪, প্রকাশনা: কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়।

[141] হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন সাঈদ আল-লাঈ, আল-মাগরিবী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ১১১৯ হিজরি), আল-বাদরুত তাম্মাম শারহু বুলূগিল মারাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩৭, তাহকীক: আলী ইবন আবদুল্লাহ আয-যাবন, প্রকাশক: দার হিজর।

[142] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল বাকী ইবন ইউসুফ ইবন আহমদ ইবন শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যুরকানী আল-মালিকী (মৃত্যু ১১২২ হিজরি), শারহুয যুরকানী 'আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, দশম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: "নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর ও তাঁর সম্মানিত মসজিদ যিয়ারত", খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ১৯৮, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১২।

[143] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন ইবরাহীম আল-আনসারী আশ-শারওয়ানী (মৃত্যু ১২৫৩ হিজরি), নাফহাতুল ইয়ামান ফীমা ইয়াযূলু বি যিকরিহিশ শাজান, পৃষ্ঠা ১২, প্রকাশক: মাতবাআতুত তাকাদ্দুম আল-ইলমিয়্যাহ, মিসর, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৪ হিজরি, মোট পৃষ্ঠা: ২২০।

[144] নু'মান ইবন মাহমুদ ইবন আবদুল্লাহ, আবুল বারাকাত খায়রুদ্দীন আল-আলূসী (মৃত্যু ১৩১৭ হিজরি), জালাউল 'আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমাদাইন, "তাওয়াসসুল, ওসীলা ও ইস্তিগাসা সম্পর্কে আলোচনা", "তাওয়াসসুল ও ইস্তিগাসা বৈধকারীদের দলিলসমূহ" শীর্ষক অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫০২, ভূমিকা: আলী আস-সাইয়্যিদ সুবহ আল-মাদানী (রহ.), প্রকাশক: মাতবা'আতুল মাদানী, প্রকাশকাল: ১৪০১ হিজরি / ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।

"ইমাম নববী নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারতের আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

'অতঃপর যিয়ারতকারী আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে। তারপর তিনি তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাওয়াসসুল করবে এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর প্রতিপালকের কাছে শাফাআত প্রার্থনা করবে।

যিয়ারতকারীর জন্য সর্বোত্তম যে কথাগুলো বলা যায়, তার মধ্যে একটি হলো সেই ঘটনা, যা ইমাম মাওয়ারদী, কাজী আবু তাইয়্যিব এবং আমাদের অন্যান্য শাফেয়ী আলিমগণ উতবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তা উত্তম বলে গ্রহণ করেছেন।

উতবী বলেন:

"আমি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো..."। [145]

৫০। সাঈদ হাওয়া (মৃত্যু ১৪০৯ হিজরি)। তাঁর পূর্ণ নাম: সাঈদ ইবন মুহাম্মদ দীব হাওয়া (১৯৩৫–১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ / ১৪০৯ হিজরি)। তিনি ছিলেন একজন সিরীয় ইসলামি চিন্তাবিদ, দাঈ, লেখক ও তাসাউফমুখী সংস্কারক। তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে *তারবিয়াতুনা আর-রূহিয়্যাহ*, *আল-মুস্তাখলাস ফী তাযকিয়াতিল আনফুস* এবং *আল-আসাস ফিত তাফসীর* বিশেষভাবে পরিচিত। [146]

৫১। শাইখুল আজহার মুহাম্মদ সাইয়্যিদ তানতাভী (মৃত্যু ১৪৩১ হিজরি) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন:

"ইমাম উতবী থেকে বর্ণিত আছে..."

এবং তিনি উতবীর ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত কবিতার একটি পংক্তি উল্লেখ করেন:

أَنْتَ الشَّفِيعُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ

"আপনিই সেই সুপারিশকারী, যার সুপারিশের আশা করা হয়।" [147]

---

[145] কুয়েতের ধর্ম ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আল-মাওসূআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ, "নবী ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল" শীর্ষক আলোচনা, প্রথম মত: "নবী ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁর মাধ্যমে তাওয়াসসুল", খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৫৭, মোট খণ্ড: ৪৫।

[146] সাঈদ হাওয়া (মৃত্যু ১৪০৯ হিজরি), আল-আসাস ফিস সুন্নাহ ওয়া ফিকহুহা – আল-ইবাদাতু ফিল ইসলাম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৯৯, প্রকাশক: দারুস সালাম লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী' ওয়াত-তারজামাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৭।

[147] মুহাম্মদ সাইয়্যিদ তানতাভী (মৃত্যু ১৪৩১ হিজরি), আত-তাফসীরুল ওয়াসীত লিল কুরআনিল কারীম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০১, প্রকাশক: দারু নাহদাতি মিসর লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী', আল-ফাজ্জালাহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ।

জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু ব্যক্তি এই কবিতার পংক্তি এবং বেদুঈনের এ কথার বিরোধিতা করেনঃ

'আমি আপনার নিকট এসেছি আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী হয়ে এবং আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের নিকট শাফাআত প্রার্থনাকারী হয়ে।'

তাঁদের মতে, এতে শাফাআত প্রার্থনা করা হয়েছে, আর এটি তাদের দৃষ্টিতে বড় শিরক।

শাইখ ইবনু বায বলেন:

'নবী ﷺ কিংবা অন্য কোনো মৃত ব্যক্তির নিকট শাফাআত চাওয়া জায়েয নয়; বরং আহলে ইলমের নিকট এটি বড় শিরক। কারণ তিনি মৃত্যুর পর কোনো কিছুর মালিক নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا) [الزمر:44]

''বলুন, সমস্ত শাফাআত একমাত্র আল্লাহরই।''

অতএব শাফাআতের মালিক আল্লাহ। নবী ﷺ এবং অন্যান্য মৃত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর কোনো শাফাআত, দোয়া কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা রাখেন না।'

শাইখ আবদুর রহীম ইবনে সামায়িল আল-'উলইয়ানী আস-সুলামী *শরহুল 'আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শাফাআত চাওয়া বলতে কেউ যদি বলে:

''হে আল্লাহ! আপনার নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর শাফাআত আমার জন্য কবুল করুন''—

আর কেউ যদি বলে: ''হে রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য শাফাআত করুন''—

তবে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

যদি সে ''হে আল্লাহ!'' বলে, তবে এটি আল্লাহর নিকট দোয়া করা, এতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি সে বলে ''হে রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য শাফাআত করুন'', তবে রাসূল ﷺ-এর নিকট শাফাআত চাওয়ার বিষয়টি অবস্থাভেদে তিন প্রকার।

দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর কাছে শাফাআত চাইতে পারত। তখন শাফাআত বলতে দোয়াকেই বোঝানো হতো। এতে কোনো সমস্যা ছিল না।'

আর বরযখের জীবনে নবী ﷺ-এর কাছে শাফাআত প্রার্থনা করা জায়েয নয়। এটি হয় বিদআত, নয়তো শিরক। কারণ এতে একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এমন বিষয়ে শাফাআত চাওয়া হয়, যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ করতে সক্ষম নয়।

শাফাআত একমাত্র আল্লাহর মালিকানাধীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

'বলুন, সমস্ত শাফাআত একমাত্র আল্লাহরই।'

অতএব, শাফাআত আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকার; এটি কেবল তাঁর কাছেই চাওয়া যেতে পারে।

তবে কেউ বলতে পারে:

'আল্লাহ তো নবী ﷺ-কে শাফাআত দান করেছেন। তাহলে এখন তাঁর কাছেই কেন শাফাআত চাওয়া যাবে না?'

এর উত্তরে বলা হবে:

আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে আখিরাতে শাফাআতের অধিকার দান করবেন, কিছু বিশেষ ঘটনার পর এবং আল্লাহর অনুমতি লাভের পর।

কিন্তু দুনিয়ায় কিংবা বরযখে তিনি তাঁকে কোনো শাফাআতের ক্ষমতা দেননি; বরং তা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার।

সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট এমন বিষয় প্রার্থনা করে, যা কেবল আল্লাহই করতে পারেন, তবে সে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করছে, আর এটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় অবস্থা হলো, কিয়ামতের দিন নবী ﷺ-এর কাছে শাফাআত প্রার্থনা করা।

এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তখন একজন জীবিত সত্তার নিকট শাফাআত ও দোয়া চাওয়া হবে, যিনি তাকে দেখতে পাবেন এবং তার জন্য দোয়া করতে সক্ষম হবেন।

এ কারণেই কবরপূজারীরা এ বলে দলীল দিতে পারে না যে, কিয়ামতের দিন মানুষ আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস সালামের নিকট যাবে এবং পরে নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে সাহায্য ও শাফাআত প্রার্থনা করবে।

কারণ সেই সাহায্য প্রার্থনা এমন বিষয়ে হবে, যা তাঁরা করতে সক্ষম—অর্থাৎ দোয়া করা। এতে কোনো সমস্যা নেই।

এটি ঠিক সেই ধরনের বিষয়, যেমন দুনিয়াতে কোনো মানুষ অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে এমন কোনো সাহায্য বা কাজ চায়, যা সে বাস্তবিকই করতে সক্ষম।" সমাপ্ত।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নবী ﷺ-র নিকট শাফাআত প্রার্থনা করেছেন, এমন কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি

হাদীস ১: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন।"

ইমাম ইবনু আবী শাইবা (মৃত্যু: ২৩৫ হিজরি) বর্ণনা করেন:

আমাদেরকে আবূ মু'আবিয়াহ বর্ণনা করেছেন। তিনি আল-আ'মাশ থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে বর্ণনা করেছেন. মালিক আদ-দার, যিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খাদ্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, বলেন:

أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، فَأُتِيَ الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : " ايْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُّونَ وَقُلْ لَهُ : عَلَيْكَ الْكَيْسُ ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ "، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ لَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ

"উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মানুষ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের কাছে এসে বললেন:

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন, কারণ তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে।'

অতঃপর সেই ব্যক্তিকে স্বপ্নে বলা হলো: 'উমরের কাছে যাও, তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দাও এবং তাকে জানিয়ে দাও যে তোমাদের বৃষ্টি দেওয়া হবে। আর তাকে বল: প্রজ্ঞা অবলম্বন করো, প্রজ্ঞা অবলম্বন করো।'

তখন সে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে সব কথা জানাল।

এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বললেন:

‘হে আমার রব! আমি কোনো ত্রুটি করি না, তবে যা আমার সাধ্যের বাইরে, তা ছাড়া।’ [148]

قَالَ الْحَافِظُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ **بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ** مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ مَالِكٍ الدَّارِيِّ - وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ ..... وَقَدْ رَوَى سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ أَنَّ الَّذِي رَأَى الْمَنَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ أَحَدُ الصَّحَابَةِ ، **وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ** بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ **"وَهذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ"** وَفِيْ مُسْنَدِ الْفَارُوْقِ " **هذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ**

হাফিয (ইবনু হাজার আল-আসকালানী) বলেন:

“ইবনু আবী শাইবা এ ঘটনাটি আবূ সালিহ আস-সাম্মান থেকে, তিনি মালিক আদ-দারী থেকে একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। মালিক আদ-দারী ছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খাদ্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক।”

আর সাইফ তাঁর *আল-ফুতূহ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে,

“উক্ত স্বপ্নটি যিনি দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন।” [149]

আর হাফিয ইবনু কাসীর *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* গ্রন্থে এ হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন: “এটি একটি সহীহ সনদ।” [150]

আর *মুসনাদুল ফারূক* গ্রন্থে বলেন:

“এ সনদটি উত্তম (জাইয়িদ) ও শক্তিশালী (কাওয়ী)।” [151]

ইমাম ইবনু আবী খাইসামাহ (মৃত্যু: ২৭৯ হিজরি) তাঁর সনদে বর্ণনা করেন:

“আমার পিতা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে খাযিম আবূ মু‘আবিয়াহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে আল-আ‘মাশ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মানুষ ভয়াবহ খরায় আক্রান্ত হলো। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের কাছে এসে বললেন:

‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন।’

فَأَتَاهُ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لَهُ : ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْهُ السَّلامَ

অতঃপর নবী ﷺ সেই ব্যক্তির স্বপ্নে এসে বললেন: ‘উমরের কাছে যাও, তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দাও এবং বল: তোমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হবে। আর তাকে বল: বিচক্ষণতা অবলম্বন কর, বিচক্ষণতা অবলম্বন কর।’

---

[148] ইমাম আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী শাইবা (মৃত্যু: ২৩৫ হিজরি), *আল-মুসান্নাফ*। ১৭তম খণ্ড। কিতাবুল ফাযায়িল। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে” শীর্ষক অধ্যায়। হাদীস নং: ৩২৬৬৫। পৃষ্ঠা: ৬৩। তাহকীক: শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামাহ।

[149] হাফিয আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী*। তৃতীয় খণ্ড। কিতাবুল ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা)। “খরার সময় মানুষের ইমামের কাছে বৃষ্টির দোয়া প্রার্থনা” শীর্ষক অধ্যায়। হাদীস নং: ১০১০-এর আলোচনার অধীনে।

[150] ইমাম ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর (মৃত্যু: ৭৭৪ হিজরি), *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*। ১৮ হিজরির ঘটনাবলি (সানাতু সামানিয়া ‘আশরাহ) অধ্যায়। পৃষ্ঠা: ৯১–৯২। প্রকাশনা: মাকতাবাতু দারিল মা‘আরিফ।

[151] ইমাম ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর (মৃত্যু: ৭৭৪ হিজরি), *মুসনাদুল ফারূক*। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৩।

বর্ণনাকারী বলেন: তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বললেন: 'হে আমার রব! আমি কোনো ত্রুটি করি না, তবে যা আমার সাধ্যের বাইরে চলে যায় তা ছাড়া।'''। [152]

ইমাম আবূ ইয়া'লা আল-খলীলী (মৃত্যু: ৪৪৬ হিজরি) এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে অতিরিক্তভাবে বলা হয়েছে:

"বলা হয় যে, আবূ সালিহ মালিক আদ-দারের নিকট থেকে এ হাদীস সরাসরি শুনেছেন।"

সনদে বর্ণিত হয়েছে:

''আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনিল ফাতহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-বাগাভী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ খাইসামাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে খাযিম আদ-দারীর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আল-আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে বর্ণনা করেছেন।

মালিক আদ-দার বলেন:

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মানুষ খরায় আক্রান্ত হলো। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে বললেন:

'হে আল্লাহর নবী! আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন।'

فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ " :ائْتِ عُمَرَ , فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ , وَقُلْ لَهُ :إِنَّكُمْ مُسْقَوْنَ , فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ , فَبَكَى عُمَرُ , وَقَالَ :يَا رَبِّ , مَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ يُقَالُ :إِنَّ أَبَا صَالِحٍ سَمِعَ مَالِكَ الدَّارِ هَذَا الْحَدِيثَ , وَالْبَاقُونَ أَرْسَلُوهُ ".

অতঃপর সে স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখল। নবী ﷺ বললেন:

'উমরের কাছে যাও, তাকে আমার সালাম পৌঁছে দাও এবং বল:

তোমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হবে। আর তাকে বল: বিচক্ষণতা অবলম্বন কর, বিচক্ষণতা অবলম্বন কর।'

বর্ণনাকারী বলেন: তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বললেন:

'হে আমার রব! আমি কোনো ত্রুটি করি না, তবে যা আমার সাধ্যের বাইরে তা ছাড়া।'

বলা হয়েছে: 'আবূ সালিহ মালিক আদ-দারের নিকট থেকে এ হাদীস সরাসরি শুনেছেন। আর অন্য বর্ণনাকারীগণ এটিকে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন।' [153]

আমি বলি:

''এ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, আবূ সালিহ মালিক আদ-দারের কাছ থেকে এ হাদীস সরাসরি শ্রবণ করেছেন।''

---

[152] আবূ বকর আহমদ ইবনে আবী খাইসামাহ (মৃত্যু: ২৭৯ হিজরি), *আত-তারীখুল কাবীর* (প্রসিদ্ধ নাম: *তারীখু ইবন আবী খাইসামাহ*), তৃতীয় খণ্ড, ''এরপর ১৮ হিজরি সাল শুরু হলো'' অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০, বর্ণনা নং ১৮১৮। তাহকীক: সালাহ ইবনে ফাতহী হিলাল। প্রকাশক: আল-ফারূক আল-হাদীসাহ, কায়রো। প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৪।

[153] আবূ ইয়া'লা আল-খলীলী, খলীল ইবনে আবদুল্লাহ আল-কাযভীনী (মৃত্যু: ৪৪৬ হিজরি), *আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি 'উলামা'ইল হাদীস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৩–৩১৪, তাহকীক: ড. মুহাম্মদ সাঈদ উমর ইদরীস, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরি, ৩ খণ্ড।

ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবনে আল-হুসাইন আল-বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরি) তাঁর *দালাইলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

''আবূ নসর ইবনে কাতাদাহ এবং আবূ বকর আল-ফারিসী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন: আবূ আমর ইবনে মাতার আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ বকর ইবনে আলী আয-যুহলী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইয়াহইয়া আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ মু'আবিয়াহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আ'মাশ থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মানুষ ভয়াবহ খরায় আক্রান্ত হয়। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে বললেন:

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন; কারণ তারা ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির স্বপ্নে এসে বললেন:

'উমরের কাছে যাও, তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দাও এবং জানিয়ে দাও যে, তোমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হবে। আর তাকে বল: বিচক্ষণতা অবলম্বন কর, বিচক্ষণতা অবলম্বন কর।'

অতঃপর সেই ব্যক্তি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বিষয়টি জানাল।

এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বললেন:

'হে আমার রব! আমি কোনো ত্রুটি করি না, তবে যা আমার সাধ্যের বাইরে তা ছাড়া।' [154]

তাঁরা বলেন:

''হাফিয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ *ফাতহুল বারী* (২/৪৯৫)-এ যে বলেছেন:

'ইবনু আবী শাইবা আবূ সালিহ আস-সাম্মান থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।'

তাঁর উদ্দেশ্য হলো, সনদটি আবূ সালিহ পর্যন্ত সহীহ। তিনি পুরো সনদকে সহীহ বলে রায় দেননি। এ কারণেই তিনি সাধারণভাবে 'রাওয়াহু ইবনু আবী শাইবাহ বি-ইসনাদিন সহীহ' (ইবনু আবী শাইবা এটি একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন) বলেননি, যেমন সাধারণত কোনো বর্ণনার পূর্ণ সনদের বিশুদ্ধতা ঘোষণা করতে বলা হয়।

আর ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (২/৪১২)-এ যে বলেছেন:

'আল-আ'মাশ আবূ সালিহ থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে বর্ণনা করেছেন...'

তাতেও তিনি বর্ণনাটিকে সহীহ বা দুর্বল—কোনোটিই বলেননি; বরং শুধু সনদটি উল্লেখ করেছেন।[155]

তাঁরা বলেন:

''মালিক আদ-দার একজন মাজহূল (অপরিচিত) রাবী।''

আর তাঁদের কেউ কেউ বলেন:

---

[154] আবূ বকর আহমদ ইবনে আল-হুসাইন আল-বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরি), *দালাইলুন নুবুওয়াহ ওয়া মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরী'আহ*, ''নবী ﷺ-এর যুগে তাঁর নবুওয়তের নিদর্শনসমূহ স্বপ্নে প্রত্যক্ষকারীদের বর্ণনা এবং তা থেকে তাঁর সত্যতার প্রমাণ'' অধ্যায়, ''স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখার বর্ণনা'' শীর্ষক পরিচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭, তাহকীক: ড. আবদুল মু'তী কাল'আজী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ও দারুর রাইয়্যান লিত্তুরাস, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি / ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ, মোট ৭ খণ্ড।

[155] শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

''আল-আ'মাশ একজন মুদাল্লিস (তাদলিসকারী) রাবী, এবং তিনি এখানে 'আন'আনা' (عن) পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন।'' [156]

শাইখ আল-আলবানী বলেন:

''আমি এ ঘটনাটির সহীহ হওয়া মেনে নিই না; কারণ মালিক আদ-দার ন্যায়পরায়ণতা (আদালাহ) ও নির্ভুল সংরক্ষণশক্তি (যাবত)-এর দিক থেকে পরিচিত নন।'' (অর্থাৎ তাঁর মতে মালিক আদ-দারের নির্ভরযোগ্যতা যথেষ্টভাবে প্রমাণিত নয়)। [157]

---

[156] ড. তালিব ইবনে উমর ইবনে হায়দারাহ আল-কাসীরী।

[157] আল-আলবানী বলেন:

''আমি বলছি, হাফিয ইবনু হাজার *ফাতহুল বারী* (২/৩৯৭)-এ বলেছেন:

'ইবনু আবী শাইবা আবূ সালিহ আস-সাম্মান থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে একটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন...'

আমি এর উত্তরে কয়েকটি কথা বলব:

প্রথমত: আমরা এ ঘটনাটির বিশুদ্ধতা মেনে নিচ্ছি না। কারণ মালিক আদ-দারের ন্যায়পরায়ণতা (আদালাহ) ও সংরক্ষণশক্তি (যাবত) প্রমাণিত নয়। অথচ সহীহ সনদের জন্য এ দু'টি মৌলিক শর্ত। ইবনু আবী হাতিম তাঁকে *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে শুধু আবূ সালিহের নাম উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে তিনি অজ্ঞাত (মাজহূল)। ইবনু আবী হাতিম তাঁর সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্যতার মন্তব্যও উল্লেখ করেননি। ফলে তাঁর অজ্ঞাত অবস্থা বহাল থাকে।

হাফিয ইবনু হাজারের 'সহীহ সনদে' কথাটি পুরো সনদের জন্য নয়; বরং আবূ সালিহ পর্যন্ত। যদি তিনি পুরো সনদকে সহীহ মনে করতেন, তাহলে সরাসরি বলতেন: 'মালিক আদ-দার থেকে... এর সনদ সহীহ।' কিন্তু তিনি তা বলেননি।

এটি হাদীসশাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম বিষয়, যা এ বিদ্যার অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝতে পারেন।

এ মতকে আরও শক্তিশালী করে যে, হাফিয আল-মুনযিরী *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব*-এ মালিক আদ-দারের অন্য একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন: 'মালিক আদ-দারকে আমি চিনি না।'

একই কথা হাইসামীও *মাজমাউয যাওয়াইদ*-এ বলেছেন।

অতএব, মালিক আদ-দারের অজ্ঞাত হওয়ার কারণে মূল বর্ণনাটিই দুর্বল।

দ্বিতীয়ত: এ ঘটনা শরীআতে প্রমাণিত ইস্তিসকার (বৃষ্টির জন্য সালাত ও দোয়া) বিধানের বিরোধী। কুরআনেও আল্লাহ বলেন:

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুর্ভিক্ষের সময় আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। সালাফদের কারও থেকে প্রমাণিত নয় যে তারা নবী ﷺ-এর কবরের কাছে গিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া চেয়েছেন। যদি এটি শরীআতসম্মত হতো, তবে অন্তত একবার হলেও তারা তা করতেন।

তৃতীয়ত: ধরা যাক ঘটনাটি সহীহ। তবুও এতে কোনো দলীল নেই। কারণ পুরো ঘটনা এমন এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং তিনিও অজ্ঞাত।

সাইফ ইবনে উমরের বর্ণনায় তার নাম বিলাল ইবনুল হারিস বলা হয়েছে; কিন্তু সাইফ অত্যন্ত দুর্বল রাবী। বরং ইবনু হিব্বান বলেছেন: 'সে নির্ভরযোগ্য রাবীদের নামে জাল হাদীস বর্ণনা করত।' এমন ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুর্থত: এ বর্ণনায় নবী ﷺ-এর সত্তার মাধ্যমে তাওয়াসসুলের কথা নেই; বরং তাঁর কাছে দোয়া চাওয়ার কথা আছে—'আপনি আপনার উম্মাতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন।'

এটি ভিন্ন একটি বিষয়। সালাফদের কোনো আলিম নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে এসে এভাবে দোয়া চাওয়াকে বৈধ বলেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন:

আমি বলি:

এ এক হাস্যকর তাহকীক! تحقيق مُضْحِكٌ

তাঁদের এ কথার ব্যাপারে যে,

"হাফিযের 'সহীহ সনদ' বলার উদ্দেশ্য আবূ সালিহ পর্যন্ত; তিনি পুরো সনদকে সহীহ বলেননি"—

আমি বলি, এর দ্বারা তারা নিজেরাই প্রমাণ করেছে যে তারা গভীর সংকটে পতিত হয়েছে এবং তাদের বুকে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এ সংকট থেকে বের হওয়ার কোনো পথ না পেয়ে তারা লজ্জাজনক ও অপমানজনক এক নতুন ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করেছে। তারা মনে করেছে, হাফিয ইবনু হাজার যেন তাদের জন্য এমন কিছু রেখে গেছেন, যা তাদের পরাজয় থেকে উদ্ধার করবে!

তারা এ বিষয়টিও ভুলে যায় যে, ইমাম ইবনু কাসীরও *মুসনাদুল ফারূক* এবং *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*—উভয় গ্রন্থেই এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন।

আমি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সঠিক বুঝ প্রার্থনা করি। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই এক বিপদ ও ফিতনার মধ্যে রয়েছে।

এরপর তাদের আরেক সঙ্গী আপত্তি উত্থাপন করে বলে:

"আল-আ'মাশ এ সনদে 'আন'আনা' (عن) করেছেন, আর তিনি তো মুদাল্লিস!"

কিন্তু এ হতভাগা জানেই না যে, আল-আ'মাশের আবূ সালিহ থেকে 'আন'আনা'সহ বহু বর্ণনা *সহীহ কিতাবে* এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিদ্যমান।

আল-আ'মাশের 'আন'আনা' অন্যদের মতো নয়। হাফিয ইবনু হাজার তাঁর *তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন* গ্রন্থে এ বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও যথার্থ আলোচনা করেছেন।

'নবী ﷺ কিংবা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো নবী মানুষকে এ শিক্ষা দেননি যে তারা ফেরেশতা, নবী বা নেককার ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর বা অনুপস্থিত অবস্থায় ডেকে বলবে: আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন, আমাদের জন্য দোয়া করুন, আমাদের রিজিক, সাহায্য বা ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

কেউ যেন না বলে: হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন; আমার গুনাহের অভিযোগ আমি আপনার কাছে করছি; আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী; আপনি আমাকে আশ্রয় দিন—ইত্যাদি।

এ ধরনের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে বিদআত, যা কোনো সাহাবী, তাবিঈ, চার ইমাম বা মুসলিম উম্মাহর কোনো স্বীকৃত ইমাম সুপারিশ করেননি।

সাহাবাগণ নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর বহু দুর্ভিক্ষ, ভয়, শত্রুর আক্রমণ ও অন্যান্য বিপদে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কেউ নবী ﷺ-এর কবরের কাছে গিয়ে বলেননি:

'আমরা দুর্ভিক্ষের অভিযোগ আপনার কাছে করছি' বা 'আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।'

বরং এসব নবউদ্ভাবিত বিদআতের অন্তর্ভুক্ত, যা কোনো ইমাম মুস্তাহাব বলেননি। আর যে বিদআত ওয়াজিবও নয়, মুস্তাহাবও নয়, তা মুসলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী নিন্দনীয় বিদআত ও গোমরাহী।'

— আল-আলবানী, *আত-তাওয়াসসুল: আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু*, পৃ. ১১৮।

আল-আ'মাশের [158] 'আন'আনা' এবং অসহায় আপত্তিকারীদের জবাব

আমি বলি:

হ্যাঁ, এ সনদে আল-আ'মাশ 'আন'আনা' করেছেন। ইবনু আবী শাইবার সনদ হলো:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ الدَّارِ...

"আমাদেরকে আবূ মু'আবিয়াহ বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আ'মাশ থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে..."

প্রথমত: আল-আ'মাশ মুদাল্লিসদের দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর 'আন'আনা' গ্রহণযোগ্য এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

"দ্বিতীয় স্তর: যাদের তাদলিসকে ইমামগণ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের হাদীস সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন; কারণ তারা ইমামতুল্য মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাদের তাদলিস তাদের বিপুল বর্ণনার তুলনায় খুবই কম। যেমন সুফিয়ান আস-সাওরী। অথবা তারা কেবল নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) ব্যক্তিদের থেকেই তাদলিস করতেন, যেমন ইবনু উয়াইনাহ।" [159]

আর আল-আ'মাশ, অর্থাৎ সুলাইমান ইবনে মিহরান আল-আ'মাশ, (মুদাল্লিসদের দ্বিতীয় স্তরে ৫৫ নম্বর) কুফার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ক্বারী ছিলেন। তিনি তাদলিস করতেন। কারাবীসী, নাসাঈ, দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। [160]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সালিহ থেকে আল-আ'মাশের 'আন'আনা'সহ কিছু বর্ণনা:

قال البخاري: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، **عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَهْوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا، لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ". [161]

وقال البخاري: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، **حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ". [162]

---

[158] সুলাইমান ইবনে মিহরান আল-আ'মাশ আবূ মুহাম্মদ আল-আসাদী আল-কাহিলী (১০ মুহাররম ৬১ হিজরি – ১৪৮ হিজরি) ছিলেন একজন তাবিঈ, নবীজীর হাদীসের অন্যতম হাফিয (মুখস্থকারী ও সংরক্ষক) এবং নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মুহাদ্দিস।

[159] ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরি), *تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس* (তাদলিসে অভিযুক্ত রাবীদের স্তরসমূহের পরিচয়), ইবনু হাজারের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৩, তাহকীক: ড. আসিম ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুরাইউতী, মাকতাবাতুল মানার, আম্মান, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি / ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৭১।

[160] প্রাগুক্ত পৃ ৩৩

[161] বুখারী, কিতাবুত্তাওহীদ ৭৫২৮/ কিতাবুত্তামান্নী ৭২৩২।

[162] বুখারী ৭৪৯২

قال مسلم: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، **حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " رُؤْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ " . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " .[163]

قال مسلم: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، **حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ**، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ[164]

ইমাম যাহাবী আল-আ'মাশের 'আন'আনা' সম্পর্কে বলেন:

আমি বলি, তিনি তাদলিস করতেন। কখনও কখনও দুর্বল রাবী থেকেও তাদলিস করতেন, অথচ তা জানা যেত না। তাই যখন তিনি 'হাদ্দাছানা' (আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন) বলেন, তখন কোনো আলোচনা নেই। কিন্তু যখন 'আন' (থেকে) বলেন, তখন তাদলিসের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তবে যেসব শায়খ থেকে তিনি অধিক পরিমাণে বর্ণনা করেছেন, যেমন ইবরাহীম (আন-নাখাঈ), ইবনু আবী ওয়াইল এবং আবূ সালিহ আস-সাম্মান—তাদের থেকে তাঁর বর্ণনাকে সংযুক্ত (মুত্তাসিল) বলে গণ্য করা হয়।[165]

আল-আলবানী আল-আ'মাশের আবূ সালিহ থেকে 'আন'আনা' সম্পর্কে বলেন:

''আল-আ'মাশ যে আবূ সালিহ থেকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে বর্ণনা করেছেন, এটি সুপরিচিত বিষয়। তাই এ ধরনের বর্ণনা যখন আসে, তখন আল-আ'মাশের 'আন'আনা' গ্রহণ করতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকে না।'' [166]

তিনি (*সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ*-এ) বলেন:

''এটি একটি সুস্পষ্ট আপত্তি, যদি এ ভিত্তিতে বলা হয় যে আল-আ'মাশ মুদাল্লিস ছিলেন এবং এখানে তিনি স্পষ্টভাবে 'হাদ্দাছানা' (আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন) বলেননি।

কিন্তু মুহাদ্দিসগণ আল-আ'মাশের 'আন'আনা'যুক্ত বর্ণনাগুলো গ্রহণ করে এসেছেন, যতক্ষণ না তাতে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা') প্রমাণিত হয়।

ইমাম যাহাবী তাঁর *আল-মীযান* গ্রন্থে আল-আ'মাশের জীবনীতে বলেছেন:

'যখন তিনি ''আন'' (থেকে) বলেন, তখন তাদলিসের সম্ভাবনা থাকে; তবে যেসব শায়খ থেকে তিনি অধিক পরিমাণে বর্ণনা করেছেন, যেমন ইবরাহীম, আবূ ওয়াইল এবং আবূ সালিহ আস-সাম্মান, তাদের থেকে তাঁর বর্ণনাকে সংযুক্ত (মুত্তাসিল) বলে গণ্য করা হয়।'

তাঁর এ বক্তব্য থেকে উদ্দেশ্য হলো, আল-আ'মাশের 'আন'আনা'র কারণে সব বর্ণনাকে একেবারে অগ্রহণযোগ্য বলা যায় না।

এটাই মুহাক্কিক আলিমদের পদ্ধতি, যেমন ইবনু হাজার এবং অন্যান্যগণ।

---

163 মুসলিম ২২৬৩

164 মুসলিম ১১০৩

165 শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরি), *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল*, ''সুলাইমান ইবনে মিহরান আল-কাহিলী আল-কূফী আল-আ'মাশ, আবূ মুহাম্মদ; তিনি নির্ভরযোগ্য ইমামদের অন্যতম এবং ছোট তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে কেবল তাদলিসের অভিযোগই উত্থাপিত হয়েছে'', ক্র. নং ৩৫১৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪, তাহকীক: আলী মুহাম্মদ আল-বাজাভী, দারুল মা'রিফাহ লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৩৮২ হিজরি / ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট ৪ খণ্ড।

166 আল-আলবানীর ওয়েবসাইটে (তাঁর অডিও বক্তৃতা থেকে) উদ্ধৃত।

এমনকি ইমাম মুনযিরীও এ নীতির অনুসারী ছিলেন। আল-আ'মাশের বহু 'আন'আনা'যুক্ত হাদীস তিনি সহীহ বলেছেন; শুধু তিনিই নন, অন্যান্য আলিমগণও তা সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন।[167]

আমি বলি:

আল-আ'মাশের 'আন'আনা'কে কেন্দ্র করে হাদীসটি দুর্বল প্রমাণ করার জন্য এখন তাদের হাতে আর কোনো যুক্তি অবশিষ্ট রইল না। তাই আমরা বলি: "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"

আর তাদের এ কথা যে, 'মালিক আদ-দার মাজহূল (অপরিচিত)'—এটি একটি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য।

মালিক আদ-দার (মৃত্যু আনুমানিক ৬১–৭০ হিজরির মধ্যে) [168], তাঁর নাম মালিক ইবনে ইয়ায; তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস ছিলেন। তিনি তাবিঈদের প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), বরং অত্যন্ত উচ্চস্তরের সিকাহ রাবী; একজন সুপরিচিত মুখাদরাম (যিনি জাহেলিয়াত ও ইসলামের যুগ উভয়ই পেয়েছেন)।

তাঁর নির্ভরযোগ্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁকে বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

ইমাম ইবনু কাসীর বলেন: "অনেক ইমাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয যাকে কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করতেন, তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বলে গণ্য হতেন।" 169

ইমাম ইবনু সা'দ (মৃত্যু: ২৩০ হিজরি) বলেন:

"মালিক আদ-দার ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তারা হিমইয়ার গোত্রের জাবালান শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। মালিক আদ-দার আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন। তাঁর থেকে আবূ সালিহ আস-সাম্মান বর্ণনা করেছেন। [170] আর তিনি ছিলেন সুপরিচিত (মা'রূফ)। [171]"

---

167 মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (মৃত্যু: ১৪২০ হিজরি), *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ওয়া শাইউন মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং ১৭৯৪, মোট ৭ খণ্ড।

168 যাহাবী তাঁকে *তারীখুল ইসলাম* গ্রন্থে সপ্তম স্তরের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন; আর এ স্তরটি ৬১ হিজরি থেকে ৭০ হিজরির মধ্যবর্তী সময়ের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত।

169 আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী আল-বসরী অতঃপর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৭৭৪ হিজরি), *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৭১০, "অতঃপর ১০১ হিজরি সাল শুরু হলো—নিশ্চয় আল্লাহ এ উম্মতের জন্য প্রতি একশত বছরের শুরুতে এমন একজনকে প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের দ্বীনের বিষয়কে নবায়ন করবেন" অধ্যায়, তাহকীক: আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন আত-তুরকী, দারু হিজর লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী' ওয়াল-ই'লান, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ; প্রকাশনা: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট ২১ খণ্ড।

170 আবূ সালিহ আস-সাম্মান ছিলেন একজন তাবিঈ এবং নববী হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী। তাঁর নাম ছিল যাকওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্তদাস ছিলেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তাঁর জন্ম উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে হয়। তিনি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহ অবরোধ ও শাহাদাতের ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ১০১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

171 মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আল-হাশিমী আল-বসরী, যিনি ইবনু সা'দ নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ২৩০ হিজরি), *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রথম তাবাকাহ, "মালিক আদ-দার, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর

ইমাম বুখারী (মৃত্যু: ২৫৬ হিজরি) বলেন:

"মালিক ইবনে ইয়ায আদ-দার। (তিনি বর্ণনা করেন যে) দুর্ভিক্ষের সময় উমর বলেছিলেন: 'হে আমার রব! আমি কোনো ত্রুটি করি না, তবে যা আমার সাধ্যের বাইরে তা ছাড়া।'

এ বর্ণনাটি আলী (ইবনুল মাদীনী) বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে খাযিম থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে। [172]

ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবনে আবী খাইসামাহ (মৃত্যু: ২৭৯ হিজরি) বলেন:

"আমি মুস'আব ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি: মালিক আদ-দার ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তিনি আবূ বকর ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বংশধরগণ জাবালান গোত্রের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করতেন। মালিক আদ-দার থেকে আবূ সালিহ যাকওয়ান বর্ণনা করেছেন। [173]

আসরাম আমাদের কাছে আবূ উবাইদাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"মালিক আদ-দার ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর পরিবারের খাদ্যশস্য পরিমাপ ও বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। পরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলে মালিককে 'দারুল-কাস' (রাষ্ট্রের ভাণ্ডার বা কোষাগার)-এর দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এ কারণে তিনি 'মালিক আদ-দার' (ভাণ্ডার/কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক মালিক) নামে পরিচিত হয়ে যান।" [174]

ইমাম ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী (মৃত্যু: ৩২৭ হিজরি) বলেন:

"মালিক ইবনে ইয়ায, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তিনি আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ সালিহ আস-সাম্মান বর্ণনা করেছেন। আমি আমার পিতাকে এ কথা বলতে শুনেছি।" [175]

ইমাম ইবনু হিব্বান (মৃত্যু: ৩৫৪ হিজরি) তাঁর *আস-সিকাত* গ্রন্থে বলেন:

"মালিক ইবনে ইয়ায আদ-দার উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ সালিহ আস-সাম্মান বর্ণনা করেছেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস ছিলেন। তাঁর মূল নিবাস ছিল জাবালান।"[176]

মুক্তদাস", ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮, ক্র. নং ৫৯৮, তাহকীক: মুহাম্মদ আবদুল কাদির আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি / ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ, মোট ৯ খণ্ড।

[172] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে আল-মুগীরাহ আল-বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ (মৃত্যু: ২৫৬ হিজরি), *আত-তারীখুল কাবীর*, "মালিক ইবনে ইয়ায আদ-দার", ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪, ক্র. নং ১২৯৫, প্রকাশনা: দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, দক্কন; তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত: মুহাম্মদ আবদুল মু'ঈদ খান, মোট ৮ খণ্ড।

[173] *আত-তারীখুল কাবীর* (প্রসিদ্ধ নাম: *তারীখু ইবন আবী খাইসামাহ*), তৃতীয় সফর (খণ্ড), "অতঃপর ১০ হিজরি সাল শুরু হলো" অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০, বর্ণনা নং ১৮১৭।

[174] *আত-তারীখুল কাবীর* (প্রসিদ্ধ নাম: *তারীখু ইবন আবী খাইসামাহ*), তৃতীয় সফর (খণ্ড), "অতঃপর ১০ হিজরি সাল শুরু হলো" অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০, বর্ণনা নং ১৮১৯।

[175] ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী (মৃত্যু: ৩২৭ হিজরি), *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৩, ক্র. নং ৯৪৪, প্রকাশক: মাজলিসু দায়িরাতিল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, দক্কন, ভারত; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৩৭১ হিজরি / ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।

[176] ইবনু হিব্বান (মৃত্যু: ৩৫৪ হিজরি), *আস-সিকাত*, ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় মুদ্রিত, তত্ত্বাবধানে: ড. মুহাম্মদ আবদুল মু'ঈদ খান, পরিচালক, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ; প্রকাশক:

ইমাম আবূ ইয়া'লা আল-খলীলী (মৃত্যু: ৪৪৬ হিজরি) বলেন:

مَالِكُ الدَّارِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الرِّعَاءِ عَنْهُ :تَابِعِيٌّ , قَدِيمٌ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , أَثْنَى عَلَيْهِ التَّابِعُونَ

"মালিক আদ-দার, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তিনি একজন তাবিঈ, প্রাচীন যুগের মানুষ, তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সর্বসম্মতি রয়েছে। তাবিঈগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন।

وَلَيْسَ بِكَثِيرِ الرِّوَايَةِ , رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , وَعُمَرَ وَقَدِ انْتَسَبَ وَلَدُهُ إِلَى جُبَلَانَ

যদিও তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন না। তিনি আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বংশধরগণ জাবালান গোত্রের দিকে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করতেন।" [177]

"মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (متفق عليه)" কথাটির অর্থ হলো—তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে এবং তিনি উচ্চস্তরের বিশ্বস্ত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তাঁকে নিয়োগের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইমাম যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরি) বলেন:

"মালিক ইবনে ইয়াযা আল-মাদানী, যিনি 'মালিক আদ-দার' নামে পরিচিত। তিনি আবূ বকর, উমর এবং মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর দুই পুত্র আউন ও আবদুল্লাহ, আবূ সালিহ আস-সাম্মান এবং আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' বর্ণনা করেছেন। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোষাধ্যক্ষ (খাজাঞ্চি) ছিলেন।" [178]

হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরি) *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থে বলেন:

"মালিক ইবনে ইয়াযা, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তিনিই 'মালিক আদ-দার' নামে পরিচিত। তিনি সাহাবীদের যুগ লাভ করেছিলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রবণ করেছিলেন। তিনি আবূ বকর, উমর, মু'আয এবং আবূ উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ সালিহ আস-সাম্মান এবং তাঁর দুই পুত্র আউন ও আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, দক্কন, ভারত; ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হিজরি / ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট ৯ খণ্ড।

[177] আবু ইয়া'লা আল-খলীলী, খলীল ইবন আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন ইবরাহীম ইবন আল-খলীল আল-কাযভীনী (মৃত্যু ৪৪৬ হিজরি), আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি উলামাইল হাদীস, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৩, তাহকীক: ড. মুহাম্মদ সাঈদ উমর ইদরীস, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরি, মোট খণ্ড: ৩।

[178] শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীরি ওয়াল আ'লাম, সপ্তম স্তর (৬১–৭০ হিজরি), "মালিক ইবন ইয়াযা আল-মাদানী"-এর জীবনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭০৫, ক্রমিক নং ৯৪, তাহকীক, পাঠ-সম্পাদনা ও টীকা: ড. বাশশার আওয়াদ মা'রূফ, প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৭।

ইমাম বুখারী *আত-তারীখ* গ্রন্থে আবূ সালিহ যাকওয়ান থেকে, তিনি মালিক আদ-দার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির অভাবে বলেছিলেন:

'হে আমার রব! আমি কোনো ত্রুটি করি না, তবে যা আমার সাধ্যের বাইরে তা ছাড়া।'

ইবনু আবী খাইসামাহ একই সূত্রে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে আছে:

মানুষ উমরের যুগে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলে এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের কাছে এসে বলল:

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন।'

অতঃপর নবী ﷺ তাকে স্বপ্নে এসে বললেন:

'উমরের কাছে যাও এবং বল: তোমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হবে...'

তখন উমর কেঁদে ফেললেন এবং বললেন:

'হে আমার রব! আমি কোনো ত্রুটি করি না, তবে যা আমার সাধ্যের বাইরে তা ছাড়া।'

আর আমরা দাউদ ইবনে আমর আদ-দাব্বীর *ফাওয়ায়িদ* গ্রন্থে বাগাভীর সংকলনে আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' আল-মাখযূমীর সূত্রে মালিক আদ-দার থেকে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন:

'একদিন উমর ইবনুল খাত্তাব আমাকে ডাকলেন। তখন তাঁর কাছে চারশত দিনার স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি থলি ছিল। তিনি বললেন: এটি আবূ উবাইদার কাছে নিয়ে যাও...' এরপর তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

ইবনু সা'দ তাঁকে মদীনার প্রথম স্তরের তাবিঈদের মধ্যে উল্লেখ করে বলেন:

'তিনি আবূ বকর ও উমর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।'

আবূ উবাইদাহ বলেন:

'উমর তাঁকে তাঁর পরিবারের খাদ্যশস্য পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পরে উসমান তাঁকে বণ্টন বিভাগের দায়িত্ব দেন। তখন থেকেই তাঁর নাম হয় মালিক আদ-দার।'

আর ইসমাঈল আল-কাযী, আলী ইবনুল মাদীনীর সূত্রে বলেন:

'মালিক আদ-দার ছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোষাধ্যক্ষ (খাজাঞ্চি)।'''[179]

ইমাম আল-ফাইয়ূমী আল-কাহিরী (মৃত্যু: ৮৭০ হিজরি) বলেন:

'মালিক আদ-দার' বলতে মালিক ইবনে ইয়াযকে বোঝানো হয়েছে, যিনি মালিক আদ-দার নামে পরিচিত। তিনি মদীনাবাসী ছিলেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তাঁকে 'আল-জাবালানী'ও বলা হয়। তিনি আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব, আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ এবং মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

তাঁর থেকে আবূ সালিহ আস-সাম্মান, আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' এবং তাঁর দুই পুত্র আউন ইবনে মালিক ও আবদুল্লাহ ইবনে মালিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে শামে গিয়েছিলেন, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জাবিয়ায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক ভাষণও প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

---

[179] ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরি), *আল-ইসাবাহ ফী তামইয়ীযিস সাহাবাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৬, ''মালিক ইবনে ইয়ায'', ক্র. নং ৮৩৭৫, তাহকীক: আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ ও আলী মুহাম্মদ মু'আওয়াদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি, মোট ৮ খণ্ড।

আবূ উবাইদাহ বলেন: উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর পরিবারের খাদ্যশস্য পরিমাপ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বণ্টন বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। তখন থেকেই তিনি 'মালিক আদ-দার' নামে পরিচিত হন।

আর ইসমাঈল আল-কাযী, আলী ইবনুল মাদীনীর সূত্রে বলেন: 'মালিক আদ-দার ছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোষাধ্যক্ষ (খাজাঞ্চি)।[180]

মুখাদরামগণ কারা?

হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরি) বলেন:

"সাহাবী ও তাবিঈদের মাঝখানে আরেকটি শ্রেণি রয়েছে। এদেরকে কোন শ্রেণিভুক্ত করা হবে, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এরা হলেন 'মুখাদরাম'—যারা জাহেলিয়াত যুগ ও ইসলামের যুগ উভয়ই পেয়েছেন, কিন্তু নবী ﷺ-কে দেখেননি।

ইবনু আবদিল বার তাঁদেরকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। কাযী ইয়ায এবং অন্যরা দাবি করেছেন যে, ইবনু আবদিল বার তাঁদেরকে সাহাবী বলেছেন। তবে এ দাবির মধ্যে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। কারণ তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাতে তাঁর গ্রন্থটি প্রথম যুগের সকল ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্তকারী ও পূর্ণাঙ্গ হয়।

সঠিক মত হলো, তাঁরা বড় তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি বিশেষ নবী ﷺ-এর যুগে মুসলিম ছিলেন কি না—যেমন নাজাশী—তা জানা থাকুক বা না থাকুক।

তবে যদি প্রমাণিত হয় যে, ইসরার রাতে নবী ﷺ-এর সামনে পৃথিবীর সকল মানুষ উন্মোচিত করা হয়েছিল এবং তিনি তাঁদের দেখেছিলেন, তাহলে যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন—যদিও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি—তাঁদেরকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা উচিত। কারণ সে ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি (রু'ইয়াহ) সংঘটিত হয়েছে।" [181]

আলবানীর এ বক্তব্য সম্পর্কে:

"ইবনু আবী হাতিম তাঁকে *আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল* (৪/১/২১৩)-এ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আবূ সালিহ ছাড়া তাঁর থেকে আর কোনো বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। এ মতকে আরও শক্তিশালী করে যে, ইবনু আবী হাতিম নিজেও—তাঁর ব্যাপক মুখস্থশক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও—তাঁর সম্পর্কে

---

[180] আবু মুহাম্মদ হাসান ইবন আলী ইবন সুলাইমান আল-বদর আল-ফাইয়ূমী আল-কাহিরী (৮০৪–৮৭০ হিজরি), ফাতহুল কারীবিল মুজীব 'আলাত তারগীবি ওয়াত তারহীব লিল ইমাম আল-মুনযিরী (মৃত্যু ৬৫৬ হিজরি), কিতাবুস সদাকাত, "উদারতার সঙ্গে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার উৎসাহ এবং কৃপণতার কারণে সম্পদ আটকে রাখা ও সঞ্চয় করার ভয়াবহতা" অধ্যায়, হাদিস নং ১৩৬৯, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫০৮, গবেষণা, তাহকীক ও তাখরীজ: অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসহাক মুহাম্মদ আলে ইবরাহিম, প্রকাশক: তাহকীককারী, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৯ হিজরি / ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৫।

[181] আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হিজরি), নুযহাতুন নাযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার ফী মুসতালাহি আহলিল আছার, "রাবীর প্রতি আপত্তি ও তার কারণসমূহ" অধ্যায়, "তাবিঈ" শীর্ষক আলোচনা, পৃষ্ঠা ১৫৫, তাহকীক ও টীকা: অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ইবন দাইফিল্লাহ আর-রুহাইলী, প্রকাশক: তাহকীককারী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪৪৩ হিজরি / ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ২৩৯।

কোনো তাওসীক (নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি) উল্লেখ করেননি। ফলে তাঁর মাজহূল হওয়ার অবস্থাই বহাল থাকে।''

আমি বলি:

এটি এমন এক উদ্ভাবিত দাবি, যার ভিত্তি হয় হাদীস ও তার শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা, নয়তো আলোচ্য হাদীস ও তার অর্থকে দুর্বল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি।

নচেৎ কি এমন কোনো মূলনীতি আছে যে, ইবনু আবী হাতিম যার থেকে মাত্র একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাজহূল হয়ে যাবেন?

মালিক আদ-দার থেকে চারজন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন:

হাফিয ইবনু হাজার *আল-ইসাবাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মালিক আদ-দার থেকে নিম্নোক্ত চারজন বর্ণনা করেছেন:

১. আবূ সালিহ আস-সাম্মান।

২. তাঁর পুত্র আউন ইবনে মালিক।

৩. তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে মালিক।

৪. আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' আল-মাখযূমী।

আর ইবনু আবী হাতিমের এ বক্তব্য:

''তাঁর থেকে আবূ সালিহ আস-সাম্মান বর্ণনা করেছেন—আমি আমার পিতাকে এ কথা বলতে শুনেছি।''

এর অর্থ কখনোই এই নয় যে, আবূ সালিহ ছাড়া আর কেউ তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি। বরং এটি কেবল আবূ সালিহের বর্ণনার উল্লেখমাত্র; অন্য বর্ণনাকারীদের অস্বীকার বা নাকচ করার কোনো বক্তব্য এতে নেই।

ইমাম সাখাবী বলেন:

وَعِبَارَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ "**:مَنْ رَوَى عَنْهُ ثِقَتَانِ فَقَدِ ارْتَفَعَتْ جَهَالَتُهُ، وَثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ**

ইমাম দারাকুতনীর বক্তব্য হলো: 'যে রাবী থেকে দুইজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তার অজ্ঞাততা (জাহালাত) দূর হয়ে যায় এবং তার ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) প্রতিষ্ঠিত হয়। [182]

হাদীসশাস্ত্রের স্বীকৃত নীতিমালা

وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِي مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ جَرْحٌ وَلَا تَعْدِيلٌ فَهُوَ جَائِزُ الْحَدِيثِ، مَقْبُولٌ.

وَمَنْ اخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ كَمَالِكِ الدَّارِ يُعْتَبَرُ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ لَا يُسْأَلُ عَنْ حَالِهِمْ.

---

[182] আল-সাখাবী (মৃত্যু: ৯০২ হিজরি), *ফাতহুল মুগীস বি শারহি আলফিয়্যাতিল হাদীস লিল-ইরাকী*, ''যাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য এবং যাদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত'' অধ্যায়, ''মাজহূল রাবী সম্পর্কে মতভেদ'' পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪, তাহকীক: আলী হুসাইন আলী, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, মিসর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট ৪ খণ্ড।

হাদীসশাস্ত্রের স্বীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী, যে রাবীর ব্যাপারে কোনো জারহ (সমালোচনা) বা তা'দীল (নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি) প্রমাণিত না হয়, তার হাদীস গ্রহণযোগ্য (জায়িযুল হাদীস) বলে গণ্য হয়।

আর মালিক আদ-দারের মতো যাঁদের সাহাবী হওয়া-না-হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তাঁরা এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের অবস্থা সম্পর্কে আলাদা করে প্রশ্ন করা হয় না।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

"আর তাঁর (ঐ নারীর)[183] অবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে, তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তাঁর সাহাবী হওয়া প্রমাণিত না-ও হয়, তবুও তাঁর মতো ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না।"[184]

আলবানীর এ বক্তব্যকে দলিল হিসেবে পেশ করা যে, **"মালিক আদ-দারকে আমি চিনি না"**—এর অর্থ এই নয় যে অন্যরাও তাঁকে চিনতেন না।

মালিক আদ-দার—যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁর সাহাবী হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁকে সাহাবাগণ চিনতেন, তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সুপরিচিত ব্যক্তি, তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, তাবিঈগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে বহু মুহাদ্দিস ইমাম তাঁকে উল্লেখ ও গ্রহণ করেছেন। তাঁর থেকে নির্ভরযোগ্য ও দৃঢ়সংরক্ষণশীল (মুতকিন) রাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি ব্যর্থ চেষ্টা:

আলবানীর এ বক্তব্য সম্পর্কে:

"ধরে নিলাম ঘটনাটি সহীহ; তবুও এতে কোনো দলিল নেই। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু এমন এক ব্যক্তি, যার নাম উল্লেখ করা হয়নি; সুতরাং সেও মাজহূল। আর সাইফের বর্ণনায় তার নাম বিলাল বলা হয়েছে, কিন্তু এ সাইফ—অর্থাৎ সাইফ ইবনে উমর আত-তামীমী—মুহাদ্দিসদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল।"

আমি বলি:

আলোচ্য হাদীসকে দুর্বল প্রমাণ করার এটি আরেকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আমি আশা করি, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি এ মত থেকে ফিরে এসেছেন।

কারণ দলিল হওয়ার বিষয়টি উপস্থিত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়; বরং নির্ভর করে বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা এবং যিনি ঘটনাটি অনুমোদন করেছেন তাঁর উপর।

এখানে বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), আর ঘটনাটিকে অনুমোদনকারী হলেন সাইয়্যিদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

183 রাবাহের দাদীর নাম ছিল আসমা বিনতে সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফাইল।

184 আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিজরি), আত-তামইয়ীয ফী তালখীসি তাখরীজি আহাদীসি শারহিল ওয়াজীয, যা আত-তালখীসুল হাবীর নামে প্রসিদ্ধ, কিতাবুত তাহারাহ, "ওযুর সুন্নতসমূহ" অধ্যায়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯২, তাহকীক: ড. মুহাম্মদ আছ-সানী ইবন উমর ইবন মূসা, প্রকাশক: দারু আদওয়াইস সালাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৮ হিজরি / ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৭।

উদাহরণস্বরূপ, "গত রাতে তোমার বন্দী কী করেছিল?"—এই হাদীসটি। এখানে বন্দী ছিল ইবলীস, বর্ণনাকারী হলেন আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আর ঘটনাটির সত্যতা স্বীকারকারী হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে [185] বর্ণনা করেছেন।

---

[185] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضى الله عنه. قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَىَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ". فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَىَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ". فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ " مَا هِيَ ". قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَىْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ". قَالَ لاَ. قَالَ " ذَاكَ شَيْطَانٌ

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত (সদকাতুল ফিতর) পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এক রাতে একজন আগন্তুক এসে খাদ্যসামগ্রী থেকে মুঠো মুঠো নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম: "আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব।"

সে বলল: "আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার পরিবার-পরিজন আছে এবং আমি কঠিন প্রয়োজনে পড়েছি।"

তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকালে নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে আবূ হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দী কী করল?"

আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! সে তার কঠিন অভাব ও পরিবারের কথা বলেছিল। তাই আমি তার প্রতি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।"

নবী ﷺ বললেন: "সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে, এবং সে আবার আসবে।"

আমি বুঝলাম যে সে আবার আসবে; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে সে আসবে।

আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে আবার এলো এবং খাদ্য থেকে নিতে শুরু করল। আমি তাকে ধরে বললাম: "আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব।"

সে বলল: "আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার পরিবার আছে। আমি আর ফিরে আসব না।"

আমি তার প্রতি দয়া করে আবারও তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন: "হে আবূ হুরাইরা! তোমার বন্দী কী করল?"

আমি আগের মতোই ঘটনা বললাম।

তিনি বললেন: "সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে, এবং সে আবার আসবে।"

তৃতীয় রাতেও আমি তার জন্য অপেক্ষা করলাম। সে এলো এবং খাদ্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম: "এবার আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। এ নিয়ে তৃতীয়বার হলো। তুমি প্রতিবার বলো আর আসবে না, অথচ আবার ফিরে আসো।"

সে বলল: "আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে কিছু কথা শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন।"

আমি বললাম: "সেগুলো কী?"

তাহলে কি আল-আলবানীর অনুসারীরা এ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করবেন, কারণ ইবলীস তো মিথ্যাবাদী?

অর্থাৎ, দলিল ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি হলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং যিনি ঘটনাটি অনুমোদন বা সত্যায়ন করেছেন তাঁর বক্তব্য; ঘটনায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা শর্ত নয়। ইবলীস মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার একটি বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তখন সেই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়েছে। একইভাবে কোনো ঘটনার মূল দলিল তার নির্ভরযোগ্য সনদ ও অনুমোদনের উপর নির্ভর করে, কেবল ঘটনায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির পরিচয় বা অবস্থা দ্বারা তা বাতিল হয়ে যায় না।

নোটঃ মালিক আদ-দার যাকে দেখলেন তিনি হয়তো সাহাবী ছিলেন না, তবে সাহাবী উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা গ্রহণ করেছেন বিধায় এই অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করলাম।

আপনি কেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন

ইমাম মালিক (রহ.) আবু জাফর আল-মানসূরকে বলেছিলেনঃ

وَلِم تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عيه السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعهُ اللَّهُ

"আপনি কেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, অথচ তিনি আপনার এবং আপনার পিতা আদম (আ.)-এর জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ওসীলা? বরং তাঁর দিকেই মুখ করুন এবং তাঁর মাধ্যমে শাফা'আত প্রার্থনা করুন; তাহলে আল্লাহ তাঁকে শাফা'আত করার অনুমতি দেবেন।"

কাদ্বী ইয়াদ্ব বর্ণনা করেনঃ

আবু জাফর আমীরুল মুমিনীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে ইমাম মালিকের সাথে আলোচনা করছিলেন। তখন ইমাম মালিক তাঁকে বললেনঃ

সে বলল: "যখন তুমি শয্যায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে—'اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ'—পুরো আয়াত শেষ পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।"

আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: "গত রাতে তোমার বন্দী কী করল?"

আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! সে দাবি করেছিল যে, সে আমাকে কিছু কথা শেখাবে, যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।"

তিনি বললেন: "সেগুলো কী?"

আমি আয়াতুল কুরসীর কথা বললাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "জেনে রাখো, সে তোমাকে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে মহা মিথ্যাবাদী। হে আবূ হুরাইরা! তুমি কি জানো, গত তিন রাত ধরে কার সঙ্গে কথা বলছিলে?"

আমি বললাম: "না।"

তিনি বললেন: "সে ছিল শয়তান।" — *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ওকালাহ, হাদীস নং ২৩১১।

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي﴾

"হে আমীরুল মুমিনীন! এই মসজিদে আপনার কণ্ঠস্বর উঁচু করবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা একদল মানুষকে আদব শিক্ষা দিয়ে বলেছেনঃ 'তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না...'

আর একদল মানুষকে প্রশংসা করে বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رسول الله﴾

'নিশ্চয় যারা রাসূলুল্লাহর নিকট নিজেদের কণ্ঠ নত রাখে...'

এবং আরেকদলকে নিন্দা করে বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ﴾

'নিশ্চয় যারা আপনাকে কক্ষসমূহের বাইরে থেকে ডাকে...'

وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا

আর তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সম্মানও জীবিত অবস্থার সম্মানের মতোই।"

এ কথা শুনে আবু জাফর শান্ত হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ

"হে আবু আবদুল্লাহ! আমি কি কিবলার দিকে মুখ করে দোয়া করব, নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মুখ করব?"

তখন ইমাম মালিক বললেনঃ

وَلِم تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عيه السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تعالى (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظلموا أنفسهم)

"আপনি কেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, অথচ তিনি আপনার এবং আপনার পিতা আদম (আ.)-এর জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ওসীলা? বরং তাঁর দিকেই মুখ করুন এবং তাঁর মাধ্যমে শাফা'আত কামনা করুন; তাহলে আল্লাহ তাঁকে আপনার জন্য শাফা'আতকারী বানাবেন।"

এরপর তিনি আল্লাহর এ বাণী তিলাওয়াত করলেনঃ

"আর যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত..." [186]

শাইখুল ইসলাম ইবনু হাজর আল-মাক্কী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৯৭৪ হি.) বলেনঃ

"এ বর্ণনাটি ইমাম মালিক (রহ.) থেকে এমন সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কোনো আপত্তির অবকাশ নেই।" [187]

---

[186] আবুল ফযল কাজী ইয়ায ইবনে মূসা আল-ইয়াহসুবী (মৃত্যু ৫৪৪ হি.), *আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুস্তফা*, তৃতীয় অধ্যায়: "রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা মহান করা, তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব হওয়া", পরিচ্ছেদ: "জেনে রাখুন, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পরও তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা করা তেমনই অপরিহার্য, যেমনটি তাঁর জীবদ্দশায় ছিল", ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১, প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', প্রকাশকাল: ১৪০৯ হি. / ১৯৮৮ খ্রি., মোট খণ্ডসংখ্যা: ২।

[187] আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-হাইতমী আস-সা'দী আল-আনসারী, শিহাবুদ্দীন, শাইখুল ইসলাম, আবুল আব্বাস (মৃত্যু ৯৭৪ হি.), *আল-জাওহারুল মুনাযযাম ফী যিয়ারাতিল কবরিশ শরীফিন নববিয়্যিল মুকাররাম*, প্রথম অধ্যায়: "আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কবর জিয়ারতের শরয়ী বৈধতা, সম্মানিত

অর্থাৎ, ইমাম মালিক থেকে এ ঘটনা বর্ণনার সনদ সহীহ এবং এতে কোনো ত্রুটি নেই।

মুহাম্মদ আবদুল বাকী আয-যারকানী (মৃত্যু ১১২২ হি.) *শারহুল মাওয়াহিব*-এ শাইখ ইবনু তাইমিয়্যার বক্তব্যের জবাবে বলেনঃ

"এ ঘটনাটি আবুল হাসান আলী ইবনে ফাহর তাঁর *ফাদ্বায়িলু মালিক* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে হাফিয আবুল ফাদ্বল কাদ্বী ইয়াদ্ব *আশ-শিফা* গ্রন্থে এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য; বরং কেউ কেউ বলেছেন, তা সহীহ।

অতএব এটিকে মিথ্যা বলা কীভাবে সঠিক হতে পারে? অথচ এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোনো মিথ্যাবাদী বা জাল হাদীস রচয়িতা নেই।" [188]

মক্কার মালিকী মুফতি আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন আল-মাক্কী আল-মালিকী (১২৮৭–১৩৬৭ হি. / ১৮৭০–১৯৪৮ খ্রি.) বলেনঃ

"আল্লামা ইবনু হাজর *আল-জাওহারুল মুনাযযাম* গ্রন্থে বলেছেনঃ 'ইমাম মালিক (রহ.) থেকে এ ঘটনা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কোনো আপত্তির অবকাশ নেই।'

আর আল্লামা আয-যারকানী *শারহুল মাওয়াহিব*-এ বলেছেনঃ 'ইবনু ফাহদ এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। আর কাদ্বী ইয়াদ্ব *আশ-শিফা* গ্রন্থে এটি এমন সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এর সনদে কোনো জালকারী বা মিথ্যাবাদী নেই।

অধিকন্তু, এ বর্ণনাটি উম্মাহর আমল দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং তাওয়াসসুলের বৈধতার ব্যাপারে সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীসসমূহ দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে, যেগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করে। এছাড়াও হযরত উমর (রা.)-এর হযরত আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দোয়া চাওয়ার ঘটনাও এর সমর্থন প্রদান করে।" [189]

রওযা শরীফের মর্যাদা ও মহত্ত্ব, সে উদ্দেশ্যে সফর করা এবং তাঁর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা", পৃষ্ঠা ৯৮, মাকতাবাতু মাদবূলী, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।

[188] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে শিহাবুদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ আয-যারকানী আল-মালিকী (মৃত্যু ১১২২ হি.), *শারহুয যারকানী 'আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, দশম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়: "রাসূল ﷺ-এর সম্মানিত কবর ও মহান মসজিদ জিয়ারত সম্পর্কে", ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৪, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হি. / ১৯৯৬ খ্রি., মোট খণ্ডসংখ্যা: ১২।

[189] আল্লামা, মক্কার মালিকী মুফতি মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন আল-মাক্কী আল-মালিকী (১২৮৭–১৩৬৭ হি. / ১৮৭০–১৯৪৮ খ্রি.), *তাহযীবুল ফুরূক ওয়াল কাওয়ায়িদিস সুন্নিয়্যাহ ফিল আসরারিল ফিকহিয়্যাহ* — যা *আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়াইল ফুরূক* গ্রন্থের হাশিয়া, মূল গ্রন্থের রচয়িতা: আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে ইদরীস ইবনে আবদুর রহমান আল-মালিকী, যিনি আল-ক্বারাফী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৬৮৪ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২, প্রকাশক: আলামুল কুতুব, মোট খণ্ডসংখ্যা: ৪।

পবিত্র কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো প্রসঙ্গ

ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন:

وَلَا يَدْعُو هُنَاكَ مُسْتَقْبِلَ الْحُجْرَةِ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. وَمَالِكٍ مِنْ أَعْظَمِ الْأَئِمَّةِ كَرَاهِيَةً لِذَلِكَ. وَالْحِكَايَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ الْمَنْصُورَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْحُجْرَةَ وَقْتَ الدُّعَاءِ كَذِبٌ عَلَى مَالِكٍ.

''সেখানে (নবী ﷺ-এর কক্ষের সামনে) কক্ষের দিকে মুখ করে দোয়া করবে না। কারণ এসব বিষয় ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। আর ইমাম মালিক এ ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর আপত্তিকারী ইমামদের একজন। আর যে বর্ণনা প্রচলিত আছে যে, তিনি মানসুরকে দোয়ার সময় কক্ষের দিকে মুখ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—তা মালিকের নামে মিথ্যা।'' [190]

ইমাম যারকানী **'শারহুল মাওয়াহিব'**-এ বলেন:

''তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত: কোন গ্রন্থে ইমাম মালিক এ কাজকে মাকরূহ বলেছেন? কারণ ইবনু ওয়াহবের বর্ণনায়—যিনি মালিকের সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন শিষ্যদের একজন—স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, তিনি দোয়ার জন্য দাঁড়াতেন। আর কোনো কাজের সর্বনিম্ন বিধান যদি 'মাতলুব' (কাঙ্ক্ষিত) হয়, তবে তা মুস্তাহাব হওয়ার পর্যায়ে পড়ে।

হাফিয আবুল হাসান আল-কাবিসী, আবূ বকর ইবনু আবদুর রহমান এবং মালিকী মাযহাবের অন্যান্য ইমামও এ মতকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা খলীল ইবনু ইসহাকও তাঁর মানাসিক গ্রন্থে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

তাহলে কি এ ব্যক্তি এমন বিষয়ে অন্যদের মিথ্যাবাদী বলতে লজ্জা করেন না, যা তাঁর জ্ঞানের আওতায়ই আসেনি?

আর 'আল-মাবসূত' গ্রন্থে ইমাম মালিকের এ বক্তব্য—'আমি মনে করি না যে কেউ নবী ﷺ-এর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করবে'—এর মধ্যে মাকরূহ হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা নেই। কারণ এর অর্থ 'খিলাফুল আওলা' (উত্তমের বিপরীত) হওয়াও হতে পারে।

তদুপরি, যদি আমরা আহলুল হাদীসের পদ্ধতিতে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে তারজীহ (প্রাধান্য নির্ধারণ) করি, তাহলে ইবনু ওয়াহবের বর্ণনাই অগ্রাধিকার পাবে; কারণ তার সনদ সংযুক্ত (মুত্তাসিল), পক্ষান্তরে ইসমাঈলের বর্ণনা মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন), কেননা তিনি ইমাম মালিককে পাননি।'' [191]

কাযী ইয়ায **'আশ-শিফা'** গ্রন্থে বলেন:

وَقَال مَالِك فِي رِوَايَة ابن وَهْب إِذَا سَلَم عَلَى النَّبِيّ ﷺ وَدَعَا يقف ووجه إِلَى القَبْر لَا إِلَى القِبْلَة

''ইবনু ওয়াহবের বর্ণনায় ইমাম মালিক বলেছেন: যখন কেউ নবী ﷺ-এর প্রতি সালাম পেশ করবে এবং দোয়া করবে, তখন সে কিবলার দিকে নয়, কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, নিকটবর্তী হবে এবং সালাম পেশ করবে; তবে কবরকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না।

---

[190] শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, ''মানাসিক শাইখুল ইসলাম'', 'হুজরা (নবী ﷺ-এর কক্ষ) মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ' অধ্যায়, ২৬তম খণ্ড, পৃ. ১৪৭, সংকলন ও বিন্যাস: আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম (রহিমাহুল্লাহ), সহযোগিতায়: তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে কাসিম, প্রকাশক: কিং ফাহদ কমপ্লেক্স ফর দ্য প্রিন্টিং অব দ্য হোলি কুরআন, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, প্রকাশকাল: ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

[191] *শারহুয যারকানী 'আলা আল-মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, দশম উদ্দেশ্য (আল-মাকসাদুল 'আশির), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ''নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর ও মহিমান্বিত মসজিদ জিয়ারত সম্পর্কে'', ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৪।

আর 'আল-মাবসূত'-এ তিনি বলেছেন: আমি পছন্দ করি না যে কেউ নবী ﷺ-এর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করুক; বরং সালাম দিয়ে চলে যাবে।'' [192]

আমি বলি:

মালিকী মাযহাবে প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, ইবনু ওয়াহবের বর্ণনাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে *মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফাহ*-এ বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ " :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ لِوَجْهِكَ، ثُمَّ تَقُولَ :السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

নাফি' থেকে, তিনি ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

''সুন্নাত হলো, তুমি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট কিবলার দিক থেকে আগমন করবে, তারপর কিবলাকে তোমার পেছনে রাখবে এবং কবরকে সামনে রেখে তার দিকে মুখ করবে। অতঃপর বলবে:

'আস-সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান-নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

(হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)।[193]

ইমাম ইবনুল হুমাম আল-হানাফী বলেন:

''আবূ লাইসের পক্ষ থেকে যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন, তা প্রত্যাখ্যাত। কারণ ইমাম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর *মুসনাদ*-এ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

'সুন্নাত হলো, তুমি নবী ﷺ-এর কবরের নিকট কিবলার দিক থেকে আগমন করবে, তারপর কিবলাকে তোমার পেছনে রাখবে এবং কবরকে সামনে রেখে তার দিকে মুখ করবে। অতঃপর বলবে:

আস-সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান-নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

(হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)।[194]

قلتُ: هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ، وَمَنْ يَأْتِي الحَيَّ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ.

---

[192] কাযী ইয়ায ইবনে মূসা আল-ইয়াহসুবী (মৃত্যু: ৫৪৪ হিজরি), *আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, ''নবী ﷺ-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের বিধান, তার ফরযিয়ত ও ফযীলত'' অধ্যায়, ''নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারতের বিধান, তাঁর জিয়ারতের ফযীলত, তাঁর প্রতি কীভাবে সালাম পেশ করবে এবং দোয়া করবে'' পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৫।

[193] আবূ হানীফা আন-নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যূতা ইবনে মাহ (মৃত্যু: ১৫০ হিজরি), *মুসনাদ আবী হানীফা* (হাসকাফীর বর্ণনা), হাদীস নং ৩৭, তাহকীক: আবদুর রহমান হাসান মাহমূদ, প্রকাশক: আল-আদাব, মিসর।

[194] ইমাম কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আস-সিওয়াসী, অতঃপর আল-ইসকান্দারী, যিনি ইবনুল হুমাম নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৮৬১ হিজরি), *ফাতহুল কাদীর 'আলাল হিদায়াহ*, কিতাবুল হজ্জ, ''বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহ'' পরিচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮০, প্রকাশক: শারিকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আত মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, মিসর (পরবর্তীতে দারুল ফিকর, লেবানন কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত), ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯ হিজরি / ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ, মোট ১০ খণ্ড।

আমি বলিঃ

এটিই ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের সহীহ (বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য) মত। কারণ নবী ﷺ তাঁর কবরে জীবিত আছেন। আর যে ব্যক্তি কোনো জীবিত ব্যক্তির কাছে আসে, সে তার দিকেই মুখ করে থাকে।

وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ، وَمَنْ يَأْتِي الْحَيَّ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ.

"কারণ তিনি ﷺ তাঁর কবরে জীবিত আছেন; আর যে জীবিত ব্যক্তির কাছে আসে, সে তার দিকেই মুখ করে।"

ইমাম নববী আশ-শাফিঈ বলেন:

إِذَا صَلى التحِية فِي الرَّوْضَةِ أَو غَيْرِهَا مِنَ الْمَسْجِدِ شَكَرَ الله تَعَالَى عَلَى هذه النعْمَةِ وَيَسْأَلُهُ إِتْمَامَ مَا قَصَدَهُ وَقَبُولَ زِيارَتِهِ، ثُمَّ يَأتِي الْقَبْرَ الْكَرِيمَ فَيَسْتَدْبِرُ الْقِبلَة وَيَسْتَقْبِلُ جِدَارَ الْقَبْرِ وَيبعُدُ مِنْ رَأْسِ الْقبْرِ نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ.

وَفِي إِحْيَاءِ عُلُومِ الدّين أَنْ يَسْتَقْبِلَ جِدَارَ الْقَبْرِ عَلَى نحو أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ مِنَ السَّارِيةِ التِي عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ فِي زَاوِيةِ جِدَارِهِ وَيَجْعلَ القِنْدِيل الذي فِي الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ عَلَى رَأْسِهِ وَيقف نَاظِراً إِلَى أَسْفَلِ مَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ جِدَارِ الْقَبْرِ غَاضَّ الطرْفِ فِي مَقَامِ الهَيْبَةِ وَالإِجْلاَلِ فَارِغَ الْقَلْبِ مِنَ عَلاَئِقِ الدُّنْيَا مُسْتَحْضِراً فِي قَلْبِهِ جَلاَلَةَ مَوْقِفِهِ وَمَنْزِلَةَ مَنْ هُوَ بِحضرته ثُمَّ يُسَلّمُ وَلاَ يَرفعُ صَوْتَهُ بَلْ يقْتَصِدُ

"যখন সে রওযায় বা মসজিদের অন্য কোনো স্থানে তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত আদায় করবে, তখন আল্লাহ তাআলার এ মহা নেয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে এবং যে উদ্দেশ্যে এসেছে তা পূর্ণ করার ও তার জিয়ারত কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

এরপর সে পবিত্র কবরের নিকট আসবে। তখন কিবলাকে পেছনে রেখে কবরের প্রাচীরের দিকে মুখ করবে এবং কবরের মাথার দিক থেকে প্রায় চার হাত দূরে দাঁড়াবে।

'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন'-এ আছে যে, সে কবরের প্রাচীরের দিকে মুখ করবে এবং কবরের মাথার পাশে প্রাচীরের কোণায় যে স্তম্ভ রয়েছে, সেখান থেকে প্রায় চার হাত দূরে অবস্থান করবে। কবরের নিকট কিবলামুখী ঝাড়বাতিটি যেন তার মাথার সমান্তরালে থাকে।

সে এমনভাবে দাঁড়াবে যে তার দৃষ্টি কবরের প্রাচীরের যে অংশ তার সামনে রয়েছে তার নিচের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মহিমার অনুভূতিতে দৃষ্টি অবনত রাখবে, হৃদয়কে দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রাখবে এবং অন্তরে নিজের অবস্থানের মর্যাদা ও যার পবিত্র উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মহান মর্যাদা স্মরণ করবে।

এরপর সে সালাম পেশ করবে। উচ্চস্বরে নয়; বরং মধ্যম ও সংযত স্বরে সালাম দেবে।"[195]

---

[195] আবূ যাকারিয়া মুহিয়্যুদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ আন-নববী (মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরি), *আল-ঈদ্বাহ ফী মানাসিকিল হাজ্জি ওয়াল 'উমরাহ*, ষষ্ঠ অধ্যায়: "আমাদের নেতা ও প্রভু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র কবর জিয়ারত, তাঁর মর্যাদা, সম্মান, মহত্ত্ব এবং এ-সংক্রান্ত বিষয়াবলি", পৃষ্ঠা ৪৫০, প্রকাশক: দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত; আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়্যাহ, মক্কা মুকাররমা, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৫২২।

حُكْمُ اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ حَالَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيهِ.

কবরের কাছে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার সময় কবরের দিকে মুখ করা এবং হাত তোলার বিধান

শাইখ ইবন বাযকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার সময় কবরের দিকে মুখ করা কি নিষিদ্ধ?

উত্তর: না, তা নিষিদ্ধ নয়। বরং মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা হবে—চাই কিবলার দিকে মুখ করে হোক, কিংবা কবরের দিকে মুখ করে হোক। কারণ নবী ﷺ দাফনের পর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন:

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য অবিচলতা (সাবাত) কামনা কর; কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।" [196]

তিনি বলেননি যে, "কিবলার দিকে মুখ করো।" সুতরাং উভয়টিই বৈধ। কিবলার দিকে মুখ করেও দোয়া করা যায়, কবরের দিকে মুখ করেও দোয়া করা যায়। আর সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করতেন, যখন তাঁরা কবরের চারপাশে সমবেত অবস্থায় থাকতেন। [197]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন:

جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

"তিনি বাকী' কবরস্থানে এলেন। সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনবার তাঁর দুই হাত উত্তোলন করলেন।"

قَالَتْ عَائِشَةُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قُلْنَا بَلَى . قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ **الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ** ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ " مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً " . قَالَتْ قُلْتُ لاَ شَىْءَ . قَالَ " لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ " فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي " . قُلْتُ نَعَمْ . فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ . قَالَ " فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ

---

[196] এটি ইমাম আহমদ *আল-মুসনাদ*-এর "বাকী মুসনাদুল মুকসিরীন" অধ্যায়ে হাদীস নং ১০০১৮-এ এবং ইমাম বুখারী *কিতাবুল ঈমান*-এ হাদীস নং ৪৭-এ বর্ণনা করেছেন।

[197] আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে বায, *মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুন মুতানাওয়ি' আহ*, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৮, "কবর জিয়ারত" অধ্যায়, "মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার সময় কবরের দিকে মুখ করার বিধান" শীর্ষক আলোচনা, প্রকাশক: সৌদি আরবের *রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহূসিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা'*, মোট ৩০ খণ্ড।

فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ " . قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " قُولِي السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ "

সাইয়্যিদাহ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

''আমি কি তোমাদেরকে আমার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি ঘটনা বলব?''

আমরা বললাম: ''অবশ্যই।''

তিনি বললেন: ''যে রাতে নবী ﷺ আমার ঘরে ছিলেন, তিনি শুয়ে পড়লেন। তাঁর চাদর খুলে রাখলেন, জুতা খুলে পায়ের কাছে রাখলেন এবং লুঙ্গির একাংশ বিছানার উপর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মনে করলেন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তখন তিনি আস্তে করে চাদর নিলেন, আস্তে করে জুতা পরলেন, দরজা খুলে বের হলেন এবং ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করলেন।

আমি আমার ওড়না মাথায় দিলাম, ঘোমটা টানলাম এবং কাপড় ঠিক করে তাঁর পিছু নিলাম। অবশেষে তিনি বাকী' কবরস্থানে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনবার তাঁর দুই হাত উত্তোলন করলেন। এরপর ফিরে চললেন। আমিও ফিরে চললাম।

তিনি দ্রুত চলতে লাগলেন, আমিও দ্রুত চললাম। তিনি আরও দ্রুত চললেন, আমিও আরও দ্রুত চললাম। অবশেষে আমি তাঁর আগে ঘরে পৌঁছে শুয়ে পড়লাম।

তিনি ঘরে প্রবেশ করে বললেন: 'হে আয়িশ! কী হয়েছে? তোমার শ্বাস এত দ্রুত চলছে কেন?'

আমি বললাম: 'কিছু নয়।'

তিনি বললেন: 'তুমি অবশ্যই আমাকে বলবে, নতুবা সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দেবেন।'

আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন।'

এরপর আমি পুরো ঘটনা তাঁকে জানালাম।

তিনি বললেন: 'তাহলে আমার সামনে যে কালো অবয়বটি দেখছিলাম, সেটা তুমি ছিলে?'

আমি বললাম: 'হ্যাঁ।'

তখন তিনি আমার বুকে হালকা আঘাত করলেন, যাতে আমি কিছুটা ব্যথা পেলাম, তারপর বললেন:

'তুমি কি ভেবেছিলে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন?'

আমি বললাম: 'মানুষ যা-ই গোপন করুক, আল্লাহ তা জানেন।'

তিনি বললেন:

'তুমি যখন আমাকে দেখেছিলে, তখন জিবরীল আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন, কিন্তু তোমার কাছ থেকে তা গোপন রাখলেন। আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রাখলাম। তিনি তোমার ঘরে প্রবেশ করতে পারেননি, কারণ তুমি তখন তোমার বাইরের পোশাক খুলে রেখেছিলে। আমি মনে করেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, তাই তোমাকে জাগাতে চাইনি এবং আশঙ্কা করেছিলাম তুমি একাকিত্ব অনুভব করবে।

জিবরীল আমাকে বললেন: আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে আপনি বাকী'বাসীদের কাছে যাবেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।'''

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের জন্য কীভাবে দোয়া করব?'

তিনি বললেন: 'বলবে:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

অর্থাৎ: তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ। আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের প্রতি রহম করুন। আর আমরা ইনশাআল্লাহ অচিরেই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।'[198].

فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ : اللهُمَّ الْقَهُ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ، وَ أَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত উত্তোলন করলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! তার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করুন যে সে আপনার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকবে, আর আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে হাসিমুখে থাকবেন।"

ইমাম তাবারানী তালহা ইবনুল বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ :ابْسُطْ يَدَكَ، قَالَ : وَإِنْ أَمَرْتُكَ بِقَطِيعَةِ وَالِدَيْكَ؟ قَالَ: لَا .قَالَ :ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ :ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ .قَالَ : عَلَامَ؟ قُلْتُ: عَلَى الْإِسْلَامِ .قَالَ : وَإِنْ أَمَرْتُكَ بِقَطِيعَةِ وَالِدَيْكَ؟ قُلْتُ: لَا، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ، وَكَانَ لَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ بِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : يَا طَلْحَةُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِنَا قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي دِينِكَ رِيبَةً فَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، ثُمَّ إِنَّهُ مَرِضَ، فَعَادَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَجَدَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَا أَظُنُّ طَلْحَةَ إِلَّا مَقْبُوضًا مِنْ لَيْلَتِهِ، فَإِنْ أَفَاقَ فَأَرْسِلُوا إِلَيَّ . فَأَفَاقَ طَلْحَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ :مَا عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالُوا :بَلَى. فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ :**لَا تُرْسِلُوا إِلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَتَلْسَعَهُ دَابَّةٌ، أَوْ يُصِيبُهُ شَيْءٌ، وَلَكِنْ إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَأَقْرِئُوهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُولُوا لَهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لِي**، ثُمَّ قُبِضَ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ سَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ بِمَوْتِهِ وَمَا قَالَ، **فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ : اللهُمَّ الْقَهُ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ، وَ أَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ**

তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: "আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন।"

নবী ﷺ বললেন: "যদি আমি তোমাকে তোমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিই, তবুও কি তুমি মানবে?"

তিনি বললেন: "না।"

এরপর আমি আবার তাঁর কাছে এসে বললাম: "আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে বাইআত করতে চাই।"

তিনি বললেন: "কিসের উপর?"

আমি বললাম: "ইসলামের উপর।"

তিনি বললেন: "যদি আমি তোমাকে তোমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিই, তবুও কি তুমি মানবে?"

---

[198] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জানায়িয, "কবরস্থানে প্রবেশের সময় এবং কবরবাসীদের জন্য দোয়া সম্পর্কে যা বলা হয়" অধ্যায়, হাদীস নং ৯৭৪।

আমি বললাম: "না।"

এরপর তৃতীয়বার আমি তাঁর কাছে এলাম। তাঁর মা ছিলেন, আর তিনি তাঁর মায়ের প্রতি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন।

তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন: "হে তালহা! আমাদের দ্বীনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কোনো স্থান নেই। তবে আমি চেয়েছিলাম তোমার অন্তরে যেন দ্বীন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে।"

অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর হলো।

এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন তাঁকে অচেতন অবস্থায় পেলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "আমার ধারণা, তালহা আজ রাতেই মৃত্যুবরণ করবে। যদি সে জ্ঞান ফিরে পায়, তবে আমাকে খবর দিও।"

রাতের শেষভাগে তালহার জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আমাকে দেখতে এসেছিলেন?"

লোকেরা বলল: "হ্যাঁ।"

তারা নবী ﷺ-এর কথা তাঁকে জানাল। তখন তিনি বললেন: "এ সময়ে তাঁর কাছে কাউকে পাঠিও না। হয়তো কোনো প্রাণী তাঁকে দংশন করবে বা কোনো কষ্ট পৌঁছাবে। বরং সকাল হলে আমার সালাম পৌঁছে দিও এবং তাঁকে বলো, তিনি যেন আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"

এরপর তিনি ইন্তিকাল করলেন।

নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় করার পর তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ এবং তাঁর শেষ কথাগুলো জানানো হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত উত্তোলন করলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! তার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করুন যে সে আপনার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকবে, আর আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে হাসিমুখে থাকবেন।"[199]

فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ، فَصَفَّ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ:

اللهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ

"অতঃপর তিনি এসে তালহার কবরের কাছে দাঁড়ালেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। তারপর তিনি তাঁর দুই হাত উত্তোলন করে বললেন:

'হে আল্লাহ! তালহার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করুন যে সে আপনার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ করবে, আর আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

وفي رواية عنده عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِمَا أَحْبَبْتَ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَعَجِبَ لِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ، فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : اذْهَبْ فَاقْتُلْ أَبَاكَ ، قَالَ :فَخَرَجَ مُوَلِّيًا لِيَفْعَلَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ : أَقْبِلْ فَإِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ، **فَمَرِضَ طَلْحَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فِي الشِّتَاءِ فِي بَرْدٍ وغَيْمٍ**، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَهْلِهِ : لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ وَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ وعَجِّلُوهُ، فَلَمْ يَبْلُغِ النَّبِيُّ ﷺ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ حَتَّى تُوُفِّيَ، وجَنَّ

---

[199] সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়্যুব ইবনে মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃত্যু: ৩৬০ হিজরি), *আল-মু'জামুল কাবীর*, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১১, হাদীস নং ৮১৬৩, প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো, ২য় সংস্করণ, মোট ২৫ খণ্ড।

عَلَيْهِ اللَّيْلُ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ طَلْحَةُ :ادْفِنُونِي وَأَلْحِقُونِي بِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا تَدْعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ الْيَهُودَ أَنْ يُصَابَ فِي سَبَبِي، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ، فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ، فَصَفَّ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ وَيَضْحَكُ إِلَيْكَ

হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তালহা ইবনুল বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেলেন, তখন বললেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন, আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না।"

তখন তাঁর এ কথায় নবী ﷺ বিস্মিত হলেন। তিনি তখন একজন কিশোর ছিলেন।

নবী ﷺ তাঁকে বললেন: "যাও, তোমার পিতাকে হত্যা করো।"

তালহা সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করার জন্য ফিরে গেলেন।

তখন নবী ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন:

"ফিরে এসো। আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি।"

এর কিছুদিন পর তালহা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শীতের দিনে, প্রচণ্ড ঠান্ডা ও মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় নবী ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন।

ফিরে আসার সময় তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের বললেন:

"আমার মনে হচ্ছে তালহার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে মারা গেলে আমাকে খবর দিও, যাতে আমি তার জানাযায় উপস্থিত হতে পারি এবং তার জন্য সালাত আদায় করতে পারি। আর তার দাফনে বিলম্ব করো না।"

কিন্তু নবী ﷺ বানূ সালিম ইবনে আওফের এলাকায় পৌঁছানোর আগেই তালহা ইন্তিকাল করেন। রাত নেমে এসেছিল।

তালহার শেষ কথাগুলোর মধ্যে ছিল:

"আমাকে দাফন করে দাও এবং আমার রবের সঙ্গে মিলিত হতে দাও। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খবর দিও না। আমি আশঙ্কা করছি, আমার কারণে ইহুদিরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারে।"

সকালে নবী ﷺ-কে এ সংবাদ জানানো হলো।

তখন তিনি এসে তালহার কবরের কাছে দাঁড়ালেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত উত্তোলন করে বললেন:

"হে আল্লাহ! তালহার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করুন যে সে আপনার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ করবে, আর আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।" [200]

[200] *আল-মু'জামুল কাবীর*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮, হাদীস নং ৩৫৫৪।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ،

হে আল্লাহ! আমি আজ সন্ধ্যায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রয়েছি; অতএব আপনিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইবনু আবিদ-দুনইয়া বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল হারিস আত-তাইমী বলেন: كَانَ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ كَانَ فِي نَوَاحِي الْمَدِينَةِ فِي حِجْرِ عَمٍّ لَهُ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَيَكْفُهُ، فَأَرَادَ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ :لَئِنْ أَسْلَمْتَ لَأَنْتَزِعَنَّ مِنْكَ كُلَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ إِلَيْكَ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ، فَانْتَزَعَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ صَنَعَهُ بِهِ حَتَّى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ كَانَا عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أُمِّهِ مُجَرَّدًا فَقَامَتْ إِلَى بِجَادٍ لَهَا مِنْ شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ فَقَطَعَتْهُ بِاثْنَيْنِ، فَاتَّزَرَ بَأَحَدِهِمَا وَارْتَدَى بِالْآخَرِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى مَعَهُ الصُّبْحَ قَالَ :وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ تَفَقَّدَ النَّاسَ وَنَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ، فَرَآهُ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْعُزَّى، وَكَانَ اسْمَهُ قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَلْ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ، الْزَمْنَا وَكُنْ مَعَنَا ، فَكَانَ يَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حِجْرِهِ، قَالَ :فَكَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَهَرَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّمْجِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمُرَاءٍ هُوَ؟ قَالَ : دَعْهُ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَوَّاهِينَ ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَاتَ، قَالَ :فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَنَا بِنَارٍ لَيْلًا فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مَا مَعَهُمْ رَابِعٌ، قَالَ :فَإِذَا ذُو الْبِجَادَيْنِ قَدْ مَاتَ، **وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ وَهُوَ يَقُولُ : دَلِّيَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا قَالَ: فَأَضْجَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِشِقِّهِ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتَ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ** قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ فِي حُفْرَتِهِ

মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি মদীনার আশপাশে তাঁর চাচার তত্ত্বাবধানে থাকতেন। চাচা তাঁর ব্যয়ভার বহন করতেন এবং তাঁর দেখাশোনা করতেন। এক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন।

তখন তাঁর চাচা বলল: ''তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তবে আমি তোমার জন্য যা কিছু করেছি সবই তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেব।''

কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুতেই রাজি হলেন না। ফলে তাঁর চাচা তাঁর দেওয়া সবকিছু ফিরিয়ে নিলেন; এমনকি তাঁর পরিধেয় লুঙ্গি ও চাদরটিও কেড়ে নিলেন।

তখন তিনি উলঙ্গ অবস্থায় তাঁর মায়ের কাছে গেলেন। তাঁর মা নিজের একটি মোটা পশমী বা উলের চাদর (বিজাদ) দুই টুকরা করে দিলেন। তিনি এক টুকরা কোমরে জড়ালেন এবং অন্যটি গায়ে দিলেন।

এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, ফজরের সালাত শেষে তিনি লোকদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাঁদের মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতেন।

তিনি তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: ''তুমি কে?''

তিনি বললেন: ''আমি আবদুল উজ্জা।'' এটাই ছিল তাঁর নাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"না, বরং তুমি আবদুল্লাহ যুল-বিজাদাইন (দুটি চাদরের অধিকারী আবদুল্লাহ)। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকো এবং আমাদের সাথী হয়ে যাও।"

এরপর তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গেই থাকতেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে লালিত হতেন।

তিনি রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়ালে উচ্চস্বরে দোয়া, ইস্তিগফার এবং আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

এ সময় উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি লোকদের দেখানোর জন্য এমন করছেন?"

নবী ﷺ বললেন: "তাকে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহভীরু ও অধিক ক্রন্দনকারী বান্দাদের একজন।"

এরপর তাবুক অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "এক রাতে আমি শিবিরের এক পাশে আগুন জ্বলতে দেখলাম। আমি বললাম, 'এটা কী?' তারপর সেখানে গেলাম।

দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বকর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম উপস্থিত আছেন। তাঁদের সঙ্গে চতুর্থ কেউ নেই। দেখলাম, যুল-বিজাদাইন মৃত্যুবরণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর কবরে নেমে আছেন এবং বলছেন: 'তোমরা তোমাদের ভাইকে আমার কাছে নামিয়ে দাও।'

তাঁরা তাঁকে কবরে নামিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তাঁকে কবরের পাশে শুইয়ে দিলেন।

এরপর তিনি বললেন: 'হে আল্লাহ! আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় আছি, অতএব আপনিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

হে আল্লাহ! আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় আছি, অতএব আপনিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। হে আল্লাহ! আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় আছি, অতএব আপনিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।'"

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আহ! যদি আমি তাঁর সেই কবরে তাঁর স্থানে থাকতাম!"[201]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর দুই হাত উত্তোলন করেছিলেন

ইমাম বায়হাকী শু'*আবুল ঈমান*-এ আবদুল্লাহ ইবনে মুনীব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমামাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:

"আমি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী ﷺ-এর কবরের নিকট আসতে দেখেছি। তিনি সেখানে দাঁড়ালেন এবং তাঁর দুই হাত উত্তোলন করলেন। এমনকি আমার মনে হলো, তিনি যেন সালাত শুরু করতে যাচ্ছেন। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর প্রতি সালাম পেশ করলেন এবং ফিরে গেলেন।" .[202]

---

[201] আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ ইবনে সুফইয়ান ইবনে কাইস আল-বাগদাদী আল-উমাওয়ী আল-কুরাশী, যিনি ইবনু আবিদ-দুনইয়া নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ২৮১ হিজরি), *আল-আওলিয়া*, হাদীস নং ৭৭, পৃষ্ঠা ৩২, "আবদুল্লাহ যুল-বিজাদাইনের ফযীলত" অধ্যায়, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৩ হিজরি, মোট পৃষ্ঠা: ৪৯।

[202] আবূ বকর আহমদ ইবনে আল-হুসাইন আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হিজরি), শু'*আবুল ঈমান*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯১, হাদীস নং ৪১৬৪, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন; ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, মোট ৯ খণ্ড।

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: لَوْ كَانَ اسْتِقْبَالُ الْقَبْرِ فِي الدُّعَاءِ مَمْنُوعًا، لَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ بِهِ مِنَ الشَّيْخِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَلَمْ يَرِدْ ذَلِكَ، فَابْنُ تَيْمِيَّةَ يُشَرِّعُ مَا لَمْ يُشَرِّعْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

এই হাদীসগুলো থেকে দলীল হলো:
যদি কবরের দিকে মুখ করে দোয়া করা নিষিদ্ধ হতো, তাহলে এ বিষয়ে শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহর চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক অবগত ছিলেন। অথচ তিনি তা নিষেধ করেননি।
অতএব, ইবনু তাইমিয়্যাহ এমন একটি বিধান প্রবর্তন করছেন, যা নবী ﷺ প্রবর্তন করেননি।

ইবনু তাইমিয়্যাহ পূর্বে উল্লিখিত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস সম্পর্কে বলেন: ''বর্ণনাকারীর এ কথা—'তিনি তাঁর দুই হাত উত্তোলন করলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম তিনি সালাত শুরু করেছেন'—এটি প্রমাণ করে যে তিনি কিবলামুখী ছিলেন। কারণ নামাযীকে অবশ্যই কিবলার দিকে মুখ করতে হয়। যদি তিনি কিবলার দিকের দেয়ালের দিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকতেন, তাহলে বর্ণনাকারী মনে করতেন না যে তিনি সালাত আদায় করছেন। কেননা কেউ উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে না।'' [203]

আলিমসুলভ জবাব নয়

আমি বলি:
এটি কোনো আলিমসুলভ জবাব নয়। কারণ বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নবী ﷺ-এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করার সময় হাত উত্তোলনের ধরন বর্ণনা করছেন। তাঁর মনে হয়েছিল যেন তিনি সালাত শুরু করতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি সালাত শুরু করেননি। আর যদি সত্যিই সালাত শুরু করতেন, তাহলে বর্ণনাকারী তা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করতেন।

নবী ﷺ-এর কাছে আমার জন্য শাফাআতের আবেদন করেছিলাম

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ " أَنَا فَاعِلٌ "

হাদীস ২: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু — ''আমি নবী ﷺ-এর কাছে কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফাআতের আবেদন করেছিলাম। তিনি বললেন: 'আমি তা করব।'
ইমাম তিরমিযী আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ " أَنَا فَاعِلٌ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قَالَ " اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ " . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ "
''আমি নবী ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফাআত করেন।

---

[203] ইবনু তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী আল-হাম্বলী আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৭২৮ হিজরি), *আল-ইখনাইয়্যাহ* (অথবা *আর-রদ্দু 'আলাল ইখনাঈ*), ''আপত্তিকারীর বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহের প্রতিবাদ'' পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৪১১, তাহকীক: আহমদ ইবনে মুনিস আল-আনাযী, প্রকাশক: দারুল খাররাজ, জেদ্দা, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৫০১।

তখন তিনি বললেন: 'আমি তা করব।'
আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমি আপনাকে কোথায় খুঁজব?'
তিনি বললেন: 'সর্বপ্রথম আমাকে সিরাতের উপর খুঁজবে।'
আমি বললাম: 'যদি আমি আপনাকে সিরাতের উপর না পাই?'
তিনি বললেন: 'তাহলে আমাকে মীযানের কাছে খুঁজবে।'
আমি বললাম: 'যদি আমি আপনাকে মীযানের কাছেও না পাই?'
তিনি বললেন: 'তাহলে আমাকে হাউযের (কাওসারের হাউয) কাছে খুঁজবে। কারণ আমি এ তিনটি স্থানের কোনোটিই ত্যাগ করব না।' [204] সহিহ

قلتُ: فيتواجدُ النبيُّ ﷺ في المواطنِ الثلاثة لا لأنْ يُحَاسَبَ بل لأنْ يشفعَ لأمته ﷺ

আমি বলি: অতএব নবী ﷺ এই তিনটি স্থানে উপস্থিত থাকবেন—নিজের হিসাব দেওয়ার জন্য নয়; বরং তাঁর উম্মতের জন্য শাফাআত করার উদ্দেশ্যে। ﷺ

আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি

أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفَعَ لِي إِلَى رَبِّكَ فَيُعْتِقَنِي مِنَ النَّارِ

হাদীস ৩: রাবী'আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু — (সহীহ মুসলিম)

"আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি।"

অন্য বর্ণনায়:

"আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন আপনার রবের কাছে আমার জন্য শাফাআত করেন, যাতে তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।"

روى مسلم: عن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي " سَلْ " . فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ هُوَ ذَاكَ . قَالَ " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

ইমাম মুসলিম রাবী'আহ ইবনে কা'ব আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর জন্য ওযুর পানি এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতাম।

একদিন তিনি আমাকে বললেন: 'চাও (কী চাও বলো)।'
আমি বললাম: 'আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি।'
তিনি বললেন: 'আর কিছু?'
আমি বললাম: 'আমার চাওয়া এটুকুই।'
তখন তিনি বললেন:

---

[204] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার-রাকায়িক ওয়াল-ওয়ারা' 'আন রাসূলিল্লাহ ﷺ, "সিরাত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অধ্যায়, হাদীস নং ২৪৩৩।

‘তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে তুমি আমাকে সাহায্য করো (যাতে আমি তোমার জন্য শাফাআত করতে পারি)।’[205]

أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفَعَ لِي إِلَى رَبِّكَ فَيُعْتِقَنِي مِنَ النَّارِ

হাদীস ৪: ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাবী‘আহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন:

“আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন আপনার রবের কাছে আমার জন্য শাফাআত করেন, যাতে তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।”

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ نَهَارِي، أَجْمَعَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَأَجْلِسَ بِبَابِهِ، إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَقُولُ :لَعَلَّهَا أَنْ تَحْدُثَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَاجَةٌ فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ" ، حَتَّى أَمَلَّ فَأَرْجِعَ، أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَرْقُدَ، قَالَ :فَقَالَ لِي يَوْمًا لِمَا يَرَى مِنْ خِفَّتِي لَهُ، وَخِدْمَتِي إِيَّاهُ " :سَلْنِي يَا رَبِيعَةُ أُعْطِكَ" ، قَالَ :فَقُلْتُ: أَنْظُرُ فِي أَمْرِي يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ أُعْلِمُكَ ذَلِكَ، قَالَ :فَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي فَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ زَائِلَةٌ، وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَكْفِينِي وَيَأْتِينِي، قَالَ :فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِآخِرَتِي فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ بِهِ، قَالَ :فَجِئْتُ فَقَالَ " :مَا فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ؟" ، قَالَ :فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، **أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفَعَ لِي إِلَى رَبِّكَ فَيُعْتِقَنِي مِنَ النَّارِ**، قَالَ :فَقَالَ " :مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا يَا رَبِيعَةُ؟" ، قَالَ :فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ، وَلَكِنَّكَ لَمَّا قُلْتَ سَلْنِي أُعْطِكَ وَكُنْتَ مِنَ اللهِ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ نَظَرْتُ فِي أَمْرِي، وَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَزَائِلَةٌ وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَأْتِينِي فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِآخِرَتِي، قَالَ :فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ لِي " :**إِنِّي فَاعِلٌ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ**

রাবী‘আহ ইবনে কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

‘‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করতাম এবং দিনের বেলায় তাঁর প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করতাম। এভাবে রাতের এশার সালাত পর্যন্ত তাঁর সেবা করতাম। তারপর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, আমি তাঁর দরজার কাছে বসে থাকতাম এবং মনে মনে বলতাম, ‘হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।’

আমি প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনতাম: ‘সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি।’ এভাবে শুনতে শুনতে কখনো ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেতাম, অথবা ঘুম আমাকে আচ্ছন্ন করলে ঘুমিয়ে পড়তাম।

একদিন তিনি আমার সেবা ও তৎপরতা দেখে আমাকে বললেন: ‘হে রাবী‘আহ! আমার কাছে কিছু চাও, আমি তোমাকে তা দেব।’

আমি বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু সময় দিন, আমি আমার বিষয়টি চিন্তা করে আপনাকে জানাব।’

আমি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করলাম এবং উপলব্ধি করলাম যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও বিলুপ্তপ্রায়। এতে আমার জন্য যে রিযিক নির্ধারিত আছে, তা আমার কাছে পৌঁছবেই এবং তা আমার জন্য যথেষ্ট হবে।

---

[205] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাহ, ‘‘সিজদার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান’’ অধ্যায়, হাদীস নং ৪৮৯।

তখন আমি মনে মনে বললাম: 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার আখিরাতের জন্য প্রার্থনা করব। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর যে মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে, তা অতুলনীয়।'

অতঃপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

'হে রাবী'আহ! কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

আমি বললাম: 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন আপনার রবের কাছে আমার জন্য শাফাআত করেন, যাতে তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।'

তিনি বললেন: 'হে রাবী'আহ! তোমাকে এ কথা কে শিখিয়েছে?'

আমি বললাম: 'সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমাকে কেউ এ কথা শেখায়নি। তবে আপনি যখন বললেন—"চাও, আমি তোমাকে দেব"—আর আমি আল্লাহর কাছে আপনার মহান মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে জানি, তখন আমি আমার অবস্থা নিয়ে চিন্তা করলাম। বুঝলাম যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, আর আমার রিযিক আমার কাছে পৌঁছবেই। তাই আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার আখিরাতের কল্যাণ চাইব।'

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এরপর বললেন: 'আমি তা করব। তবে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।"[206]

মুহাক্কিক শু'আইব আল-আরনাউত বলেন:

'তুমি অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে নিজেকে সাহায্য করো'—এই অংশটি ব্যতীত হাদীসটি হাসান। আর উক্ত অংশটি অন্য সূত্রের সমর্থনে সহীহ (صحيح لغيره)।

এই সনদটি হাসান। কারণ এর মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রয়েছেন। তবে তিনি এখানে স্পষ্টভাবে 'হাদ্দাসানা' (আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন) শব্দ ব্যবহার করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তাঁর তাদলীসের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে।

আর সনদের বাকি সকল রাবী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) এবং তাঁরা উভয় শাইখের (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের) রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।"

يَا رَسُولَ اللهِ مُرَ افَقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ

হাদীস ৫: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি।"

ইমাম তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর*-এ রাবী'আহ ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فأَتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ (الْهَوِيَّ) سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الْهَوِيَّ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ؟ قُلْتُ: **يَا رَسُولَ اللهِ مُرَ افَقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ**، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

রাবী'আহ ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

---

[206] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যু: ২৬১ হিজরি), *আল-মুসনাদ*, ২৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৯, "মুসনাদুল মাদানিয়্যীন" অধ্যায়, "রাবী'আহ ইবনে কা'ব আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস", হাদীস নং ১৬৫৭৯।

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাত যাপন করতাম এবং তাঁর জন্য ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতাম।

তিনি রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়াতেন এবং বলতেন: 'সুবহানা রব্বী ওয়া বিহামদিহি, সুবহানা রব্বী ওয়া বিহামদিহি।' (দীর্ঘ সময় পর্যন্ত)

'সুবহানা রব্বিল 'আলামীন, সুবহানা রব্বিল 'আলামীন।' (দীর্ঘ সময় পর্যন্ত)।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: 'তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে?'

আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি।'

তিনি বললেন:

'তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে তুমি নিজেকে সাহায্য করো।' [207]

হাদীস ৬: *আল-মু'জামুল কাবীর*-এর আরেক বর্ণনায়: রাবী'আহ ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَارِي فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوَيْتُ إِلَى بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَتُّ عِنْدَهُ، فَلَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ رَبِّي، حَتَّى أَمَلُّ أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَنَامُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا رَبِيعَةُ سَلْنِي فَأُعْطِيَكَ قُلْتُ: أَنْظِرْنِي حَتَّى أَنْظُرَ، وتَذَكَرْتُ أَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ مُنْقَطِعَةٌ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، **أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ أَنْ يُجَنِّبَنِي مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ**، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قُلْتُ: مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ، وَلَكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ فَانِيَةٌ وَأَنْتَ مِنَ اللهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ قَالَ : إِنِّي فَاعِلٌ، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

"আমি দিনের বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করতাম। আর যখন রাত হতো, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজার কাছে আশ্রয় নিতাম এবং তাঁর নিকটেই রাত কাটাতাম।

আমি ক্রমাগত তাঁকে বলতে শুনতাম: 'সুবহানাল্লাহ, সুবহানা রব্বী।'

এভাবে বলতে থাকতেন, যতক্ষণ না আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম অথবা ঘুম আমাকে আচ্ছন্ন করত এবং আমি ঘুমিয়ে যেতাম।

একদিন তিনি বললেন: 'হে রাবী'আহ! আমার কাছে কিছু চাও, আমি তোমাকে তা দেব।'

আমি বললাম: 'আমাকে কিছু সময় দিন, আমি চিন্তা করি।'

অতঃপর আমি স্মরণ করলাম যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও বিলুপ্তপ্রায়। তখন বললাম:

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।'

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর বললেন:

'তোমাকে এ কথা কে শিখিয়েছে?'

আমি বললাম:

'আমাকে কেউ এ কথা শেখায়নি। তবে আমি জানি যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, আর আল্লাহর নিকট আপনার যে মহান মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে, সে কারণেই আমি চেয়েছি আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করুন।'

---

[207] সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়্যুব ইবনে মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃত্যু: ৩৬০ হিজরি), *আল-মু'জামুল কাবীর*, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬, হাদীস নং ৪৫৭০, প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো।

তখন তিনি বললেন: 'আমি তা করব। তবে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।' [208]

হাদীস ৭: এক কিশোর সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:

أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের জন্য আপনি কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন।"

روى الطبراني بسند صحيح عَنْ مُصْعَبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ :انْطَلَقَ غُلَامٌ مِنَّا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ :إِنِّي سَائِلُكَ سُؤَالًا، قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ بِهَا - أَوْ مَنْ عَلَّمَكَ بِهَذَا؟ - أَوْ مَنْ دَلَّكَ عَلَى هَذَا -؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي بِهَذَا أَحَدٌ إِلَّا نَفْسِي، قَالَ : فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ جَذْلَانَ لِيُخْبِرَ أَهْلَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ فَرَدُّوهُ كَئِيبًا مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ : أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

ইমাম তাবারানী সহীহ সনদে মুস'আব আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"আমাদের এক কিশোর নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল: 'আমি আপনার কাছে একটি বিষয় চাই।'

তিনি বললেন: 'সেটি কী?'

সে বলল: 'আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের জন্য আপনি কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন।'

নবী ﷺ বললেন:

'এ কথা তোমাকে কে বলেছে?' অথবা 'এ বিষয়টি তোমাকে কে শিখিয়েছে?' অথবা 'এ ব্যাপারে তোমাকে কে পথনির্দেশ দিয়েছে?'

সে বলল:

'আমাকে এ কথা কেউ বলেনি; আমার নিজের মনই আমাকে এ কথা বলেছে।'

তখন নবী ﷺ বললেন:

'তুমি অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের জন্য আমি কিয়ামতের দিন শাফাআত করব।'

এ কথা শুনে কিশোরটি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তার পরিবারের কাছে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য চলে গেল।

কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন: 'ছেলেটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো।'

তারা তাকে ফিরিয়ে আনল। সে কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিল; কারণ তার আশঙ্কা হচ্ছিল, হয়তো তার সম্পর্কে কোনো নতুন বিষয় বলা হবে।

তখন নবী ﷺ তাকে বললেন:

'অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে তুমি আমাকে সাহায্য করো।' [209]

---

[208] হাদিস ৪৫৭৬

[209] সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আইয়্যুব ইবন মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃত্যু ৩৬০ হিজরি), আল-মু'জামুল কাবীর, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ৩৬৫, হাদিস নং ৮৫১, প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো।

হাদীস ৮: এক যুবক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি নবী ﷺ-এর খিদমত করতেন, বললেন: "আমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাতের দোয়া করুন।"

ইমাম তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর*-এ জাবির ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

كَانَ شَابٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُخِفُّ فِي حَوَائِجِهِ، فَقَالَ: سَلْنِي حَاجَةً، فَقَالَ :ادْعُ اللهَ تَعَالَى لِي بِالْجَنَّةِ، قَالَ :فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَتَنَفَّسَ وَقَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

জাবির ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"একজন যুবক নবী ﷺ-এর খিদমত করত এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজগুলো দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করত।

একদিন নবী ﷺ তাকে বললেন: 'তুমি আমার কাছে একটি প্রয়োজন (কিছু) চাও।'

সে বলল: 'আমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাতের দোয়া করুন।'

তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা উঠালেন, গভীরভাবে শ্বাস নিলেন এবং বললেন:

'হ্যাঁ, আমি তা করব। তবে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।'[210]

হাদীস ৯: এক খাদেম (পুরুষ বা নারী) বললেন:

حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আমার প্রয়োজন হলো, আপনি যেন কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফাআত করেন।"

روى أحمد بسند صحيح: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ، رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَادِمِ " :أَلَكَ حَاجَةٌ؟ " قَالَ: حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَاجَتِي قَالَ " :وَمَا حَاجَتُكَ؟ " قَالَ: حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ " :وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى هَذَا؟ " قَالَ: رَبِّي قَالَ " :إِمَّا لَا، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

ইমাম আহমদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেন:

নবী ﷺ-এর এক খাদেম (পুরুষ অথবা নারী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর খাদেমকে জিজ্ঞেস করতেন:

"তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে?" এভাবে একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তখন খাদেম বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি প্রয়োজন আছে।"

নবী ﷺ বললেন: "তোমার প্রয়োজন কী?"

তিনি বললেন: "আমার প্রয়োজন হলো, আপনি যেন কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফাআত করেন।"

নবী ﷺ বললেন: "এ কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে?"

তিনি বললেন: "আমার রব।"

---

[210] সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আইয়্যুব ইবন মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃত্যু ৩৬০ হিজরি), আল-মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ২০২৯।

তখন নবী ﷺ বললেন: ''যেহেতু তুমি এটাই চেয়েছ, তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।'' "211 212 /

ইমাম হাইসামী বলেন:

''এ হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। আর এর সকল রাবী সহীহ হাদীসের রাবীগণ (অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত)।''[213]

আলবানী *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ*-এ বলেন:

''এই সনদটি সহীহ এবং ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। [214]

আপনি যেন অবশ্যই আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন

হাদীস ১০: সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বললেন:

نَنْشُدُكَ اللهَ، وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ

''আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি এবং আমাদের সাহচর্যের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—আপনি যেন অবশ্যই আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

روى أحمد بسند صحيح عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ :عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ، قَالَ :فَانْتَهَيْتُ إِلَى بَعْضِ الْإِبِلِ، فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَدٌ قَالَ :فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ قَائِمَانِ، قُلْتُ :أَيْنَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَا :مَا نَدْرِي غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى الْوَادِي، فَإِذَا مِثْلُ هَزِيزِ الرَّحْلِ قَالَ :امْكُثُوا يَسِيرًا، ثُمَّ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ " :إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ " فَقُلْنَا: نَنْشُدُكَ اللهَ، وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ قَالَ " :فَإِنَّكُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي " قَالَ: فَأَقْبَلْنَا مَعَانِيقَ إِلَى النَّاسِ، فَإِذَا هُمْ قَدْ فَزِعُوا، وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ مِنْ رَبِّي آتٍ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ ." **قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، نَنْشُدُكَ اللهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ** قَالَ :فَلَمَّا أَضَبُّوا عَلَيْهِ قَالَ " :فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِي

ইমাম আহমদ সহীহ সনদে আওফ ইবনে মালিক আল-আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

---

211 ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হিজরি), মুসনাদুল ইমাম আহমদ, মক্কাবাসী সাহাবিদের মুসনাদ, ''নবী ﷺ-এর খাদেমের হাদিস'', খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ৪৭৯।

212 এর সনদ সহীহ। এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) এবং শাইখাইন—ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম—এর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে যিয়াদ ইবন আবী যিয়াদ, যার নাম মাইসারাহ, এবং যিনি আবদুল্লাহ ইবন আইয়াশ ইবন আবী রবীআহ আল-মাখযূমীর মুক্তদাস ছিলেন, তিনি কেবল ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে আফফান বলতে আফফান ইবন মুসলিম আস-সাফ্ফার-কে বোঝানো হয়েছে, খালিদ আল-ওয়াসিতী বলতে খালিদ ইবন আবদুল্লাহ-কে বোঝানো হয়েছে এবং আমর ইবন ইয়াহইয়া আল-আনসারী বলতে আমর ইবন ইয়াহইয়া ইবন উমারাহ আল-মাযিনী-কে বোঝানো হয়েছে।

213 নূরুদ্দীন আলী ইবন আবী বকর আল-হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭ হিজরি), মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়িদ, হাদিস নং ৩৫০৩।

214 মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (মৃত্যু ১৪২০ হিজরি), সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ, হাদিস নং ২১০২।

"এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সফরে ছিলেন। আমরা বিশ্রামের জন্য থামলাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজের বাহনের পাশে শুয়ে পড়লাম।

আমি কিছু উটের দিকে গেলাম এবং দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উট রয়েছে, কিন্তু তিনি সেখানে নেই।

তখন আমি তাঁকে খুঁজতে বের হলাম। দেখি মু'আয ইবনে জাবাল ও আবদুল্লাহ ইবনে কায়স দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি বললাম: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায়?'

তাঁরা বললেন: 'আমরা জানি না। তবে উপত্যকার উঁচু দিক থেকে একটি শব্দ শুনেছি, যেন জিন বাঁধার রশির শব্দের মতো।'

কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন:

'আজ রাতে আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসেছিল। তিনি আমাকে এ দু'টির মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন—আমার উম্মতের অর্ধেককে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা শাফাআত। আমি শাফাআতকে বেছে নিয়েছি।'

তখন আমরা বললাম: 'আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি এবং আমাদের সাহচর্যের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—আপনি যেন অবশ্যই আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।'

তিনি বললেন: 'তোমরা অবশ্যই আমার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'

এরপর আমরা দ্রুত লোকদের কাছে ফিরে এলাম। দেখি তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের নবীকে খুঁজে পাচ্ছে না।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন:

'আজ রাতে আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসেছিল। তিনি আমাকে আমার উম্মতের অর্ধেককে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং শাফাআতের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। আর আমি শাফাআতকে বেছে নিয়েছি।'

তখন তারা বলল:

'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি এবং আমাদের সাহচর্যের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—আপনি যেন অবশ্যই আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।'

যখন তারা এ বিষয়ে জোরালোভাবে অনুরোধ করতে লাগল, তখন তিনি বললেন:

'তোমাদেরকে আমি সাক্ষী রাখছি যে, আমার শাফাআত আমার উম্মতের সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করে না।' [215]

وفي رواية: فَقُلْنَا: نُذَكِّرُكَ اللهَ وَالصُّحْبَةَ إِلَّا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ قَالَ "أَنْتُمْ مِنْهُمْ" ، ثُمَّ مَضَيْنَا، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، فَيُخْبِرُهُمْ بِالَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ فَيُذَكِّرُونَهُ اللهَ وَالصُّحْبَةَ إِلَّا جَعَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ فَيَقُولُ "فَإِنَّكُمْ مِنْهُمْ" حَتَّى انْتَهَى النَّاسُ، فَأَضَبُّوا عَلَيْهِ وَقَالُوا :اجْعَلْنَا مِنْهُمْ .قَالَ "فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنَّهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

[215] মুসনাদে ইমাম আহমদের হাদিস নং ২৪০০২-এর সনদ সহীহ। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) এবং তারা শাইখাইন—ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম—এর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

আরেক বর্ণনায় রয়েছে:

আমরা বললাম: "আমরা আপনাকে আল্লাহর কথা এবং আমাদের সাহচর্যের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—আপনি যেন আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তিনি বললেন: "তোমরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

এরপর আমরা চলে গেলাম। পরে একজন বা দু'জন করে লোক এসে আমরা যে সংবাদ পেয়েছিলাম, তা তাদের জানাতাম। তখন তারাও আল্লাহর কথা এবং সাহচর্যের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে অনুরোধ করত যে, তিনি যেন তাদেরকে তাঁর শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি বলতেন: "তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

এভাবে লোকেরা আসতেই থাকল। অবশেষে অনেক মানুষ তাঁর চারপাশে সমবেত হয়ে বলল: "আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

তখন তিনি বললেন:

"আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমার এই শাফাআত আমার উম্মতের সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে।"[216]

وفي رو اية: فَقَالَا: **يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ."** قَالَ " :فَدَعَا لَهُمَا ." ثُمَّ إِنَّهُمَا نَبَّهَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَخْبَرَاهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ :فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ وَيَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ فَيَدْعُوَ لَهُمْ، قَالَ :فَلَمَّا أَضَبَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ وَكَثُرُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :إِنَّهَا لِمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

আরেক বর্ণনায় রয়েছে: তাঁরা দু'জন বললেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যান্য সাহাবীদের এ বিষয়ে অবহিত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাটি তাঁদের কাছে পৌঁছে দিলেন।

তখন সাহাবীগণ একে একে তাঁর কাছে আসতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদেরকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তখন তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করতেন।

যখন লোকেরা তাঁর চারপাশে ব্যাপকভাবে সমবেত হলো এবং তাদের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "এই শাফাআত সেই ব্যক্তির জন্য, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করবে।"[217]

وفي رو اية: عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْرُسُهُ أَصْحَابُهُ، فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمْ أَرَهُ فِي مَنَامِهِ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا أَنَا بِمُعَاذٍ قَدْ لَقِيَ الَّذِي لَقِيتُ فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِثْلَ هَزِيزِ الرَّحَا فَوَقَفَا عَلَى مَكَانِهِمَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ " :هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ كُنْتُ؟ وَفِيمَ كُنْتُ؟ " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي

---

[216] ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হিজরি), মুসনাদুল ইমাম আহমদ, হাদিস নং ২৩৯৭৭।

[217] ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হিজরি), মুসনাদুল ইমাম আহমদ, হাদিস নং ১৯৭২৪।

عَزَّ وَجَلَّ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ ."فَقَالَا :يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنَا فِي شَفَاعَتِكَ .فَقَالَ " :أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا فِي شَفَاعَتِي

আরেক বর্ণনায় আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে:

"সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাহারার দায়িত্ব পালন করতেন। এক রাতে আমি উঠে দেখি, তিনি তাঁর শয্যায় নেই। তখন অতীত ও বর্তমান নানা আশঙ্কা আমাকে গ্রাস করল। আমি তাঁকে খুঁজতে বের হলাম।

দেখি, মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহুও আমার মতোই উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে খুঁজছেন। আমরা একটি শব্দ শুনলাম, যা যেন চাকার ঘূর্ণনের গুঞ্জনের মতো।

আমরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরপর নবী ﷺ সেই শব্দের দিক থেকে আমাদের কাছে এসে বললেন: 'তোমরা কি জানো আমি কোথায় ছিলাম এবং কী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম?

আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসেছিল। তিনি আমাকে এ দু'টির মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন—আমার উম্মতের অর্ধেককে জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা শাফাআত। আর আমি শাফাআতকে বেছে নিয়েছি।'

তখন তাঁরা দু'জন বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদেরকে আপনার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত করেন।'

তখন তিনি বললেন: 'তোমরা এবং আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, তারা আমার শাফাআতের অন্তর্ভুক্ত হবে।'"[218]

হাদীস ১১:

وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ ... سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

"আর আপনি আমার জন্য সেই দিনের সুপারিশকারী (শাফাআতকারী) হোন, যেদিন আপনার ব্যতীত অন্য কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না।" — সাওয়াদ ইবনে কারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইমাম বায়হাকী সাওয়াদ ইবনে কারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَايبِ

وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةً ... إِلَى اللهِ يا ابن الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ

فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مَنْ مَشَى ... وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَايِبِ

وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ ... سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

---

[218] মুসনাদে ইমাম আহমদের হাদিস নং ১৯৬১৮-এর সনদ হাসান। এর হাসান হওয়ার কারণ হল আসিম—তিনি আসিম ইবন আবী আন-নাজূদ। আর সনদের বাকি সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) এবং শাইখাইন (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম)-এর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে হাম্মাদ ইবন সালামাহ শাইখাইনের উভয়ের বর্ণনাকারী নন; তিনি মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত, আর ইমাম বুখারী তাঁকে সমর্থনকারী (শাহিদ) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এখানে 'আফফান' বলতে আফফান ইবন মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে এবং 'ইউনুস ইবন মুহাম্মদ' বলতে ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ আল-মুআদ্দিবকে বোঝানো হয়েছে।

قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقَالَ لِي أَفْلَحْتَ يَا سَوَادُ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই,
আর আপনি প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বস্ত ও আমানতদার।
আর আপনি আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে সকল রাসূলের মধ্যে সর্বাধিক নিকটবর্তী
এবং শাফাআতের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে,
হে সম্মানিত ও পবিত্র বংশধরদের শ্রেষ্ঠ সন্তান!
অতএব, আপনার নিকট যে নির্দেশনা আসে, তা আমাদেরকে আদেশ করুন, হে মানবজাতির
মধ্যে সর্বোত্তম পদচারী, যদিও তাতে শিরের চুল পেকে যায়।
আর সেই দিনে আপনি আমার জন্য শাফাআতকারী হোন,
যেদিন আপনার ব্যতীত অন্য কোনো শাফাআতকারীর শাফাআত সাওয়াদ ইবনে কারিবের
কোনো উপকারে আসবে না।"

সাওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এত হাসলেন যে তাঁর চোয়ালের দাঁত দেখা গেল। এরপর তিনি আমাকে বললেন:

'হে সাওয়াদ! তুমি সফল হয়েছ।' [219]

আমি বলি: ইমাম ইবনু কাসীর এ ঘটনাটি *সূরা আল-আহকাফ*-এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম হাইসামী বলেছেন: "এর সনদ দুর্বল (যঈফ)।

এ কাজের জন্য আমিই উপযুক্ত

হাদীস ১২: কিয়ামতের দিন শাফাআতের আবেদন করা হবে, তখন তিনি বলবেন:
"এ কাজের জন্য আমিই উপযুক্ত।" (আরবি: أنا لها)।

قال البخاري: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَنَزِيُّ، قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى، فَاسْتَأْذَنَّا، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لاَ تَسْأَلْهُ عَنْ شَىْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلاَءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ. فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ **فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا. فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ** وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي.

---

[219] আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী (মৃত্যু ৪৫৮ হিজরি), দালায়িলুন নুবুওয়াহ ওয়া মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরী'আহ, "নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনাবলি" শীর্ষক অধ্যায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত "সাওয়াদ ইবন কারিবের হাদিস; এবং সম্ভবত তিনিই সেই গণক, যার নাম সহীহ হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি" শীর্ষক আলোচনা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫১, তাহকীক: ড. আবদুল মু'তী কাল'আজী, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ও দারুর রাইয়ান লিত্তুরাস, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি / ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৭।

فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ". فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فَحَدَّثَنَا بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ هِيهِ، فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيهِ، فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا. فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا. قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدِّثْنَا، فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولاً مَا ذَكَرْتُهُ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ قَالَ " ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ".

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন: মা'বাদ ইবনে হিলাল আল-'আনাযী বলেন:

''আমরা বসরার কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলাম। আমাদের সঙ্গে সাবিত আল-বুনানীকেও নিয়ে গেলাম, যাতে তিনি আমাদের জন্য শাফাআতের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, তিনি সালাতুদ-দুহা আদায় করছেন। আমরা অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। তিনি তখন তাঁর বিছানায় বসেছিলেন।

আমরা সাবিতকে বললাম:

'শাফাআতের হাদীসের আগে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করো না।'

তখন সাবিত বললেন:

'হে আবূ হামযাহ! বসরার আপনার এই ভাইয়েরা আপনার কাছে শাফাআতের হাদীস শুনতে এসেছে।'

তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন:

'কিয়ামতের দিন মানুষ ভীষণ উদ্বেগ ও অস্থিরতায় একে অপরের মধ্যে ঢেউয়ের মতো মিশে যাবে। তখন তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে:

''আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট শাফাআত করুন।''

তিনি বলবেন:

''আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও; তিনি রহমানের খলীল।''

তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি বলবেন:

''আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা মূসার কাছে যাও; তিনি আল্লাহর কালীম।''

তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি বলবেন:

''আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসার কাছে যাও; তিনি আল্লাহর রূহ ও তাঁর কালিমা।''

তারা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি বলবেন:

"আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও।"

তখন তারা আমার কাছে আসবে, আর আমি বলব: "أنا لها — আমি এ কাজের জন্যই আছি।"

এরপর আমি আমার রবের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আল্লাহ আমাকে এমন সব প্রশংসাবাক্য শিক্ষা দেবেন, যা এখন আমার জানা নেই।

আমি সেসব প্রশংসা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। তখন বলা হবে:

"হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, আপনার কথা শোনা হবে। চান, আপনাকে দেওয়া হবে। শাফাআত করুন, আপনার শাফাআত কবুল করা হবে।"

তখন আমি বলব: **"হে আমার রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত!"**

তখন বলা হবে:

"যাও, যার অন্তরে এক যবদানার সমপরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো।"

আমি গিয়ে তা করব।

এরপর আবার ফিরে এসে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ব।

আবার বলা হবে:

"হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, আপনার কথা শোনা হবে। চান, আপনাকে দেওয়া হবে। শাফাআত করুন, আপনার শাফাআত কবুল করা হবে।"

আমি বলব: **"হে আমার রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত!"**

তখন বলা হবে:

"যাও, যার অন্তরে একটি ক্ষুদ্র কণা বা সরিষা দানার সমপরিমাণ ঈমান আছে, তাকে বের করে আনো।"

আমি গিয়ে তা করব।

তারপর তৃতীয়বার একইভাবে হবে। আমি বলব: **"হে আমার রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত!"**

তখন বলা হবে:

"যাও, যার অন্তরে সরিষা দানার চেয়েও ক্ষুদ্রতম পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনো।"

আমি গিয়ে তা করব।'

এরপর আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে বের হয়ে আমরা হাসান আল-বাসরীর কাছে গেলাম। তিনি তখন আত্মগোপনে ছিলেন। আমরা তাঁকে হাদীসটি শুনালাম। তিনি বললেন: 'আরও আছে।'

আমরা বললাম: 'আনাস আমাদেরকে এর বেশি বলেননি।'

তখন হাসান বললেন:

'বিশ বছর আগে তিনি আমাকে এই হাদীস পূর্ণরূপে শুনিয়েছিলেন। জানি না তিনি ভুলে গেছেন, নাকি তোমরা এর উপর নির্ভর করে বসবে বলে বাকিটা বলেননি।'

অতঃপর তিনি অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করলেন:

'তারপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব। আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে:

"হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, আপনার কথা শোনা হবে। চান, আপনাকে দেওয়া হবে। শাফাআত করুন, আপনার শাফাআত কবুল করা হবে।"

তখন আমি বলব:

"হে আমার রব! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিন।"

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন:

"আমার ইজ্জত, আমার মহিমা, আমার কিবরিয়া এবং আমার মহানতার শপথ! আমি অবশ্যই জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনব, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে।" [220]

لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ ﷺ فِي الدُّعَاءِ وَالاسْتِغْفَارِ لِأُمَّتِه

নবী ﷺ-র উম্মতের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে তাঁর ওফাত ও জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

অর্থাৎ, তিনি ﷺ যেমন জীবদ্দশায় তাঁর উম্মতের জন্য দোয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন, তেমনি তাঁর ওফাতের পরও আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা ও জীবন (হায়াতে বারযাখিয়্যাহ)-এর কারণে উম্মতের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করেন। ﷺ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ التوبة 105

আর বলুন, 'তোমরা আমল করো। অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূলও এবং মুমিনগণও। আর শীঘ্রই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকট। তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন তোমরা যা করতে।' — সূরা আত-তাওবা, ১০৫

আমাদের আমল নবী ﷺ এর সামনে পেশ করা হয়

ইমাম বাযযার বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

روى البزار: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ :نا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছেন, যারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেয়।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

'আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তোমরা (বিভিন্ন বিষয়) উপস্থাপন করো এবং আমরাও তোমাদেরকে (ওহী ও বিধান) জানাই।

---

[220] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাওহীদ, "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নবীগণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথোপকথন" অধ্যায়, হাদীস নং ৭৫১০।

আর আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ করা হয়। আমি যখন কোনো ভালো আমল দেখি, তখন সে জন্য আল্লাহর প্রশংসা করি। আর যখন কোনো মন্দ আমল দেখি, তখন তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। [221]

ইমাম হাইসামী বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

"আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তোমরা (বিভিন্ন বিষয়) আলোচনা করো এবং তোমাদেরকে (ওহী ও বিধান) জানানো হয়।

আর আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ করা হয়। আমি যখন কোনো ভালো আমল দেখি, তখন সে জন্য আল্লাহর প্রশংসা করি। আর যখন কোনো মন্দ আমল দেখি, তখন তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

এরপর ইমাম হাইসামী বলেন:

"এ হাদীসটি ইমাম বাযযার বর্ণনা করেছেন। আর এর রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবীগণ (অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত)।" [222]

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন, মিনহাল ইবনে 'আমর বলেন, তিনি সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়্যিবকে বলতে শুনেছেন:

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا يُعْرَضُ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتُهُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لِيَشْهَدَ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا}

"এমন কোনো দিন নেই, যেদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নবী ﷺ-এর সামনে তাঁর উম্মতকে পেশ করা হয় না। তিনি তাদেরকে তাদের চিহ্ন ও পরিচয়ের মাধ্যমে চিনতে পারেন, যাতে তিনি তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে এদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব? — সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪১।" [223]

---

[221] আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-'আতাকী, যিনি *আল-বাযযার* নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ২৯২ হিজরি), *মুসনাদুল বাযযার* (যা *আল-বাহরুয যাখ্‌খার* নামে প্রকাশিত), "মুসনাদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু", "যাযান, আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে" শিরোনাম, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩০৮, হাদীস নং ১৯২৫। প্রকাশক: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল-হিকাম, মদীনা মুনাওয়ারা। সংস্করণ: প্রথম সংস্করণ (প্রকাশনা কার্য শুরু ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এবং সমাপ্ত ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে)। মোট খণ্ডসংখ্যা: ১৮।

[222] আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর ইবনে সুলাইমান আল-হাইসামী (মৃত্যু: ৮০৭ হিজরি), *মাজমা'উয যাওয়ায়িদ*, "কিতাবু 'আলামাতিন-নুবুওয়াহ" (নবুওয়তের নিদর্শনসমূহ), "নবী ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁর ইস্তিগফারের মাধ্যমে তাঁর উম্মতের যে উপকার লাভ হয়" অধ্যায়, হাদীস নং ১৪২৫০। তাহকীক: হুসামুদ্দীন আল-কুদসী। প্রকাশক: মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো। প্রকাশকাল: ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ডসংখ্যা: ১০।

[223] আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল-মারওয়াযী (মৃত্যু: ১৮১ হিজরি), *আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়িক* (ইবনে মুবারকের রচনা), হুসাইন আল-মারওয়াযীর বর্ণনায়; এবং গ্রন্থের শেষে নু'আইম ইবনে হাম্মাদের বর্ণনাকৃত অতিরিক্ত সংযোজন সংযুক্ত রয়েছে। "যিয়াদাতুয-যুহদ বি রিওয়ায়াতি নু'আইম" (নু'আইমের বর্ণনায় সংযোজিত যুহদের অতিরিক্ত অংশ), "জীবিতদের আমল মৃতদের সামনে পেশ করা" অধ্যায়, পরিশিষ্ট (মুলহাক), পৃষ্ঠা ৪২। তাহকীক

রওজা শরীফ যিয়ারতের নিয়ম

ইমাম আবু আহমদ হামযা ইবনে ইউসুফ আল-জুরজানী (মৃত্যু: ৪২৭ হিজরি) তাঁর *তারীখু জুরজান* গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

তিনি বলেন, ইবনু আবিদ-দুনইয়া তাঁর *আল-কুবূর* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:

"সাঈদ ইবনে উসমান আল-জুরজানী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবী ফুদাইক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবুল মুসান্না সুলাইমান ইবনে ইয়াযীদ আল-কাবী আমাকে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি মদীনায় এসে সওয়াবের আশায় আমাকে যিয়ারত করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফাআতকারী ও সাক্ষী হব।'"

আর তিনি বলেন:

"সাঈদ ইবনে উসমান আল-জুরজানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবী ফুদাইক বলেছেন: আমি আমার যুগের কিছু লোককে বলতে শুনেছি:

আমাদের কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে এই আয়াতটি পাঠ করবে—

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো।'

— এরপর বলবে:

'صلى الله عليك يا محمد'

(আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, হে মুহাম্মদ)

এভাবে সত্তর বার বলবে, তখন এক ফেরেশতা তাকে ডেকে বলবে:

'হে অমুক! আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তোমার কোনো প্রয়োজনই অপূর্ণ থাকবে না।' [224]

ও টীকা: হাবীবুর রহমান আল-আ'যমী। প্রকাশনা: মুহাম্মদ আফীফ আয-যু'বী; গ্রন্থের মুহাক্কিক হাবীবুর রহমান আল-আ'যমী এবং ভারতের মালিগাঁওস্থিত *মজলিসু ইহইয়াইল মা'আরিফ*-এর লিখিত অনুমতিক্রমে। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৭১৫।

224 আবুল কাসিম হামযা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম আস-সাহমী আল-কুরাশী আল-জুরজানী (মৃত্যু: ৪২৭ হিজরি), *তারীখু জুরজান*, ক্রমিক নং ৩৪৭, "যাদের নাম সাঈদ এবং অন্যান্য" অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২২০। তাহকীক: মুহাম্মদ আবদুল মুঈদ খানের তত্ত্বাবধানে। প্রকাশক: 'আলামুল কুতুব, বৈরুত।
সংস্করণ: চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি / ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৫৬৩।

ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরি) বর্ণনা করেন:

আবূ বকর ইবনে আবিদ-দুনইয়া সাঈদ ইবনে উসমান থেকে, তিনি ইবনে আবী ফুদাইক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"আমি আমার যুগের কিছু লোককে বলতে শুনেছি:

আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে এই আয়াতটি পাঠ করবে—

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো।'

এরপর সত্তর বার বলবে:

'صلى الله عليك يا محمد'

(আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, হে মুহাম্মদ ﷺ)

তখন এক ফেরেশতা তাকে উত্তর দিয়ে বলবে:

'صلى الله عليك يا فلان'

(আল্লাহ তোমার প্রতিও রহমত বর্ষণ করুন, হে অমুক!)

এবং তার কোনো প্রয়োজনই অপূর্ণ থাকবে না।" [225]

ইমাম ইবনুল হাজ্জ আল-মালিকী (মৃত্যু: ৭৩৭ হিজরি) তাঁর *আল-মাদখাল* গ্রন্থে বলেন:

"প্রথম ও শেষ সকল সৃষ্টির সাইয়িদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারতের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত সকল আদবের চেয়েও বহু গুণ বেশি বিনয়, ভগ্নচিত্ততা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা উচিত।

لِأَنَّهُ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ الَّذِي لَا تُرَدُّ شَفَاعَتُهُ وَلَا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ وَلَا مَنْ نَزَلَ بِسَاحَتِهِ وَلَا مَنْ اسْتَعَانَ، أَوْ اسْتَغَاثَ بِهِ، إِذْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قُطْبُ دَائِرَةِ الْكَمَالِ وَعَرُوسُ الْمَمْلَكَةِ،

কারণ তিনি সেই শাফাআতকারী, যার শাফাআত কবুল করা হবে; যার শাফাআত প্রত্যাখ্যাত হয় না। যে তাঁর দিকে ধাবিত হয়, তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে বা তাঁর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করে, সে ব্যর্থ হয় না। কারণ তিনি ﷺ পরিপূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দু এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের মুকুটস্বরূপ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের মহত্তম নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন। — সূরা আন-নাজম, ১৮

---

[225] আবু বকর আহমদ ইবনে আল-হুসাইন আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হিজরি), *শু'আবুল ঈমান*, হাদীস নং ৩৮৭২, "মানাসিক" অধ্যায়, "মদীনায় আগমন, নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত, তাঁর মসজিদে এবং মসজিদে কুবায় সালাত আদায়" শীর্ষক অনুচ্ছেদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৫। প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ লিন-নাশর ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ; ভারতের বোম্বাইস্থ দারুস সালাফিয়্যাহ-এর সহযোগিতায়।
সংস্করণ: প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ডসংখ্যা: ১৪।

আমাদের আলিমগণ বলেছেন, তিনি সেখানে তাঁর নিজস্ব নূরানী সত্তার মর্যাদা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

فَمَنْ تَوَسَّلَ بِهِ، أَوْ اسْتَغَاثَ بِهِ، أَوْ طَلَبَ حَوَائِجَهُ مِنْهُ فَلَا يُرَدُّ وَلَا يَخِيبُ

অতএব, যে তাঁর মাধ্যমে ওসীলা গ্রহণ করে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে অথবা তাঁর মাধ্যমে নিজের প্রয়োজন পূরণের আবেদন করে, সে প্রত্যাখ্যাত বা ব্যর্থ হয় না। অভিজ্ঞতা ও বহু ঘটনার সাক্ষ্য এ কথাকে সমর্থন করে।

তবে তাঁর যিয়ারতে পূর্ণ আদব রক্ষা করা আবশ্যক।

আমাদের আলিমগণ বলেছেন,

إِنَّ الزَّائِرَ يُشْعِرُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ وَ اقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمَا هُوَ فِي حَيَاتِهِ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَعْنِي فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ.

যিয়ারতকারী যেন মনে করে যে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উপস্থিত, যেমন তিনি তাঁর জীবদ্দশায় উপস্থিত হতেন। কারণ তাঁর ওফাত ও জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—অর্থাৎ উম্মতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ, তাদের পরিচয় জানা, তাদের নিয়ত, সংকল্প ও অন্তরের ভাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে। এসব বিষয় তাঁর কাছে সুস্পষ্ট; এতে কোনো গোপনীয়তা নেই।

কেউ যদি বলে, 'এগুলো তো আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণাবলী'—তবে এর উত্তর হলো:

মুমিনদের মধ্য থেকে যারা আখিরাতে চলে গেছেন, তারাও অনেক সময় জীবিতদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন। এ বিষয়ে অসংখ্য ঘটনা ও বর্ণনা বিদ্যমান। সম্ভবত জীবিতদের আমল তাঁদের সামনে পেশ করা হয় বলেই তাঁরা তা জানতে পারেন, অথবা অন্য কোনো উপায়েও জানতে পারেন। তবে এসব বিষয় আমাদের দৃষ্টির আড়ালের বিষয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যবাদী হিসেবে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমল তাঁদের সামনে পেশ করা হয়। অতএব, এটি অবশ্যই সংঘটিত হয়। তবে এর প্রকৃত পদ্ধতি আমাদের অজানা, আর আল্লাহই তা অধিক জানেন।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীই যথেষ্ট: 'মুমিন আল্লাহর নূরের দ্বারা দেখে।'

আর আল্লাহর নূরকে কোনো কিছু আড়াল করতে পারে না। যখন জীবিত মুমিনদের ব্যাপারেই এ কথা সত্য, তখন যারা আখিরাতের জগতে অবস্থান করছেন তাদের ব্যাপারে কী বলা যায়?

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আল-কুরতুবী তাঁর *আত-তাযকিরাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

'ইবনুল মুবারক এক আনসারী ব্যক্তির সূত্রে মিনহাল ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বলতে শুনেছি:

এমন কোনো দিন নেই, যেদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নবী ﷺ-এর সামনে তাঁর উম্মতের আমল পেশ করা হয় না। তিনি তাদেরকে তাদের চিহ্ন ও আমল দ্বারা চিনতে পারেন। এ কারণেই তিনি তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

তখন কী হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনব এবং আপনাকে এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব? — সূরা আন-নিসা, ৪১

তিনি আরও বলেন:

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আমল প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা হয়। আর শুক্রবার তা নবীগণ, পিতা-মাতা এবং অন্যান্যদের সামনে পেশ করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ সম্ভব যে, আমাদের নবী ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁর সামনে প্রতিদিন আমল পেশ করা হয়, আর শুক্রবার অন্যান্য নবীদের সঙ্গেও তা পেশ করা হয়।' [226]

ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (মৃত্যু: ৮৬১ হিজরি) *ফাতহুল কাদীর*-এ বলেন:

''যিয়ারতকারীর দাঁড়ানো উচিত আমাদের বর্ণিত পদ্ধতিতে। সম্পূর্ণভাবে কিবলাকে পেছনে রেখে কেবল নবী ﷺ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর তুলনায় এ পদ্ধতি উত্তম। কারণ সে অবস্থায় দৃষ্টির কেন্দ্র সরাসরি তাঁর দিকে থাকে না; পক্ষান্তরে আমাদের বর্ণিত পদ্ধতিতে যিয়ারতকারী তাঁর মুখমণ্ডল ও দৃষ্টি নবী ﷺ-এর দিকে নিবদ্ধ রাখতে পারে, যা অধিক উপযুক্ত।

অতঃপর সে তার অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলবে:

السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْك يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْك يَا خِيرَةَ اللَّهِ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، السَّلَامُ عَلَيْك يَا حَبِيبَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْك يَا سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّك عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّك يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَّغْت الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْت الْأَمَانَةَ وَنَصَحْت الْأُمَّةَ وَكَشَفْت الْغُمَّةَ، فَجَزَاك اللَّهُ عَنَّا خَيْرًا، جَازَاك اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ.

اللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدَنَا عَبْدَك وَرَسُولَك مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْته، وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَك، إنَّك سُبْحَانَك ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

'আসসালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।

আসসালামু 'আলাইকা ইয়া খাইরা খালকিল্লাহ।

আসসালামু 'আলাইকা ইয়া খীরাতাল্লাহি মিন জামি'ই খালকিহি।

আসসালামু 'আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ।

আসসালামু 'আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদা ওয়ালাদি আদম।

আসসালামু 'আলাইকা আইয়ুহান-নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই; এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতকে কল্যাণকামী উপদেশ দিয়েছেন এবং অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করেছেন।

অতএব আল্লাহ আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন; তিনি আপনাকে এমন প্রতিদান দান করুন, যা কোনো নবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দান করেছেন তার চেয়েও উত্তম।'

এরপর বলবে:

---

[226] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-আবদারী আল-ফাসী আল-মালিকী, যিনি *ইবনুল হাজ্জ* নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৭৩৭ হিজরি), *আল-মাদখাল*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৮, ''সাইয়্যিদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীনের (নবী ﷺ-এর) যিয়ারত'' অধ্যায়। প্রকাশক: দারুত তুরাস। মোট খণ্ডসংখ্যা: ৪।

'হে আল্লাহ! আমাদের সাইয়িদ, আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে ওসীলা, ফযীলত, উচ্চ ও মহান মর্যাদা দান করুন। তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থান (মাকামে মাহমূদ) দান করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। তাঁকে আপনার নিকটতম মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহান অনুগ্রহের অধিকারী।'

এরপর যিয়ারতকারী আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের প্রয়োজনসমূহ প্রার্থনা করবে, নবী ﷺ-এর সান্নিধ্যকে আল্লাহর কাছে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান প্রার্থনা হলো—সুসমাপ্তি (হুসনুল খাতিমাহ), আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা লাভের আবেদন।

ثُمَّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ - ﷺ - الشَّفَاعَةَ فَيَقُولُ. يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُك الشَّفَاعَةَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُك الشَّفَاعَةَ وَ أَتَوَسَّلُ بِك إلَى اللَّهِ فِي أَنْ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِك وَسُنَّتِك

এরপর সে নবী ﷺ-এর নিকট শাফাআত প্রার্থনা করবে এবং বলবে:

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে শাফাআত প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে শাফাআত প্রার্থনা করছি।

এবং আমি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ওসীলা গ্রহণ করছি, যেন আমি আপনার মিল্লাত ও সুন্নাহর উপর মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি।'

এরপর সে নবী ﷺ-এর প্রতি বিনয়, অনুরাগ, ভক্তি ও স্নেহ প্রকাশ করে এ ধরনের উপযুক্ত কথাবার্তা বলবে।'' [227]

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি) বলেন:

''এ ব্যাপারে আরেকটি উত্তর হতে পারে যে, এখানে 'শোনা' বলতে সাধারণ বা প্রচলিত ধরনের শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। আর 'তাঁর রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়'—এর অর্থ হলো, তিনি যে মালাকূতী নিমগ্নতা ও উচ্চতর মুশাহাদার অবস্থায় থাকেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাময়িকভাবে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে দুনিয়ায় যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করেছে, তার সালামের উত্তর দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করান। যখন তিনি তার সালামের উত্তর প্রদান শেষ করেন, তখন আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যান।

আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, 'রূহ ফিরিয়ে দেওয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে—অন্য কাজে ব্যস্ততা থেকে অবসর দেওয়া এবং মনকে সে সব বিষয় থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত করা, যেগুলো নিয়ে তিনি বরযখে ব্যস্ত থাকেন।

যেমন—

النَّظَرِ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالدُّعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ، وَالتَّرَدُّدِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا، وَحُضُورِ جِنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِهِ

- তাঁর উম্মতের আমল পর্যবেক্ষণ করা,

---

[227] ইমাম কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আস-সিওয়াসী, অতঃপর আল-ইসকান্দারী, যিনি *ইবনুল হুমাম আল-হানাফী* নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৮৬১ হিজরি), *ফাতহুল কাদীর 'আলাল হিদায়াহ*, কিতাবুল হজ্জ, ''মাসায়িলুন মানছূরাহ'' (বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহ), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮১। প্রকাশক: শারিকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, মিসর। সংস্করণ: প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ডসংখ্যা: ১০।

- তাদের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা,
- তাদের বিপদ-আপদ দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা,
- পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বরকত অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে গমনাগমন করা,
- তাঁর সৎ উম্মতের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার জানাযায় উপস্থিত হওয়া।

কারণ হাদীস ও আছারে বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো বরযখে তাঁর কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
অতএব, যেহেতু তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করা সর্বোত্তম আমল এবং মহৎ নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম, তাই যিনি তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করেন, তাঁকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য নবী ﷺ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততাগুলো থেকে কিছুক্ষণের জন্য অবসর লাভ করেন এবং সেই মুহূর্তে তার সালামের উত্তর প্রদান করেন।
এটি সালামদাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার আমলের প্রতিদানস্বরূপ।" [228]

ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসতাল্লানী (মৃত্যু: ৯২৩ হিজরি) *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন:
"যিয়ারতকারীর উচিত কবর শরীফের সমান্তরালে প্রায় চার হাত দূরে দাঁড়ানো এবং পূর্ণ আদব, বিনয়, নম্রতা ও খুশূ' অবলম্বন করা। ভক্তি ও মহিমার অনুভূতিতে দৃষ্টি অবনত রাখবে, যেমন তিনি নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালে করতেন।
আর সে মনে উপস্থিত করবে যে, সে নবী ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে এবং তিনি তার সালাম শুনছেন, যেমনটি তাঁর জীবদ্দশায় ছিল।
কারণ তাঁর ওফাত ও জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—তাঁর উম্মতকে প্রত্যক্ষ করা, তাদের অবস্থা জানা, তাদের সংকল্প, নিয়ত ও অন্তরের ভাব সম্পর্কে অবগত থাকার ক্ষেত্রে।
এসব বিষয় তাঁর নিকট সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য; এতে কোনো গোপনীয়তা নেই।" [229]

আবু বকর আল-কাশনাওয়ী (মৃত্যু: ১৩৯৭ হিজরি) বলেন:
"অতঃপর সে কবর শরীফের দিকে অগ্রসর হবে। কবর শরীফকে সামনে রেখে এবং কিবলা থেকে ঘুরে দাঁড়াবে। নবী ﷺ-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সম্মুখে অবস্থান করবে। তার মধ্যে থাকবে গভীর বিনয়, প্রশান্তি, ভগ্নচিত্ততা ও নম্রতা।
আর সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, সে নবী ﷺ-এর সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে; কেননা তাঁর ওফাত ও জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
এরপর সে দীর্ঘভাবে সালাম পেশ করবে।" [230]

---

[228] আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি), *আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৪–১৮৫, "তাযইনুল আরায়িক ফী ইরসালিন-নবী ﷺ ইলাল মালাইক" এবং "আনবাউল আযকিয়া বি-হায়াতিল আম্বিয়া" অধ্যায়। প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর, বৈরুত, লেবানন। প্রকাশকাল: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ডসংখ্যা: ২।

[229] আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাসতাল্লানী আল-কুতাইবী আল-মিসরী, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন (মৃত্যু: ৯২৩ হিজরি), *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, দশম উদ্দেশ্য (আল-মাকসাদুল আশির), দ্বিতীয় অধ্যায়: "নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর ও তাঁর সম্মানিত মসজিদ যিয়ারত সম্পর্কে", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৯৫। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, মিসর। মোট খণ্ডসংখ্যা: ৩।

[230] আবু বকর ইবনে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল-কাশনাওয়ী (মৃত্যু: ১৩৯৭ হিজরি), *আসহালুল মাদারিক শরহু ইরশাদিস সালিক ফী মাযহাবি ইমামিল আয়িম্মাহ মালিক*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২০, "কিতাবুল হজ্জ", "নবী ﷺ-এর যিয়ারত সম্পর্কে উপসংহার" অধ্যায়। প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

শায়খ ইবনু তাইমিয়ার দ্বিতীয় পয়েন্ট

وَلَا يَجُوْزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيْهَا

"সেই সফরে নামাজ কসর করা জায়েয নয়।"

এর দলিল কী?

কুরআন থেকে?

নাকি সুন্নাহ থেকে?

নাকি সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বক্তব্য থেকে?

নাকি সালাফে সালেহীন অনুসৃত মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্য থেকে?

নবী ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন। আর এটি তো স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি ﷺ সে সফরে তাঁর সঙ্গে থাকা সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈনের সঙ্গে নামাজ কসর করেছিলেন।

অতএব, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরকে যদি কেউ শরয়ী সফর বলে স্বীকার করে, তাহলে সেখানে কসর নামাজও বৈধ হওয়া উচিত। আর যদি কসরকে অবৈধ বলা হয়, তবে তার স্পষ্ট ও সহীহ দলিল উপস্থাপন করা আবশ্যক।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন:

আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আর আমি তাঁর কাছে আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম; তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।"

আরও বর্ণিত হয়েছে: আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

নবী ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তখন তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর আশপাশের লোকদেরও কাঁদালেন। এরপর তিনি বললেন:

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম; তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো; কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" [231]

ইমাম তিরমিযী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

সংস্করণ: দ্বিতীয় সংস্করণ। মোট খণ্ডসংখ্যা: ৩।

[231] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জানায়িয, "নবী ﷺ-এর তাঁর প্রতিপালকের নিকট তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা" অধ্যায়, হাদীস নং ৯৭৬।

"আমি পূর্বে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন মুহাম্মদকে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরাও কবর যিয়ারত করো; কেননা তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী বলেন:

"এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, ইবনে মাসউদ, আনাস, আবূ হুরাইরা এবং উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বুরাইদাহর হাদীসটি হাসান সহীহ।

এ হাদীস অনুযায়ীই আহলে ইলম আমল করেছেন। তাঁরা কবর যিয়ারতে কোনো অসুবিধা বা নিষেধ দেখেন না।

এটাই ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইসহাকের মত।" [232]

ইমাম আবূ দাউদ সহীহ সনদে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের কবরের কাছে আসলেন। তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর আশেপাশের লোকদেরও কাঁদালেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'আমি আমার রবের কাছে তাঁর (আমার মায়ের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

পরে আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম, তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো; কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। [233]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

আর যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর, তখন নামাজ কসর করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। — সূরা আন-নিসা, ১০১

আমি বলি:

এ বিধানটি সাধারণ ও ব্যাপক; প্রত্যেক সফরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সফরটি আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হোক কিংবা অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে হোক।

---

[232] *সুনানে তিরমিযী*, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাযা-সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ" (*কিতাবুল জানায়িয 'আন রাসূলিল্লাহ ﷺ*), "কবর যিয়ারতের অনুমতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" (*বাবু মা জা'আ ফির-রুখসাহ ফী যিয়ারাতিল কুবূর*), হাদীস নং ১০৫৪।

[233] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানী (মৃত্যু ২৭৫ হিজরি), সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, "কবর জিয়ারত সম্পর্কে" অধ্যায়, হাদিস নং ৩২৩৪।

قوله " لَا يَجُوْزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيْهَا"

مخالف للكتاب والسنة على الصحيح بل مخالف لفتواه المشهور

"সেই সফরে নামাজ কসর করা জায়েয নয়"—এই বক্তব্য সহীহ মতানুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী; বরং এটি তাঁরই প্রসিদ্ধ ফতোয়ারও বিরোধী।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾

আর যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর, তখন নামাজ কসর করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। — সূরা আন-নিসা, ১০১

আমি বলি: অতএব, এ বিধানটি সাধারণ ও সর্বব্যাপী; প্রত্যেক সফরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য— সফরটি আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হোক বা অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন:

ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম:

{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا، مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "

তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে তোমরা নামাজ কসর করবে, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে— অথচ এখন তো মানুষ নিরাপদে আছে!

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:

"তুমি যে বিষয়ে বিস্মিত হয়েছ, আমিও সে বিষয়েই বিস্মিত হয়েছিলাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তখন তিনি ﷺ বলেছিলেন:

'এটি এমন একটি সদকা, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর এ সদকা গ্রহণ করো।'[234]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবী ﷺ-এর জবানির মাধ্যমে নামাজ ফরজ করেছেন—মুকীম অবস্থায় চার রাকাত, সফর অবস্থায় দুই রাকাত এবং ভয়ের অবস্থায় এক রাকাত।" [235]

---

[234] ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাইসাবূরী (মৃত্যু ২৬১ হিজরি), সহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা, "মুসাফিরের সালাত ও তার কসর" অধ্যায়, হাদিস নং ৬৮৬।

[235] ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাইসাবূরী (মৃত্যু ২৬১ হিজরি), সহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা, "মুসাফিরের সালাত ও তার কসর" অধ্যায়, হাদিস নং ৬৮৭।

আমি বলি:

এ বিধানটিও সাধারণ ও ব্যাপক। নবী ﷺ কোনো নির্দিষ্ট সফরকে বাদ দিয়ে অন্য সফরের জন্য এ বিধান নির্ধারণ করেননি। বরং 'সফর' শব্দটি এখানে নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, যতক্ষণ শরয়ী সফরের শর্ত বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ কসর নামাজের বিধানও বিদ্যমান থাকবে। নবী ﷺ কোনো সফরকে অন্য সফর থেকে পৃথক করে কসর নামাজের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম নির্ধারণ করেননি।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (মৃত্যু: ৭২৮ হিজরি) নিজেই বলেন:

وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ. **وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ**؛ فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ أَطْلَقَا السَّفَرَ قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} كَمَا قَالَ فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الْآيَةَ وَكَمَا تَقَدَّمَتْ النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَنْقُلْ قَطُّ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ السَّفَرَ يَكُونُ حَرَامًا وَمُبَاحًا وَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِنَوْعٍ مِنْ السَّفَرِ لَكَانَ بَيَانُ هَذَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَلَوْ بَيَّنَ ذَلِكَ لَنَقَلَتْهُ الْأُمَّةُ وَمَا عَلِمْت عَنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا. وَقَدْ عَلَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْكَامًا بِالسَّفَرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي التَّيَمُّمِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} وَقَوْلُهُ فِي الصَّوْمِ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} وَقَوْلُهُ {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ {يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ} وَقَوْلُهُ

{لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ} وَقَوْلُهُ: {إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ} وَلَمْ يَذْكُرْ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَقْيِيدَ السَّفَرِ بِنَوْعٍ دُونَ نَوْعٍ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُعَلَّقًا بِأَحَدِ نَوْعَيْ السَّفَرِ وَلَا يُبَيِّنُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذَلِكَ بَلْ يَكُونُ بَيَانُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُتَنَاوِلًا لِلنَّوْعَيْنِ.

"দলিল-প্রমাণ তাদের পক্ষেই, যারা কসর নামাজ ও সফরে রোজা না রাখাকে সাধারণভাবে সকল সফরের জন্য শরয়ী বিধান মনে করেন এবং এক প্রকার সফরকে অন্য প্রকার সফর থেকে পৃথক করেন না।

এ মতটিই সঠিক। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ই 'সফর' শব্দটি নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে সে সংখ্যা পূরণ করবে।

আর তায়াম্মুমের আয়াতে বলেন:

আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো...

অনুরূপভাবে পূর্বে উল্লেখিত বহু নস (শরয়ী দলিল) প্রমাণ করে যে, মুসাফির দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে।

কখনোই কোনো ব্যক্তি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেননি যে, তিনি এক প্রকার সফরের জন্য এ বিধান নির্ধারণ করেছেন এবং অন্য প্রকার সফরকে এর বাইরে রেখেছেন।

অথচ তিনি জানতেন যে, সফর কখনো হারাম হয়, কখনো মুবাহ হয়।

যদি এ বিধান কোনো নির্দিষ্ট ধরনের সফরের জন্যই বিশেষ হতো, তাহলে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা অপরিহার্য ছিল। আর যদি তিনি তা বর্ণনা করতেন, তবে উম্মত অবশ্যই তা সংরক্ষণ ও বর্ণনা করত।

আমি এ বিষয়ে সাহাবীদের থেকেও কোনো বক্তব্য জানি না।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বহু বিধানকে 'সফর'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছেন। যেমন:

আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো... (তায়াম্মুম)

তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে... (রোজা)

আর যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর, তখন নামাজ কসর করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই...

এবং নবী ﷺ বলেছেন: 'মুসাফির তিন দিন ও তিন রাত মোজার উপর মাসেহ করবে।'

আর বলেছেন: 'আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর করা বৈধ নয়।'

আর বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুসাফিরের জন্য রোজা (স্থগিত রাখার অনুমতি) এবং নামাজের অর্ধেক (কসর) হালাল করেছেন।'

কুরআন ও সুন্নাহর কোনো নসেই সফরকে এক ধরনের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করা হয়নি এবং অন্য ধরনের সফরকে বাদ দেওয়া হয়নি।

তাহলে কীভাবে বলা যায় যে, এ বিধান সফরের দুই প্রকারের একটির সঙ্গে সম্পর্কিত, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা স্পষ্ট করেননি?

বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্য উভয় প্রকার সফরকেই অন্তর্ভুক্ত করে।"।[236]

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী আশ-শাফিঈ (মৃত্যু: ৪৫০ হিজরি) *আল-হাওয়ী আল-কাবীর*-এ বলেন:

قَالَ أبو حنيفة وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْمُزَنِيُّ: الْعَاصِي فِي سَفَرِهِ كَالطَّائِعِ فِي اسْتِبَاحَةِ الرُّخَصِ تَعَلُّقًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}

"ইমাম আবু হানীফা, ইমাম সাওরী, ইমাম আওযাঈ এবং ইমাম মুযানী বলেছেন: 'যে ব্যক্তি সফরে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, সে-ও সফরজনিত রুখসত (শরয়ী ছাড়)-এর ক্ষেত্রে আনুগত্যকারী সফরকারীর ন্যায়।'

তাঁরা দলিল হিসেবে আল্লাহ তাআলার এ বাণী পেশ করেছেন:

আর যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর, তখন নামাজ কসর করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। - সূরা নিসা: ১০১

فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ هَارِبٍ مِنْ طَائِعٍ أَوْ عَاصٍ، وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ - ﷺ -: " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ "

---

[236] শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন তাইমিয়্যাহ (মৃত্যু ৭২৮ হিজরি), মাজমূ'উল ফাতাওয়া, "ওযরগ্রস্ত ব্যক্তিদের সালাত" অধ্যায়, "কুরআন ও সুন্নাহতে সফরকে কসর ও রোযা ভঙ্গের ক্ষেত্রে শর্তহীনভাবে সফর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে" শীর্ষক পরিচ্ছেদ, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১০৯–১১০, সংকলন ও বিন্যাস: আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন কাসিম (রহ.), সহযোগিতায় তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন কাসিম, প্রকাশক: মুজাম্মা' মালিক ফাহদ লি তিবা'আতিল মুসহাফিশ শরীফ, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, প্রকাশকাল: ১৪২৫ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

এ আয়াত তার সাধারণ অর্থে প্রত্যেক সফরকারীকেই অন্তর্ভুক্ত করে—সে আনুগত্যকারী হোক বা গুনাহগার।

এবং নবী ﷺ-এর এ বাণীর কারণেও:

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে নামাজের অর্ধেক (অর্থাৎ কসর) হালকা করে দিয়েছেন।'

قالوا: ولأنه كُلَّ صَلَاةٍ جَازَ الِاقْتِصَارُ فِيهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ اسْتَوَى فِي فِعْلِهَا الطَّائِعُ وَالْعَاصِي كَالْجُمُعَةِ وَالصُّبْحِ

তাঁরা আরও বলেন:

যে নামাজে দুই রাকাতে সীমাবদ্ধ থাকা বৈধ, সেখানে আনুগত্যকারী ও গুনাহগারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; যেমন জুমুআর নামাজ ও ফজরের নামাজ।

قَالُوا: وَلِأَنَّ لِلْمُقِيمِ رُخْصَةً وَلِلْمُسَافِرِ رُخْصَةً فَلَوْ مَنَعَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْ رُخْصَةِ الْمُسَافِرِ لَمَنَعَتْ مِنْ رُخْصَةِ الْمُقِيمِ، فَلَمَّا جَازَ لِلْمُقِيمِ أَنْ يَتَرَخَّصَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا جَازَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَرَخَّصَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا، وَقَالُوا: وَلِأَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ سَفَرًا فِي طَاعَةٍ مِنْ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ جَازَ أَنْ يَسْتَبِيحَ رُخَصَ السَّفَرِ، كَذَلِكَ إِذَا أَنْشَأَ سَفَرَهُ عَاصِيًا

তাঁরা বলেন:

যেমন মুকীমের জন্য কিছু রুখসত আছে, তেমনি মুসাফিরের জন্যও রুখসত আছে। যদি গুনাহ মুসাফিরের রুখসতকে বাতিল করত, তাহলে মুকীমের রুখসতকেও বাতিল করত। অথচ মুকীম ব্যক্তি গুনাহগার হলেও শরয়ী রুখসত গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং মুসাফিরও গুনাহগার হলেও রুখসত গ্রহণ করতে পারবে।

তাঁরা আরও বলেন:

যদি কেউ হজ বা জিহাদের মতো কোনো আনুগত্যমূলক সফর শুরু করে, অতঃপর পথিমধ্যে ফাসাদ ও গুনাহের মাধ্যমে সেটিকে পাপময় সফরে পরিণত করে, তবুও সে সফরের রুখসত গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি শুরু থেকেই গুনাহের উদ্দেশ্যে সফর করেছে, তার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا أَنْ يَقُولَ: لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ فَجَازَ أَنْ يَسْتَبِيحَ الرُّخَصَ مَعَ الْمَعْصِيَةِ كَمَا لَوْ طَرَأَتِ الْمَعْصِيَةُ فِي سَفَرِهِ قَالُوا: وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لِلْعَاصِي أَنْ يَتَيَمَّمَ فِي سَفَرِهِ إِجْمَاعًا وَلَمْ تَمْنَعْهُ الْمَعْصِيَةُ مِنَ التَّيَمُّمِ كَذَلِكَ لَا تَمْنَعُهُ مِنْ سَائِرِ الرُّخَصِ كالقصر وغيره

এ যুক্তিকে কিয়াসের ভাষায় এভাবে বলা যায়:

'সে একজন মুসাফির; অতএব গুনাহ থাকা সত্ত্বেও তার জন্য রুখসত গ্রহণ বৈধ, যেমন সফরের মধ্যে পরে গুনাহ সংঘটিত হলে বৈধ হয়।'

তাঁরা আরও বলেন:

সমস্ত আলেমের ঐকমত্যে গুনাহগার মুসাফির তার সফরে তায়াম্মুম করতে পারে। তার গুনাহ তাকে তায়াম্মুম থেকে বঞ্চিত করে না। অতএব একইভাবে তা তাকে অন্যান্য রুখসত থেকেও বঞ্চিত করবে না; যেমন কসর নামাজ ইত্যাদি।

قَالُوا: وَلِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي سَفَرِهِ لَاسْتَبَاحَ بِالْمَعْصِيَةِ قَتْلَ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا أَفْضَى بِهِ الْجُوعُ إِلَى التَّلَفِ وَقَتْلُ النَّفْسِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩] ، ولأن معصيته لَمَّا لَمْ تُبِحْ لَهُ قَتْلَ غَيْرِهِ لَمْ تُبِحْ لَهُ قَتْلَ نَفْسِهِ

আরও বলেন:

যদি গুনাহ তাকে সফরের সময় চরম প্রয়োজনে মৃত পশুর মাংস খাওয়া থেকেও বিরত রাখত, তাহলে সে নিজের গুনাহের কারণেই আত্মহত্যার অনুমতি পেয়ে যেত। কারণ মৃত পশুর মাংস না খেলে ক্ষুধায় তার মৃত্যু ঘটতে পারে। অথচ আত্মহত্যা তার জন্য হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। - সূরা নিসা: ২৯

আর যেমন তার গুনাহ তাকে অন্য কাউকে হত্যা করার অনুমতি দেয় না, তেমনি নিজের প্রাণ ধ্বংস করার অনুমতিও দেয় না।"।[237]

ইমাম ইবনু হাজম আয-যাহিরী আল-আন্দালুসী (মৃত্যু: ৪৫৬ হিজরি) বলেন:

وَكَوْنُ الصَّلَوَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فَرْضٌ - سَوَاءٌ كَانَ سَفَرَ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، أَوْ لَا طَاعَةَ وَلَا مَعْصِيَةَ، أَمْنًا كَانَ أَوْ خَوْفًا

"সফরে উল্লিখিত ফরজ নামাজগুলো দুই রাকাত হওয়াই ফরজ।

এ বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য—

- সফরটি আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হোক,
- অথবা গুনাহের উদ্দেশ্যে হোক,
- অথবা এমন সফর হোক যাতে না আনুগত্য আছে, না গুনাহ আছে,
- এবং সফরটি নিরাপত্তার অবস্থায় হোক কিংবা ভয়ের অবস্থায় হোক।"[238]

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র একটি মত

ইমাম আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী আল-মালিকী (মৃত্যু: ৪৭৪ হিজরি) *আল-মুনতাকা* গ্রন্থে বলেন:

وَأَمَّا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَرَوَى زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ سَفَرَ الْمَعْصِيَةِ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مَأْمُورٌ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ فَلَا يَصِحُّ تَنَاوُلُ النِّيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فِيهِ.

وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا مَعْنًى يُتَرَخَّصُ بِهِ فِي سَفَرِ الطَّاعَةِ فَجَازَ أَنْ يُتَرَخَّصَ بِهِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ.

"পাপের উদ্দেশ্যে করা সফরের ব্যাপারে ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত হলো, সে সফরে নামাজ কসর করা যাবে না। ইমাম শাফিঈও এ মত পোষণ করেন।

---

[237] আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-বাসরী আল-বাগদাদী, আল-মাওয়ার্দী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৪৫০ হিজরি), আল-হাবী আল-কাবীর ফী ফিকহি মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফেয়ী (শারহু মুখতাসারিল মুযনী), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৭, "মুসাফিরের সালাত ও সফরে দুই সালাত একত্রে আদায়" অধ্যায়, (মাসআলা), তাহকীক: শাইখ আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও শাইখ আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৯।

[238] আবু মুহাম্মদ আলী ইবন আহমদ ইবন সাঈদ ইবন হাজম আল-আন্দালুসী আয-যাহিরী, আল-মুহাল্লা বিল আছার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৫, "সালাতের মুস্তাহাব আমলসমূহ যা ফরজ নয়" শীর্ষক আলোচনার অধীনে "মুসাফিরের সালাত", তাহকীক: আবদুল গাফফার সুলাইমান আল-বান্দারী, প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত, মোট খণ্ড: ১২।

তবে যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান ইমাম মালিক থেকে আরেকটি বর্ণনা করেছেন যে, সে সফরেও নামাজ কসর করা হবে। এ মতই ইমাম আবু হানীফার মত।"

প্রথম মতের ভিত্তি হলো:

"পাপের সফর নিষিদ্ধ; এ সফর থেকে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এমন সফরে কসর নামাজের জন্য প্রয়োজনীয় শরয়ী নিয়ত ও বৈধ সফরের মর্যাদা প্রযোজ্য হয় না।"

আর দ্বিতীয় বর্ণনার ভিত্তি হলো:

"এটি এমন একটি কারণ, যার ভিত্তিতে আনুগত্যমূলক সফরে শরয়ী রুখসত (ছাড়) গ্রহণ করা যায়। সুতরাং পাপের সফরেও সেই রুখসত গ্রহণ করা বৈধ হবে; যেমন চরম প্রয়োজনে মৃত পশুর মাংস খাওয়ার অনুমতি।" [239]

ইমাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী আল-হানাফী (মৃত্যু: ৫৯৩ হিজরি) *আল-হিদায়াহ* গ্রন্থে বলেন:

"গুনাহগার ও আনুগত্যকারী—উভয়েই তাদের সফরে শরয়ী রুখসত (ছাড়) লাভের ক্ষেত্রে সমান।"

এরপর তিনি বলেন:

"ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, পাপের উদ্দেশ্যে করা সফর রুখসতের কারণ হয় না। কারণ রুখসত হলো এক ধরনের হালকা করা (তাখফীফ), আর তা এমন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে না, যা কঠোরতার (তাগলীয) কারণ হয়।

আর আমাদের (হানাফীদের) দলিল হলো শরয়ী নসসমূহের সাধারণ ও নিরঙ্কুশ ভাষা।

এছাড়া সফর নিজেই কোনো গুনাহ নয়; বরং গুনাহ হলো সেই কাজ, যা সফরের পরে সংঘটিত হয় অথবা সফরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

অতএব, যেহেতু সফর নিজে পাপ নয়, তাই তার সঙ্গে শরয়ী রুখসতের সম্পর্ক স্থাপন করা সঙ্গত। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।" [240]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী (মৃত্যু: ১২৫০ হিজরি) বলেন:

"সফরটি আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হোক বা পাপের উদ্দেশ্যে হোক—(উভয় ক্ষেত্রেই কসর ও অন্যান্য সফর-সম্পর্কিত রুখসত প্রযোজ্য হওয়ার) মতটিই সঠিক।

কারণ অন্যান্য শরয়ী দলিল কোনো সফরকে অন্য সফর থেকে পৃথক করেনি।

অতএব, যে ব্যক্তি এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দাবি করবে, তার উপরই দলিল পেশ করার দায়িত্ব বর্তাবে।" [241]

---

[239] আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান ইবন খালাফ ইবন সা'দ ইবন আইয়্যুব ইবন ওয়ারিস আত-তুজীবী আল-কুরতুবী আল-বাজী আল-আন্দালুসী (মৃত্যু ৪৭৪ হিজরি), আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা, প্রকাশক: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, মুহাফাযাতু মিসরের নিকটবর্তী, প্রথম সংস্করণ, ১৩৩২ হিজরি, মোট খণ্ড: ৭।

[240] আলী ইবন আবী বকর ইবন আবদুল জলীল আল-ফারগানী আল-মারগীনানী, আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন (মৃত্যু ৫৯৩ হিজরি), আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, কিতাবুস সালাহ, "মুসাফিরের সালাত" অধ্যায়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮১, তাহকীক: তালাল ইউসুফ, প্রকাশক: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, মোট খণ্ড: ৪।

[241] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আশ-শাওকানী আল-ইয়ামানী (মৃত্যু ১২৫০ হিজরি), আস-সাইলুল জারার আল-মুতাদাফ্ফিক 'আলা হাদায়িকিল আযহার, কিতাবুস সালাহ, "চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ সালাত কসর করা ওয়াজিব" অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮৮, প্রকাশক: দারু ইবন হাজম, প্রথম সংস্করণ, মোট পৃষ্ঠা: ৯৯২।

ইমাম ইবনু আবিদীন আল-হানাফী (মৃত্যু: ১২৫২ হিজরি) *রাদ্দুল মুহতার* গ্রন্থে বলেন:
"যদিও সে তার সফরের কারণে গুনাহগার হয় (তবুও তার জন্য সফর-সম্পর্কিত রুখসত প্রযোজ্য হবে); কারণ সফরের সঙ্গে যুক্ত (বাহ্যিক) পাপ বা নিষিদ্ধ বিষয় মূল শরয়ী বৈধতাকে বিলুপ্ত করে না।" [242]

অর্থাৎ, সফর নিজেই শরয়তসম্মতভাবে 'সফর' হিসেবে গণ্য হয়। যদি সেই সফরের সঙ্গে কোনো গুনাহ সংযুক্তও থাকে, তবে সেই সংযুক্ত পাপের কারণে সফরের মৌলিক শরয়ী বিধান—যেমন কসর, মাসেহের মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি—নষ্ট হয়ে যায় না। কারণ পাপটি সফরের স্বরূপে নয়, বরং তার সঙ্গে সংযুক্ত একটি বাহ্যিক বিষয়।

আবদুর রহমান আস-সা'দী (মৃত্যু: ১৩৭৬ হিজরি) তাঁর তাফসীরে বলেন:
"আল্লাহ তাআলা বলেন:
আর যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর (সফর কর)...
অর্থাৎ, যখন তোমরা সফরে বের হও।
আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি যেকোনো ধরনের সফরেই শরয়ী রুখসত প্রযোজ্য হওয়ার নির্দেশ দেয়; এমনকি যদি তা পাপের উদ্দেশ্যে করা সফরও হয়। এটিই ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব। [243]

মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (২০০১খৃ) বলেন,
ইমাম আবু হানীফা, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং বহু আলেমের মত হলো, কসর নামাজ জায়েয হওয়ার জন্য সফর বৈধ (মুবাহ) হওয়া শর্ত নয়। বরং মানুষ হারাম সফরেও কসর করতে পারে।
তাঁরা বলেন, এটি প্রকৃতপক্ষে 'রুখসত' নয়। কারণ সফরে দুই রাকাত নামাজ পড়া চার রাকাত থেকে দুই রাকাতে রূপান্তর নয়; বরং সফরের নামাজ মূল থেকেই দুই রাকাত।
রুখসত হলো ভারী বিধান থেকে হালকা বিধানে স্থানান্তর হওয়া। কিন্তু মুসাফিরের নামাজ তো প্রথম থেকেই দুই রাকাত ফরজ করা হয়েছে।
অতএব, এ মতানুসারে হারাম সফরে বের হওয়া ব্যক্তিও দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে পারবে। তাই এ মত অনুযায়ী সফরের বৈধ হওয়া শর্ত নয়।
এ মতটি শক্তিশালী মত। কারণ এর যুক্তি স্পষ্ট। কসর নামাজের বিধান সফরের সঙ্গে সম্পর্কিত, এই ভিত্তিতে যে সফরে দুই রাকাতই মূল ফরজ; চার রাকাত থেকে দুই রাকাতে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে—এ ভিত্তিতে নয়।
যেমন সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে:

---

[242] মুহাম্মদ আমীন, ইবন আবিদীন নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ১২৫২ হিজরি), হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার 'আলাদ দুররিল মুখতার: শারহু তানওয়ীরিল আবসার, কিতাবুস সালাহ, "মুসাফিরের সালাত" অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৪, প্রকাশক: শারিকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আত মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, মিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬ হিজরি / ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৬।

[243] আবদুর রহমান ইবন নাসির ইবন আবদুল্লাহ আস-সা'দী (মৃত্যু ১৩৭৬ হিজরি), তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃষ্ঠা ১৯৭, তাহকীক: আবদুর রহমান ইবন মু'আল্লা আল-লুওয়াইহিক, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১।

"প্রথমে নামাজ দুই রাকাত করে ফরজ করা হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করলে মুকীম অবস্থার নামাজ বৃদ্ধি করা হয়, আর সফরের নামাজ দুই রাকাতের উপরই বহাল রাখা হয়।"

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সফরে দুই রাকাত নামাজ 'আযীমাহ' (মূল বিধান), 'রুখসত' (ছাড়) নয়।

সুতরাং এ ভিত্তিতে হারাম সফর ও বৈধ সফরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।[244]

[244] মুহাম্মদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন (মৃত্যু ১৪২১ হিজরি), আশ-শারহুল মুমতি' 'আলা যাদিল মুস্তাকনি', "যে ব্যক্তি বৈধ সফরে বের হয়" শীর্ষক পরিচ্ছেদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫০, প্রকাশক: দারু ইবনিল জাওযী, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২–১৪২৮ হিজরি, মোট খণ্ড: ১৫।

শায়খ ইবনু তাইমিয়ার তৃতীয় পয়েন্ট

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرٍ مَخْصُوْصٍ

"নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও প্রমাণিত নয়।"

তিনি বলেছেন:

قَالَ :وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرٍ مَخْصُوصٍ، وَلَا رَوَى أَحَدٌ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، لَا أَهْلُ الصَّحِيحِ وَلَا السُّنَنِ، وَلَا الْأَئِمَّةُ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْمُسْنَدِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

"নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি হাদীসও প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ে কেউ কোনো বর্ণনাও করেননি—না সহীহ গ্রন্থসমূহের রচয়িতাগণ, না সুনান গ্রন্থসমূহের সংকলকগণ, আর না মুসনাদ গ্রন্থের ইমামগণ, যেমন ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ।"[245]

আমি বলি:

বরং নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একাধিক হাদীস প্রমাণিত হয়েছে। এসব হাদীসের কিছু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে, আর কিছু অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় মাতা (আমিনা)-এর কবর যিয়ারতের হাদীস সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারতের হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আর জান্নাতুল বাকি'র অধিবাসীদের কবর যিয়ারতের হাদীস সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

এসবই তো নির্দিষ্ট কবরসমূহের যিয়ারত।

এছাড়া নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কেও একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অপরদিকে, ইবনু তাইমিয়্যাহ যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার সমর্থনে এমন কোনো বর্ণনা নেই যা সহীহ গ্রন্থসমূহের সংকলকগণ, সুনান গ্রন্থসমূহের ইমামগণ, অথবা মুসনাদ সংকলনকারী ইমামগণ—যেমন ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস—বর্ণনা করেছেন।

তাহলে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস কেবল এই কারণে প্রত্যাখ্যান করা হবে যে তা উল্লিখিত কয়েকজন ইমামের বাইরে অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন?

এ কেমন জ্ঞানচর্চা?"।

---

[245] তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আবদুল হালীম ইবন আবদুস সালাম ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবিল কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী আল-হানবালী আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরি), ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম, "নবীগণের বিভিন্ন স্থান ও সেগুলোর উদ্দেশ্যে গমনের বিধান" শীর্ষক পরিচ্ছেদ, "সৎ জীবিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা কেবল তাদের দোয়ার মাধ্যমেই হয়ে থাকে" শীর্ষক আলোচনা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৬, তাহকীক: নাসির ইবন আবদুল কারীম আল-আকল, প্রকাশক: দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত, লেবানন, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি / ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

زيارة قبر أمه ﷺ المخصوص

নবী ﷺ-এর মায়ের নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন:

আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আর আমি তাঁর কাছে আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম; তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।"

আরও বর্ণিত হয়েছে: আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

নবী ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তখন তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর আশপাশের লোকদেরও কাঁদালেন। এরপর তিনি বললেন:

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম; তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো; কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" [246]

ইমাম তিরমিযী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

"আমি পূর্বে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন মুহাম্মদকে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরাও কবর যিয়ারত করো; কেননা তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী বলেন:

"এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, ইবনে মাসউদ, আনাস, আবূ হুরাইরা এবং উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বুরাইদাহর হাদীসটি হাসান সহীহ।

এ হাদীস অনুযায়ীই আহলে ইলম আমল করেছেন। তাঁরা কবর যিয়ারতে কোনো অসুবিধা বা নিষেধ দেখেন না।

এটাই ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইসহাকের মত।" [247]

---

[246] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জানায়িয, "নবী ﷺ-এর তাঁর প্রতিপালকের নিকট তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা" অধ্যায়, হাদীস নং ৯৭৬।

[247] *সুনানে তিরমিযী*, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাযা-সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ" (*কিতাবুল জানায়িয 'আন রাসূলিল্লাহ ﷺ*), "কবর যিয়ারতের অনুমতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" (*বাবু মা জা'আ ফির-রুখসাহ ফী যিয়ারাতিল কুবূর*), হাদীস নং ১০৫৪।

ইমাম আবূ দাউদ সহীহ সনদে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:
أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের কবরের কাছে আসলেন। তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর আশেপাশের লোকদেরও কাঁদালেন।
এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'আমি আমার রবের কাছে তাঁর (আমার মায়ের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।
পরে আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম, তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো; কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। [248]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাতা আমিনা বিনতে ওহবের কবর বিশেষভাবে যিয়ারত করেছিলেন। এটি কোনো অজ্ঞাত বা সাধারণ কবর ছিল না; বরং একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দিষ্ট কবর ছিল।
এ কারণে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের হাদীস নির্দিষ্ট কবর যিয়ারতের বৈধতার একটি সুস্পষ্ট দলিল। নবী ﷺ নিজেই সেখানে গিয়েছেন, কেঁদেছেন, অন্যদেরও কাঁদিয়েছেন এবং বলেছেন:
"আমি আমার রবের কাছে তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম, অতঃপর আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"
অতএব, এটি একটি নির্দিষ্ট (**مخصوص**) কবরের যিয়ারত, যা নবী ﷺ-এর আমলের মাধ্যমে প্রমাণিত।

প্রাসঙ্গিকঃ

রাসূল ﷺ কে তাঁর মায়ের জন্য ইস্তেগফার করার অনুমতি দেয়া হয়নি মর্মে বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবি করেন রাসূল ﷺর মায়ের মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি, আর তাই তিনি জাহান্নামী এই কারণে তাঁর জন্য ইস্তেগফার করার অনুমতি দেয়া হয়নি।
আমি বলিঃ

1. তাহলে রাসূল ﷺ কি কোনো জাহান্নামীর কবর জিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলেন? তারা হয়তো বলবেন রাসূল ﷺ জানতেন না। তো রাসূল যা জানতেন না, উনারা তা জানলেন কোন দলীলে? হাদিসে তো এই কথার উল্লেখ নেই!
2. রাসূল ﷺ কে তাঁর মায়ের কবর জিয়ারতের অনুমতি দিলেন আল্লাহ। আল্লাহ কি তাঁর রাসূল ﷺ কে কোনো কাফেরের কবর জিয়ারতের অনুমতি দিলেন? কোনো কাফেরের কবর জিয়ারত করা কি জায়েজ?
3. কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। সম্ভবত ঐ সময় কোনো মাইয়িতের জন্য ইস্তেগফারও নিষিদ্ধ ছিল। কবর জিয়ারতের অনুমতির সাথে সাথে ইস্তেগফারেরও অনুমতি দেয়া হয়েছে।
4. ইস্তেগফার ও কবর জিয়ারত দুটাই ইমানদারের সাথে সম্পর্কিত।
5. রাসূল ﷺর মা থেকে কোনো কুফর প্রমাণিত হয়নি।

---

[248] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানী (মৃত্যু ২৭৫ হিজরি), সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, "কবর জিয়ারত সম্পর্কে" অধ্যায়, হাদিস নং ৩২৩৪।

6. মৃত্যুর আগে উনার বক্তব্যে ঈমান প্রমাণিত হয়। যদিও সনদে দূর্বলতা আছে তবে মানাকিবে এই ধরনের দূর্বলতা গ্রহণযোগ্য।

ইমাম সুয়ূত্বী বলেন

أَثَرٌ وَرَدَ فِي أُمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً، أَخْرَجَ أبو نعيم فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أم سماعة بنت أبي رهم عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ :شَهِدَتْ آمنة أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عِلَّتِهَا الَّتِي مَاتَتْ فِيهَا وَمُحَمَّدٌ غُلَامٌ يَفَعٌ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَنَظَرَتْ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَتْ:

এটি একটি বর্ণনা, যা বিশেষভাবে নবী ﷺ-এর মাতার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আবু নু'আইম তাঁর *দালায়িলুন নবুওয়াহ* গ্রন্থে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। যুহরী থেকে উম্মু সামা'আহ বিনতে আবি রাহম তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণনা করেন:

"আমি উপস্থিত ছিলাম যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাতা আমিনা তাঁর সেই অসুস্থতায় আক্রান্ত ছিলেন, যে অসুস্থতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন একটি কিশোর বালক, তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। তিনি তাঁর মায়ের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকালেন, অতঃপর বললেন:"

بَارَكَ فِيكَ اللَّهُ مِنْ غُلَامٍ ... يَا ابْنَ الَّذِي مِنْ حَوْمَةِ الْحِمَامِ
نَجَا بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْمُنْعَامِ ... فَوَدَى غَدَاةَ الضَّرْبِ بِالسِّهَامِ
بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلٍ سِوَامِ ... إِنْ صَحَّ مَا أَبْصَرْتُ فِي الْمَنَامِ
فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ ... مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْإِحْرَامِ ... تُبْعَثُ بِالتَّحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ
دِينِ أَبِيكَ الْبَرِّ إِبْرَاهَامِ ... فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ
أَنْ لَا تَوَالِيَهَا مَعَ الْأَقْوَامِ

ثُمَّ قَالَتْ :كُلُّ حَيٍّ مَيِّتٌ وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ، وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَى، وَأَنَا مَيِّتَةٌ وَذِكْرِي بَاقٍ، وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا، وَوَلَدْتُ طُهْرًا. ثُمَّ مَاتَتْ،

"আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, হে বালক!
হে সেই ব্যক্তির পুত্র, যিনি মৃত্যুর ঘেরাটোপ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।
পরম দানশীল মহারাজের সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন,
যেদিন তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
একশত চারণশীল উটের বিনিময়ে তিনি মুক্তিপণ দিয়েছিলেন।
যদি আমার স্বপ্নে যা দেখেছি তা সত্য হয়ে থাকে,
তবে তুমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হবে,
মহিমান্বিত ও সম্মানিত সত্তার পক্ষ থেকে।
তোমাকে পাঠানো হবে হিল্ল ও হারামে,
তোমাকে পাঠানো হবে সত্য, দৃঢ় বিশ্বাস ও ইসলামের বাণী নিয়ে।
তোমার পিতা, নেককার ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের দিকে আহ্বান করার জন্য।
আর আল্লাহ তোমাকে মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করেছেন,
যেন তুমি মানুষের সাথে মিলেও কখনো তাদের (মূর্তিগুলোর) অনুসরণ বা বন্ধুত্ব না কর।"

এরপর তিনি বললেন:

"প্রত্যেক জীবিত সত্তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে; প্রত্যেক নতুন জিনিসই একদিন পুরাতন ও জীর্ণ হবে; প্রত্যেক মহান বস্তুও একদিন বিলুপ্ত হবে।

আমিও মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু আমার স্মৃতি অবশিষ্ট থাকবে। আমি উত্তম উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি, এবং আমি এক পবিত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি।"

এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম সুয়ুত্বী বলেন

فَأَنْتَ تَرَى هَذَا الْكَلَامَ مِنْهَا صَرِيحًا فِي النَّهْيِ عَنْ مُوَالَاةِ الْأَصْنَامِ مَعَ الْأَقْوَامِ، وَالِاعْتِرَافِ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ، وَيُبْعَثُ وَلَدُهَا إِلَى الْأَنَامِ مِنْ عِنْدِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِالْإِسْلَامِ. وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ مُنَافِيَةٌ لِلشِّرْكِ،

তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তাঁর এই কথাগুলো স্পষ্টভাবে মূর্তিগুলোর প্রতি আনুগত্য ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করছে, যদিও মানুষ তা করে থাকে। একই সঙ্গে তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে তাঁর সন্তানকে মহিমান্বিত ও সম্মানিত আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য ইসলামের বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করা হবে। আর এসব বক্তব্য শিরকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। [249]

249

- জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হিজরি), *আল-হাবী লিল ফাতাওয়া*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৮, *আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়্যাহ*, কিতাবুল বাআস (পুনরুত্থান অধ্যায়), *মাবহাসুল মাআদ* (পরকাল বিষয়ক আলোচনা), "মাসালিকুল হুনাফা ফী ওয়ালিদাই আল-মুস্তফা" (মুস্তফা ﷺ-এর পিতা-মাতার প্রসঙ্গে হানীফদের পথসমূহ), প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর, বৈরুত, লেবানন; প্রকাশনা: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ; মোট খণ্ড: ২।
- নাজমুদ্দীন উমর ইবন ফাহদ (৮১২–৮৮৫ হিজরি), *ইতহাফুল ওরা বিআখবারি উম্মিল কুরা*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯০, "নবী ﷺ-এর জন্মের পঞ্চম বছর" শীর্ষক আলোচনা, প্রকাশক: মার্কাযুল বাহসিল 'ইলমী ওয়া ইহইয়াউত তুরাসিল ইসলামী, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
- মুহাম্মদ আল-খাদির ইবন সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ ইবন আহমদ আল-জাকানী আশ-শানক্বীতী (মৃত্যু ১৩৫৪ হিজরি), *কাওসারুল মা'আনিদ্-দারারী ফী কাশফি খাবায়া সহীহিল বুখারী*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৩, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ; মোট খণ্ডসংখ্যা: ১৪।
- আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবি বকর ইবন আবদুল মালিক আল-কাসতাল্লানী আল-কুতাইবী আল-মিসরী, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি), *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, মিশর; মোট খণ্ডসংখ্যা: ৩।

زيارة قبور شهداء أحد المخصوصة

উহুদের শহীদদের নির্দিষ্ট কবরসমূহ যিয়ারত

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের কবরসমূহ বিশেষভাবে যিয়ারত করেছেন।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ " إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا ". قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের জন্য তাঁদের শাহাদাতের আট বছর পরে জানাযার দোয়া করলেন, যেন তিনি জীবিত ও মৃত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন।

এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বললেন:

'আমি তোমাদের আগে (হাউযের দিকে) পৌঁছে থাকব, এবং আমি তোমাদের উপর সাক্ষী। তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হলো হাউয। আর আমি এখন এই স্থান থেকেই তা দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ ভয় করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরকে লিপ্ত হবে; বরং আমি ভয় করি যে, তোমরা দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে।'"

উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমার শেষ দৃষ্টি।" [250]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ فَقَالَ " إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " . قَالَ عُقْبَةُ فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন, যেন তিনি জীবিত ও মৃতদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন।

তিনি বললেন: 'আমি তোমাদের অগ্রদূত হয়ে হাউযে উপস্থিত থাকব। আর তার প্রস্থ আইলা থেকে জুহফা পর্যন্ত দূরত্বের সমান।

আমি তোমাদের ব্যাপারে এ ভয় করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরক করবে; বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমরা দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং তার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করবে। ফলে তোমরা ধ্বংস হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।'

উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

'এটাই ছিল মিম্বারের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার শেষ দেখা।[251]

---

[250] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি), সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, "গাযওয়ায়ে উহুদ" অধ্যায়, হাদিস নং ৪০৪২।

[251] ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাইসাবূরী (মৃত্যু ২৬১ হিজরি), সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, "আমাদের নবী ﷺ-এর হাউয (হাউযে কাউসার)-এর অস্তিত্ব ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা" অধ্যায়, হাদিস নং ২২৯৬।

زيارة قبور أهل البقيع المخصوصة

জান্নাতুল বাকি'র অধিবাসীদের নির্দিষ্ট কবরসমূহ যিয়ারত

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবনে কায়স ইবনে মাখরামা বলেন:

أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ . قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قُلْنَا بَلَى . قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ " مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً " . قَالَتْ قُلْتُ لاَ شَىْءَ . قَالَ " لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ " فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي " . قُلْتُ نَعَمْ . فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ " أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ . قَالَ " فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ " . قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " قُولِي السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ " .

"আমি কি তোমাদেরকে আমার ও আমার মায়ের সম্পর্কে একটি ঘটনা বলব?"

আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাঁর জন্মদাত্রী মায়ের কথা বলতে চান।

কিন্তু তিনি বললেন:

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন:

"আমি কি তোমাদেরকে আমার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি ঘটনা বলব?"

আমরা বললাম, "অবশ্যই।"

তিনি বললেন:

"যে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে ছিলেন, তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর যখন ধারণা করলেন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন আস্তে করে তাঁর চাদর নিলেন, জুতা পরলেন এবং নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন।

আমি আমার পোশাক মাথায় জড়ালাম এবং তাঁর পেছনে পেছনে চললাম।

অবশেষে তিনি জান্নাতুল বাকি' কবরস্থানে এসে পৌঁছালেন।

সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনবার তাঁর দুই হাত উঠালেন (দোয়ার জন্য)।

এরপর তিনি ফিরে চললেন, আমিও ফিরলাম। তিনি দ্রুত চলতে লাগলেন, আমিও দ্রুত চললাম। তিনি আরও ত্বরিত হলেন, আমিও ত্বরিত হলাম। শেষে আমি তাঁর আগে বাড়িতে পৌঁছে শুয়ে পড়লাম।

তিনি ঘরে এসে বললেন:

'হে আয়িশা! কী ব্যাপার, তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস এত দ্রুত কেন?'
আমি বললাম, 'কিছু নয়।'
তিনি বললেন: 'তুমি অবশ্যই আমাকে বলবে, নতুবা সর্বজ্ঞ ও সর্বসূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দেবেন।'
তখন আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন।'
অতঃপর আমি পুরো ঘটনা খুলে বললাম।
তিনি বললেন: 'তাহলে সামনের যে ছায়ামূর্তিকে আমি দেখেছিলাম, সেটি তুমিই ছিলে?'
আমি বললাম, 'জি হ্যাঁ।'
তখন তিনি আমার বুকে এমনভাবে স্পর্শ করলেন যে আমি ব্যথা অনুভব করলাম। তারপর বললেন: 'তুমি কি ধারণা করেছিলে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন?'
আমি বললাম: 'মানুষ যা-ই গোপন করুক, আল্লাহ তা জানেন।'
তখন তিনি বললেন: 'তুমি যখন আমাকে দেখেছিলে, তখন জিবরীল আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন। তিনি তা তোমার কাছ থেকে গোপন রাখলেন, আমিও তোমার কাছ থেকে গোপন রাখলাম।
তুমি তখন তোমার পোশাক খুলে রেখেছিলে, তাই তিনি তোমার কাছে প্রবেশ করতে পারেননি। আমি ধারণা করেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে জাগাতে অপছন্দ করলাম এবং আশঙ্কা করলাম যে তুমি ভয় পেতে পারো।
জিবরীল আমাকে বললেন: তোমার প্রতিপালক তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তুমি বাকি'বাসীদের কাছে যাবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।'
আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের জন্য কী বলব?'
তিনি বললেন: 'তুমি বলবে

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ

হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের মধ্যকার অগ্রগামী ও পরবর্তীদের প্রতি রহম করুন। আর আমরা ইনশাআল্লাহ অচিরেই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।' [252]

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ " أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ " .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

---

[252] ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাইসাবূরী (মৃত্যু ২৬১ হিজরি), সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, "কবরস্থানে প্রবেশের সময় এবং কবরবাসীদের জন্য দোয়া করার সময় যা বলা হয়" অধ্যায়, হাদিস নং ৯৭৪।

"এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুঁজে পেলাম না। তখন আমি বের হলাম। হঠাৎ দেখি তিনি জান্নাতুল বাকি' কবরস্থানে আছেন।

তিনি বললেন: 'তুমি কি আশঙ্কা করেছিলে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন?'

আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধারণা করেছিলাম, আপনি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন।'

তখন তিনি বললেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শা'বান মাসের মধ্যরাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বনী কালব গোত্রের ছাগলের লোমের সংখ্যার চেয়েও অধিক মানুষকে ক্ষমা করে দেন।'"

এরপর ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী বলেন: "এ বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আমরা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ হাদীসটি কেবল এ সনদেই জানি, যা হাজ্জাজের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আমি মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী)-কে এ হাদীসকে দুর্বল বলতে শুনেছি।

তিনি বলেছেন: ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর, উরওয়া থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। আর হাজ্জাজ ইবনু আরতাহও ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি।"।[253]

وَقَوْلُه بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ خَيَالٌ ، لَا حَقِيْقَةُ الْحَالِ.

"আর তাঁর এই দাবি যে, 'এ বিষয়ে আহলে ইলমের ঐকমত্য রয়েছে'—এটি বাস্তব সত্য নয়; বরং কল্পনামাত্র। প্রকৃত অবস্থা তা নয়।"

لا خصوصية لقبر النبي ﷺ عنده

فقوله: **وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ وَّاحِدٌ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرٍ مَخْصُوْصٍ**

তাঁর নিকট নবী ﷺ-এর কবরের কোনো বিশেষ মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য নেই।

সুতরাং তাঁর এই বক্তব্য:

"নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি হাদীসও প্রমাণিত নয়।

فَجَعَلَ قَبْرَهُ ﷺ قَبْرًا مِنَ الْقُبُورِ، لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ، فَهُوَ بِهٰذَا الْقَوْلِ يُرَغِّبُ النَّاسَ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ ﷺ، وَهٰذَا خِلَافُ مَا تَوَارَثَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَمَا تَوَافَقَ عَلَيْهِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ مِنْهُمْ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَا، فَلِقَبْرِهِ ﷺ خُصُوصِيَّةٌ كَمَا لِلْمَقْبُورِ ﷺ.

অতএব, তিনি নবী ﷺ-এর কবরকেও সাধারণ কবরগুলোর মতো একটি কবর হিসেবে গণ্য করেছেন; এর কোনো বিশেষ মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য তিনি স্বীকার করেননি।

253

- ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি), সুনান আত-তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, "শা'বান মাসের মধ্যরাত্রি (শবে বরাত) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অধ্যায়, হাদিস নং ৭৩৯।
- ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল-কাজভিনী (মৃত্যু ২৭৩ হিজরি), সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাহ ওয়াস-সুন্নাহ ফীহা, "শা'বান মাসের মধ্যরাত্রি (শবে বরাত) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অধ্যায়, হাদিস নং ১৩৮৯।

ফলে তাঁর এ বক্তব্য মানুষকে নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত থেকে নিরুৎসাহিত করে।
এটি উম্মতের যুগযুগান্তরের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমল ও বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের বৃহত্তম অংশ (السواد الأعظم)-এর সর্বসম্মত চর্চারও বিরোধী।

কারণ, নবী ﷺ-এর কবরের যেমন বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তেমনি যিনি সেখানে সমাহিত আছেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ—তাঁরও অনন্য ও অতুলনীয় মর্যাদা রয়েছে।
অতএব, তাঁর কবর শরীফেরও এমন বিশেষত্ব ও সম্মান রয়েছে, যা অন্য কোনো কবরের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নয়; যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা অন্য সকলের ঊর্ধ্বে।

এছাড়া ইবন তায়মিয়্যাহর দাবি- নবী ﷺ-এর কবরও অন্য কবরগুলোর মতোই এবং কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি হাদীসও প্রমাণিত নয়- এ দাবি পূর্বে উল্লিখিত সহীহ হাদীসসমূহের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ নবী ﷺ নিজে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেছেন, উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করেছেন এবং জান্নাতুল বাকি'র কবরসমূহ যিয়ারত করেছেন। এগুলো সবই নির্দিষ্ট ও পরিচিত কবর।
অতএব, তাঁর বক্তব্য বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা একাধিক নির্দিষ্ট কবর যিয়ারতের ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে।

পবিত্র কবর শরীফের মাটির মর্যাদা

কাজী ইয়াদ (মৃত্যু: ৫৪৪ হিজরি) বলেন:

وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ

"এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, নবী ﷺ-এর কবরের স্থান পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। [254]

খাফাজী (রহ.) বলেন:
"আলেম ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, নবী ﷺ-এর কবরের স্থান—অর্থাৎ যে স্থানে তাঁর পবিত্র দেহ সমাহিত হয়েছে—পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ডের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং তা আসমানসমূহ, আরশ এবং কাবা শরীফের চেয়েও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।
ইমাম সুবকী (রহ.) এ মত উদ্ধৃত করেছেন। আর এর কারণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহিমান্বিত মর্যাদা, তাঁর উচ্চতম সম্মান ও অতুলনীয় শান। [255]

ইমাম তাজুদ্দীন আস-সুবকী (রহ.) বলেন:
"এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবী ﷺ-এর কবর শরীফের স্থান সকল ভূখণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" [256]
ইমাম তাজুদ্দীন আস-সুবকী (রহ.) তাঁর তানাযযুলুস সাকীনাহ গ্রন্থে বলেন:

---

[254] কাজী ইয়ায ইবন মূসা আল-ইয়াহসুবী (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরি), আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা ﷺ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৮৩।
[255] শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-খাফাজী (মৃত্যু ১০৬৯ হিজরি), নাসীমুর রিয়াদ ফী শারহি শিফায়িল কাজী ইয়ায, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১২১।
[256] শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-খাফাজী (মৃত্যু ১০৬৯ হিজরি), নাসীমুর রিয়াদ ফী শারহি শিফায়িল কাজী ইয়ায, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১২২।

আর পবিত্র সমাধিস্থল (মাদফান শরীফ) মসজিদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা মসজিদ থেকে, মসজিদুল হারাম থেকে এবং পৃথিবীর সমস্ত স্থানের চেয়েও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।
যেমন কাজী ইয়াদ্ব (রহ.) এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন যে, যে স্থান নবী ﷺ-এর পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ধারণ করেছে, তার সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।
এবং এ স্থানটি শাফেয়ী, হানাফী, হাম্বলী ও অন্যান্য আলেমদের সেই সাধারণ বক্তব্যের ব্যতিক্রম, যেখানে তাঁরা বলেছেন যে মক্কা মুকাররমা মদীনা মুনাওয়ারার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
অর্থাৎ, যে স্থান নবী ﷺ-এর পবিত্র দেহকে ধারণ করেছে, তার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। তাই এটি সেই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেখানে মক্কাকে মদীনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।[257]

ইমাম আল-হাসকাফী *আদ্-দুররুল মুখতার* গ্রন্থে বলেন:
لَا حَرَمَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا وَمَكَّةُ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الرَّاجِحِ إلَّا مَا ضَمَّ أَعْضَاءَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنْ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ. وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ مَنْدُوبَةٌ، بَلْ قِيلَ وَاجِبَةٌ لِمَنْ لَهُ سَعَةٌ.
"আমাদের (হানাফী) মাযহাব অনুযায়ী মদীনার জন্য মক্কার মতো কোনো হারাম (বিশেষ পবিত্র সীমারেখা) নেই।
আর গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী মক্কা মদীনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
তবে যে স্থান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র দেহকে ধারণ করেছে, তা নিঃশর্তভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ; এমনকি কাবা, আরশ ও কুরসীর চেয়েও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর শরীফ যিয়ারত করা মুস্তাহাব। বরং কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যার সামর্থ্য রয়েছে, তার জন্য তা ওয়াজিব।" [258]

ইবনু আবিদীন আশ-শামী (রহ.) বলেন:
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الْبِلَادِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ زَادَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا وَتَعْظِيمًا. وَاخْتَلَفُوا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، فَقِيلَ مَكَّةُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَقِيلَ الْمَدِينَةُ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، قِيلَ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ. وَلَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُهَاجِرِينَ مِنْ مَكَّةَ، وَقِيلَ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ قَوْلٌ مَجْهُولٌ لَا مَنْقُولٌ وَلَا مَعْقُولٌ. مَطْلَبٌ فِي تَفْضِيلِ قَبْرِهِ الْمُكَرَّمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فِي اللُّبَابِ: وَالْخِلَافُ فِيمَا عَدَا مَوْضِعَ الْقَبْرِ الْمُقَدَّسِ، فَمَا ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الشَّرِيفَةَ فَهُوَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ بِالْإِجْمَاعِ. اهـ.قَالَ شَارِحُهُ :وَكَذَا أَيْ الْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْبَيْتِ: فَإِنَّ الْكَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَدِينَةِ مَا عَدَا الضَّرِيحَ الْأَقْدَسَ وَكَذَا الضَّرِيحُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَفْضِيلِهِ حَتَّى عَلَى الْكَعْبَةِ، وَأَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا عَدَاهُ. وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيِّ أَنَّ تِلْكَ الْبُقْعَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْعَرْشِ، وَقَدْ

---

[257] তাকীউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবদুল কাফী আস-সুবকী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৭৫৬ হিজরি), তানযীলুস সাকীনাহ 'আলা কানাদীলিল মাদীনাহ (পাণ্ডুলিপি), পাণ্ডুলিপি বিভাগ, রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ১৩।

[258] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-হিসনী, আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী আল-হানাফী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ১০৮৮ হিজরি), আদ-দুররুল মুখতার শারহু তানওয়ীরিল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, পৃষ্ঠা ১৭৫।

وَافَقَهُ السَّادَةُ الْبَكْرِيُّونَ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ صَرَّحَ التَّاجُ الْفَاكِهِيُّ بِتَفْضِيلِ الْأَرْضِ عَلَى السَّمَوَاتِ لِحُلُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا، وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْأَكْثَرِينَ لِخَلْقِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْهَا وَدَفْنِهِمْ فِيهَا وَقَالَ النَّوَوِيُّ :الْجُمْهُورُ عَلَى تَفْضِيلِ السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا مَوَاضِعُ ضَمَّ أَعْضَاءَ الْأَنْبِيَاءِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ

তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ভূখণ্ড হলো মক্কা ও মদিনা—আল্লাহ তাআলা উভয়ের মর্যাদা ও সম্মান আরও বৃদ্ধি করুন।

তবে এ দুটির মধ্যে কোনটি অধিক শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে মতভেদ হয়েছে। বলা হয়েছে: মক্কা শ্রেষ্ঠ। এটি তিন ইমামের মাজহাব এবং কিছু সাহাবি থেকে বর্ণিত মত।

আবার বলা হয়েছে: মদিনা শ্রেষ্ঠ। এটি কিছু মালিকী ও শাফিঈ আলেমের মত। বলা হয়, এটিও কিছু সাহাবি থেকে বর্ণিত।

সম্ভবত এই মতটি নবী ﷺ-এর জীবদ্দশার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত, অথবা মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিরদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে।

আরও একটি মত হলো: মক্কা ও মদিনা সমান মর্যাদার। কিন্তু এটি একটি অজ্ঞাত মত; না তা বর্ণনা-সমর্থিত, না যুক্তিসংগত।

আলোচনা: নবী ﷺ-এর সম্মানিত কবর শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে।

লুবাব গ্রন্থে বলা হয়েছে:

"মতভেদ রয়েছে পবিত্র কবরের স্থানের বাইরে অন্যান্য স্থানের ব্যাপারে। কিন্তু যে স্থান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র দেহকে ধারণ করেছে, তা সর্বসম্মতিক্রমে পৃথিবীর সকল স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

এর ব্যাখ্যাকার বলেন: "অর্থাৎ, মতভেদ কেবল রওযা শরীফের বাইরের স্থানসমূহের ক্ষেত্রে। কেননা কাবা শরীফ মদীনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে পবিত্রতম রওযা শরীফ এর ব্যতিক্রম। আর রওযা শরীফ মসজিদুল হারামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

কাজী ইয়াদ্ব এবং অন্যান্য আলেম এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন যে, রওযা শরীফ কাবা শরীফের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর মতভেদ রয়েছে এর বাইরের স্থানসমূহের ব্যাপারে।

হাম্বলী আলেম ইবনু আকীল থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ পবিত্র ভূমিখণ্ড আরশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। বকরী সাইয়িদ আলেমগণও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

তাজ ফাকিহী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানের কারণে পৃথিবী আসমানসমূহের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কিছু আলেম এ মতকে অধিকাংশ আলেমের মত বলে উল্লেখ করেছেন; কারণ নবীগণ মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন এবং মাটিতেই সমাধিস্থ হয়েছেন।

আর ইমাম নববী বলেছেন:

'অধিকাংশ আলেম আসমানকে পৃথিবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সুতরাং আলেমদের বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য নবীগণের পবিত্র দেহ যে স্থানসমূহ ধারণ করেছে, সেগুলোকে এ সাধারণ বিধান থেকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা উচিত।' [259]

ইমাম শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়ী (রহ.) *আ'ত-তুহফাতুল লতীফাহ* গ্রন্থে বলেন:

"মদীনার মক্কার উপর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে উভয় মতেরই সমর্থক আলেমগণ রয়েছেন। তবে এ বিষয়ে সর্বসম্মত ঐকমত্য রয়েছে যে, যে পবিত্র ভূমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধারণ করেছে, তা কাবা

[259] মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবন আবদিল আযীয ইবন আবিদিন আদ-দিমাশকী আল-হানাফী (মৃত্যু ১২৫২ হিজরি), রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ দুররিল মুখতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৩।

শরীফের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অথচ কাবা শরীফ মূল মদীনা নগরীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়। বরং হাম্বলী আলেম ইবনু আকীলের স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী, সেই পবিত্র ভূমি আরশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবীগণের অবস্থানস্থল ও তাঁদের রূহসমূহ পৃথিবী ও আকাশের অন্যান্য সবকিছুর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

আর পবিত্র রওযা শরীফ (নবী ﷺ-এর কবর শরীফ) এ সকল স্থানের মধ্যেও সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ সেখানে অবিরাম আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি এবং ফেরেশতাগণের অবতরণ ঘটে।" [260]

ইমাম আল-বুহূতী (রহ.) *শারহু মুনতাহাল ইরাদাত* গ্রন্থে বলেন:

"মক্কায় অবস্থান (মুজাওয়ারাহ) করা মুস্তাহাব। আর মক্কা মদীনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এর দলিল আবদুল্লাহ ইবনু আদী ইবনিল হামরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মক্কার বাজারে হাজওয়ারাহ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি:

'আল্লাহর কসম! তুমি (মক্কা) আল্লাহর পৃথিবীর সর্বোত্তম ভূমি এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ভূমি। যদি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দেওয়া হতো, তবে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' এ হাদীস আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: 'হাদীসটি হাসান সহীহ।'

আল-ফুনূন গ্রন্থে বলা হয়েছে:

الْكَعْبَةُ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْحُجْرَةِ فَأَمَّا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيهَا فَلَا وَاللَّهِ وَلَا الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ وَالْجَنَّةُ ; لِأَنَّ بِالْحُجْرَةِ جَسَدًا لَوْ وُزِنَ بِهِ لَرَجَحَ

'কাবা শরীফ কেবলমাত্র হুজরার (কক্ষের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন সেই হুজরার মধ্যে নবী ﷺ অবস্থান করছেন, তখন আল্লাহর কসম! কাবা নয়, এমনকি আরশ, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং জান্নাতও তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।

কারণ সেই হুজরার মধ্যে এমন এক পবিত্র দেহ রয়েছে, যা যদি এসবের সঙ্গে ওজন করা হয়, তবে সেটিই অধিক ভারী ও মর্যাদাবান প্রতিপন্ন হবে। [261]

ইমাম ইবনু হাজার আল-হাইতামী আশ-শাফিঈ (রহ.) বলেন:

التُّرْبَةُ الَّتِي ضَمَّتْ أَعْضَاءَهُ الْكَرِيمَةَ - ﷺ - فَهِيَ أَفْضَلُ إِجْمَاعًا حَتَّى مِنْ الْعَرْشِ

"যে পবিত্র মাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিত দেহ মুবারককে ধারণ করেছে, তা সর্বসম্মতিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ; এমনকি আরশের চেয়েও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।" [262]

---

[260] শামসুদ্দীন আবুল খাইর মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন উসমান ইবন মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (মৃত্যু ৯০২ হিজরি), আত-তুহফাতুল লতীফাহ ফী তারীখিল মাদীনাতিশ শরীফাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০।

[261] মানসূর ইবন ইউনুস ইবন সালাহুদ্দীন ইবন হাসান ইবন ইদরীস আল-বুহূতী আল-হানবালী (মৃত্যু ১০৫১ হিজরি), দাকায়িকু উলিন নুহা লি শারহিল মুনতাহা (যা শারহু মুনতাহাল ইরাদাত নামে প্রসিদ্ধ), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫২৫, প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ।

[262] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-হাইতামী (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ, কিতাবুল হাজ্জ, "মক্কায় প্রবেশ" অধ্যায়, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৪, প্রকাশক: মাতবা'আত মুস্তফা মুহাম্মদ।

ইমাম ইবনু আকীল (রহ.) [263] বলেন:

"এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: নবী ﷺ-এর হুজরা (পবিত্র কক্ষ) এবং কাবা—দুটির মধ্যে কোনটি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন?

আমি বললাম:

যদি তুমি শুধু হুজরার দেয়াল ও স্থাপনার কথা বোঝাও, তাহলে কাবা শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু যদি তুমি সেই হুজরার কথা বোঝাও, যার মধ্যে নবী ﷺ অবস্থান করছেন (অর্থাৎ তাঁর পবিত্র দেহ সমাহিত রয়েছে), তাহলে আল্লাহর কসম! কেবল কাবাই নয়, আরশ, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ, জান্নাতে আদন এবং আবর্তনশীল আকাশমণ্ডলীও তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।

কারণ সেই হুজরার মধ্যে এমন এক পবিত্র দেহ রয়েছে, যা যদি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ—দুই জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে ওজন করা হয়, তবে সেই পবিত্র দেহই অধিক মর্যাদাবান ও ভারী প্রতিপন্ন হবে। [264]

ইমাম শাওকানী (রহ.) *নাইলুল আওতার* গ্রন্থে বলেন:

"নবী ﷺ-এর বাণী: 'নিশ্চয়ই তুমি (মক্কা) আল্লাহর সর্বোত্তম ভূমি'—

এর মধ্যে প্রমাণ রয়েছে যে, মক্কা নিঃশর্তভাবে আল্লাহর জমিনের সর্বোত্তম স্থান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ভূমি।

এ হাদীস দ্বারা যারা মক্কাকে মদীনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, তারা দলিল গ্রহণ করেছেন।

কাজী ইয়াদ্ব বলেন:

'নবী ﷺ-এর কবরের স্থান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি। আর মক্কা ও মদীনা পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে নবী ﷺ-এর কবরের স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানের ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।'

মক্কাবাসী, কূফাবাসী, ইমাম শাফেয়ী, মালিকী আলেম ইবনু ওহব ও ইবনু হাবীব বলেছেন যে মক্কা শ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ আলেমও এ মতের দিকে ঝুঁকেছেন।

অপরদিকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, কিছু সাহাবী, ইমাম মালিক এবং অধিকাংশ মদীনাবাসী আলেমের মতে মদীনা শ্রেষ্ঠ।

প্রথম দলের প্রধান দলিল হলো আবদুল্লাহ ইবনু আদী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসও তা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবদিল বার বলেন:

'এটি মতভেদের মূল বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল। তাই তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।'

আর কাজী ইয়াদ্ব এ বিষয়ে ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ যে স্থানে সমাহিত হয়েছেন, সেই স্থানকে এ বিতর্কের বাইরে রাখা হবে এবং তা সকল স্থানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

---

[263] আবুল ওয়াফা আলী ইবন আকীল ইবন মুহাম্মদ ইবন আকীল (৪৩১–৫১৩ হিজরি / ১০৩৯–১১১৯ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদ, ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হানাবিলা মাযহাবের শায়খ, একজন মহাপণ্ডিত ইমাম, বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং ইসলামের বিশিষ্ট ইমামদের অন্যতম ছিলেন।

[264] মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন আইয়্যুব ইবন সা'দ, শামসুদ্দীন ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (মৃত্যু ৭৫১ হিজরি), বাদাইউল ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা ১০৬৫, প্রকাশক: দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ।

কেউ কেউ বলেছেন, এর কারণ হলো একটি বর্ণনায় এসেছে যে, মানুষকে যে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়, মৃত্যুর পর তাকে সেই স্থানেই দাফন করা হয়। ইবনু আবদিল বার তাঁর *তামহীদ* গ্রন্থে আতা খুরাসানীর সূত্রে এ বক্তব্য বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এর উত্তরে বলা হয়, নবী ﷺ যে মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন, সেই স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল অনুমানভিত্তিক (ইস্তিনবাত) কথা। আর একটি স্পষ্ট ও সুস্পষ্ট দলিলের মোকাবেলায় অনুমানভিত্তিক বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

তদুপরি, যুবাইর ইবনু বক্কার বর্ণনা করেছেন যে, জিবরীল আলাইহিস সালাম সেই মাটি কাবা শরীফের মাটি থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যা থেকে নবী ﷺ-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে হিসেবে তাঁর সৃষ্টির মাটি মক্কারই একটি অংশ।

অতএব, এ বর্ণনাটি পূর্বোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করার জন্য যথেষ্ট, বিশেষত যখন সেই বর্ণনার সনদে আতা খুরাসানী রয়েছেন।

হ্যাঁ, যদি কাজী ইয়াদ্ব বর্ণিত ঐকমত্য সত্য ও প্রমাণিত হয়, তবে যারা ইজমাকে শরয়ী দলিল মনে করেন, তাদের জন্য সেটিই হবে চূড়ান্ত প্রমাণ।

আর যারা মদীনার শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা বিভিন্ন দলিল পেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো নবী ﷺ-এর বাণী:

'আমার কবর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।'

এ হাদীস বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া নবী ﷺ বলেছেন:

'জান্নাতে চাবুক রাখার পরিমাণ একটি স্থানও দুনিয়া ও তার সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম।'

তবে এ দলিলও মক্কার শ্রেষ্ঠত্বের স্পষ্ট হাদীসের মোকাবেলায় যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। উপরন্তু, এ দলিল কেবল মদীনার একটি নির্দিষ্ট স্থানের ফজিলত প্রমাণ করে; অথচ আলোচ্য মতভেদ পুরো মদীনা ও মক্কার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। সুতরাং এটি মূল বিতর্কের বিষয় নয়।" .[265]

ইমাম মানাবী (রহ.) *ফাইযুল কাদীর* গ্রন্থে বলেন:

"'মদীনা মক্কার চেয়ে উত্তম'—এর কারণ হলো, মদীনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হারাম (পবিত্র নগর), ওহীর অবতরণস্থল এবং বরকতের কেন্দ্র।

এখানেই ইসলামের বাণী শক্তিশালী ও বিজয়ী হয়েছে, শরীয়তের বিধানসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হয়েছে, এবং অধিকাংশ ফরজ বিধান এখানেই অবতীর্ণ হয়েছে।

এ কারণেই যারা মদীনাকে মক্কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তারা এ হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইমাম মালিক এবং অধিকাংশ মদীনাবাসী আলেমের মাযহাব।

তবে অধিকাংশ আলেমের মতে মক্কা মদীনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আর এ হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, মদীনা মক্কার চেয়ে উত্তম—রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি মক্কায় যে কষ্ট ও নির্যাতন হয়েছিল, সে দিক থেকে নিরাপত্তার বিচারে; অথবা ফল-ফসল ও শস্যের প্রাচুর্যের দিক থেকে।

মতভেদ রয়েছে কাবা শরীফ ব্যতীত অন্যান্য স্থান সম্পর্কে।

---

[265] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আশ-শাওকানী আল-ইয়ামানী (মৃত্যু ১২৫০ হিজরি), নাইলুল আওতার, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৩৬–২৩৮।

কিন্তু কাবা শরীফ মদীনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে।

তবে যে পবিত্র ভূমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র দেহকে ধারণ করেছে, তা কাবা শরীফের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

কাজী ইয়াদ্ব (রহ.) এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন।[266]

ইবনুল হাজ্জ আল-মালিকী আল-মাদখাল কিতাবে বলেন,

سَمِعْت سَيِّدِي أَبَا مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ :اُنْظُرْ إلَى سِرِّ مَا وَقَعَ مِنْ هِجْرَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلَى الْمَدِينَةِ وَإِقَامَتِهِ بِهَا حَتَّى انْتَقَلَ إلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَلِكَ أَنَّ حِكْمَةَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ مَضَتْ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَتَشَرَّفُ الْأَشْيَاءُ بِهِ لَا هُوَ يَتَشَرَّفُ بِهَا فَلَوْ بَقِيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي مَكَّةَ إلَى انْتِقَالِهِ إلَى رَبِّهِ تَعَالَى لَكَانَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ قَدْ تَشَرَّفَ بِمَكَّةَ، إذْ أَنَّ شَرَفَهَا قَدْ سَبَقَ بِآدَمَ، وَالْخَلِيلِ وَإِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُبَيِّنَ لِعِبَادِهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَفْضَلُ الْمَخْلُوقَاتِ كَانَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ هِجْرَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلَى الْمَدِينَةِ فَتَشَرَّفَتْ الْمَدِينَةُ بِهِ أَلَا تَرَى إلَى مَا وَقَعَ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ الْمَوْضِعُ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الْكَرِيمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَفْضَلُ مِنْ الْكَعْبَةِ وَغَيْرِهَا وَانْظُرْ إلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي بَاشَرَهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَجِدْهَا أَبَدًا تَتَشَرَّفُ بِحَسَبِ مُبَاشَرَتِهِ لَهَا وَبِقَدْرِ ذَلِكَ يَكُونُ التَّشْرِيفُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -قَالَ فِي الْمَدِينَةِ :تُرَابُهَا شِفَاءٌ.

وَمَا ذَاكَ إلَّا لِتَرَدُّدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِتِلْكَ الْخُطَى الْكَرِيمَةِ فِي أَرْجَائِهَا لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ، أَوْ إغَاثَةِ مَلْهُوفٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَمَّا أَنْ كَانَ مَشْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَكْثَرَ مِنْ تَرَدُّدِهِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ عَظُمَ شَرَفُهُ بِذَلِكَ فَكَانَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَلَمَّا أَنْ كَانَ تَرَدُّدُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَيْنَ بَيْتِهِ وَمِنْبَرِهِ أَكْثَرَ مِنْ تَرَدُّدِهِ فِي الْمَسْجِدِ كَانَتْ تِلْكَ الْبُقْعَةُ الشَّرِيفَةُ بِنَفْسِهَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ انْتَهَى

আমি আমার শায়খ সাইয়্যিদী আবূ মুহাম্মদ (রহ.)-কে বলতে শুনেছি:

"নবী ﷺ-এর মদীনায় হিজরত করা এবং সেখানে অবস্থান করা—এমনকি তাঁর রবের সান্নিধ্যে গমন পর্যন্ত—এর মধ্যে যে গভীর রহস্য রয়েছে, তা লক্ষ্য কর।

আল্লাহ তাআলার হিকমত অনুযায়ী বিষয়টি এমন যে, নবী ﷺ-এর মাধ্যমে বস্তু ও স্থানসমূহ মর্যাদা লাভ করে; তিনি কোনো কিছুর মাধ্যমে মর্যাদা লাভ করেন না।

যদি তিনি ﷺ তাঁর রবের কাছে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করতেন, তাহলে কারো মনে এ ধারণা জন্মাতে পারত যে তিনি মক্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। কারণ মক্কার মর্যাদা তো ইতিপূর্বেই আদম, ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিকট প্রকাশ করতে চাইলেন যে নবী ﷺ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তখন তিনি তাঁকে মদীনায় হিজরত করালেন। ফলে মদীনা তাঁর মাধ্যমে মর্যাদা লাভ করল।

---

[266] যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ, যিনি আবদুর রউফ ইবন তাজুল আরিফীন ইবন আলী ইবন যায়নুল আবিদীন আল-হাদ্দাদী, অতঃপর আল-মানাবী আল-কাহিরী নামে পরিচিত (মৃত্যু ১০৩১ হিজরি), ফাইযুল কাদীর শারহুল জামিউস সাগীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৬৪, হাদিস নং ৯১৮৫।

তুমি কি দেখ না, এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হলো সেই স্থান, যা তাঁর পবিত্র দেহকে ধারণ করেছে?

ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, নবী ﷺ কাবা এবং অন্যান্য সব কিছুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

আর তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে, তিনি ﷺ যে বস্তুকে বা স্থানকে স্পর্শ করেছেন বা যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তা তাঁর সেই সম্পর্কের পরিমাণ অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করেছে।

তুমি কি দেখ না, তিনি ﷺ মদীনা সম্পর্কে বলেছেন: 'এর মাটি রোগমুক্তির উপায়।'

এ মর্যাদা আর কিছুই নয়, বরং তাঁর সেই সম্মানিত পদচারণার বরকতের ফল, যার দ্বারা তিনি মদীনার বিভিন্ন প্রান্তে রোগী দেখতে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে কিংবা অন্যান্য কল্যাণকর কাজে যাতায়াত করতেন।

আর যখন তাঁর ﷺ চলাফেরা মদীনার মসজিদে অন্য স্থানগুলোর তুলনায় বেশি ছিল, তখন সে কারণে মসজিদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেখানে এক ওয়াক্ত সালাত এক হাজার সালাতের সমান হয়েছে।

আর যখন তাঁর ﷺ যাতায়াত তাঁর ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে মসজিদের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি ছিল, তখন সেই পবিত্র ভূমিখণ্ড নিজেই জান্নাতের একটি বাগানে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই তিনি ﷺ বলেছেন: 'আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।' [267]

[267] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-আবদারী আল-ফাসী আল-মালিকী, প্রসিদ্ধ ইবনুল হাজ্জ (মৃত্যু ৭৩৭ হিজরি), আল-মাদখাল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৬–২৫৭, মাকতাবাতু দারিত তুরাস।

النقطة الرابعة

الأَحَادِيْثُ الْمَرْوِيَّةُ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِه ..... كُلُّهَا مَكْذُوْبَةٌ مَوْضُوْعَةٌ

শাইখ ইবনু তাইমিয়ার চতুর্থ পয়েন্ট নবী ﷺ র কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ সবই মিথ্যা ও জাল

قَالَ: وَأَجَلُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي ذٰلِكَ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، بَلِ الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِهِ، كَقَوْلِهِ: "مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ"، وَ"مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي"، وَ"مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي"، وَنَحْوُ هٰذِهِ الْأَحَادِيثِ، كُلُّهَا مَكْذُوبَةٌ مَوْضُوعَةٌ.

তিনি বলেন: ‘‘এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো দারাকুতনী বর্ণিত হাদীস। অথচ সেটিও আহলে ইলমের সর্বসম্মত মতে দুর্বল। বরং নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে, যেমন—

‘যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইবরাহীম খলীলকে একই বছরে যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য আল্লাহর নিকট জান্নাতের জামিন হব।’

এবং— ‘যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করল।’

এবং—‘যে ব্যক্তি হজ্জ করল কিন্তু আমাকে যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করল।’ এ ধরনের হাদীসসমূহ সবই মিথ্যা ও জাল।[268]

আমি বলিঃ

এটি একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও কঠোর দাবি। কারণ তিনি কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট হাদীসকে দুর্বল বা জাল বলেননি; বরং নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসকেই ‘‘মিথ্যা ও জাল’’ বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু বহু মুহাদ্দিস ও ফকীহ এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। বরং তাঁদের অনেকে যিয়ারতের ফজিলত সম্পর্কিত কিছু হাদীসকে দুর্বল হলেও গ্রহণযোগ্য অথবা প্রমাণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। তাই ‘‘সবগুলোই জাল’’ — এ দাবি আলেমদের সর্বসম্মত মত নয়।

---

[268] তাকীউদ্দীন আহমদ ইবন আবদুল হালীম ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী আল-হানবালী আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরি), ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম, ‘‘নবীগণের বিভিন্ন স্থান ও সেগুলোর উদ্দেশ্যে গমনের বিধান’’ শীর্ষক পরিচ্ছেদ, ‘‘সৎ জীবিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা কেবল তাদের দোয়ার মাধ্যমেই হয়ে থাকে’’ শীর্ষক আলোচনা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৬।

أدِلَّةُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দলিলসমূহ

প্রথমত: আল্লাহ তাআলার বাণী

১ম আয়াত:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾

"আর তারা যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন যদি আপনার কাছে আসে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু পাবে।" (সূরা আন-নিসা: ৬৪)

قَالَ الشَّوْكَانِيْ: احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾

وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا أَنَّهُ ﷺ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ : "الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ" وَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ

শাওকানী বলেন: "যারা (নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতকে) মুস্তাহাব বা সুপারিশকৃত বলেছেন, তারা আল্লাহ তাআলার এ বাণী দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন: "আর তারা যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন যদি আপনার কাছে আসে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন .....

এ আয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণের দিক হলো এই যে, নবী ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পরও কবরের মধ্যে জীবিত আছেন; যেমন হাদীসে এসেছে:

"নবীগণ তাঁদের কবরসমূহে জীবিত আছেন।"

আর ইমাম বায়হাকী (রহ.) এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।" [269]

২য় আয়াত:

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে, অবশেষে তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করতে পৌঁছেছ।" (সূরা আত-তাকাসুর: ১-২)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করেছ) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এখানে কবরে যাওয়াকে **"যিয়ারত"** নামে অভিহিত করা হয়েছে, যা কবর যিয়ারতের বৈধতার একটি মূল দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

---

[269] মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হিজরি), নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১৩, কিতাবুল মানাসিক, মক্কায় প্রবেশ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের অধ্যায়সমূহ, "উমরাকারী অবরুদ্ধ (মুহসার) ব্যক্তির কুরবানি প্রদান ও অতঃপর যেখানে সে অবরুদ্ধ হয়েছে—হালাল এলাকা হোক বা হারাম এলাকা—সেখানেই মাথা মুণ্ডন করে ইহরামমুক্ত হওয়া" অধ্যায়।

মুফাসসিরগণ বলেন, আয়াতের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তবে এর মধ্যে কবরকে "যিয়ারতস্থল" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কবর যিয়ারতের পরিচিত ও স্বীকৃত ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করে।

অতএব, কুরআনে زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ বলে কবর যিয়ারতের শব্দ প্রয়োগ নিজেই এ বিষয়ের একটি ভাষাগত ও শরয়ী ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

৩য় আয়াতঃ

﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا ﴾

"যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তাঁকে সাহায্য করো, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দাও এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো।" (সূরা আল-ফাতহ: ৯)

ومن توقيره زيارة قبره ﷺ

আর নবী ﷺ-এর প্রতি সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অন্যতম প্রকাশ হলো তাঁর পবিত্র কবর যিয়ারত করা।

৪র্থ আয়াতঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং পূর্ণরূপে সালাম পেশ কর।" (সূরা আল-আহযাব: ৫৬)

এই আয়াতে মুমিনদেরকে সর্বাবস্থায় নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাঁর পবিত্র রওযা শরীফে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করা এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণেই বহু আলেম নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের সময় অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম পাঠ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করেন, ফেরেশতাগণও দরূদ পাঠ করেন, অতঃপর মুমিনদেরকেও এ মহান ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং তাঁর পবিত্র কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে বিনয়, শ্রদ্ধা ও আদবের সঙ্গে সালাম ও দরূদ পেশ করা তাঁর প্রতি মহব্বত, সম্মান ও তাওকীরের অন্যতম প্রকাশ।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহ.) বলেন:

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِهِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ -هُوَ مُحَمَّدٌ -حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَة، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي، حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ"

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর একটি হলো—নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারতের সময় তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।"

এরপর তিনি ইমাম আবূ দাউদের বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন:

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"কেউ যখন আমার প্রতি সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।"

৫ম আয়াতঃ

﴿وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী হয়ে নিজ গৃহ থেকে বের হয়, অতঃপর মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তবে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০০

কিছু আলেম এ আয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সফর করা একটি মহৎ ইবাদত।

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর প্রতি সালাম পেশ এবং তাঁর পবিত্র রওযা শরীফ যিয়ারতের নিয়তে সফর করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে গমনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা রাখে।

কারণ আয়াতে مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী) কথাটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে গমন করার মর্যাদা ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ইমাম ইবনু হাজার আল-হাইতামী (রহ.) (মৃত্যু ৯৭৪ হি.) বলেন:

وَلَا شَكَّ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَسْكَةٍ مِنْ ذَوْقِ الْعِلْمِ، أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِزِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ زِيَارَتَهُ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَزِيَارَتِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَزِيَارَتُهُ فِي حَيَاتِهِ دَاخِلَةٌ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قَطْعًا، فَكَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ بِنَصِّ الْأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ الْآتِيَةِ.

"যার মধ্যে জ্ঞানের সামান্যতম রুচি ও উপলব্ধি রয়েছে, তার কাছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়, তার সম্পর্কে এ কথা সত্য যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে (হিজরত করেছে)।

কারণ পরবর্তীতে বর্ণিত হবে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর যিয়ারত তাঁর জীবদ্দশায় যিয়ারতের ন্যায়।

আর তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর যিয়ারত যে নিঃসন্দেহে এ মহিমান্বিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং তাঁর ওফাতের পরও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে; কারণ পরবর্তীতে আগত সম্মানিত হাদীসসমূহের স্পষ্ট বক্তব্যই এর প্রমাণ।" [270]

---

[270] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-হাইতামী আস-সা'দী আল-আনসারী, শিহাবুদ্দীন, শাইখুল ইসলাম, আবুল আব্বাস (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), আল-জাওহারুল মুনাযযাম ফী যিয়ারাতিল কাবরিশ শরীফিন নাবাবিয়্যিল মুকাররাম, প্রথম অধ্যায়: আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কবর জিয়ারতের বৈধতা, সম্মান ও মর্যাদা, সেই উদ্দেশ্যে সফর করা এবং তাঁর পবিত্র সুরক্ষিত প্রাঙ্গণে অবস্থান গ্রহণ সম্পর্কে, পৃষ্ঠা ১৮, মাকতাবাতু মাদবূলী, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

ثانيا: بعض الأحاديث في زيارة قبره ﷺ

দ্বিতীয়তঃ নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

এ অধ্যায়ে নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের ফযীলত, তাঁর প্রতি সালাম পেশ করা, তাঁর শাফাআত কামনা করা এবং তাঁর রওযা শরীফ যিয়ারতের গুরুত্ব সম্পর্কিত বর্ণিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হবে।

আহলুস সুন্নাহর বহু মুহাদ্দিস, ফকীহ ও উসূলবিদ এ হাদীসসমূহ, সাহাবা ও সালাফের আমল, এবং উম্মতের ধারাবাহিক চর্চার আলোকে নবী ﷺ-এর রওযা শরীফ যিয়ারতকে মুস্তাহাব ও মহৎ ইবাদত বলে গণ্য করেছেন।

অতএব, এখন আমরা এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ একে একে আলোচনা করব।

হাদীস ১: فَزُورُوا الْقُبُورَ — **"তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো"**

ইমাম মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"অতএব তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো; কারণ তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" [271]

এ হাদীসে নবী ﷺ সাধারণভাবে **"কবরসমূহ যিয়ারত করো"** বলে নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে কোনো কবরকে এ হুকুম থেকে পৃথক করা হয়নি।

সুতরাং নবী ﷺ-এর পবিত্র কবরও কবরসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এ সাধারণ নির্দেশের মধ্যে তাঁর পবিত্র কবর যিয়ারতও অন্তর্ভুক্ত হবে, যতক্ষণ না কোনো বিশেষ দলিল তাকে এর বাইরে প্রমাণ করে।

বরং আহলুস সুন্নাহর বহু আলেম বলেছেন, যখন সাধারণ মুমিনদের কবর যিয়ারত করা সুন্নত ও মুস্তাহাব, তখন সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আল্লাহর হাবীব ও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারত অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক।

অতএব, فَزُورُوا الْقُبُورَ হাদীসটি কবর যিয়ারতের সাধারণ বৈধতার একটি মূল দলিল, যার মধ্যে নবী ﷺ-এর পবিত্র কবরও অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস ২: সালামের জবাব প্রদান

ইমাম আবূ দাউদ *কিতাবুল মানাসিক*-এর **"বাবু যিয়ারাতিল কুবূর"** অধ্যায়ে [272] এবং ইমাম বায়হাকী *কিতাবুল হাজ্জ*-এর **"বাবু যিয়ারাতি কবরিন্-নবী ﷺ"** অধ্যায়ে [273] আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

---

[271] ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাইসাবূরী (মৃত্যু ২৬১ হিজরি), সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, "নবী ﷺ-এর তাঁর রবের নিকট মায়ের কবর জিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা" অধ্যায়, হাদিস নং ৯৭৬।

[272] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানী (মৃত্যু ২৭৫ হিজরি), সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, "কবর জিয়ারত" অধ্যায়, হাদিস নং ২০৪১।

[273] আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবন আলী আল-বাইহাকী (মৃত্যু ৪৫৮ হিজরি), আস-সুনানুল কুবরা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪০২, হাদিস নং ১০২৭০, তাহকীক: মুহাম্মদ আবদুল কাদির আতা, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১১।

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

"কোনো ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম পেশ করলে আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।"

হাদীসের মান: (হাসান সহীহ)

এ হাদীসে নবী ﷺ স্পষ্টভাবে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর প্রতি সালাম পেশ করা হলে তিনি সালামের উত্তর প্রদান করেন।

এ কারণে আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ নবী ﷺ-এর পবিত্র রওযা শরীফ যিয়ারতের সময় অধিক পরিমাণে সালাম ও দরূদ পেশ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

আর ইমাম বায়হাকী (রহ.) এ হাদীসটিকে বিশেষভাবে **"নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত"** অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যা এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রমাণ বহন করে।

হাদীস ৩: فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ

ইমাম নাসাঈ (রহ.) **"বাবু যিয়ারাতিল কুবূর"** অধ্যায়ে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যে যিয়ারত করতে চায়, সে যেন যিয়ারত করে। তবে তোমরা কোনো অশোভন বা বাতিল কথা বলো না।" [274]

এ হাদীসে নবী ﷺ পূর্বের নিষেধাজ্ঞা রহিত করে সাধারণভাবে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন:

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ

"যে যিয়ারত করতে চায়, সে যেন যিয়ারত করে।"

এ অনুমতি সর্বপ্রকার কবরকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং নবী ﷺ-এর পবিত্র কবরও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর হাদীসের শেষাংশে—

وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا

"তোমরা কোনো অশোভন, বাতিল বা জাহেলী কথাবার্তা বলো না।"

—এর দ্বারা কবর যিয়ারতের শরয়ী আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

অতএব, এ হাদীস কবর যিয়ারতের সাধারণ বৈধতা ও উৎসাহের একটি সুস্পষ্ট দলিল।

হাদীস ৪: فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) **"বাবু যিয়ারাতিল কুবূর"** অধ্যায়ে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

---

[274] ইমাম আহমদ ইবন শু'আইব আন-নাসাঈ (মৃত্যু ৩০৩ হিজরি), সুনান আন-নাসাঈ, কিতাবুল জানায়িয, "কবর জিয়ারত" অধ্যায়, হাদিস নং ২০৩৩।

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো; কারণ তাদের যিয়ারতের মধ্যে উপদেশ ও স্মরণিকা রয়েছে।" [275]

এ হাদীসে নবী ﷺ স্পষ্টভাবে কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেছেন এবং এর হিকমতও বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন:

فَزُورُوهَا — "অতএব তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো।"

এ নির্দেশ সাধারণ; এতে কোনো কবরকে ব্যতিক্রম করা হয়নি।

আর তিনি বলেছেন:

فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

"কারণ এর যিয়ারতের মধ্যে উপদেশ ও স্মরণিকা রয়েছে।"

অর্থাৎ কবর যিয়ারত মানুষের অন্তরে মৃত্যু, আখিরাত, হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা জাগ্রত করে।

অতএব, এ হাদীস কবর যিয়ারতের বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়ার একটি সুস্পষ্ট দলিল। আর যখন সাধারণ মুসলমানদের কবর যিয়ারত শরীয়তসম্মত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র রওযা শরীফ যিয়ারত অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক হওয়া স্বাভাবিক।

হাদীস ৫: নবী ﷺ-এর তাঁর মাতার কবর যিয়ারত

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) **"বাবু যিয়ারাতিল কুবূর"** অধ্যায়ে সহীহ সনদে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন:

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাতার কবরের কাছে আসলেন। তিনি কাঁদলেন এবং তাঁর আশেপাশের লোকদেরও কাঁদালেন। তারপর তিনি বললেন:

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ

"আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তাঁর (আমার মাতার) জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপর আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম, তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো। অতএব তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো; কারণ তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" [276]

হাদীসের মান: সহীহ

এ হাদীসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণিত হয়—

১. নবী ﷺ নিজে তাঁর মাতার নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত করেছেন।

২. তিনি আল্লাহর নিকট কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলেন এবং অনুমতি লাভ করেছিলেন।

---

[275] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানী (মৃত্যু ২৭৫ হিজরি), সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, "কবর জিয়ারত সম্পর্কে" অধ্যায়, হাদিস নং ৩২৩৫।

[276] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানী (মৃত্যু ২৭৫ হিজরি), সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, "কবর জিয়ারত সম্পর্কে" অধ্যায়, হাদিস নং ৩২৩৪।

৩. এরপর তিনি উম্মতকে সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়েছেন:

فَزُورُوا الْقُبُورَ

"অতএব তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো।"

৪. এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নির্দিষ্ট কবর (**قبر مخصوص**) যিয়ারত নবী ﷺ-এর সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কারণ এখানে তিনি বিশেষভাবে তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করেছেন।

অতএব, "নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই" — এ দাবি এ হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ হাদীস নির্দিষ্ট কবর যিয়ারতের একটি সুস্পষ্ট ও সহীহ দলিল।

হাদীস ৬: فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহ.) **"বাবু মা জা'আ ফী যিয়ারাতিল কুবূর"** অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো; কারণ তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"[277]

এ হাদীসে নবী ﷺ কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি এর দুটি মহান উপকারিতা বর্ণনা করেছেন—

১. **تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا**

— "এটি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে।"

অর্থাৎ কবর যিয়ারত মানুষের অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ, অহংকার ও ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।

২. وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ

— "এটি আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

অর্থাৎ কবর যিয়ারত মানুষকে মৃত্যু, কবর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

অতএব, এ হাদীস কবর যিয়ারতের বৈধতা ও তার গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক উপকারিতার একটি সুস্পষ্ট দলিল। নবী ﷺ সাধারণভাবে فَزُورُوا الْقُبُورَ (তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো) বলে নির্দেশ দিয়েছেন, যা সব বৈধ কবর যিয়ারতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

হাদীস ৭: নবী ﷺ-এর মাতার কবর যিয়ারত এবং কবর যিয়ারতের অনুমতি

ইমাম তিরমিযী (রহ.) **"বাবু মা জা'আ ফির-রুখসাতি ফী যিয়ারাতিল কুবূর"** অধ্যায়ে সহীহ সনদে সুলাইমান ইবনু বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

---

[277] ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল-কাজভিনী (মৃত্যু ২৭৩ হিজরি), সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, "কবর জিয়ারত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অধ্যায়, হাদিস নং ১৫৭১।

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। অতঃপর মুহাম্মদকে ﷺ তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো; কারণ তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

এরপর ইমাম তিরমিযী বলেন:

"এ বিষয়ে আবূ সাঈদ, ইবনু মাসউদ, আনাস, আবূ হুরায়রা ও উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।"

অতঃপর তিনি বলেন: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "বুরাইদার হাদীসটি হাসান সহীহ।"

আরও বলেন:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا

"আহলে ইলমের আমল এ হাদীসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা কবর যিয়ারতে কোনো অসুবিধা বা নিষেধ দেখেন না।"

তিনি আরও বলেন:

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

"এটাই ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (ইবনু রাহওয়াইহ)-এর মত।"[278]

১. নবী ﷺ নিজে তাঁর মাতার নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত করেছেন।

২. তিনি উম্মতকে সাধারণভাবে فَزُورُوهَا (তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করো) বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে "হাসান সহীহ" বলেছেন।

৪. তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আহলে ইলমের আমল এ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরা কবর যিয়ারতকে বৈধ মনে করেন।

৫. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল এবং ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (রহ.)-এর মতও এটাই।

অতএব, এ হাদীস কবর যিয়ারতের বৈধতা, তার ফযীলত এবং নির্দিষ্ট কবর যিয়ারতের শরয়ী ভিত্তির একটি শক্তিশালী দলিল।

কেউ বলতে পারে, এসব হাদীস তো সাধারণ কবর যিয়ারত সম্পর্কে; নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে নয়।

আমি বলি: নবী ﷺ-এর কবর কি একটি কবর নয়?

কোন দলিলের ভিত্তিতে আপনারা তাঁর কবরকে কবরসমূহের সাধারণ বিধান থেকে পৃথক করছেন?

আপনারা কি বলেন না যে, তাঁর কবরও একটি কবর, এবং যিয়ারতের ক্ষেত্রে এর কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই?

---

[278] ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি), সুনান আত-তিরমিযী, কিতাবুল জানায়িয, "কবর জিয়ারতের অনুমতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে" অধ্যায়, হাদিস নং ১০৫৪।

আপনারা কি বলেন না যে, তাঁর কবর যিয়ারত করা বৈধ তখনই, যখন তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়—যেমন তাঁর মসজিদ যিয়ারত, কোনো আত্মীয় বা শায়খের সাক্ষাৎ, অথবা ব্যবসায়িক সফরের প্রসঙ্গে?

তাহলে আপনাদের দৃষ্টিতে তাঁর কবরও তো "কবরসমূহের একটি কবর"। আর এসব হাদীসও তো "কবরসমূহ যিয়ারত" সম্পর্কেই বর্ণিত!

বরং আমি জিজ্ঞাসা করি: আপনারা কি এ হাদীসগুলোকেও "মিথ্যা" ও "জাল" বলবেন?।

হাদীস ৮: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।"

যাঁরা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন:

- ইমাম বাযযার (মৃত্যু ২৯২ হি.) এটি বর্ণনা করেছেন। [279]
- ইমাম দৌলাবী (মৃত্যু ৩১০ হি.) *আল-কুনা ওয়াল-আসমা* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। [280]
- ইমাম উকাইলী (মৃত্যু ৩২২ হি.) *আদ-দু'আফা* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। [281]

---

[279] কুতাইবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবদুর রহমান ইবন যায়দ তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হয়ে যাবে।"

ইমাম বাযযার বলেন: আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীমকে এ হাদীসের ব্যাপারে কেউ অনুসরণ করেনি। আর একজন বর্ণনাকারী যে বর্ণনায় একক হয়ে যায়, তা কেবল লিখে রাখা হয়।"

(নূরুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর ইবন সুলাইমান আল-হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭ হি.), *কাশফুল আসতার আন যাওয়াইদিল বাযযার*, 'আমাদের নেতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর যিয়ারত' অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৭, হাদীস নং ১১৯৮; তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আযমী; প্রকাশনা: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৪)।

[280] আলী ইবন মাবাদ ইবন নূহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন হিলাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবন উমর আবূ আবদির রহমান — যিনি উবাইদুল্লাহর ভাই — আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।"

(আবূ বিশর মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হাম্মাদ ইবন সাঈদ ইবন মুসলিম আল-আনসারী আদ-দৌলাবী আর-রাযী (মৃত্যু ৩১০ হি.), *আল-কুনা ওয়াল-আসমা*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৪৬, হাদীস নং ১৪৮৩; তাহকীক: আবূ কুতাইবা নজর মুহাম্মদ আল-ফারইয়াবী; প্রকাশনা: দার ইবন হাজম, বৈরুত, লেবানন; প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৩)।

[281] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-হাদরামী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: জাফর ইবন মুহাম্মদ আল-বাযওয়ারী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন হিলাল আল-বাসরী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবন উমর থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবশ্যই অবধারিত হবে।"

এরপর উকাইলী বলেন: "এ অধ্যায়ে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে দুর্বলতা রয়েছে।"

- ইমাম ইবনু আদী আল-জুরজানী (মৃত্যু ৩৬৫ হি.) *আল-কামিল* গ্রন্থে মূসা ইবন হিলালের জীবনীতে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন:

''আমি আশা করি, তাঁর মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা নেই।'' [282]

- ইমাম দারাকুতনী (মৃত্যু ৩৮৫ হি.) এটি বর্ণনা করেছেন। [283]
- ইমাম ইবনু জুমাই' (মৃত্যু ৪৩৭ হি.) তাঁর সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। [284]

(আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন মূসা ইবন হাম্মাদ আল-উকাইলী আল-মাক্কী (মৃত্যু ৩২২ হি.), *আদ-দু'আফাউল কাবীর*, 'মীম' অধ্যায়, 'মূসা ইবন হিলাল' শিরোনামে; ''তিনি কূফায় বসবাস করতেন, উবাইদুল্লাহ ইবন উমর থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর হাদীস সহীহ নয় এবং এ বর্ণনায় তাঁকে কেউ অনুসরণ করেনি''; খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭০; তাহকীক: আবদুল মু'তী আমীন কালআজী; প্রকাশনা: দারুল মাকতাবাহ আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৪)।

[282] মুহাম্মদ ইবন মূসা আল-হুলওয়ানী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন সামুরাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন হিলাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ আল-উমারী থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ''যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।''

ইবন সামুরাহ ছাড়াও অন্যরা এ হাদীসটি মূসা ইবন হিলাল থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন: ''উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর থেকে।''

ইবন আদী বলেন: ''আবদুল্লাহ (আল-উমারী)-এর বর্ণনাই অধিক শুদ্ধ।'' আর মূসা (ইবন হিলাল)-এর এ ছাড়া আরও হাদীস রয়েছে। ''এবং আমি আশা করি, তাঁর মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা নেই।''

(আবূ আহমদ ইবন আদী আল-জুরজানী (মৃত্যু ৩৬৫ হি.), *আল-কামিল ফী দু'আফায়ির রিজাল*, 'মূসা ইবন হিলাল' জীবনী, নং ১৮৩৪, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৯; তাহকীক: আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ ও আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ; সহযোগিতায়: আবদুল ফাত্তাহ আবূ সুন্নাহ; প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.)।

[283] কাযী আল-মাহামিলী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উবাইদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-ওয়াররাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন হিলাল আল-আবদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবন উমর থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ''যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।'' (আবুল হাসান আলী ইবন উমর ইবন আহমদ ইবন মাহদী ইবন মাসউদ ইবন নু'মান ইবন দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতনী (মৃত্যু ৩৮৫ হি.), *সুনান আদ-দারাকুতনী*, কিতাবুল হাজ্জ, 'মাওয়াকীত' অধ্যায়, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩৪, হাদীস নং ২৬৯৫; তাহকীক ও সম্পাদনা: শু'আইব আল-আরনাউত, হাসান আবদুল মুনইম শালাবী, আবদুল লতীফ হারযুল্লাহ, আহমদ বারহুম; প্রকাশনা: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন; প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৫)।

[284] আমার পিতা আমাকে আরও সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: বাগদাদে আবূ আবদিল্লাহ আল-হুসাইন ইবন ইসমাঈল আল-মাহামিলী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উবাইদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-কাসিম আল-ওয়াররাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন হিলাল আল-আবদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবন উমর থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

''যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।'' (আস-সাকান ইবনু জামী', আবূ মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন জামী' (মৃত্যু ৪৩৭ হি.), *হাদীসুস সাকান ইবন জামী'*, পৃষ্ঠা ৪১৯, হাদীস নং ৪; তাহকীক: ড. উমর আবদুস সালাম তাদমুরী; প্রকাশনা: মুআসসাসাতুর রিসালাহ –

- ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু ৪৫৮ হি.) *শু'আবুল ঈমান* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। [285]
- ইমাম খতীব বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) *তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির-রাসম* গ্রন্থে নিম্নোক্ত শব্দে এটি বর্ণনা করেছেন:

"যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।" [286]

যাঁরা এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন, অথবা হাসান বলেছেন, অথবা গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, কিংবা দুর্বল বলেছেন কিন্তু মিথ্যা বা জাল বলেননিঃ

ইমাম আবদুল হক আল-ইশবীলী (মৃত্যু ৫৮১ হি.) এ হাদীসটি তাঁর *আল-আহকাম আশ-শারইয়্যাহ আস-সুগরা* (যাকে তিনি "সহীহ" গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করেছেন) [287] এবং *আল-*

দারুল ঈমান; তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন জামী' আস-সাইদাওয়ীর *মু'জামুশ শুয়ূখ*-এর শেষে মুদ্রিত; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.; মোট পৃষ্ঠা: ৪২১)।

[285] আমাদেরকে আবূ সা'দ আল-মালীনী সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: আবূ আহমদ ইবন আদী আল-হাফিয আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবন মূসা আল-হুলওয়ানী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন সামুরাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন হিলাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ আল-উমারী থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।" (আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি.), *শু'আবুল ঈমান*, 'মানাসিক' অধ্যায়, 'মদীনায় আগমন, নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত, তাঁর মসজিদ ও কুবা মসজিদে সালাত আদায়' শীর্ষক পরিচ্ছেদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫১, হাদীস নং ৩৮৬২; প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, দারুস সালাফিয়্যাহ, বোম্বে (ভারত)-এর সহযোগিতায়; প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.; মোট খণ্ড: ১৪)।

[286] আমাকে আহমদ ইবন আবী জাফর আল-কাতীঈ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবন আরাফাহ, বনু হাশিমের মাওলা, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন খালাফ ইবন হাইয়ান ওয়াকী' আল-কাযী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উবাইদ ইবন মুহাম্মদ আল-ওয়াররাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন হিলাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।"

(আবূ বকর আহমদ ইবন আলী ইবন সাবিত ইবন আহমদ ইবন মাহদী আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হি.), *তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির-রাসম*, 'আল-জামি'' অধ্যায়, 'মুহাম্মদ ইবন খালাফ ইবন হাইয়ান এবং মুহাম্মদ ইবন খালাফ ইবন জিয়ান' শিরোনাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮১; তাহকীক: সুকাইনা আশ-শিহাবী; প্রকাশনা: তিলাস লিদ্-দিরাসাত ওয়াত-তারজামাহ ওয়ান-নাশর, দামেস্ক; প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.; মোট খণ্ড: ২)।

[287] আবদুল হক ইবন আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবন সাঈদ ইবরাহীম আল-আযদী, আন্দালুসীয় ইশবীলী, যিনি ইবনুল খাররাত নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৫৮১ হিজরি), আল-আহকাম আশ-শারইয়্যাহ আস-সুগরা ("আস-সহীহাহ"), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬৭। তাহকীক: উম্মু মুহাম্মদ বিনতে আহমদ আল-হুলাইস। তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও ভূমিকা: খালিদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-আনবারী। প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো, আরব প্রজাতন্ত্র মিশর; মাকতাবাতুল 'ইলম, জেদ্দা, সৌদি আরব। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৩ হিজরি / ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২।

আহকাম আল-উস্তা গ্রন্থে [288] **"নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত"** অধ্যায়ে দারাকুতনী ও বাযযারের সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

আর তিনি তাঁর *আল-আহকাম আস-সুগরা* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন:

"আমি এ গ্রন্থে এমন হাদীসসমূহ নির্বাচন করেছি, যেগুলোর সনদ সহীহ, হাদীস-সমালোচকদের নিকট পরিচিত ও স্বীকৃত; নির্ভরযোগ্য রাবীগণ সেগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বিশ্বস্ত মুহাদ্দিসগণ সেগুলো গ্রহণ ও প্রচার করেছেন। আমি এগুলো উম্মতের ইমাম ও পথপ্রদর্শক আলেমদের গ্রন্থসমূহ থেকে গ্রহণ করেছি।" [289]

ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (রহ.) (মৃত্যু ৮০৪ হি.) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন:

"এ সনদটি ভালো (জাইয়িদ) সনদ।"

ইমাম হাইসামী (রহ.) (মৃত্যু ৮০৭ হি.) বলেন:

"এ হাদীসটি ইমাম বাযযার বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আল-গিফারী রয়েছেন, আর তিনি দুর্বল (রাবী)।" [290]

অতএব, ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন হাদীসটির সনদকে **"জাইয়িদ"** (ভালো) বলেছেন, আর ইমাম হাইসামী এর সনদে একজন দুর্বল রাবী থাকার কথা উল্লেখ করেছেন; তবে তিনি হাদীসটিকে মিথ্যা (مكذوب) বা জাল (موضوع) বলেননি।

আমি বলি: এ হাদীসের একটি সনদের আপত্তি হলো, এতে মূসা ইবন হিলাল আল-আবদী আল-বাসরী (মৃত্যু ২০১ বা ২১১ হি.) রয়েছেন। [291] তাঁকে "মাজহূল" (অপরিচিত) বলা হয়েছে।

---

[288] আল-আহকামুল উস্তা মিন হাদীসি রাসূলিল্লাহ ﷺ, *কিতাবুল হাজ্জ*, "নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত" অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪১। তাহকীক: হামদী আস-সালাফী ও সুবহী আস-সামাররাঈ। প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ লিন্নাশর ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব। প্রকাশকাল: ১৪১৬ হিজরি / ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৪।

[289] আল-আহকাম আশ-শারইয়্যাহ আস-সুগরা ("আস-সহীহাহ"), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭১, ভূমিকা।

[290] আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবন আবী বকর ইবন সুলাইমান আল-হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭ হিজরি), *মাজমাউয্-যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, কিতাবুল হাজ্জ, "আমাদের সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারত" অধ্যায়, হাদীস নং ৫৮ওয়ি তাহকীক: হুসামুদ্দীন আল-কুদসী। প্রকাশক: মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো। প্রকাশকাল: ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১০।

[291] তিনি (মূসা ইবন হিলাল) যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন:

- বিশর ইবন মানসুর আস-সুলাইমী আল-বাসরী।
- আবদুল্লাহ ইবন উমর আল-উমারী।
- উবাইদুল্লাহ ইবন উমর আল-উমারী।
- আবূ মুদ্রিক উসমান ইবন ওকী' আল-আবদী।
- আবূ আবদিল্লাহ হিশাম ইবন হাসসান আল-আজদী আল-কারদূসী আল-বাসরী, যিনি দাস্তাওয়াঈ-এর সাহচর্যে ছিলেন।
- হাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন দীনার আল-আওযী আল-বাসরী।

আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন:

- আবূ আমর আহমদ ইবন হাজিম ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউনুস আল-গিফারী আল-কূফী।
- আবূ আলী আহমদ ইবন খলীল আত-তাজির আল-বাগদাদী, পরে নীশাপুরী।
- ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল।
- জাফর ইবন মুহাম্মদ আল-বুযূরী।
- আবূ মানসুর আল-আব্বাস ইবন আল-ফাদল ইবন যাকারিয়া আল-হারাওয়ী।

তবে এ অজ্ঞাততা (جهالة) তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলীর দিক থেকে, কারণ তাঁর থেকে বহু নির্ভরযোগ্য (ثقة) মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হি.) — তিনি তাঁর *মুসনাদ*-এ মূসা ইবন হিলাল থেকে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২. ফযল ইবন সাহল ইবন ইবরাহীম আল-আরাজ আল-খুরাসানী আল-বাগদাদী (মৃত্যু ২৫৫ হি.) — হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাবী।

৩. আবূ উমাইয়্যাহ মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন মুসলিম আল-খুযাঈ আত-তারসুসী (মৃত্যু ২৭৩ হি.) — ইমাম, হাফিয, দক্ষ মুহাদ্দিস ও সফরকারী আলেম; তাঁর একটি *মুসনাদ* গ্রন্থও রয়েছে, যা *মুসনাদ আবি উমাইয়্যাহ আত-তারসুসী* নামে পরিচিত।

৪. আহমদ ইবন হাজিম ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউনুস ইবন কাইস আবূ আমর আল-গিফারী আল-কূফী (মৃত্যু ২৭৬ হি.) — নির্ভরযোগ্য হাফিয; তাঁর *মুসনাদ আবিস আল-গিফারী* ও অন্যান্য সাহাবীগণের মুসনাদ প্রসিদ্ধ।

৫. আবূ আলী আহমদ ইবন খলীল আত-তাজির আল-বাগদাদী, পরে নীশাপুরী (মৃত্যু ২৪৮ হি.) — সুপ্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য ইমাম।

৬. আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন সামুরাহ আল-আহমাসী আস-সাররাজ (মৃত্যু ২৫৮ বা ২৬০ হি.) — নির্ভরযোগ্য রাবী।

৭. আলী ইবন মাবাদ ইবন নূহ, আবুল হাসান আল-বাগদাদী, পরে মিসরী (মৃত্যু ২৫৯ হি.) — ইমাম, হাফিয, ইমাম তাহাবীর শায়খ; নির্ভরযোগ্য।

৮. আবূ বুজাইর মুহাম্মদ ইবন জাবির ইবন বুজাইর আল-মুহারিবী আল-কূফী (মৃত্যু ২৫৬ হি.) — নির্ভরযোগ্য রাবী।

৯. আবদুল্লাহ ইবন আইয়্যুব আল-মাখরামী (মৃত্যু ২৬৫ হি.) — হাফিয ও নির্ভরযোগ্য।

- উবাইদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-কাসিম ইবন সুলাইমান ইবন আবী মারইয়াম আল-ওয়াররাক, নীশাপুরী, পরে বাগদাদী।
- আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন নূহ।
- ফাদল ইবন সাহল ইবন ইবরাহীম আল-আরাজ আল-খুরাসানী আল-বাগদাদী।
- ফাদল ইবন মূসা।
- আবূ উমাইয়্যাহ মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন মুসলিম আল-খুযাঈ আত-তারসুসী।
- আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন সামুরাহ আল-আহমাসী আস-সাররাজ।
- আবূ বুজাইর মুহাম্মদ ইবন জাবির ইবন বুজাইর আল-মুহারিবী আল-কূফী।
- আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন আল-হুসাইন আল-বুরজুলানী।
- হারূন ইবন সুফইয়ান।
- আবূ ইয়াকূব ইউসুফ ইবন মূসা ইবন রাশিদ আল-কাত্তান আল-কূফী।

(সূত্র: আবূত্ব-তাইয়্যিব নায়িফ ইবন সালাহ আল-মানসুরী, *আল-মাসালিকুল কাওয়ীমাহ বি তারাজিমি রিজাল ইবন খুযাইমাহ*, খণ্ড ২, পৃ. ৯৬৩, জীবনী নং ১৭৩)

উপসংহার:

মূসা ইবন হিলাল এমন বহু প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য শায়খের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁর থেকেও বহু ইমাম, হাফিয ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস হাদীস গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন খুযাইমাহর শায়খগণ এবং অন্যান্য খ্যাতিমান হাদীসবিদ অন্তর্ভুক্ত। ফলে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—এ কথা বলা কঠিন; বরং তিনি হাদীসের রিজালশাস্ত্রে সুপরিচিত একজন রাবী ছিলেন।

১০. এছাড়াও আরও অনেকে।

অতএব, মূসা ইবন হিলাল থেকে বহু প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তাঁকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত (مجهول العين) বলা কঠিন; বরং আলোচনা সর্বোচ্চ তাঁর মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার স্তর (جهالة الصفة) নিয়ে হতে পারে।

ইমাম যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

"তিনি হাদীসের দিক থেকে صالح الحديث (গ্রহণযোগ্য হাদীসের অধিকারী)। তাঁর থেকে ইমাম আহমদ, ফাদল ইবন সাহল আল-আরাজ, আবূ উমাইয়্যাহ আত-তারসুসী, আহমদ ইবন আবী গারযাহ এবং আরও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

হাফিয (ইবন হাজার) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

"তিনি صالح الحديث। তাঁর থেকে ইমাম আহমদ, ফাদল ইবন সাহল আল-আরাজ, আবূ উমাইয়্যাহ আত-তারসুসী, আহমদ ইবন আবী গারযাহ এবং আরও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

আমি বলি: এটি সর্বজনবিদিত যে, ইমাম আহমদ সাধারণত তাঁর নিকট নির্ভরযোগ্য (ثقة) বলে বিবেচিত রাবী থেকেই হাদীস বর্ণনা করতেন। আর মূসা ইবন হিলাল থেকে বহু নির্ভরযোগ্য রাবীও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি আরও বলি: দুই কারণে মূসা ইবন হিলাল আল-আবদীর অজ্ঞাততা (جهالة) দূর হয়ে যায়—

প্রথমত: তাঁর থেকে বহু নির্ভরযোগ্য (ثقة) রাবীর হাদীস বর্ণনা করা।

দ্বিতীয়ত: আবূ আওয়ানার *মুস্তাখরাজ* গ্রন্থে তাঁর হাদীস গ্রহণ ও সংকলিত হওয়া।

قال أبو عوانة: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: **ثنا مُوسَى بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ**، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْطَانِي رَبِّي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ

আবূ আওয়ানা বলেন: আবূ উমাইয়্যাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মূসা ইবন হিলাল আল-আবদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবন হাসসান থেকে, তিনি হাসান (আল-বাসরী) এবং ইবন সিরীন থেকে, তাঁরা ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমার রব আমাকে আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দান করেছেন, যারা কোনো হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

ইবন সিরীন তাঁর বর্ণনায় বলেন: "তখন উক্কাশাহ ইবন মুহসান দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তখন তিনি ﷺ বললেন: **"তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।"**

তিনি বলেন: "এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তিনি ﷺ বললেন:

"এ ব্যাপারে উক্কাশাহ ইবন মিহসান তোমার আগে অগ্রসর হয়ে গেছে।"।[292]

ইমাম হাফিয ইবন হাজর (রহ.) বলেন:

"মুস্তাখরাজ গ্রন্থসমূহের আরও কিছু উপকারিতা রয়েছে, যা তাঁদের কেউ উল্লেখ করেননি। প্রথম উপকারিতা: মুস্তাখরাজে যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা (عدالة) প্রমাণিত হওয়া। কারণ যে মুহাদ্দিস সহীহের শর্তে মুস্তাখরাজ রচনা করেন, তাঁর জন্য অপরিহার্য যে তিনি কেবল তাঁর নিকট নির্ভরযোগ্য (ثقة) রাবী থেকেই হাদীস বর্ণনা করবেন।

অতএব, মুস্তাখরাজে যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত:

ক) যাঁদের নির্ভরযোগ্যতা এই মুস্তাখরাজের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত ছিল— তাঁদের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই।

খ) যাঁদের সম্পর্কে এই মুস্তাখরাজকার ব্যতীত অন্য কেউ সমালোচনা করেছেন— সে সমালোচনা বিবেচনা করা হবে। যদি তা গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর আপত্তি হয়, তবে সেটিই অগ্রাধিকার পাবে; অন্যথায় নয়।

গ) যাঁদের ব্যাপারে এই মুস্তাখরাজকারের পূর্বে কোনো তাওসীক (নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি) বা তাখরীজ (হাদীস গ্রহণ) জানা যায় না— তখন এমন একজন মুহাদ্দিসের তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা, যিনি সহীহ হওয়ার শর্ত আরোপ করেন, তাঁদেরকে 'মাসতূর' (অজ্ঞাত/অপ্রকাশিত অবস্থা) থেকে 'মাওসূক' (বিশ্বস্ত) পর্যায়ে উন্নীত করে।

ফলে এর দ্বারা এই উপকার পাওয়া যায় যে, তাঁদের ঐসব হাদীসও সহীহ বলে গণ্য হবে, যা তাঁরা এই সনদে বর্ণনা করেছেন, যদিও সেগুলো ঐ মুস্তাখরাজ গ্রন্থে উল্লেখিত না থাকে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। [293]

ইমাম যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হি.) 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে মূসা ইবন হিলাল আল-আবদী আল-বাসরীর জীবনীতে বলেন:

"তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য (صالح الحديث) তাঁর থেকে ইমাম আহমদ, ফাদল ইবন সাহল আল-আরাজ, আবূ উমাইয়্যাহ আত-তারসূসী, আহমদ ইবন আবী গারযাহ এবং আরও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর তাঁর যে হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবন উমর থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন—

---

[292] আবূ আওয়ানা ইয়াকূব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম আন-নীসাবূরী আল-ইসফারায়িনী (মৃত্যু ৩১৬ হিজরি), *মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানা*, কিতাবুল ঈমান, "অপছন্দনীয় আমলসমূহের বর্ণনা, যা মুমিন পরিহার করলে এবং প্রশংসনীয় আমলসমূহ, যা অবলম্বন করলে মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে" অধ্যায়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩, হাদীস নং ২৪৬। তাহকীক: আইমান ইবন আরিফ আদ-দিমাশকী।

প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হিজরি / ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৫।

[293] আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিজরি), *আন-নুকাত 'আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২১। চতুর্থ অধ্যায়: সুপ্রতিষ্ঠিত মূলপাঠ। প্রথম প্রকার: সহীহ হাদীস। তাহকীক: রাবী' ইবন হাদী উমাইর আল-মাদখালী।

প্রকাশক: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ডিনশিপ (ইমাদাতুল বাহসিল 'ইলমী), মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব। মোট খণ্ড: ২। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৪ হিজরি / ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে'—
এই হাদীসটিই তাঁর ব্যাপারে সমালোচিত হয়েছে।
ইবন খুযাইমাহ তাঁর মুখতাসারুল মুখতাসার গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-আহমাসীর সূত্রে, তাঁর (মূসা ইবন হিলালের) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। [294].

ইমাম যাহাবী 'তারীখুল ইসলাম' গ্রন্থে বলেন:

لَمْ أَجِدْ أَحَدًا ذَكَرَهُ بِتَضْعِيفٍ يُسْقِطُهُ فَيَنْكَشِفُ مِنَ الثِّقَاتِ لابْنِ حِبَّانَ
وَهُوَ الَّذِي انْفَرَدَ بِحَدِيثِ: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي . وَالْحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا، فَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ .
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ ، وَقَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ

''আমি এমন কাউকে পাইনি, যিনি তাঁকে (মূসা ইবন হিলালকে) এমনভাবে দুর্বল বলেছেন, যার ফলে তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقات) রাবীদের অন্তর্ভুক্তি থেকে বেরিয়ে যান; যেমন ইবন হিব্বান তাঁকে তাঁর 'আস-সিকাত' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
আর তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন:
'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।'
হাদীসটি যদিও গরীব (একক সূত্রে বর্ণিত), তবুও এর অর্থ নবী ﷺ-এর এ বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ:
'আমার শাফাআতের দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে আন্তরিকভাবে অন্তর থেকে ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' সাক্ষ্য দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করেছে।'
আর ইবন আদী তাঁর 'মূসা ইবন হিলাল'-এর জীবনীতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: 'আমি আশা করি, তাঁর মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা নেই।'[295]

ইমাম যাহাবী বলেন:
''ইবন আবী হাতিম বলেছেন: আমি আমার পিতাকে (আবূ হাতিমকে) তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: 'মাজহূল (অপরিচিত)'।''
আমি বলি: যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম যাহাবীই বলেছেন— তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন: হিশাম ইবন হাসসান, আবদুল্লাহ ইবন উমর আল-উমারী এবং আরও অন্যদের থেকে। আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন:
মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-উহমুসী, আবূ উমাইয়্যাহ আত-তারসূসী, ফাদল ইবন সাহল আল-আরাজ, উবাইদ আল-ওয়াররাক, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (কিতাবুয-যুহদে), মুহাম্মদ ইবন জাবির আল-মুহারিবী এবং আহমদ ইবন হাজিম ইবন আবী গারযাহ।

---

[294] শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান ইবন কায়মায আদ-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল*, রাবী নং ৮৯৩৭, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৫–২২৬।
তাহকীক: আলী মুহাম্মদ আল-বাজাওয়ী। প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর, বৈরুত, লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৩৮২ হিজরি / ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৪।
[295] *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৪০৮, জীবনী নং ৩৯৩। তাহকীক: উমর আবদুস সালাম আত-তাদমুরী। প্রকাশক: দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত।
সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪১৩ হিজরি / ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৫২।

এবং তিনি 'কালানসী' (মাথায় কালানসুয়া বা বিশেষ টুপি পরিধানকারী) ছিলেন।
তাহলে এমন একজন ব্যক্তি কীভাবে 'মাজহূল' (সম্পূর্ণ অপরিচিত) হতে পারেন?।

ইমাম হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি.) *লিসানুল মীযান* গ্রন্থে মূসা ইবন হিলাল সম্পর্কে বলেন:
"তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য (صالح الحديث)
তাঁর থেকে ইমাম আহমদ, ফাদল ইবন সাহল আল-আরাজ, আবূ উমাইয়্যাহ আত-তারসূসী, আহমদ ইবন আবী গারযাহ এবং আরও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
তবে তাঁর যে হাদীসটি সমালোচিত হয়েছে, তা হলো— আবদুল্লাহ ইবন উমর থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত:
'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।'
ইবন খুযাইমাহ তাঁর *মুখতাসারুল মুখতাসার* গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-আহমাসীর সূত্রে তাঁর (মূসা ইবন হিলালের) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। [296]

শাইখ ইবন তাইমিয়্যার শিষ্য ইমাম যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হি.), বলেন:
وَفِي الْبَابِ الأَخْبَارِ اللَّيِّنَةِ مِمَّا يُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا، لِأَنَّ مَا فِي رُوَاتِهَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
এ বিষয়ে কিছু দুর্বল (লয়্যিন) হাদীস রয়েছে, যেগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করে। কারণ, সেগুলোর বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহই অধিক অবগত।
وَمِنْ أَجْوَدِهَا إِسْنَادًا مَا صَحَّ عَنْ وَكِيعٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَسْوَدَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ أَبِي وَزْعَةَ، عَنْ حَاطِبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي**
এগুলোর মধ্যে সনদের দিক থেকে উৎকৃষ্টতম হাদীস হলো, যা ওয়াকী' থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: ইবন আউন এবং অন্যান্যরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁরা শা'বী ও আসওয়াদ ইবন মাইমূন থেকে, তিনি হারূন থেকে, তিনি আবূ ওয়াযআহ থেকে, তিনি হাতিব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
'যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করেছে।'

আর তায়ালিসী তাঁর *মুসনাদ*-এ বলেন:
সাওয়ার ইবন মাইমূন আল-আবদী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উমরের বংশধরদের একজন ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

---

[296] আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিজরি), *লিসানুল মীযান*, "যাঁদের নাম মূসা" অধ্যায়, ৮০৫২ - মূসা ইবন হিলাল আল-আবদী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২২৮। তাহকীক: আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ। প্রকাশক: দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ। সংস্করণ: প্রথম, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১০।

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে' — অথবা তিনি বলেছেন — 'যে ব্যক্তি আমাকে যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য শাফাআতকারী হব। [297]

ইমাম হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি.) *আত-তালখীস* গ্রন্থে বলেন:

طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَكِنْ صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي إِيرَادِهِ إِيَّاهُ فِي أَثْنَاءِ السُّنَنِ الصِّحَاحِ لَهُ وَعَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ فِي سُكُوتِهِ عَنْهُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الطُّرُقِ.

وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ" ٣ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ صَدَّرَ الْبَيْهَقِيُّ الْبَابَ.

"এ হাদীসের সকল সনদই দুর্বল। তবে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীসটিকে আবূ আলী ইবনুস সাকান সহীহ বলেছেন। কারণ তিনি এটি তাঁর *আস-সুনানুস-সিহাহ* গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর আবদুল হকও *আল-আহকাম* গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। আর পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে শাইখ তাকীউদ্দীন আস-সুবকী বিভিন্ন সনদের সমষ্টিগত বিবেচনায় এটিকে সহীহ বলেছেন।

আর এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হলো, যা ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ আবূ সাখর হুমাইদ ইবন যিয়াদ-এর সূত্রে, তিনি ইয়াযীদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুসাইত থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: 'কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ আমার নিকট আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।'

আর ইমাম বায়হাকী এ হাদীস দিয়েই অধ্যায়টির সূচনা করেছেন।" [298]

- [297] *তারীখুল ইসলাম* — ইমাম যাহাবী, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ১১৫।
- *আল-মাকাসিদুল হাসানাহ*, হাদীস নং ১১২৫: "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي"। আবূ শাইখ, ইবন আবী দুনিয়া প্রমুখ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি *সহীহ ইবন খুযাইমাহ*-তেও রয়েছে, যদিও তিনি এর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হাদীসটি আবূ শাইখ, তাবারানী, ইবন আদী, দারাকুতনী ও বায়হাকীর কাছেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের বর্ণনায় শব্দগুলো হলো: "সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করেছে।" বায়হাকী এটিকে দুর্বল বলেছেন। অনুরূপভাবে যাহাবীও বলেছেন: "এর সকল সনদ দুর্বল; তবে একটির দ্বারা অন্যটি শক্তিশালী হয়, কারণ এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নয়।" তিনি আরও বলেন: "এর সনদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো হাতিবের হাদীস: 'যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করেছে।'" এটি ইবন আসাকির ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।
- *তাখরীজু আহাদীসি ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন* — মুরতাদা আয-যাবীদী, হাদীস নং ৪০৩০।
- *কাশফুল খাফা* — আল-আজলূনী, হাদীস নং ২৪৮৯।
- *ফাইদুল কাদীর* — আল-মুনাওয়ী, হাদীস নং ৮৭১৫।
- *আদ-দুররারুল মুনতাসিরাহ ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ* — হাদীস নং ৪০৮।
- *আল-আসরারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওদূ'আহ* — হাদীস নং ৪৮৯।

[298] হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করেছে।" এবং: "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।"

এ দুটি ভিন্ন সনদের দুটি হাদীস।

প্রথম হাদীসটি দারাকুতনী হারূন আবূ কাযআহ-এর সূত্রে, তিনি হাতিবের বংশধরদের একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি হাতিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছেন। এর সনদে একজন অজ্ঞাত (মাজহূল) ব্যক্তি রয়েছে।

দারাকুতনী এটি আরও বর্ণনা করেছেন হাফস ইবন আবী দাউদ থেকে, তিনি লাইস ইবন আবী সুলাইম থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে। সেখানে "আমার মৃত্যুর পর" এর পরিবর্তে "আমার ওফাতের পর" শব্দ এসেছে।

আবূ ইয়ালা তাঁর *মুসনাদ*-এ এবং ইবন আদী তাঁর *আল-কামিল* গ্রন্থে এ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী *আল-আওসাত* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন লাইস ইবন বিনতে লাইস ইবন আবী সুলাইমের সূত্রে, তিনি আয়িশা বিনতে ইউনুস — যিনি লাইস ইবন আবী সুলাইমের স্ত্রী — থেকে, তিনি লাইস ইবন আবী সুলাইম থেকে।

এ দুটি সূত্রই দুর্বল।

হাফস সম্পর্কে বলা যায়, তিনি হাফস ইবন সুলাইমান; তিনি হাদীসে দুর্বল, যদিও ইমাম আহমদ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: "গ্রহণযোগ্য।"

আর তাবারানীর বর্ণনায় এমন ব্যক্তি রয়েছে, যাকে চেনা যায় না।

উকাইলী এটি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীস থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ফাদালাহ ইবন সাঈদ আল-মাযিনী রয়েছেন, আর তিনি দুর্বল।

আর দ্বিতীয় হাদীসটি দারাকুতনী মূসা ইবন হিলাল আল-আবদীর সূত্রে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবন উমর থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। এর শব্দ হলো: "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।"

মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেছেন: "তিনি মাজহূল।" অর্থাৎ তাঁর ন্যায়পরায়ণতা (عدالة) অজানা। তবে সনদের বাকি রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

ইবন খুযাইমাহও এটি তাঁর *সহীহ* গ্রন্থে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন:

"যদি এ সংবাদটি সহীহ হয়; কারণ এর সনদ সম্পর্কে আমার মনে কিছু সংশয় রয়েছে।"

এরপর তিনি মত প্রকাশ করেন যে, এখানে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবন উমর হলেন বড় উমারী (আল-উমারী আল-মুকাব্বার), যিনি দুর্বল; ছোট উমারী (আল-মুসাগ্গার), যিনি নির্ভরযোগ্য, তিনি নন।

তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, নির্ভরযোগ্য রাবী এ ধরনের মুনকার সংবাদ বর্ণনা করেন না।

উকাইলী বলেছেন:

"মূসার হাদীস সহীহ নয়, এবং এ বিষয়ে তাঁকে কেউ অনুসরণ করেনি। আর এ অধ্যায়ে কোনো কিছুই সহীহ নয়।"

তবে তাঁর "তাঁকে কেউ অনুসরণ করেনি" — এ কথার মধ্যে আলোচনা রয়েছে। কারণ তাবারানী মাসলামাহ ইবন সালিম আল-জুহানীর সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর থেকে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন:

"যে ব্যক্তি কেবল আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আগমন করবে, অন্য কোনো প্রয়োজন তাকে উদ্বুদ্ধ করবে না, আমার উপর তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআতকারী হওয়া অপরিহার্য হয়ে যাবে।"

দিয়া আল-মাকদিসী তাঁর *আল-আহকাম* গ্রন্থে এবং তাঁর পূর্বে বায়হাকী দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, এ সনদে উল্লিখিত আবদুল্লাহ ইবন উমর হলেন বড় উমারী।

খতীব বাগদাদী *আর-রুওয়াতু 'আন মালিক* গ্রন্থে নু'মান ইবন শিবলের জীবনীতে মালিক থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমর থেকে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন:

"যে ব্যক্তি হজ করল কিন্তু আমাকে যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি রূঢ়তা প্রদর্শন করল।"

তিনি বলেন, নু'মান একাই মালিক থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবন আদী ও ইবন হিব্বানও নু'মানের জীবনীতে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। নু'মান অত্যন্ত দুর্বল।

তবে দারাকুতনী বলেছেন:

ইমাম কাস্তাল্লানী (মৃত্যু ৯২৩ হি.) *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন:

"আবদুল হক এ হাদীসটি তাঁর *আল-আহকামুল উস্তা* এবং *আল-আহকামুস সুগরা* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। আর উভয় গ্রন্থে তাঁর এ হাদীস সম্পর্কে নীরব থাকা, তাঁর নিকট হাদীসটির সহীহ হওয়ার প্রমাণ। [299]

ইমাম মুহাম্মদ আবদুল বাকী আয-যারকানী (মৃত্যু ১১২২ হি.) বলেন:

"*মুখতাসারুল মাকাসিদ* গ্রন্থে এ হাদীসকে 'হাসান লি-গাইরিহি' (অন্য সনদসমূহের সমর্থনে গ্রহণযোগ্য হাসান) বলা হয়েছে।" [300]

"এ হাদীসের আপত্তি নু'মানের উপর নয়; বরং তাঁর পুত্রের উপর।"

আর বাযযার এটি যায়দ ইবন আসলাম থেকে, তিনি ইবন উমর থেকে বর্ণনা করেছেন।

এর সনদে আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আল-গিফারী রয়েছেন, আর তিনি দুর্বল।

আর বায়হাকী এটি আবূ দাউদ আত-তায়ালিসীর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সাওয়ার ইবন মাইমূন থেকে, তিনি উমরের বংশধরদের একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি উমর থেকে বর্ণনা করেন। বায়হাকী বলেন:

"এর সনদে একজন মাজহূল (অপরিচিত) ব্যক্তি রয়েছে।"

এ অধ্যায়ে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও একটি হাদীস রয়েছে। ইবন আবিদ দুনিয়া তাঁর *কিতাবুল কুবূর* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: সাঈদ ইবন উসমান আল-জুরজানী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবন আবী ফুদাইক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ আল-মুসান্না সুলাইমান ইবন ইয়াযীদ আল-কাবী আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, আনাস ইবন মালিক থেকে মারফূ' সূত্রে:

"যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় মদীনায় এসে আমাকে যিয়ারত করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফাআতকারী ও সাক্ষী হব।"

সুলাইমান সম্পর্কে ইবন হিব্বান ও দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন।

উপকারিতা:

এ হাদীসের সবগুলো সনদই দুর্বল। তবে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীসটিকে আবূ আলী ইবনুস সাকান সহীহ বলেছেন; কারণ তিনি এটি তাঁর *আস-সুনানুস-সিহাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবদুল হকও *আল-আহকাম* গ্রন্থে এ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। আর পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে শাইখ তাকীউদ্দীন আস-সুবকী বিভিন্ন সনদের সমষ্টিগত বিবেচনায় এটিকে সহীহ বলেছেন।

আর এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হলো, যা ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ আবূ সাখর হুমাইদ ইবন যিয়াদের সূত্রে, তিনি ইয়াযীদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুসাইত থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন:

"কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ আমার নিকট আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।"

আর ইমাম বায়হাকী এ হাদীস দিয়েই অধ্যায়টির সূচনা করেছেন।

(আবুল ফাদল আহমদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি.), *আত-তালখীসুল হাবীর ফী তাখরীজি আহাদীসির রাফিঈ আল-কাবীর*, কিতাবুল হাজ্জ, "মক্কায় প্রবেশ ও হজ্জের অবশিষ্ট আমলসমূহ" অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬৮, হাদীস নং ১০৭৫; প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.; মোট খণ্ড: ৪)।

[299] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন আবদুল মালিক আল-কাস্তাল্লানী আল-কুতাইবী আল-মিসরী, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি), *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, দশম উদ্দেশ্য (আল-মাকসিদুল আশির), দ্বিতীয় অধ্যায়: "নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর ও মহিমান্বিত মসজিদ যিয়ারত সম্পর্কে", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৮৮। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, মিসর। মোট খণ্ড: ৩।

[300] ইমাম মুহাম্মদ ইবন আবদুল বাকী আয-যারকানী (মৃত্যু ১১২২ হিজরি), *মুখতাসারুল মাকাসিদিল হাসানাহ ফী বায়ানি কাছীরিন মিনাল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ 'আলাল আলসিনাহ*, পৃষ্ঠা ২১৮, হাদীস নং ১০২৯। প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত। সংস্করণ: চতুর্থ, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

আল্লামা শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হি.) *নাইলুল আওতার* গ্রন্থে বলেন:

وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ السَّكَنِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَتَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ: **مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي** وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ هِلَالٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ: أَيْ: الْعَدَالَةِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: إنْ صَحَّ الْخَبَرَ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ إسْنَادِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ مُوسَى وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهِ وَأَيْضًا قَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ مَسْلَمَةُ بْنُ سَالِمٍ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَمُوسَى بْنُ هِلَالٍ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ وَجَزَمَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَسَاكِرَ بِأَنَّ مُوسَى رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُكَبِّرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَكِنَّهُ قَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَا بَأْسَ بِهِ وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِآخَرَ وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ السَّكَنِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَتَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ

''এ হাদীসকে ইবনুস সাকান, আবদুল হক এবং তাকীউদ্দীন আস-সুবকী সহীহ বলেছেন।

ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে দারাকুতনীর নিকট আরেকটি হাদীস রয়েছে, যার শব্দ হলো:

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।'

এর সনদে মূসা ইবন হিলাল আল-আবদী রয়েছেন। আবূ হাতিম বলেছেন: 'তিনি মাজহূল', অর্থাৎ তাঁর ন্যায়পরায়ণতা (عدالة) অজ্ঞাত।

ইবন খুযাইমাহও তাঁর *সহীহ* গ্রন্থে এ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন:

'যদি এ সংবাদটি সহীহ হয়; কারণ এর সনদ সম্পর্কে আমার মনে কিছু সংশয় রয়েছে।'

বায়হাকীও এটি বর্ণনা করেছেন।

আর উকাইলী বলেছেন: 'মূসার হাদীস সহীহ নয়, তাঁকে এ ব্যাপারে কেউ অনুসরণ করেনি এবং এ অধ্যায়ে কোনো হাদীসই সহীহ নয়।'

কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন: 'তাঁর মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা নেই (لا بأس به)।'

এছাড়াও মাসলামাহ ইবন সালিম তাঁকে এ হাদীসে অনুসরণ করেছেন, যেমন তাবারানী তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

উল্লিখিত মূসা ইবন হিলাল এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ ইবন উমর থেকে, তিনি নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন। নাফি' নির্ভরযোগ্য (ثقة) এবং সহীহ গ্রন্থসমূহের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

দিয়া আল-মাকদিসী, বায়হাকী, ইবন আদী এবং ইবন আসাকির দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, মূসা এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ ইবন উমর আল-মুকাব্বার (বড় উমারী) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি দুর্বল। তবে ইবন আদী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবন মাঈন বলেছেন:

'তাঁর মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা নেই (لا بأس به)'

ইমাম মুসলিমও তাঁর থেকে একটি হাদীস অন্য এক রাবীর সঙ্গে মিলিয়ে (مقرونًا) বর্ণনা করেছেন।

আর এ হাদীসকে ইবনুস সাকান, আবদুল হক এবং তাকীউদ্দীন আস-সুবকী সহীহ বলেছেন।''[301]

---

[301] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আশ-শাওকানী আল-ইয়ামানী (মৃত্যু ১২৫০ হিজরি), *নাইলুল আওতার*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১৪। কিতাবুল মানাসিক। ''মক্কায় প্রবেশ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি'' অধ্যায়সমূহ। ''উমরাহ

আমি বলি:

উপরোক্ত সমস্ত আলোচনা, সনদসমূহের পারস্পরিক সমর্থন, বহু মুহাদ্দিসের তাসহীহ ও তাহসীন, এবং হাদীসটিকে সম্পূর্ণরূপে মওযূ' বা বাতিল না বলার প্রেক্ষাপটে আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এ হাদীসটি সহীহ বা অন্তত হাসান লি-গাইরিহি পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তবে এ হাদীস সম্পর্কে তাঁদের আরও কিছু প্রশ্ন, আপত্তি ও সন্দেহ রয়েছে। আর তাদের প্রত্যেকটি সন্দেহের উত্তর রয়েছে— ইনশাআল্লাহ।

হাদীস ৯: "مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا"

ইমাম তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর* গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

"আমাদের নিকট আবদান ইবন আহমদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-আব্বাদী আল-বাসরী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মুসলিম ইবন সালিম আল-জুহানী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উবাইদুল্লাহ ইবন উমর আমাকে বর্ণনা করেছেন, নাফি' থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْلَمُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আগমন করবে এবং আমার যিয়ারত ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআতকারী হওয়া আমার উপর হক হয়ে যাবে।' [302]

ইমাম কাস্তাল্লানী বলেন: "ইবনুস সাকান এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [303]

হাদীস ১০: "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي"

ইমাম যাহাবী বলেন:

"এ বিষয়ের হাদীসসমূহের মধ্যে সনদের দিক থেকে অন্যতম উত্তম হলো সেই হাদীস, যা সহীহ সূত্রে ওয়াকী' থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: ইবন আউন এবং অন্যান্যরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁরা শা'বী ও আসওয়াদ ইবন মাইমূন থেকে, তিনি হারূন থেকে, তিনি আবূ ওয়াযআহ থেকে, তিনি হাতিব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

থেকে বাধাপ্রাপ্ত (মুহসার) ব্যক্তির জন্য, যেখানে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে— হালাল বা হারাম এলাকার মধ্যে যেখানেই হোক— সেখানে কুরবানি করে অতঃপর মাথা মুণ্ডনের মাধ্যমে ইহরামমুক্ত হওয়া" অধ্যায়। তাহকীক: ইসামুদ্দীন আস-সাব্বাবতী। প্রকাশক: দারুল হাদীস, মিসর। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৩ হিজরি / ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৮।

[302] সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আইয়্যুব ইবন মুতাইর আল-লাখমী আশ-শামী, আবুল কাসিম আত-তাবারানী (মৃত্যু ৩৬০ হিজরি), *আল-মু'জামুল কাবীর*, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২৯১, হাদীস নং ১৩১৪৯।

"আইন" অধ্যায়: সালিম কর্তৃক ইবন উমর থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ। তাহকীক: হামদী ইবন আবদুল মাজীদ আস-সালাফী। প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো। সংস্করণ: দ্বিতীয়। মোট খণ্ড: ২৫।

[303] ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-কাস্তাল্লানী (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি), *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, দশম উদ্দেশ্য (আল-মাকসিদুল আশির), দ্বিতীয় অধ্যায়: "নবী ﷺ-এর পবিত্র কবর ও মহিমান্বিত মসজিদ যিয়ারত সম্পর্কে", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৮৮। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, মিসর। মোট খণ্ড: ৩।

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي .

‘যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করেছে। [304]

হাদীস ১১: *"مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ"*

ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী *শরহুস সহীহ* গ্রন্থে বলেন:

‘‘আবূ শাইখ তাঁর *কিতাবুস সাওয়াব* গ্রন্থে একটি উত্তম সনদে (بسند جيد) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর শব্দ হলো:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُ

‘যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, আমি তা শুনতে পাব। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হবে।’ [305]

ইমাম সাখাভী বলেন:

‘‘হাফিয আবূ শাইখ তাঁর *কিতাবুস সাওয়াব* গ্রন্থে এমন এক উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন, যেমন আমাদের শাইখ (ইবন হাজার) বলেছেন। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَعِيدٍ أُعْلِمْتُهُ

‘যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, আমি তা শুনতে পাব। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, আমাকে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।[306]

হাদীস ১২

مَا مِنْ فَجْرٍ يَطْلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ حتى يحفون بِالْقَبْرِ يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

‘‘প্রত্যেক ভোর উদিত হওয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে। তারা নবী ﷺ-এর কবরকে পরিবেষ্টন করে, নিজেদের পাখা নাড়তে থাকে এবং নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে।’’

ইসমাঈল ইবন ইসহাক আল-ক্বাদী আল-আজদী আল-জাহদামী (মৃত্যু ২৮২ হি.) বর্ণনা করেন, এবং আলবানী এ সনদকে সহীহ বলেছেন:

---

[304] শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান ইবন কায়মায আদ-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২১৩।
তাহকীক: উমর আবদুস সালাম আত-তাদমুরী। প্রকাশক: দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত।
সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪১৩ হিজরি / ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৫২।

[305] আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী বি-শারহি সহীহিল বুখারী*, ‘‘আল্লাহ তাআলার বাণী: ‘আর কিতাবে মরিয়মের কথা উল্লেখ করুন, যখন তিনি তাঁর পরিবার থেকে পৃথক হয়ে এক নির্জন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন’’’ অধ্যায়, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৮৮। প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত। প্রকাশকাল: ১৩৭৯ হিজরি।

[306] শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান আস-সাখাভী (মৃত্যু ৯০২ হিজরি), *আল-আজওয়িবাতুল মারদিয়্যাহ ফীমা সুইলা আস-সাখাভী 'আনহু মিনাল আহাদীসিন নাবাওয়িয়্যাহ*, হাদীস নং ২৫৩, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯২৮। তাহকীক: ড. মুহাম্মদ ইসহাক মুহাম্মদ ইবরাহীম। প্রকাশক: দারুর রায়াহ লিন-নাশর ওয়াত-তাওযী'। সংস্করণ: প্রথম। প্রকাশকাল: ১৪১৮ হিজরি। মোট খণ্ড: ৩।

أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنه فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَعْبٌ : مَا مِنْ فَجْرٍ يَطْلُعُ إِلَّا وَيَنزِلُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ حتى يحفوا بِالْقَبْرِ يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ فَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْعُونَ أَلْفًا بِاللَّيْلِ وَسَبْعُونَ أَلْفًا بِالنَّهَارِ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُفُّونَهُ

"কাব (রহ.) আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ করলেন। তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা করছিলেন। কাব বললেন:

'এমন কোনো ভোর উদিত হয় না, যাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ না করে। তারা কবর শরীফকে পরিবেষ্টন করে, নিজেদের পাখা নাড়তে থাকে এবং নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে। রাতে সত্তর হাজার এবং দিনে সত্তর হাজার ফেরেশতা এ কাজ করে। অবশেষে যখন তাঁর জন্য পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, তখন তিনি সত্তর হাজার ফেরেশতার সঙ্গে বের হবেন; তারা তাঁকে সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' [307]

আলবানী বলেন: "এর সনদ সহীহ।"

ইবনু কাসীর সনদ উল্লেখ করেছেনঃ

قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المبارك أخبرنا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ كَعْبًا ..... [308]

ইবনু আবিদ্দুনয়া'র সনদ উল্লেখ করেছেনঃ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا :حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ.....[309]

---

307 ইসমাঈল ইবন ইসহাক আল-ক্বাদী আল-আজদী আল-জাহদামী (মৃত্যু ২৮২ হিজরি), *ফাদলুস সালাতি 'আলান-নাবী* ﷺ (নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত), "নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত" অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮৩, হাদীস নং ১০২। প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত। সংস্করণ: তৃতীয়, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ। তাহকীক: মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী।

308 আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর আল-কুরাশী আল-বাসরী, অতঃপর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৫৭–৫৮-এর তাফসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২৩। তাহকীক: মুহাম্মদ হুসাইন শামসুদ্দীন। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, মানশুরাত মুহাম্মদ আলী বায়দূন, বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হিজরি।

309

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*:

আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর আল-কুরাশী আল-বাসরী, অতঃপর আদ-দিমাশকী (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি), *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, "ফিতনা, মালাহিম, কিয়ামতের আলামত এবং কিয়ামত দিবসের মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি" অধ্যায়, "মানুষের খালি পায়ে, উলঙ্গ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় পুনরুত্থানের বিবরণ এবং সেদিন সর্বপ্রথম কাকে পোশাক পরানো হবে তার আলোচনা", খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ৩৭০। তাহকীক: আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী। প্রকাশক: দার হিজর লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী' ওয়াল-ই'লান। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। প্রকাশকাল: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২১।

২. *আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম*: আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরি), *আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম*, "সূরে ফুঁ দেওয়ার পর্যায়সমূহ" অধ্যায়, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার জন্য পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ — এ বিষয়ে আলোচনা", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৪। তাহকীক: মুহাম্মদ আহমদ আবদুল আযীয। প্রকাশক: দারুল জীল, বৈরুত, লেবানন। সংস্করণ: ১৪০৮ হিজরি / ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২।

قُلْتُ: هذَا شَيْءٌ عَلى سَبِيْلِ المِثَالِ قَلِيْلٌ، وَإِلَّا فَالكَلَامُ طَوِيْلٌ، وَهُوَ عِلْمٌ لَا يَخْفى عَلى أَهْلِ العِلْمِ ما لم يكن فاقدَ البصر العليل، وَقُلْتُ: السَّفَرُ لِمَشْرُوْعٍ مَشْرُوْعٌ ، فَأيُّ ظُلْمٍ هذَا ؟ كُلُّ السَّفَرِ لِأُمُوْرِ الدُّنْيَا المُبَاحَةِ وَأُمُوْرِ الدِّيْنِ مَشْرُوْعٌ ، وَالسَّفَرُ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَمْنُوْعٌ!!!!!

আমি বলি: এ তো কেবল উদাহরণস্বরূপ অতি সামান্য কিছু আলোচনা পেশ করা হলো; অন্যথায় এ বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। এ এমন এক জ্ঞান, যা আহলুল ইলমের নিকট গোপন নয়— যদি না কেউ দৃষ্টিহীন বা অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়।

যে উদ্দেশ্য শরীআতসম্মত, সে উদ্দেশ্যে সফর করাও শরীআতসম্মত।

তাহলে এ কেমন অবিচার? দুনিয়াবি বৈধ প্রয়োজনের জন্য সফর করা বৈধ, দ্বীনি কাজের জন্য সফর করাও বৈধ; কিন্তু নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা নিষিদ্ধ— এ কেমন কথা?!!।

হাদীস ১৩: "তিনি প্রতি বছর উহুদের শহীদদের কবরসমূহে যেতেন"

ইবন শাব্বাহ (মৃত্যু ২৬২ হি.) বর্ণনা করেন:

আবূ গাসসান বলেন: আবদুল আজীয ইবন ইমরান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মূসা ইবন ইয়াকূব আয-যামঈ থেকে, তিনি আব্বাদ ইবন আবী সালিহ থেকে বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

"রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছরের শেষে (বা প্রতি বছর) উহুদের শহীদদের কবরসমূহে আসতেন এবং বলতেন: 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে; অতএব পরকালের আবাস কতই না উত্তম!' (সূরা আর-রা'দ: ২৪)

তিনি বলেন: এরপর আবূ বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমও সেখানে যেতেন। অতঃপর যখন মু'আবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান হজ পালন করতে এসে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন তিনিও তাঁদের (শহীদদের কবরসমূহের) নিকট আসেন। আর নবী ﷺ যখন উপত্যকার মুখোমুখি হতেন, তখন বলতেন:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে; সুতরাং কর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম!'[310]

ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.) তাঁর *তাফসীর* গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ :ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ

---

310 উমর ইবন শাব্বাহ (তাঁর নাম যায়দ) ইবন উবাইদাহ ইবন রাইতাহ আন-নুমাইরী আল-বাসরী, আবূ যায়দ (মৃত্যু ২৬২ হিজরি), *তারীখুল মাদীনাহ* (ইবন শাব্বাহ), "আমর ইবনুল জামূহ ও আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কবর" অধ্যায়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩২। তাহকীক: ফাহীম মুহাম্মদ শালতূত। মুদ্রিত হয়েছে: সাইয়্যিদ হাবীব মাহমূদ আহমদের অর্থায়নে, জেদ্দা। প্রকাশকাল: ১৩৯৯ হিজরি।

আল-মুসান্না আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: সুয়াইদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবনুল মুবারক আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ থেকে, তিনি সাহল ইবন আবী সালিহ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"নবী ﷺ প্রতি বছরের শেষে শহীদদের কবরসমূহে আসতেন এবং বলতেন:

'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে; অতএব পরকালের আবাস কতই না উত্তম!'

এবং আবূ বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমও (এভাবেই শহীদদের কবরসমূহে আসতেন)।" [311]

ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন:

আবুল হুসাইন ইবনুল ফাদল আল-কাত্তান বাগদাদে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: আবূ সাহল ইবন যিয়াদ আল-কাত্তান আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: আবদুল কারীম ইবনুল হাইসাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবনুস সাব্বাগ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবন ইমরান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মূসা ইবন ইয়াকূব থেকে, তিনি আব্বাদ ইবন আবী সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَأْتِي الشُّهَدَاءَ فَإِذَا أَتَى فُرْضَةَ الشِّعْبِ، يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ،

"রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদদের কবরসমূহে আসতেন। যখন তিনি পাহাড়ি গিরিপথের প্রবেশমুখে পৌঁছতেন, তখন বলতেন:

'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে; অতএব পরকালের আবাস কতই না উত্তম!'

ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بَعْدَ النبي ﷺ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه بَعْدَ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

এরপর নবী ﷺ-এর পর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজ করতেন। আবূ বকরের পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ কাজ করতেন। আর উমরের পর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ আমল অব্যাহত রাখতেন।[312]

---

311 আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হিজরি), *তাফসীর আত-তাবারী (জামি' উল বায়ান 'আন তা'ওয়ীলি আয়িল কুরআন)*, সূরা আর-রা'দ-এর তাফসীর, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৫১৩। তাহকীক: ড. আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী, দার হিজরের ইসলামি গবেষণা ও অধ্যয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায়; ড. আবদুস সানাদ হাসান ইয়ামামাহ। প্রকাশক: দার হিজর লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী' ওয়াল-ই'লান। সংস্করণ: প্রথম, ১৪২২ হিজরি / ২০০১ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২৬।

312 আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবন আলী ইবন মূসা আল-খুসরাওজির্দী আল-খুরাসানী, আবূ বকর আল-বায়হাকী (মৃত্যু ৪৫৮ হিজরি), *দালায়িলুন নুবুওয়াহ ওয়া মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরী'আহ*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৬। তাহকীক: ড. আবদুল মু'তী কালআজী। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ এবং দারুর রাইয়ান লিত্-তুরাস। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৮ হিজরি / ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৭।

হাদীস ১৪: "وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ وَلَأَرُدَّنَ عَلَيْهِ" — সহীহ

ইমাম আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী (মৃত্যু ৩০৭ হি.) বর্ণনা করেন:

আহমদ ইবন ঈসা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবন ওয়াহব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবূ সাখর থেকে। তিনি বলেন: সাঈদ আল-মাকবুরী আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " :وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، وَلَيُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ، ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِي فَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ لَأُجِيبَنَّهُ

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "সেই সত্তার কসম, যার হাতে আবুল কাসিমের প্রাণ! অবশ্যই মরিয়মপুত্র ঈসা ন্যায়পরায়ণ নেতা ও সুবিচারক শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি অবশ্যই ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন করবেন, শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করবেন। তাঁর কাছে সম্পদ পেশ করা হবে, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করবেন না।

অতঃপর তিনি যদি আমার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে মুহাম্মদ!' তবে আমি অবশ্যই তাঁকে উত্তর দেব।" [313]

মুহাক্কিক (তাহকীককারী) বলেন:

"এর সনদ সহীহ।"

ইমাম হাইসামী বলেন:

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

"এ হাদীস আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন, এবং এর সকল রাবী সহীহ গ্রন্থসমূহের রাবী।" [314]

আলবানী তাঁর *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ* গ্রন্থে (হাদীস নং ২৭৩৩) বলেন:

وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات

"এটি একটি উত্তম সনদ (إسناد جيد); এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقة)। [315]

---

[313] আবূ ইয়া'লা আহমদ ইবন আলী ইবন আল-মুসান্না ইবন ইয়াহইয়া ইবন ঈসা ইবন হিলাল আত-তামীমী আল-মাওসিলী (মৃত্যু ৩০৭ হিজরি), *মুসনাদ আবী ইয়া'লা*। মুসনাদ আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। "শাহর ইবন হাওশাব, আবূ হুরাইরা থেকে" অধ্যায়। খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪৬২, হাদীস নং ৬৫৮৪। তাহকীক: হুসাইন সালীম আসাদ (মৃত্যু ১৪৪৩ হিজরি)।

প্রকাশক: দারুল মামূন লিত্-তুরাস, দামেস্ক। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৪ হিজরি / ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৩।

[314] আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবন আবী বকর ইবন সুলাইমান আল-হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭ হিজরি), *মাজমাউয্-যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, "নবীগণ সম্পর্কিত আলোচনা" অধ্যায়, "খিযির আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়সমূহ" শীর্ষক অধ্যায়, হাদীস নং ১৩৮১৩, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২১১।

তাহকীক: হুসামুদ্দীন আল-কুদসী। প্রকাশক: মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো। প্রকাশকাল: ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১০।

[315] আলবানী বলেন:

"এ হাদীসটি আবূ ইয়া'লা তাঁর *মুসনাদ* (৪/১৫৫২)-এ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আহমদ ইবন ঈসা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবন ওয়াহব আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, আবূ সাখর থেকে; তিনি বলেন, সাঈদ আল-মাকবুরী তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি... অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন।

ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন:

আবূ তাইয়্যিব মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-হাইরী আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইয়ালা ইবন উবাইদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবন আবী সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে, তিনি আতা — উম্মু হাবীবাহর মুক্তদাস — থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيَهْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا وَلَيَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ بِنِيَّتِهِمَا وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ وَلَأَرُدَّنَ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মরিয়মপুত্র ঈসা অবশ্যই অবতরণ করবেন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও সুবিচারক নেতা হিসেবে। তিনি অবশ্যই কোনো পাহাড়ি পথ দিয়ে হজকারী, উমরাহকারী অথবা হজ ও উমরাহ উভয়ের নিয়তকারী অবস্থায় অতিক্রম করবেন। আর তিনি অবশ্যই আমার কবরের নিকট আসবেন, আমাকে সালাম করবেন, এবং আমি অবশ্যই তাঁর সালামের জবাব দেব।

يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَيْ بَنِي أَخِي إِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَقُولُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ،

এরপর আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ! যদি তোমরা তাঁকে দেখতে পাও, তবে বলবে: 'আবূ হুরাইরা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।'

ইমাম হাকিম বলেন: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

আমি (আলবানী) বলি:

এটি একটি উত্তম সনদ (إسناد جيد)। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقة) এবং শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর রাবী। তবে আবূ সাখর — যিনি হুমাইদ ইবন যিয়াদ আল-খাররাত — তিনি কেবল মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। যদিও কিছু আলেম তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু ইবন হিব্বান, হাকিম ও বূসীরী তাঁকে সহীহ বলেছেন এবং মুনযিরীও তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আমার *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব* গ্রন্থের (১/৩৯) ৮৩ নং হাদীস দেখুন।

আর হাইসামী (৮/২১১)-এ বলেছেন:

'এটি আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন, এবং এর রাবীগণ সহীহ গ্রন্থসমূহের রাবী।'

এ হাদীসটি বুখারী (৩৪৪৮), মুসলিম (১/৯৩–৯৪) এবং অন্যরাও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের সূত্রে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন; তবে সেখানে 'তিনি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন করবেন এবং শত্রুতা দূর করবেন'— এই অংশটি নেই।

আর হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ মুসলিম ও অন্যদের নিকট আতা ইবন মীনা-এর সূত্রে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর শেষ বাক্যটির ('তিনি অবশ্যই আমার কবরের নিকট আসবেন, আমাকে সালাম করবেন এবং আমি তাঁর সালামের জবাব দেব') আরেকটি সূত্রও আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর শব্দ হলো:

'...এবং তিনি অবশ্যই আমার কবরের নিকট আসবেন, আমাকে সালাম করবেন, আর আমি অবশ্যই তাঁর সালামের জবাব দেব।'

এটি হাকিম বর্ণনা করেছেন। যাহাবী এবং পরবর্তী যুগের আরও কয়েকজন আলেম এটিকে সহীহ বলেছেন।

তবে এর মধ্যে দুটি ত্রুটি রয়েছে, যা আমি *আস-সিলসিলাতুদ-দাঈফাহ* গ্রন্থে ৫৫৪০ নং হাদীসের আলোচনায় বর্ণনা করেছি। কিন্তু সম্ভবত এটি প্রথম সূত্রের সমর্থক (শাহিদ) হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"।

"এ হাদীসের সনদ সহীহ। তবে বুখারী ও মুসলিম এ শব্দবিন্যাসে (এই সিয়াকে) হাদীসটি বর্ণনা করেননি।" [316]

ইমাম যাহাবী বলেন: "সহীহ।"

আমি বলি:

মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের 'আন'আনাহ' (عنعنة) এখানে ক্ষতিকর নয়; কারণ পূর্ববর্তী সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা তিনি সমর্থিত (متابع) হয়েছেন।

[316] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাবূরী, *আল-মুস্তাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫১, হাদীস নং ৪১৬২। সংযুক্ত মূল্যায়ন ও মন্তব্যসহ: ইমাম যাহাবী (*আত-তালখীস* ও *আল-মীযান*), ইমাম আল-ইরাকী (*আল-আমালী*), ইমাম আল-মুনাওয়ী (*ফাইদুল কাদীর*) এবং অন্যান্যদের আলোচনা। গবেষণা ও তাহকীক: মুস্তফা আবদুল কাদির আতা। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১১ হিজরি / ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৪।

পঞ্চম পয়েন্ট

وَمَا سِوى هذِهِ الْمَسَاجِدِ لَا يُشْرَعُ السَّفَرُ إِلَيْهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

"এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে সফর করা শরীআতসম্মত নয়— এ বিষয়ে আহলে ইলমের ঐকমত্য রয়েছে।"

قال: في فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها ، المساجد التي تشد إليها الرحال:

তিনি বলেন, "নবীগণের মাকামসমূহ এবং সেগুলোর উদ্দেশ্যে গমন করার বিধান" শীর্ষক আলোচনায়: "যেসব মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হয়"

এর মূল ভিত্তি হলো:

যেসব মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ, সেগুলো হলো তিনটি মসজিদ।

যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন:

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করো না: মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।'

এ হাদীসটি আরও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটি নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হাদীস, যার সত্যতা সম্পর্কে আহলে ইলম একমত। উম্মত এটিকে গ্রহণ করেছে।

অতএব, এ তিনটি মসজিদে নামায, দোআ, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে সফর করা নেক আমল।

আর এ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা আহলে ইলমের ঐকমত্য অনুযায়ী শরীআতসম্মত নয়।

এমনকি মসজিদে কুবার ক্ষেত্রেও বিধান হলো, নিকটবর্তী স্থান— যেমন মদীনা থেকে— সেখানে যাওয়া মুস্তাহাব; কিন্তু দূর থেকে বিশেষভাবে সফর করে সেখানে যাওয়া শরীআতসম্মত নয়।

কারণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে:

'নবী ﷺ প্রতি শনিবার মসজিদে কুবায় যেতেন— কখনো হেঁটে, কখনো সওয়ার হয়ে।'

ইবন উমরও এ আমল করতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে:

'অতঃপর তিনি সেখানে দুই রাকাআত সালাত আদায় করতেন।'

আর ইমাম বুখারী এটি সনদ উল্লেখ না করে (মু'আল্লাকরূপে) উল্লেখ করেছেন।

এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-কে মসজিদে দিরারে দাঁড়াতে নিষেধ করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ - أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

'আর যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল ক্ষতিসাধনের জন্য, কুফরির জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং পূর্বে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য— তারা অবশ্যই শপথ করবে: "আমরা তো কেবল কল্যাণই চেয়েছি।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো সেখানে দাঁড়িও না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটিই তোমার দাঁড়ানোর অধিক উপযুক্ত। সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতাকারীদের ভালোবাসেন। যে ব্যক্তি তার ভিত্তি আল্লাহভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে সে কি উত্তম, না সেই ব্যক্তি যে তার ভিত্তি ভাঙনপ্রবণ খাদের কিনারায় স্থাপন করেছে, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধসে পড়েছে? আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। তারা যে ভবন নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সর্বদা সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আত-তাওবাহ: ১০৭–১১০)

মসজিদে দিরার নির্মাণ করা হয়েছিল আবূ আমির আল-ফাসিকের জন্য। জাহিলিয়াত যুগে তাকে 'আবূ আমির আর-রাহিব' বলা হতো। সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং মুশরিকরা তাকে অত্যন্ত সম্মান করত।

কিন্তু ইসলাম আগমনের পর তার অন্তরে এমন হিংসা জন্ম নিল, যা তাকে নবী ﷺ-এর বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করল।

অতঃপর একদল মুনাফিক এই মসজিদ নির্মাণ করল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটি আবূ আমিরের জন্য প্রস্তুত করা।

এ বিষয়ে ঘটনাটি সুপরিচিত।

তারা এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেনি; বরং ভিন্ন উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিল।

فَدَخَلَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ: مَنْ بَنَى أَبْنِيَةً يُضَاهِي بِهَا مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ لِغَيْرِ الْعِبَادَاتِ الْمَشْرُوعَةِ، مِنَ الْمَشَاهِدِ وَغَيْرِهَا، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِيهَا مِنَ الضِّرَارِ وَالْكُفْرِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْإِرْصَادِ لِأَهْلِ النِّفَاقِ وَالْبِدَعِ الْمُحَادِّينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَا يَقْوَى بِهِ شَبَهُهَا، كَمَسْجِدِ الضِّرَارِ.

এ অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সকল ব্যক্তি, যারা মুসলমানদের মসজিদের অনুরূপ স্থাপনা নির্মাণ করে— কিন্তু শরিয়তসম্মত ইবাদতের জন্য নয়; যেমন বিভিন্ন মাজার বা অনুরুপ কিছু (মাশাহিদ)।

বিশেষত যখন তাতে ক্ষতি সাধন, কুফরি, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী মুনাফিক ও বিদআতিদের আশ্রয়স্থল হওয়ার মতো বিষয় বিদ্যমান থাকে, যা তাকে মসজিদে দিরারের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ করে তোলে।"।[317]

---

[317] ইবন তাইমিয়্যাহ (মৃত্যু ৭২৮ হিজরি), *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি-মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম*, "নবীগণের মাকামসমূহ এবং সেগুলোর উদ্দেশ্যে গমনের বিধান" অধ্যায়, "যেসব মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হয়" শীর্ষক আলোচনা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৯–৩৪১। তাহকীক: নাসির আবদুল কারীম আল-আকল। প্রকাশক: দারু 'আলামিল কুতুব, বৈরুত, লেবানন। সংস্করণ: সপ্তম, ১৪১৯ হিজরি / ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

আমি বলি:

"এই আলেমগণ কারা, যাঁরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে সফর করা শরীআতসম্মত নয়?

আর নবীগণের মাকামসমূহ এবং সেগুলোর উদ্দেশ্যে গমনের বিধান প্রসঙ্গে, মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ মসজিদে দিরারের আয়াতগুলো উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্যই বা কী?

এ কি নবীগণের মাকামসমূহকে মসজিদে দিরারের সঙ্গে তুলনা করা নয়?

আর নবীগণের মাকাম বলতে কী বোঝায়? তা কি সেই স্থান নয়, যেখানে কোনো নবী অবস্থান করেছেন অথবা দাফন হয়েছেন?

তাহলে কি এটি মুসলমানদেরকে তাদের সঙ্গে তুলনা করা নয়, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

'আর যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল ক্ষতিসাধন, কুফরি, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং পূর্বে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের জন্য ঘাঁটি তৈরির উদ্দেশ্যে— তারা অবশ্যই শপথ করবে: আমরা তো কেবল কল্যাণই চেয়েছি। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

(সূরা আত-তাওবাহ: ১০৭)"।

তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা

وَأَمَّا شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يُشْرَعُ:

فَالاسْتِثْنَاءُ فِيْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ مُفَرَّغٌ ، فَيَكُوْنُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى ، وَهُوَ مَسْجِدٌ

তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা শরীআতসম্মত নয়।

কারণ, সহীহ বুখারীর ও মুসলিমের হাদীসে যে *ইল্লা* (إلا) দ্বারা ব্যতিক্রম করা হয়েছে, তা *ইস্তিসনা মুফাররাগ* (الاستثناء المفرغ)। ফলে যে বিষয়কে ব্যতিক্রম করা হয়েছে, তা অবশ্যই ব্যতিক্রমকৃত বস্তুর একই জাতিভুক্ত হবে। এখানে ব্যতিক্রমকৃত বস্তু হলো "মসজিদ"।

এ অর্থটি একটি হাসান হাদীসেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে, যা ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং ইবন হাজার *ফাতহুল বারী* গ্রন্থে [318] ও হাইসামী *মাজমাউয্-যাওয়ায়িদ* গ্রন্থে [319] হাসান বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

---

[318] *ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী*, "মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের ফযীলত" অধ্যায়, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৫। তিনি বলেন: "শাহর (ইবন হাওশাব) হাসানুল-হাদীস।" এই শব্দে: "কোনো নামায আদায়কারীর জন্য উপযুক্ত নয় যে, সে এমন কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য রওনা হবে, যেখানে সালাত আদায় করা উদ্দেশ্য, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ ব্যতীত।"

[319] *মাজমাউয্-যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, হাদীস নং ৫৮৫০। ইমাম হাইসামী বলেন: "শাহর (ইবন হাওশাব) সম্পর্কে কিছু আলোচনা (সমালোচনা) রয়েছে, তবে তাঁর হাদীস হাসান।"

"সওয়ারির জন্য উপযুক্ত নয় যে, নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য তার রশি বাঁধা হবে, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ ছাড়া।" [320]

আর সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস হলো:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না: মসজিদুল হারাম, রাসূলের মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা।" [321]

لَا أَحَدَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتْبُوعِينَ قَالَ مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

অনুসরণীয় কোন ইমামই ইবনু তাইমিয়ার মত বলেননি

ইবনু তাইমিয়ার বলেনঃ

الْمُسَافَرَةُ لِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ مَعْصِيَةٌ، وَلَا يَجُوْزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيْهَا، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ وَّاحِدٌ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرٍ مَخْصُوْصٍ ..... الْأَحَادِيْثُ الْمَرْوِيَّةُ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِه ..... كُلُّهَا مَكْذُوْبَةٌ مَوْضُوْعَةٌوَمَا سِوى هذِه الْمَسَاجِدِ لَا يُشْرَعُ السَّفَرُ إِلَيْهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

1. "কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহের কাজ।
2. এ ধরনের সফরে সালাত কসর করা জায়েয নয়। [322]
3. নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও প্রমাণিত নয়।
4. আর তাঁর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ সবই মিথ্যা ও জাল।[323]
5. এবং এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা শরীআতসম্মত নয়— এ বিষয়ে আহলুল ইলমের ঐকমত্য রয়েছে।" [324]

320

- *মুসনাদুল ইমাম আহমদ* (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ), হাদীস নং ১১৬০৯, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৫২।
- *আনীসুস সারী ফী তাখরীজি আহাদীসি ফাতহিল বারী*, হাদীস নং ৪৫৭৩।

321

- *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১১৮৯, অধ্যায়: "মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাত আদায়ের ফযীলত"
- *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৩৯৭, কিতাবুল হজ্জ, অধ্যায়: "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য রওনা হওয়া হয় না"

322 *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি-মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮২।

323 *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি-মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৬।

324 *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি-মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪০।

ইমাম আবূ হানীফা (মৃত্যু ১৫০ হিজরি):

ইমাম আবূ হানীফা তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতায় বলেন:

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا أَرْجُوْ رِضَاكَ وَأَحْتَمِيْ بِحِمَاكَ

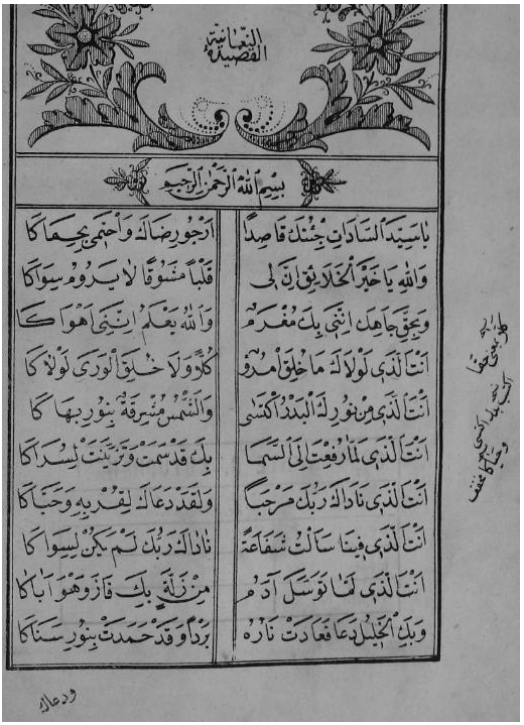
"হে সকল সর্দারের সর্দার! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি আপনারই উদ্দেশ্যে। আমি আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি এবং আপনার আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি।"

আর মুল্লা আলী আল-কারী *আল-মিরকাত* গ্রন্থে বলেন:

وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَفْصِيلًا حَسَنًا وَهُوَ أَنَّهُ: إِنْ كَانَ الْحَجُّ فَرْضًا فَالْأَحْسَنُ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجِّ ثُمَّ يُثْنِي بِالزِّيَارَةِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالزِّيَارَةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَيَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ اهـ

"হাসান (ইবন যিয়াদ) আবূ হানীফা থেকে একটি সুন্দর বিশদ বর্ণনা রেওয়ায়েত করেছেন। তা হলো: যদি হজ্জ ফরয হয়, তবে হাজীর জন্য উত্তম হলো প্রথমে হজ্জ আদায় করা, এরপর যিয়ারত করা। আর যদি সে প্রথমে যিয়ারত করে, তবুও তা জায়েয।

আর যদি হজ্জ নফল হয়, তবে তার ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) রয়েছে; সে ইচ্ছা করলে প্রথমে যিয়ারত করবে, অথবা ইচ্ছা করলে প্রথমে হজ্জ করবে।" [325]



[325] আলী ইবন (সুলতান) মুহাম্মদ, আবুল হাসান নূরুদ্দীন আল-মুল্লা আল-হারাওয়ী আল-কারী (মৃত্যু ১০১৪ হিজরি), *মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, কিতাবুল মানাসিক, "মদীনার হারাম" অধ্যায়, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৮৬, হাদীস নং ২৭৫৬-এর ব্যাখ্যা। প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।
সংস্করণ: প্রথম, ১৪২২ হিজরি / ২০০২ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৯

وَوَاجِبٌ شَدُّ الْمَطِيِّ إِلَى قَبْرِهِ ﷺ عند الإمَامِ مَالِكٍ ت 179هـ

"আর তাঁর ﷺ কবরের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য বাহনের রশি বাঁধা (অর্থাৎ সফর করা) ইমাম মালিক (মৃত্যু ১৭৯ হিজরি)-এর মতে ওয়াজিব।"

قول للإمام مالك أو لابن عبد البر: وَ وَاجِبٌ شَدُّ الْمَطِيِّ إِلَى قَبْرِهِ ﷺ

قَالَ أَبُو عِمْرَانَ أي ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُقَالَ:

طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَزُرْنَا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ لِاسْتِعْمَالِ النَّاسِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَكَرِهَ تَسْوِيَةَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّاسِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَحَبَّ أَنْ يُخَصَّ بِأَنْ يُقَالَ: سَلَّمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ..

وَأَيْضًا فَإِنَّ الزِّيَارَةَ مُبَاحَةٌ بَيْنَ النَّاسِ.. **وَوَاجِبٌ شَدُّ الْمَطِيِّ إِلَى قَبْرِهِ ﷺ. يُرِيدُ بِالْوُجُوبِ هُنَا وُجُوبَ نَدْبٍ وَتَرْغِيبٍ وَتَأْكِيدٍ لَا وُجُوبَ فَرْضٍ. وَالْأَوْلَى والذي عندي** أنّ منعه وكراهة مالك لإضافته لقبر النَّبِيِّ ﷺ.. **وَ أَنَّهُ لَوْ قال: زُرْنَا النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكْرَهْهُ.**

এটি ইমাম মালিক অথবা ইবন আবদিল বার-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় এসেছে।

ইমাম আবূ উমর (অর্থাৎ ইবন আবদিল বার) রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"ইমাম মালিক কেবল এ কথাটি অপছন্দ করতেন যে বলা হোক:

'তাওয়াফুয-যিয়ারাহ' (যিয়ারতের তাওয়াফ) এবং 'আমরা নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করেছি'।

কারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তাই তিনি এ শব্দের মাধ্যমে নবী ﷺ-কে সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ে উল্লেখ করাকে অপছন্দ করতেন।

তিনি পছন্দ করতেন যে বিশেষভাবে বলা হোক: 'আমরা নবী ﷺ-এর প্রতি সালাম পেশ করেছি।'

আরও কারণ হলো, মানুষের পারস্পরিক যিয়ারত তো সাধারণভাবে মুবাহ (বৈধ) বিষয়।

কিন্তু নবী ﷺ-এর কবরের উদ্দেশ্যে বাহনের রশি বাঁধা (অর্থাৎ সফর করা) ওয়াজিব।

তবে এখানে 'ওয়াজিব' দ্বারা তিনি ফরয ওয়াজিব বোঝাননি; বরং জোরালোভাবে উৎসাহিত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাগিদপূর্ণ মুস্তাহাব বোঝাতে চেয়েছেন।

আর আমার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য কথা হলো, মালিকের নিষেধাজ্ঞা ও অপছন্দের বিষয় ছিল 'নবী ﷺ-এর কবর' শব্দটি ব্যবহার করা।

যদি কেউ বলত: 'আমরা নবী ﷺ-এর যিয়ারত করেছি', তাহলে তিনি তা অপছন্দ করতেন না।" [326]

আমি বলিঃ আগের যুগে কিতাবাদিতে লেখা হতো বাবু জিয়ারাতি সাইয়িদিনা রাসূলিল্লাহ ﷺ

এরপর কিতাবাদিতে লেখা হতো বাবু জিয়ারাতি ক্বাবরিন নাবিয়্যি ﷺ

আর এখনকার রিসালাগুলীতে লেখা হয় বাবু জিয়ারাতি মাসজিদিন্নাবী ﷺ

হাফিজ নুরুদ্দীন হাইছামী (ওফাত ৮১৭ হি) তাঁর কিতাবে অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন বাবু জিয়ারাতি সাইয়িদিনা রাসূলিল্লাহ ﷺ

بَابُ زِيَارَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

---

326 কাজী ইয়াদ (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরি), *আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা* ﷺ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৫।

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا،

"ইমাম মালিক বলেনঃ 'নিশ্চয়ই নবী ﷺ র ইন্তিকালের পর তাঁর মর্যাদা ও পবিত্রতা তাঁর জীবদ্দশার মর্যাদা ও পবিত্রতার ন্যায়।'

ইমাম মালিক (রহ.) আবু জাফর আল-মানসূরকে বলেছিলেনঃ

وَلِم تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عيه السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعهُ اللَّهُ

"আপনি কেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, অথচ তিনি আপনার এবং আপনার পিতা আদম (আ.)-এর জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ওসীলা? বরং তাঁর দিকেই মুখ করুন এবং তাঁর মাধ্যমে শাফা'আত প্রার্থনা করুন; তাহলে আল্লাহ তাঁকে শাফা'আত করার অনুমতি দেবেন।"

কাদ্বী ইয়াদ্ব বর্ণনা করেনঃ

আবু জাফর আমীরুল মুমিনীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে ইমাম মালিকের সাথে আলোচনা করছিলেন। তখন ইমাম মালিক তাঁকে বললেনঃ

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي﴾

"হে আমীরুল মুমিনীন! এই মসজিদে আপনার কণ্ঠস্বর উঁচু করবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা একদল মানুষকে আদব শিক্ষা দিয়ে বলেছেনঃ 'তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করো না...'

আর একদল মানুষকে প্রশংসা করে বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رسول الله﴾

'নিশ্চয় যারা রাসূলুল্লাহর নিকট নিজেদের কণ্ঠ নত রাখে...'

এবং আরেকদলকে নিন্দা করে বলেছেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ﴾

'নিশ্চয় যারা আপনাকে কক্ষসমূহের বাইরে থেকে ডাকে...'

وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا

আর তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সম্মানও জীবিত অবস্থার সম্মানের মতোই।"

এ কথা শুনে আবু জাফর শান্ত হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ

"হে আবু আবদুল্লাহ! আমি কি কিবলার দিকে মুখ করে দোয়া করব, নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মুখ করব?"

তখন ইমাম মালিক বললেনঃ

وَلِم تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عيه السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلِ اسْتَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تعالى (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظلموا أنفسهم)

"আপনি কেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, অথচ তিনি আপনার এবং আপনার পিতা আদম (আ.)-এর জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ওসীলা? বরং তাঁর দিকেই মুখ করুন

এবং তাঁর মাধ্যমে শাফা'আত কামনা করুন; তাহলে আল্লাহ তাঁকে আপনার জন্য শাফা'আতকারী বানাবেন।'' এরপর তিনি আল্লাহর এ বাণী তিলাওয়াত করলেনঃ

''আর যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আপনার কাছে আসত...'' [327]

শাইখুল ইসলাম ইবনু হাজর আল-মাক্কী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ৯৭৪ হি.) বলেনঃ

''এ বর্ণনাটি ইমাম মালিক (রহ.) থেকে এমন সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কোনো আপত্তির অবকাশ নেই।'' [328]

অর্থাৎ, ইমাম মালিক থেকে এ ঘটনা বর্ণনার সনদ সহীহ এবং এতে কোনো ত্রুটি নেই।

মুহাম্মদ আবদুল বাকী আয-যারকানী (মৃত্যু ১১২২ হি.) *শারহুল মাওয়াহিব*-এ শাইখ ইবনু তাইমিয়্যার বক্তব্যের জবাবে বলেনঃ

''এ ঘটনাটি আবুল হাসান আলী ইবনে ফাহর তাঁর *ফাদ্বায়িলু মালিক* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে হাফিয আবুল ফাদ্বল কাদ্বী ইয়াদ্ব *আশ-শিফা* গ্রন্থে এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য; বরং কেউ কেউ বলেছেন, তা সহীহ।

অতএব এটিকে মিথ্যা বলা কীভাবে সঠিক হতে পারে? অথচ এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোনো মিথ্যাবাদী বা জাল হাদীস রচয়িতা নেই।'' [329]

মক্কার মালিকী মুফতি আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন আল-মাক্কী আল-মালিকী (১২৮৭–১৩৬৭ হি. / ১৮৭০–১৯৪৮ খ্রি.) বলেনঃ

''আল্লামা ইবনু হাজর *আল-জাওহারুল মুনাযযাম* গ্রন্থে বলেছেনঃ 'ইমাম মালিক (রহ.) থেকে এ ঘটনা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কোনো আপত্তির অবকাশ নেই।'

আর আল্লামা আয-যারকানী *শারহুল মাওয়াহিব*-এ বলেছেনঃ 'ইবনু ফাহদ এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। আর কাদ্বী ইয়াদ্ব *আশ-শিফা* গ্রন্থে এটি এমন সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এর সনদে কোনো জালকারী বা মিথ্যাবাদী নেই।

---

[327] আবুল ফযল কাজী ইয়ায ইবনে মূসা আল-ইয়াহসুবী (মৃত্যু ৫৪৪ হি.), *আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুস্তফা*, তৃতীয় অধ্যায়: ''রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা মহান করা, তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব হওয়া'', পরিচ্ছেদ: ''জেনে রাখুন, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পরও তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা করা তেমনই অপরিহার্য, যেমনটি তাঁর জীবদ্দশায় ছিল'', ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১, প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', প্রকাশকাল: ১৪০৯ হি. / ১৯৮৮ খ্রি., মোট খণ্ডসংখ্যা: ২।

[328] আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-হাইতমী আস-সা'দী আল-আনসারী, শিহাবুদ্দীন, শাইখুল ইসলাম, আবুল আব্বাস (মৃত্যু ৯৭৪ হি.), *আল-জাওহারুল মুনাযযাম ফী যিয়ারাতিল কবরিশ শরীফিন নববিয়্যিল মুকাররাম*, প্রথম অধ্যায়: ''আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কবর জিয়ারতের শরয়ী বৈধতা, সম্মানিত রওযা শরীফের মর্যাদা ও মহত্ত্ব, সে উদ্দেশ্যে সফর করা এবং তাঁর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা'', পৃষ্ঠা ৯৮, মাকতাবাতু মাদবূলী, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।

[329] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে শিহাবুদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ আয-যারকানী আল-মালিকী (মৃত্যু ১১২২ হি.), *শারহুয যারকানী 'আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, দশম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়: ''রাসূল ﷺ-এর সম্মানিত কবর ও মহান মসজিদ জিয়ারত সম্পর্কে'', ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৪, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হি. / ১৯৯৬ খ্রি., মোট খণ্ডসংখ্যা: ১২।

অধিকন্তু, এ বর্ণনাটি উম্মাহর আমল দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং তাওয়াসসুলের বৈধতার ব্যাপারে সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীসসমূহ দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে, যেগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করে। এছাড়াও হযরত উমর (রা.)-এর হযরত আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দোয়া চাওয়ার ঘটনাও এর সমর্থন প্রদান করে।" [330]

ইমাম শাফেয়ী বলেনঃ

"যদি কেউ মানত করে বলে: 'আমার ওপর ইফরীকিয়াহ (উত্তর আফ্রিকা), ইরাক অথবা অন্য কোনো শহরের দিকে হেঁটে যাওয়া আবশ্যক', তাহলে তার ওপর কিছুই আবশ্যক হবে না। কারণ কোনো শহরের দিকে হেঁটে যাওয়ার মধ্যে আল্লাহর জন্য কোনো ইবাদত নেই।

হ্যাঁ, হেঁটে যাওয়া তখনই ইবাদত হবে যখন তা এমন স্থানের দিকে হবে, যেখানে নেকী লাভের আশা করা হয়। আর তা হলো মসজিদুল হারাম।

আর আমার নিকট পছন্দনীয় হলো, যদি কেউ মানত করে যে সে মদীনার মসজিদের দিকে হেঁটে যাবে, তবে সে যেন হেঁটে যায়; এবং যদি বায়তুল মাকদিসের মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়ার মানত করে, তবে সেও যেন হেঁটে যায়।

কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

'তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হয় না: মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং বায়তুল মাকদিসের মসজিদ।'

তবে আমার নিকট এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই, যার ভিত্তিতে আমি মসজিদে নববী ও বায়তুল মাকদিসের মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়াকে ওয়াজিব বলব, যেমন স্পষ্টভাবে আমি বায়তুল্লাহিল হারামের দিকে হেঁটে যাওয়াকে ওয়াজিব বলি।

এর কারণ হলো, বায়তুল্লাহে গমন করে নেকী অর্জন করা ফরয; কিন্তু এ দুই মসজিদে গমন করে নেকী অর্জন করা নফল।

আর যদি কেউ বায়তুল্লাহর দিকে হেঁটে যাওয়ার মানত করে এবং তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ত না থাকে, তাহলে উত্তম হলো সে বায়তুল্লাহিল হারামের দিকে হেঁটে যাবে। তবে তা তার ওপর আবশ্যক হবে না, যতক্ষণ না সে বিশেষভাবে সেটির নিয়ত করে।

কারণ সব মসজিদই আল্লাহর ঘর।

আর যদি কেউ শহরের কোনো মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়ার মানত করে, তাহলে তার জন্য সেখানে হেঁটে যাওয়া আবশ্যক হবে না।

وَلَوْ نَذَرَ بِرًّا أَمَرْنَاهُ بِالْوَفَاءِ بِهِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ.

---

[330] আল্লামা, মক্কার মালিকী মুফতি মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন আল-মাক্কী আল-মালিকী (১২৮৭–১৩৬৭ হি. / ১৮৭০–১৯৪৮ খ্রি.), *তাহযীবুল ফুরূক ওয়াল কাওয়ায়িদিস সুন্নিয়্যাহ ফিল আসরারিল ফিকহিয়্যাহ* — যা *আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়াইল ফুরূক* গ্রন্থের হাশিয়া, মূল গ্রন্থের রচয়িতা: আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে ইদরীস ইবনে আবদুর রহমান আল-মালিকী, যিনি আল-ক্বারাফী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ৬৮৪ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২, প্রকাশক: আলামুল কুতুব, মোট খণ্ডসংখ্যা: ৪।

আর যদি সে কোনো নেক কাজের মানত করে, তবে আমরা তাকে তা পূরণ করার নির্দেশ দেব; কিন্তু তাকে তা করতে বাধ্য করব না।''। [331]

আমরা দেখলামঃ ইমাম শাফী শাদ্দে রিহালের হাদিস উল্লেখ করলেন, আলোচনা মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন, আবার বললেন ''কেউ যদি কোনো নেক কাজের মানত করে, তবে আমরা তাকে তা পূরণ করার নির্দেশ দেব''। রাসূল ﷺর কবর জিয়ারত একটি নেক কাজ, কেউ যদি মান্নত করে ইমাম শাফী সে মান্নত পুরণ করতে নির্দেশ দিবেন, যদিও সফর করতে হয়। উনার কথা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া শাফী মাজহাব সহ হানাফী, মালিকী, হাম্বালী সকল মাজহাবের কিতাবাদীতেই রাসূলের ﷺ জিয়ারতের বিষয় গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ শায়খ ইবনে তাইমিয়ার মত কথা বলেননি।

ইমাম আহমদ (মৃত্যু ২৪১ হিজরি) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে হাদীসের উদ্দেশ্য হলো *মসজিদসমূহ*।

ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবন হাজার *ফাতহুল বারী* গ্রন্থে [332] এবং হাইসামী *মাজমাউয্-যাওয়ায়িদ* গ্রন্থে [333] হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

''কোনো আরোহীর জন্য উপযুক্ত নয় যে, সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য তার বাহনের রশি বাঁধবে, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ ব্যতীত।'' [334]

আমি বলি:

فَلَا الإِمَامُ مَالِكٌ، وَلَا الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَلَا الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، اسْتَنْتَجَ مَا اسْتَنْتَجَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنْ حَدِيثِ شَدِّ الرِّحَالِ، وَمَنْ ادَّعَى غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِي الْحَالِ.

''ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল— এঁদের কেউই 'শাদ্দুর রিহাল' (সফরের জন্য রওনা হওয়া) সম্পর্কিত হাদীস থেকে সেই অর্থ গ্রহণ করেননি, যা ইবন তাইমিয়্যাহ গ্রহণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত দাবি করবে, তার ওপরই অবিলম্বে প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব বর্তাবে।''

---

[331] ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফেয়ী (১৫০–২০৪ হিজরি), *আল-উম্ম*, ''মানত'' অধ্যায়, ''নেক কাজের মানত'' শীর্ষক অনুচ্ছেদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮১। প্রকাশক: দারুল ফিকর, বৈরুত। সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪০৩ হিজরি / ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ। (পুনর্মুদ্রণ: ১৪১০ হিজরি / ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ)। মোট খণ্ড: ৮।

[332] *ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী*, ''মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের ফযীলত'' অধ্যায়, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৫। তিনি বলেন: ''শাহর (ইবন হাওশাব) হাসানুল-হাদীস।''

[333] *মাজমাউয্-যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, হাদীস নং ৫৮৫০। ইমাম হাইসামী বলেন: ''শাহর (ইবন হাওশাব) সম্পর্কে কিছু আলোচনা (সমালোচনা) রয়েছে, তবে তাঁর হাদীস হাসান।''

[334]

- *মুসনাদুল ইমাম আহমদ* (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ), হাদীস নং ১১৬০৯, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৫২।
- *আনীসুস সারী ফী তাখরীজি আহাদীসি ফাতহিল বারী*, হাদীস নং ৪৫৭৩।

بَعْضُ أَقْوَالِ الأَئِمَّةِ فِي زِيَارَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالرَّدُّ عَلَى ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَمَنِ اخْتَارَ مَذْهَبَهُ.

সাইয়্যিদুনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-র যিয়ারত সম্পর্কে ইমামগণের কিছু বক্তব্য এবং ইবন তাইমিয়্যাহ ও যারা তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছেন তাদের জবাব

ইমাম আজুরী (মৃত্যু ৩৬০ হিজরি) তাঁর *আশ-শরী'আহ* গ্রন্থে বলেন:

"অধ্যায়: আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নবী ﷺ-এর সঙ্গে সমাধিস্থ হওয়ার বিবরণ।"

মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন (অর্থাৎ ইমাম আজুরী) রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ যার অন্তরে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন— এমন সকল মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নবী ﷺ-এর সঙ্গে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে দাফন হয়েছেন।

এ বিষয়টি এমন নয় যে, এর প্রমাণে 'অমুক অমুকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন'— এ ধরনের সংবাদ ও সনদের প্রয়োজন রয়েছে। বরং এটি এমন একটি সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ বিষয়, যা কোনো আলেম কিংবা জ্ঞানহীন ব্যক্তি— কেউই অস্বীকার করে না।

বরং নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁদের দাফন হওয়ার বিষয়টি এতই প্রসিদ্ধ যে, এ সম্পর্কে আলাদা বর্ণনা উদ্ধৃত করারও প্রয়োজন হয় না। আর এ কথার সঠিকতার প্রমাণ হলো:

أَنَّهُ مَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا مِمَّنْ رَسَمَ لِنَفْسِهِ كِتَابًا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ , فَرَسَمَ كِتَابَ الْمَنَاسِكِ , إِلَّا وَهُوَ يَأْمُرُ كُلَّ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِمَّنْ يُرِيدُ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً , وَأَرَادَ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ لِفَضْلِهَا إِلَّا وَكُلَّ الْعُلَمَاءِ قَدْ أَمَرُوهُ وَرَسَمُوهُ فِي كُتُبِهِمْ وَعَلَّمُوهُ كَيْفَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَيْفَ يُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما

عُلَمَاءُ الْحِجَازِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الشَّامِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ أَهْلِ مِصْرَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ خُرَاسَانَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا , فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ.

প্রাচীন বা পরবর্তী যুগের এমন কোনো আলেম নেই, যিনি মুসলমানদের ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত এবং নিজের নামে কোনো গ্রন্থ রচনা করেছেন, আর তাতে 'মানাসিক' (হজ্জ-উমরার বিধান) অধ্যায় লিখেছেন— কিন্তু তিনি মদীনায় আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেননি।

সে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে আসুক, অথবা হজ্জ-উমরার উদ্দেশ্যে না এসে কেবল নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করতে এবং মদীনার ফযীলতের কারণে সেখানে অবস্থান করতে আসুক— সকল আলেমই তাকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।

তাঁরা তাঁদের গ্রন্থসমূহে তা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন— কীভাবে নবী ﷺ-কে সালাম দিতে হবে, কীভাবে আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে সালাম দিতে হবে।

হিজাজের আলেমগণ— প্রাচীন ও পরবর্তী, ইরাকের আলেমগণ— প্রাচীন ও পরবর্তী, শামের আলেমগণ— প্রাচীন ও পরবর্তী, মিসরের আলেমগণ— প্রাচীন ও পরবর্তী, খুরাসানের আলেমগণ— প্রাচীন ও পরবর্তী, ইয়ামানের আলেমগণ— প্রাচীন ও পরবর্তী— সকলেই এ শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং এ জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।"।[335]

---

[335] আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবন আবদুল্লাহ আল-আজুরী আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৩৬০ হিজরি), *আশ-শরী'আহ*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩৬৮। অধ্যায়: "আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নবী ﷺ-এর সঙ্গে সমাধিস্থ

ইমাম ইবনু বাত্তাল আল-মালিকী (৪৪৯ হি) তাঁর শারহে বুখারীতে বলেন

هَذَا الْحَدِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ إِعْمَالِ الْمَطِيِّ، إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ، .....

وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِ الصَّالِحِينَ وَالتَّبَرُّكَ بِهَا مُتَطَوِّعًا بِذَلِكَ، فَمُبَاحٌ لَهُ قَصْدُهَا بِإِعْمَالِ الْمَطِيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ النَّهْيُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

"এই হাদীস, যাতে বাহনের রশি বাঁধা (সফর করা) থেকে নিষেধ করা হয়েছে, আলেমগণের নিকট তার অর্থ হলো— যে ব্যক্তি তিনটি উল্লিখিত মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদে সালাত আদায়ের মানত করেছে, তার ব্যাপারে।

.....

আর যে ব্যক্তি সৎলোকদের মসজিদসমূহে সালাত আদায় করতে এবং সেগুলোর বরকত লাভের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় যেতে চায়, তার জন্য বাহনে চড়ে বা অন্য কোনো উপায়ে সেখানে যাওয়া বৈধ। এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। [336]

কাজী ইয়ায আল-মালিকী (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরি) বলেন:

وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ ﷺ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِينَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَفَضِيلَةٌ مُرَغَّبٌ فيها.

"নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত মুসলমানদের সুন্নতসমূহের একটি সুন্নত, যার ওপর ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর এটি এমন একটি ফযীলতপূর্ণ আমল, যার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।'

আর আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ زَارَنِي فِي الْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِي جِوَارِي، وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় মদীনায় আমার যিয়ারতে আসবে, সে আমার সান্নিধ্যে থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফাআতকারী হব।'

আরেক হাদীসে রয়েছে:

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي..

'যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করল।' [337]

হওয়ার বিবরণ"। তাহকীক: ড. আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন সুলাইমান আদ-দুমাইজী। প্রকাশক: দারুল ওয়াতান, রিয়াদ। সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪২০ হিজরি / ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৫।

[336] ইবন বত্তাল, আবুল হাসান আলী ইবন খালাফ ইবন আবদুল মালিক (মৃত্যু ৪৪৯ হিজরি), শারহু সহীহিল বুখারী লি ইবন বত্তাল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৮–১৮০, সালাত সংক্ষিপ্ত করার অধ্যায়সমূহ, "মক্কা ও মদিনার মসজিদে সালাতের ফজিলত" অধ্যায়, তাহকীক: আবু তামীম ইয়াসির ইবন ইবরাহিম, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১০।

[337] কাজী ইয়ায ইবন মূসা ইবন ইয়ায ইবন উমরূন আল-ইয়াহসুবী আস-সাবতী, আবুল ফাদল (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরি), আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা ﷺ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৪–১৯৫।

তিনি আরও বলেন: ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-ফকীহ বলেছেন:

وَمِمَّا لَمْ يَزَلْ مِنْ شَأْنِ مَنْ حَجَّ الْمُرُورُ بِالْمَدِينَةِ وَالْقَصْدُ، إِلَى الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّبَرُّكُ بِرَوْضَتِهِ وَمِنْبَرِهِ وَقَبْرِهِ، ومجلسه، وملامس يديه، ومواطيء قَدَمَيْهِ، وَالْعَمُودِ الَّذِي كَانَ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ، وَيَنْزِلُ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ فِيهِ عَلَيْهِ.. وَبِمَنْ عَمَرَهُ، وَقَصَدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالِاعْتِبَارِ بِذَلِكَ كُلِّهِ.

'যুগে যুগে হাজীদের রীতি এটাই ছিল যে, তারা মদীনার মধ্য দিয়ে যেত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হতো। তারা তাঁর রওযা, মিম্বর, কবর, তাঁর বসার স্থান, তাঁর হাতের স্পর্শলাভ করা স্থানসমূহ, তাঁর পদচিহ্নের স্থানসমূহ এবং সেই স্তম্ভের বরকত লাভ করত, যার সঙ্গে তিনি হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন, এবং যে স্থানে তাঁর ওপর জিবরীল ওহী নিয়ে অবতরণ করতেন।

এছাড়াও তারা সেই সকল সাহাবী ও মুসলিম ইমামদের স্মরণ করত, যারা এ স্থানকে আবাদ করেছেন ও এর উদ্দেশ্যে গমন করেছেন, এবং এসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত।'

আর ইবন আবী ফুদাইক বলেন:

سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَدْرَكْتُ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّهُ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَلَا هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ ثُمَّ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. مَنْ يَقُولُهَا سَبْعِينَ مَرَّةً نَادَاهُ مَلَكٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَانُ وَلَمْ تَسْقُطْ لَهُ حَاجَةٌ

'আমি আমার যুগের কিছু লোককে বলতে শুনেছি:

আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করবে—

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন"—

এরপর বলবে:

"صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ"

(আল্লাহ আপনার প্রতি দরূদ বর্ষণ করুন, হে মুহাম্মদ!)

এভাবে সত্তর বার বললে একজন ফেরেশতা তাকে সম্বোধন করে বলবে:

"صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَانُ"

(আল্লাহ তোমার প্রতিও দরূদ বর্ষণ করুন, হে অমুক!)

এবং তার কোনো প্রয়োজনই অপূর্ণ থাকবে না।' [338]

তিনি (কাজী ইয়ায) বলেন: বাজী (রহিমাহুল্লাহ) [339] বলেছেন:

---

[338] কাজী ইয়ায ইবন মূসা ইবন ইয়ায ইবন উমরূন আল-ইয়াহসুবী আস-সাবতী, আবুল ফাদল (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরি), আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা ﷺ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৭–১৯৮, চতুর্থ অধ্যায়: নবী ﷺ-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণের বিধান, এর ফরজ হওয়া ও ফজিলত; এতে দশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। নবম পরিচ্ছেদ: নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারতের বিধান, যিয়ারতকারীর ফজিলত, তাঁর প্রতি সালাম প্রদানের পদ্ধতি এবং সালাম কীভাবে প্রদান করবে, প্রকাশক: দারুল ফাইহা, আম্মান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি, মোট খণ্ড: ২।

[339] আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান ইবন খালাফ ইবন সা'দ ইবন আইয়্যুব আত-তুজীবী (১৫ জিলকদ ৪০৩ হিজরি – ১৯ রজব ৪৭৪ হিজরি / ১০১৩–১০৮২ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন মালিকী ফকীহ, মুহাদ্দিস, বিচারক (কাজী) ও আন্দালুসীয় কবি। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর যুগের বিশিষ্ট আলিমদের অন্যতম ছিলেন।

فَفَرْق بَيْن أَهْل الْمَدِينَة وَالْغُرَبَاء لِأَنّ الْغُرَبَاء قَصَدُوا لِذَلِك وَأَهْل الْمَدِينَة مُقِيمُون بِهَا لَم يَقْصِدُوها من أجْل الْقَبْر وَالتّسْلِيم

"মদীনাবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ বহিরাগতরা এ উদ্দেশ্যেই (মদীনায়) আসে; পক্ষান্তরে মদীনাবাসীরা সেখানে বসবাসকারী, তারা কবর যিয়ারত ও সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে সেখানে আসেনি।" [340]

অর্থাৎ, বহিরাগতরা— যারা মদীনার অধিবাসী নয়— তারা নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত এবং সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করে।

কাজী ইয়ায তাঁর *শরহু সহীহ মুসলিম* গ্রন্থে বলেন:

নবী ﷺ-এর এই বাণী:

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য রওনা হওয়া যাবে না"— এই হাদীসে উক্ত মসজিদগুলোর মর্যাদা ও বিশেষত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলোর উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ।

কারণ এগুলো নবীগণের মসজিদ; এছাড়া সেখানে সালাতের বিশেষ ফযীলত রয়েছে, এবং সেখানে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে মানত করে, তার জন্য তা পূরণ করাও আবশ্যক।

পক্ষান্তরে অন্য মসজিদসমূহের ক্ষেত্রে এ বিধান নেই; সেগুলোর উদ্দেশ্যে সফর করা মানতের কারণে আবশ্যক হয় না, এবং এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞার কারণে সাধারণভাবে স্বেচ্ছায়ও তা বৈধ নয়। তবে মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ মসজিদে কুবাকে এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন, কেউ যদি সেখানে যাওয়ার মানত করে, তবে তার জন্য সেখানে যাওয়া আবশ্যক।

কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ মসজিদে কুবায় কখনো সওয়ার হয়ে, কখনো পায়ে হেঁটে যেতেন। এছাড়া সেখানে সালাত আদায়ের ফযীলত সম্পর্কেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেমন অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ মসজিদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

আর এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে কুবাই সেই মসজিদ যা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— যদিও এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে: তা কি মসজিদে কুবা, না মসজিদে নববী?

আর অধিকাংশ আলেমের মতে এবং নবী ﷺ থেকে বর্ণিত মতানুসারে, তা হলো মসজিদে নববী।

দাউদী বলেন: নবী ﷺ-এর মসজিদে কুবায় গমন করা এ কথা প্রমাণ করে যে, কোনো শহরের নিকটবর্তী ফযীলতপূর্ণ মসজিদে পায়ে হেঁটে বা সওয়ার হয়ে যাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

এটি তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যত্র বাহন চালিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

কারণ সাধারণত "সফরের জন্য বাহনের রশি বাঁধা" বা "শাদ্দুর রিহাল" নিকটবর্তী স্থানের জন্য বলা হয় না।

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَمْنَعُ إِعْمَالَ الْمَطِيِّ لِلنَّاذِرِ، وَأَمَّا لِغَيْرِ النَّاذِرِ مِمَّنْ يَرْغَبُ فَضْلَ مَشَاهِدِ الصَّالِحِينَ فَلَا.

---

[340] কাজী ইয়ায ইবন মূসা আল-ইয়াহসুবী (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরি), আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা ﷺ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৮।

আর কিছু আলেম এ মত পোষণ করেছেন যে, এ নিষেধাজ্ঞা কেবল সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে মানত করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি মানত করেনি, বরং সৎলোকদের নিদর্শনসমূহ (মাশাহিদ) ও তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ফযীলত লাভ করতে চায়, তার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।[341]

ইবন কুদামা আল-হাম্বলী (মৃত্যু ৬২০ হিজরি) বলেন:

"নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

কারণ দারাকুতনী তাঁর সনদে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي، فَكَأَنَّما زَارَنِي فِي حَيَاتِي

'যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পন্ন করে, অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করল।' আরেক বর্ণনায় রয়েছে:

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ له شَفَاعَتِي

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।'

সাঈদ প্রথম শব্দে (অর্থাৎ প্রথম বর্ণনার ভাষ্যে) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: আমাদের নিকট হাফস ইবন সুলাইমান বর্ণনা করেছেন, তিনি লায়স থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম আহমদ আবদুল্লাহর বর্ণনায়, ইয়াযীদ ইবন কুসাইত, আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي، إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي، حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ."

'কেউ আমার কবরের কাছে এসে আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার কাছে আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।'[342]

বাহাউদ্দীন আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬২৪ হিজরি) *আল-'উদ্দাহ শারহুল 'উমদাহ* গ্রন্থে বলেন:

"যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করে, তার জন্য নবী ﷺ-এর কবর এবং তাঁর দুই সঙ্গী (আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব।" [343]

---

341 কাজী ইয়ায ইবন মূসা ইবন ইয়ায ইবন উমরূন আল-ইয়াহসুবী আস-সাবতী, আবুল ফাদল (মৃত্যু ৫৪৪ হিজরি), ইকমালুল মুআল্লিম বি ফাওয়ায়িদি মুসলিম (সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা), কিতাবুল হাজ্জ, "মাহরামসহ নারীর হজ্জ ও অন্যান্য সফর" অধ্যায়, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৪৮–৪৪৯, তাহকীক: ড. ইয়াহইয়া ইসমাঈল, প্রকাশক: দারুল ওয়াফা লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী', মিসর, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি / ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৮।

342 মুওয়াফফাকুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ আল-মাকদিসী আল-জাম্মাঈলী আদ-দিমাশকী আস-সালিহী আল-হানবালী (৫৪১–৬২০ হিজরি), আল-মুগনী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৬৫, তাহকীক: ড. আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী ও ড. আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ আল-হিলও, প্রকাশক: দারু আলামিল কুতুব লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ১৫।

343 বাহাউদ্দীন আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬২৪ হিজরি), আল-উদ্দাহ শারহুল উমদাহ, কিতাবুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, "হাদী ও উযহিয়্যাহ" অধ্যায়, তাহকীক: আহমদ ইবন আলী, প্রকাশক: দারুল হাদীস, কায়রো, প্রকাশকাল: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা: ৭০৪।

ইমাম নববী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরি) *শরহু সহীহ মুসলিম* গ্রন্থে বলেনঃ

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي شَدِّ الرِّحَالِ وَإِعْمَالِ الْمَطِيِّ إِلَى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ كَالذَّهَابِ إِلَى قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَإِلَى الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا هُوَ حَرَامٌ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ الْقَاضِي عِيَاضٌ إِلَى اخْتِيَارِهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ قَالُوا وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَضِيلَةَ التَّامَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ خَاصَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য রওনা হওয়া এবং বাহন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন; যেমন নেককার ব্যক্তিদের কবরসমূহে যাওয়া, ফযীলতপূর্ণ স্থানসমূহে যাওয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য স্থানে যাওয়া।

আমাদের শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মধ্যে শাইখ আবূ মুহাম্মদ আল-জুওয়াইনী বলেছেন: এটি হারাম।

কাজী ইয়াযও এ মতকেই পছন্দ করেছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের মাযহাবের আলেমদের নিকট সঠিক মত, এবং ইমামুল হারামাইন ও মুহাক্কিক আলেমগণ যে মত গ্রহণ করেছেন, তা হলো: এটি হারাম নয় এবং মাকরূহও নয়।

তাঁরা বলেন: হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, পূর্ণাঙ্গ ও বিশেষ ফযীলত কেবল এই তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার মধ্যেই রয়েছে। অন্যত্র সফর করা হারাম— হাদীসের উদ্দেশ্য তা নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।"। [344]

আল্লামা সাফাদী (মৃত্যু ৭৬৪ হিজরি) বলেনঃ

"*মাসআলাতুত তা'লীক* (শর্তসাপেক্ষ তালাক) বিষয়ে আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যাহর বক্তব্যের খণ্ডনে রচিত *আত-তাহকীক* গ্রন্থটি (অত্যন্ত উৎকৃষ্ট)। মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে বহু জবাব ও খণ্ডনগ্রন্থ রচনা করেছিল। তিনি সেগুলো দেখেছিলেন; কিন্তু এ গ্রন্থটি ছাড়া অন্য কোনোটির প্রশংসা করেননি। তিনি বলেছিলেন:

'এটি একজন ফকীহের জবাব।'

আর *শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতি খাইরিল আনাম* গ্রন্থটিও তাঁর বিরুদ্ধে রচিত হয়েছিল— বিশেষত যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরকে অস্বীকার করার ব্যাপারে।

আমি ৭৩৭ হিজরিতে কায়রোতে এ গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট পাঠ করেছি এবং এর ওপর একটি 'তাবাকাহ' (অনুমোদন-লিপি) লিখেছি। সেখানে যা লিখেছিলাম, তার মধ্যে মুতাকারিব ছন্দে এই কবিতার পংক্তিগুলোও ছিল:

لِقَوْلِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ زُخْرُفٌ ... أَتَى فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ

فَجَاءَتْ نُفُوسُ الْوَرَى تَشْتَكِي ... إِلَى خَيْرِ حَبْرٍ وَأَزْكَى إِمَامِ

فَصَنَّفَ هَذَا وَدَاوَاهُمُ ... فَكَانَ يَقِينًا شِفَاءَ السَّقَامِ

'ইবন তাইমিয়্যাহর অলংকৃত কথার কারণে,

যা তিনি সৃষ্টির সেরা ব্যক্তির যিয়ারত সম্পর্কে বলেছেন,

---

[344] আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন-নাওয়াবী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরি), আল-মিনহাজ শারহু সহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, কিতাবুল হাজ্জ, "মাহরামসহ নারীর হজ্জ ও অন্যান্য সফর" অধ্যায়, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১০৬, প্রকাশক: দারু ইহইয়াইতুত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯২ হিজরি, মোট খণ্ড: ১৮।

মানুষের অন্তরসমূহ অভিযোগ জানাতে এলো
এক মহামান্য আলেম ও শ্রেষ্ঠ ইমামের নিকট।
অতঃপর তিনি এ গ্রন্থ রচনা করলেন এবং তাদের ব্যাধির চিকিৎসা করলেন,
ফলে তা নিশ্চিতরূপে রোগাক্রান্তদের জন্য আরোগ্য হয়ে উঠল।'[345]

আব্দুর রহীম আল-ইরাকী (৮০৬ হি) এবং ইবনু রাজাব হাম্বালীর (৭৯৫ হি) মধ্যকার সংলাপ

ইমাম আবূ যুরআহ আল-ইরাকী (মৃত্যু ৮২৬ হিজরি) *তারহুত তাসরীব* গ্রন্থে বলেন:

وَكَانَ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَحْكِي أَنَّهُ كَانَ مُعَادِلًا لِلشَّيْخِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيِّ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى بَلَدِ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْبَلَدِ قَالَ نَوَيْتُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْخَلِيلِ لِيَحْتَرِزَ عَنْ شَدِّ الرَّحْلِ لِزِيَارَتِهِ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِ الْحَنَابِلَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ قَالَ فَقُلْت نَوَيْت زِيَارَةَ قَبْرِ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثُمَّ قُلْت لَهُ أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ خَالَفْت النَّبِيَّ - ﷺ -؛ لِأَنَّهُ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ، وَقَدْ شَدَدْتَ الرَّحْلَ إلَى مَسْجِدٍ رَابِعٍ وَأَمَّا أَنَا فَاتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِأَنَّهُ قَالَ زُورُوا الْقُبُورَ . أَفَقَالَ إلَّا قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ فَبُهِتَ

"আমার পিতা (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করতেন যে, তিনি শাইখ যায়নুদ্দীন আবদুর রহীমের সঙ্গে (অর্থাৎ ইবন রজব আল-হাম্বলী) খলীল (আলাইহিস সালাম)-এর নগরের দিকে সফরসঙ্গী ছিলেন। যখন তিনি শহরের নিকটবর্তী হলেন, তখন বললেন:

'আমি খলীলের মসজিদে সালাত আদায়ের নিয়ত করলাম।'

তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন শাইখুল-হানাবিলা ইবন তাইমিয়্যার মতানুসারে খলীল (আলাইহিস সালাম)-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বিষয়টি এড়িয়ে চলা হয়।

তখন আমি বললাম:

'আমি খলীল (আলাইহিস সালাম)-এর কবর যিয়ারতের নিয়ত করলাম।'

অতঃপর আমি তাকে বললাম: 'আপনি তো নবী ﷺ-এর বিরোধিতা করলেন।

কারণ তিনি বলেছেন: "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য রওনা হওয়া যাবে না।"

অথচ আপনি চতুর্থ একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করলেন।

আর আমি নবী ﷺ-এর অনুসরণ করেছি।

কারণ তিনি বলেছেন: "কবরসমূহ যিয়ারত করো।"

তিনি কি বলেছেন: "তবে নবীগণের কবর ব্যতীত"?

বর্ণনাকারী বলেন:

'অতঃপর তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন (কোনো উত্তর দিতে পারলেন না)।'[346]

---

[345] সালাহুদ্দীন খলীল ইবন আইবাক ইবন আবদুল্লাহ আস-সাফাদী (মৃত্যু ৭৬৪ হিজরি), আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ১৬৭, আলী ইবন আবদুল কাফীর জীবনী, তাহকীক: আহমদ আল-আরনাউত ও তুরকী মুস্তফা, প্রকাশক: দারু ইহইয়াইতুত তুরাস, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪২০ হিজরি / ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২৯।

[346] আবুল ফাদল যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবন আবদুর রহমান ইবন আবী বকর ইবন ইবরাহীম আল-ইরাকী (মৃত্যু ৮০৬ হিজরি), যার গ্রন্থটি তাঁর পুত্র আহমদ ইবন আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন আল-কুরদী আর-রাযিয়ানী, অতঃপর আল-মিসরী, আবু যুরআ ওয়ালীয়ুদ্দীন ইবনুল ইরাকী (মৃত্যু ৮২৬ হিজরি) কর্তৃক সম্পূর্ণ

ইমাম আবূ যুরআহ আল-ইরাকী (মৃত্যু ৮২৬ হিজরি) *তারহুত তাসরীব* গ্রন্থে বলেনঃ

"উপকারিতা: মদীনার মসজিদে গমনের মানত করা।

একাদশতঃ,

اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ إِتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - لَزِمَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَقَاصِدِ الَّتِي يُؤْتَى لَهَا ذَلِكَ الْمَحَلُّ بَلْ هُوَ أَعْظَمُهَا، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي ابْنُ كَجٍّ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: عِنْدِي إِذَا نَذَرَ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - لَزِمَهُ الْوَفَاءُ وَجْهًا وَاحِدًا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَزُورَ قَبْرَ غَيْرِهِ فَوَجْهَانِ

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে যে, যদি কেউ নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনার মসজিদে যাওয়ার মানত করে, তবে তার জন্য তা পালন করা আবশ্যক হবে।

কারণ এটি সেই উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার জন্য ঐ স্থান অভিমুখে গমন করা হয়; বরং এটি সেসব উদ্দেশ্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমাদের শাফেয়ী মাযহাবের আলেম কাজী ইবন কজ্জ এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি বলেন: 'আমার মতে, যদি কেউ নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের মানত করে, তবে তার জন্য তা পূরণ করা একটিমাত্র মতানুসারে আবশ্যক।

আর যদি তিনি ব্যতীত অন্য কারও কবর যিয়ারতের মানত করে, তবে সে বিষয়ে দুটি মত রয়েছে।'

وَلِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ تَيْمِيَّةَ هُنَا كَلَامٌ بَشِعٌ عَجِيبٌ يَتَضَمَّنُ مَنْعَ شَدِّ الرَّحْلِ لِلزِّيَارَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْقُرْبِ بَلْ بِضِدِّ ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي شِفَاءِ السَّقَامِ فَشَفَى صُدُورَ الْمُؤْمِنِينَ،

এ প্রসঙ্গে শাইখ তাকীউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যার একটি অত্যন্ত কদর্য ও বিস্ময়কর বক্তব্য রয়েছে। তাঁর এ বক্তব্যে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তা নৈকট্য অর্জনের কাজ নয়; বরং এর বিপরীত।

এর জবাব দিয়েছেন শাইখ তাকীউদ্দীন আস-সুবকী তাঁর *শিফাউস সিকাম* গ্রন্থে।

ফলে তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করেছেন।

(قُلْت) وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا اخْتِصَاصَ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ بِفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَرِدْ فِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَقَدِّمِ لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ كَذَا، **وَكَذَا فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ شَدُّ الرَّحْلِ إلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ لَا كُلُّ سَفَرٍ** وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

আমি বলি: এ কথার প্রমাণ যে, হাদীসের উদ্দেশ্য কেবল এ তিনটি মসজিদের সালাতের বিশেষ ফযীলতকে নির্দিষ্ট করা, এবং অন্য সব সফরকে অন্তর্ভুক্ত করা নয়— তা হলো পূর্বে বর্ণিত আবূ সাঈদের হাদীসের এ বক্তব্য:

'কোনো আরোহীর জন্য উপযুক্ত নয় যে, সে এমন কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য রওনা হবে, যেখানে সালাত আদায় করা হয়, অমুক ও অমুক মসজিদ ব্যতীত।'

করা হয়, তারহুত তাসরীব ফী শারহিত তাকরীব (এখানে 'তাকরীব' বলতে 'তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ' উদ্দেশ্য), খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩।

হাদিস: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের জন্য রিহাল (বাহনের জিন) বাঁধা হবে না"।

আলোচ্য বিষয়: নবী ﷺ-এর মসজিদে সালাত আদায়ের মান্নত সম্পর্কিত উপকারিতা।

প্রকাশনা: প্রাচীন মিসরীয় সংস্করণ; পরবর্তীতে এর প্রতিচ্ছবি দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, মুআসসাসাতুত তারীখিল আরাবী এবং দারুল ফিকরিল আরাবীসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মোট খণ্ড: ৮।

অতএব তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উদ্দেশ্য হলো সালাত আদায়ের জন্য কোনো মসজিদের দিকে সফর করা; সকল প্রকার সফর নয়।

আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।" [347]

হাফিয (ইবন হাজার আল-আসকালানী, মৃত্যু ৮৫২ হিজরি) *ফাতহুল বারী* শরহু সহীহিল বুখারীতে বলেন:

وَمِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ حُكْمُ الْمَسَاجِدِ فَقَطْ وَأَنَّهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ لِزِيَارَةِ صَالِحٍ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ صَاحِبٍ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ نُزْهَةٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ

"এ ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে একটি হলো, হাদীসের উদ্দেশ্য কেবল মসজিদসমূহের বিধান।

অর্থাৎ, এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য রওনা হওয়া হবে না।

কিন্তু কোনো নেককার ব্যক্তির যিয়ারত, অথবা কোনো আত্মীয়, বন্ধু, জ্ঞান অন্বেষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ভ্রমণ-বিনোদনের উদ্দেশ্যে অন্য স্থানে যাওয়া— তা এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে ইমাম আহমদের বর্ণিত সেই হাদীস, যা শাহর ইবন হাওশাবের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে..."[348]

---

[347] আবুল ফাদল যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবন আবদুর রহমান ইবন আবী বকর ইবন ইবরাহীম আল-ইরাকী (মৃত্যু ৮০৬ হিজরি), যার গ্রন্থটি পরবর্তীতে তাঁর পুত্র আহমদ ইবন আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন আল-কুরদী আর-রাযিয়ানী আল-মিসরী, আবু যুরআ ওয়ালীয়ুদ্দীন ইবনুল ইরাকী (মৃত্যু ৮২৬ হিজরি) কর্তৃক সম্পূর্ণ করা হয়, তারহুত তাসরীব ফী শারহিত তাকরীব (এখানে 'তাকরীব' বলতে 'তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ' উদ্দেশ্য), খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩–৪৪।

হাদিস: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের জন্য রিহাল (বাহনের জিন) বাঁধা হবে না"।

আলোচ্য বিষয়: নবী ﷺ-এর মসজিদে সালাত আদায়ের মান্নত সম্পর্কিত উপকারিতা।

প্রকাশনা: প্রাচীন মিসরীয় সংস্করণ; পরবর্তীতে এর প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন— দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, মুআসসাসাতুত তারীখিল আরাবী এবং দারুল ফিকরিল আরাবী। মোট খণ্ড: ৮।

[348] ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী, "মক্কা ও মদিনার মসজিদে সালাতের ফজিলত" অধ্যায়, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৫:

"এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে; যেমন জীবিত বা মৃত নেককার ব্যক্তিদের যিয়ারতের জন্য গমন করা, অথবা বরকত অর্জন ও সেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ফজিলতপূর্ণ স্থানসমূহে যাওয়া।

ইমামুল হারামাইন এবং অন্যান্য শাফেয়ী আলিমদের নিকট সঠিক মত হলো, তা হারাম নয়। তাঁরা এই হাদিসের কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন। তার একটি হলো, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে— পূর্ণাঙ্গ ফজিলত কেবল এই মসজিদগুলোর উদ্দেশ্যে সফর করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য স্থানে সফর করা বৈধ।

আর ইমাম আহমদের একটি বর্ণনায় এসেছে: 'বাহনের জন্য (অর্থাৎ সফরের উদ্দেশ্যে) চলা উচিত নয়...'। এই শব্দাবলি স্পষ্টভাবে হারাম অর্থ নির্দেশ করে না।

আরেকটি উত্তর হলো, এখানে কেবল মসজিদসমূহের বিধানই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সালাত আদায়ের জন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হবে না, এই তিনটি মসজিদ ছাড়া। কিন্তু কোনো নেককার ব্যক্তি, আত্মীয়, বন্ধু, জ্ঞানার্জন, ব্যবসা বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে যাওয়া এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ মতকে সমর্থন করে ইমাম আহমদের বর্ণিত শাহর ইবন হাওশাবের সূত্রের সেই হাদিস..."।

আইনী (মৃত্যু ৮৫৫ হিজরি) *উমদাতুল কারী* শরহু সহীহিল বুখারীতে বলেনঃ

الْمُرَادُ بِأَعَمِّ الْعَامِ مَا يُنَاسِبُ الْمُسْتَثْنى نَوْعًا وَوَصْفًا كَمَا إِذَا قُلْتَ مَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا ، كَانَ تَقْدِيْرُه مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَوْ أَحَدًا إِلَّا زَيْدًا ، لَا مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَوْ حَيْوَانًا إِلَّا زَيْدًا ، فَهٰهُنَا تَقْدِيْرُه لَا تُشَدُّ إِلَى مَسْجِدٍ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة

"সর্বাধিক ব্যাপক সাধারণ (أعمّ العام) দ্বারা এখানে সেই সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য, যা ব্যতিক্রমকৃত বস্তুর সঙ্গে প্রকার ও বর্ণনার দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যেমন তুমি যদি বলো: 'আমি যায়েদ ছাড়া কাউকে দেখিনি', তাহলে এর অনুমিত অর্থ হবে: 'আমি কোনো মানুষকে' অথবা 'কাউকে' দেখিনি, যায়েদ ছাড়া।

এটি হবে না: 'আমি কোনো বস্তু' অথবা 'কোনো প্রাণী' দেখিনি, যায়েদ ছাড়া।

সুতরাং এখানে (হাদীসেও) অনুমিত অর্থ হবে:

'কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য রওনা হওয়া যাবে না, এই তিনটি মসজিদ ছাড়া।'

এটি হবে না যে:

'কোনো স্থানের উদ্দেশ্যেই সফর করা যাবে না, এই তিনটি মসজিদ ছাড়া। [349]

কাসত্তাল্লানী (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি) *শরহু সহীহিল বুখারী*-তে বলেনঃ

هذا قول ابن تيمية. حيث منع من زيارة النبي ﷺ وهو من أبشع المسائل المنقولة عنه.

"এটি ইবন তাইমিয়্যার বক্তব্য; যেখানে তিনি নবী ﷺ-এর যিয়ারতকে নিষিদ্ধ বলেছেন। আর এটি তাঁর থেকে বর্ণিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও কদর্য মতসমূহের একটি।

তাঁর সঙ্গী মুহাক্কিক আলেমগণ এর জবাব দিয়েছেন যে, তিনি মূল যিয়ারতকে অপছন্দ করেননি; বরং শিষ্টাচারের খাতিরে (কিছু) শব্দপ্রয়োগকে অপছন্দ করেছেন।

অন্যথায় যিয়ারত তো সর্বোত্তম আমলসমূহের একটি এবং মহামহিম আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর এর শরয়ী বৈধতা কোনো মতভেদ ছাড়াই সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত।" সমাপ্ত। "অতএব, যিয়ারত বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে সফর করা— যেমন জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সফর করা— স্থানটির উদ্দেশ্যে নয়; বরং সেখানে যিনি আছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে।

এ বিষয়টি কিছু মানুষের কাছে জটিল হয়ে গেছে, যেমন মুহাক্কিক তাকীউদ্দীন আস-সুবকী উল্লেখ করেছেন। ফলে তারা ধারণা করেছে যে, তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও যিয়ারতের

---

[349] উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী, হাদিস নং ১১৮৯, "মক্কা ও মদিনার মসজিদে সালাতের ফজিলত" অধ্যায়:

"এখানে ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) 'মুফাররাগ' (অব্যক্ত পূর্বপদযুক্ত) ধরনের। সুতরাং কথার অর্থ হবে: 'কোনো স্থান বা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সফর করা হবে না, তবে...'। যদি বলা হয়, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তো ব্যতিক্রমে উল্লিখিত স্থানসমূহ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করাও বৈধ হবে না; এমনকি আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর যিয়ারত কিংবা অনুরূপ অন্য স্থানে সফর করাও বৈধ হবে না। কারণ, মুফাররাগ ইস্তিসনায় 'মুস্তাসনা মিনহু' (যা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে) সাধারণতম অর্থে নির্ধারণ করতে হয়।

এর উত্তর হলো, 'সাধারণতম অর্থ' বলতে এমন সাধারণ অর্থ বোঝানো হয়, যা প্রকার ও বর্ণনার দিক থেকে ব্যতিক্রমকৃত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন তুমি যদি বলো, 'আমি যায়েদ ছাড়া কাউকে দেখিনি', তবে এর অর্থ হবে, 'আমি যায়েদ ছাড়া কোনো মানুষ বা কাউকে দেখিনি'; এর অর্থ এই নয় যে, 'আমি যায়েদ ছাড়া কোনো বস্তু বা কোনো প্রাণী দেখিনি'।

সুতরাং এখানে অর্থ হবে: 'কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হবে না, তবে এই তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে।'"

উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এটি ভুল। কারণ পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, ব্যতিক্রম (استثناء) কেবল সেই বস্তুরই সমজাতীয় বিষয় থেকে হয়, যেখান থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। যেমন তুমি যদি বলো: 'আমি যায়েদ ছাড়া কাউকে দেখিনি', তাহলে এর অর্থ হবে: 'আমি কোনো মানুষকে দেখিনি, যায়েদ ছাড়া।' এটি হবে না: 'আমি কোনো বস্তু বা কোনো প্রাণী দেখিনি, যায়েদ ছাড়া।' আর এ হাদীস দ্বারা এ বিষয়েও প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে যে, যদি কেউ এ তিনটি মসজিদের কোনো একটিতে যাওয়ার মানত করে, তবে তার জন্য তা পূরণ করা আবশ্যক হবে। [350]

ইবনু হাজার হাইতামী (৯৭৪ হি) আল-ফাতাওয়া আল-হাদিসিয়্যায় বলেনঃ

৬৯. তাঁকে (আল্লাহ তাঁর দ্বারা উপকার দান করুন) এ প্রশ্ন করা হয়েছিল:
'ইবন তাইমিয়্যার পরবর্তী যুগের সুফীদের ওপর আপত্তি রয়েছে, অথচ ফিকহ ও উসূলে তাঁর কিছু অসাধারণ দক্ষতাও রয়েছে। এ বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা কী?'
তিনি উত্তরে বলেন: 'ইবন তাইমিয়্যাহ এমন এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ অপদস্থ করেছেন, পথভ্রষ্ট করেছেন, অন্ধ করেছেন, বধির করেছেন এবং লাঞ্ছিত করেছেন। এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন সেই সকল ইমামগণ, যারা তাঁর অবস্থার বিপর্যয় এবং তাঁর কথাবার্তার অসত্যতা বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি জানতে চায়, তার উচিত সেই ইমামদের বক্তব্য অধ্যয়ন করা, যাঁদের ইমামত, মর্যাদা এবং ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। যেমন—
ইমাম আবুল হাসান আস-সুবকী, তাঁর পুত্র তাজুদ্দীন, শাইখ ইমাম ইযয ইবন জামা'আহ, এবং তাঁদের যুগের অন্যান্য আলেম, এছাড়াও শাফেয়ী, মালিকী ও হানাফী মাযহাবের বহু আলেম। তাঁর আপত্তি শুধু পরবর্তী যুগের সুফীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব ও আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতো ব্যক্তিত্বদের প্রতিও আপত্তি করেছেন, যেমন পরে উল্লেখ করা হবে।
সারকথা হলো, তাঁর কথার কোনো মূল্য দেওয়া উচিত নয়। তিনি প্রতিটি দুর্গম ও বিপজ্জনক পথে বিচরণ করেছেন। আর তাঁর সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি একজন বিদআতী, পথভ্রষ্ট, অন্যদেরও পথভ্রষ্টকারী, অজ্ঞ এবং সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি। আল্লাহ তাঁর সঙ্গে ন্যায়বিচার অনুযায়ী আচরণ করুন। এবং আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর পথ, আকীদা ও কর্মপদ্ধতির অনুরূপ বিষয় থেকে রক্ষা করুন।
আমীন।'[351]

---

[350] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন আবদুল মালিক আল-কাসতাল্লানী আল-কুতাইবী আল-মিসরী, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন (মৃত্যু ৯২৩ হিজরি), ইরশাদুস সারী লি শারহি সহীহিল বুখারী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৪। কিতাব: মক্কা ও মদিনার মসজিদে সালাতের ফজিলত। অধ্যায়: মক্কা ও মদিনার মসজিদে সালাতের ফজিলত। প্রকাশক: আল-মাতবা'আতুল কুবরা আল-আমীরিয়্যাহ, মিসর। সংস্করণ: সপ্তম সংস্করণ, ১৩২৩ হিজরি। মোট খণ্ড: ১০।

[351] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-হাইতামী আস-সা'দী আল-আনসারী, শিহাবুদ্দীন, শাইখুল ইসলাম, আবুল আব্বাস (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৮৩–৮৪। প্রকাশক: দারুল ফিকর। মোট পৃষ্ঠা: ২৪১।

আল-হাসকাফী হানাফী (১০৮৮ হি) বলেনঃ

لَا حَرَمَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا وَمَكَّةُ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الرَّاجِحِ إِلَّا مَا ضَمَّ أَعْضَاءَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنْ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ. وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ مَنْدُوبَةٌ، بَلْ قِيلَ وَاجِبَةٌ لِمَنْ لَهُ سَعَةٌ. وَيَبْدَأُ بِالْحَجِّ لَوْ فَرْضًا، وَيُخَيَّرُ لَوْ نَفْلًا مَا لَمْ يَمُرَّ بِهِ فَيَبْدَأُ بِزِيَارَتِهِ لَا مَحَالَةَ وَلْيَنْوِ مَعَهُ زِيَارَةَ مَسْجِدِهِ، فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ صَلَاةً فِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْقُرَبِ

"আমাদের নিকট মদীনার কোনো হারাম (বিশেষ সংরক্ষিত পবিত্র এলাকা) নেই।
আর গ্রহণযোগ্য মতানুসারে মক্কা মদীনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
তবে যে স্থান নবী ﷺ-এর পবিত্র অঙ্গসমূহকে ধারণ করেছে, তা সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ; এমনকি কাবা, আরশ ও কুরসীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর তাঁর কবর যিয়ারত করা মন্দূব (মুস্তাহাব); বরং বলা হয়েছে, যার সামর্থ্য আছে তার জন্য তা ওয়াজিব। আর যদি হজ্জ ফরয হয়, তবে আগে হজ্জ আদায় করবে। আর যদি হজ্জ নফল হয়, তবে তার ইখতিয়ার আছে।
তবে যদি সে তাঁর (নবী ﷺ-এর) নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে অবশ্যই প্রথমে তাঁর যিয়ারত করবে। এবং তাঁর যিয়ারতের সঙ্গে তাঁর মসজিদ যিয়ারতেরও নিয়ত করবে।
কারণ তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর মসজিদে এক সালাত অন্য মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়েও উত্তম, মসজিদুল হারাম ব্যতীত।
এবং অন্যান্য নেক আমলসমূহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ (ফযীলত রয়েছে)।[352]

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বখীত আল-মুতীঈ[353] (মৃত্যু ১৩৫৪ হিজরি) বলেনঃ

"যখন এ যুগে একদল লোক ইবন তাইমিয়্যার অনুসরণে তার অচল আকীদা গ্রহণ করতে এবং তার ভ্রান্ত মতামতসমূহকে সমর্থন ও প্রচার করতে প্রকাশ্যে এগিয়ে এল, এবং সাধারণ ও বিশেষ সকল মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে লাগল, আর এ কাজে তারা তার 'আল-ওয়াসিতাহ' নামক গ্রন্থটি মুদ্রণ ও প্রচারের সাহায্য নিল— যদিও এ গ্রন্থে এমন বহু বিষয় রয়েছে, যা ইবন তাইমিয়্যাহ কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলমানদের জামাআতের বিরোধিতা করে উদ্ভাবন করেছিলেন— তখন তারা একটি সুপ্ত ফিতনাকে জাগিয়ে তুলল।
অতএব আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা পালন করার উদ্দেশ্যে আমরা এ গ্রন্থের জবাবে একটি রচনা সংকলনের সংকল্প করেছিলাম, যাতে মুসলমানরা ইবন তাইমিয়্যাহ এবং তার অনুসারীদের মাধ্যমে চিরস্থায়ী পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত না হয়।
কিন্তু আমরা মহান ইমাম ও বিশিষ্ট মুজতাহিদ তাকীউদ্দীন আবুল হাসান আস-সুবকীর *শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতি খাইরিল আনাম* নামক গ্রন্থটি দেখতে পেলাম।

---

352 মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবদুর রহমান আল-হানাফী আল-হাসকাফী (মৃত্যু ১০৮৮ হিজরি), আদ-দুররুল মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, পৃষ্ঠা ১৭৫–১৭৬। তাহকীক ও সম্পাদনা: আবদুল মুনইম খলীল ইবরাহিম। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরি / ২০০২ খ্রিস্টাব্দ। মোট পৃষ্ঠা: ৭৭২।

353 মুহাম্মদ বখীত ইবন হুসাইন আল-মুতীঈ (১২৭১–১৩৫৪ হিজরি) ছিলেন একজন ফকীহ, মুফাসসির, উসূলবিদ ও দার্শনিক। তিনি আল-আজহারের খ্যাতিমান আলিমদের অন্যতম এবং বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ফকীহদের মধ্যে গণ্য। তিনি মিসরের গ্র্যান্ড মুফতি (মুফতি আদ-দিয়ার আল-মিসরিয়্যাহ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সে যুগের শীর্ষস্থানীয় ফকীহদের একজন ছিলেন। ফিকহশাস্ত্রসহ বিভিন্ন ইসলামী বিদ্যায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

অথবা বলা যায়, এটি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক প্রবল আক্রমণ, যে যিয়ারতের ফযীলত অস্বীকার করেছে। আমরা দেখলাম, এ গ্রন্থটি উদ্দেশ্য পূরণে সম্পূর্ণ যথেষ্ট।

ইবন তাইমিয়্যাহ এ গ্রন্থে ও অন্যান্য গ্রন্থে যা বলেছেন, তার সবকিছুরই জবাব এতে রয়েছে। এটি তার নির্মিত ভিত্তিকে ধ্বংস করেছে, তার স্তম্ভসমূহকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, তার চিহ্নসমূহ মুছে দিয়েছে, তার বাতিল দাবিসমূহ নিশ্চিহ্ন করেছে, তার ভ্রান্তি প্রকাশ করেছে এবং তার একগুঁয়েমি স্পষ্ট করেছে।

অতএব আমরা এ গ্রন্থটি মুদ্রণ ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করাকেই যথেষ্ট মনে করেছি, যাতে তারা তা অধ্যয়ন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে মন্দ উদ্দেশ্য ও বাতিল আকীদাসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। ফলে তারা হেদায়েত ও সঠিকতার পথ অবলম্বন করবে, বিভ্রান্তি ও একগুঁয়েমির পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এবং ইবন তাইমিয়্যাহ ও তার অনুরূপ ব্যক্তিদের বক্তব্যকে দেয়ালে নিক্ষেপযোগ্য বলে গণ্য করবে।

আর আল্লাহ তাদেরকে সবদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন।'' [354]

কুয়েতি ফিকহ বিশ্বকোষঃ

زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ تَقْرُبُ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبَاتِ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ .

وَذَهَبَ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عِيسَى الْفَاسِيُّ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ

''নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত'' অধিকাংশ আলেমের মতে, নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত মুস্তাহাব। আর একদল আলেম বলেছেন, এটি একটি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, যা ওয়াজিবের স্তরের খুব নিকটবর্তী। এবং হানাফী আলেমদের একটি দলের নিকট এ মতের ওপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়। আর মালিকী ফকীহ আবূ ইমরান মূসা ইবন ঈসা আল-ফাসী এ মত গ্রহণ করেছেন যে, এটি ওয়াজিব।

এর বৈধতার প্রমাণসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

''আর যদি তারা নিজেদের ওপর জুলুম করার পর আপনার নিকট আসত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু হিসেবে পেত।''

وَقَوْلُهُ ﷺ: مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي

এবং নবী ﷺ-এর এ বাণী: ''যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করল।'' [355]

---

[354] শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বখীত আল-মুতীঈ (মৃত্যু ১৩৫৪ হিজরি), তাতহীরুল ফুয়াদ 'আন দানাসিল ই'তিকাদ (অশুদ্ধ আকীদার কলুষতা থেকে অন্তরকে পবিত্রকরণ), পৃষ্ঠা ১৩।

[355] কুয়েতের ওয়াক্ফ ও ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *আল-মাওসূআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ* (কুয়েতি ফিকহ বিশ্বকোষ), ''মসজিদে নববী ﷺ-সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি'' শীর্ষক আলোচনার অধীনে ''নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারত'' অধ্যায়, খণ্ড ৩৭, পৃষ্ঠা ২৫৩। মোট খণ্ড: ৪৫।

গবেষণার সারকথা এবং দাবি প্রমাণে শায়খ ইবনু তাইমিয়ার ব্যর্থতা

শাইখ ইবনে তাইমিয়্যার পাঁচ পয়েন্ট

১. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ।
২. এ ধরনের সফরে সালাত কসর করা জায়েয নয়।
৩. নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও প্রমাণিত নয়।
৪. নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসই মিথ্যা ও জাল।
৫. এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা শরীয়তসম্মত নয়—এ বিষয়ে আহলে ইলমের ঐকমত্য রয়েছে।

১ম দাবি প্রমাণে ব্যর্থতাঃ

কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহের কাজ এই দাবি তিনি মোটেই প্রমাণ করতে পারেননি। তাঁর এই দাবির পক্ষে তিনি একটি দলীলও পেশ করতে পারেননি। তিনি যে দলিলগুলি পেশ করেছেন তা তাঁর দাবির পক্ষে নয়, বিপক্ষে যায়।

প্রথমত: "তিনটি মসজিদ ছাড়া সফরের জন্য রওনা হওয়া যাবে না" — এই হাদীসের নিষেধাজ্ঞা মসজিদসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর কিছু বর্ণনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন:

"আমাদের নিকট হাশিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আবদুল হামীদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে শাহর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি।

وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

তাঁর নিকট তূর পর্বতে সালাত আদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

'কোনো আরোহীর জন্য উপযুক্ত নয় যে, সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য তার বাহনের রশি বাঁধবে - মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ ব্যতীত।' [356]

وَحَسَّنَه ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ وَالهَيْثَمِيُّ فِيْ المَجْمَعِ

356

১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদুল ইমাম আহমদ*, "অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের মুসনাদ", হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুসনাদ, হাদিস নং ১১৬০৯, তাহকীক সংস্করণ, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৫২। তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত, আদিল মুরশিদ প্রমুখ; তত্ত্বাবধানে: ড. আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী। প্রকাশক: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ।
সংস্করণ: প্রথম সংস্করণ, ১৪২১ হিজরি / ২০০১ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৫০।

২. শাইখ সুলাইমান ইবন নাসির আল-আলওয়ান (সংকলক), *আনীসুস সারী ফী তাখরীজি আহাদীসি ফাতহিল বারী*, হাদিস নং ৪৫৭৩।

ইবন হাজার *ফাতহুল বারী* গ্রন্থে [357] এবং হাইসামী *মাজমাউয্-যাওয়ায়িদ* গ্রন্থে [358] এ হাদীসকে হাসান বলেছেন।''

আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

والاسْتِثْنَاءُ فِيْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ مُفَرَّغٌ يعلمُه خبير، فَيَكُوْنُ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنى ليفهم البصير ، وَهُوَ مَسْجِدٌ ، وَذُكِرَ ذلِكَ فِيْ حَدِيْثٍ حَسَنٍ صحيح

''তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য রওনা হওয়া যাবে না— মসজিদুল হারাম, রাসূলের মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।''[359]

এই হাদীসে যে *মুফাররাগ ইস্তিসনা* (অব্যক্ত ব্যতিক্রম) এসেছে, তা বিজ্ঞজনের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং ব্যতিক্রমকৃত বিষয় (المستثنى منه) অবশ্যই ব্যতিক্রম (المستثنى)-এর সমজাতীয় হবে— যা বিচক্ষণ ব্যক্তি তা বুঝতে পারে।

আর এখানে ব্যতিক্রম হলো ''মসজিদ''। এ বিষয়টি একটি হাসান ও সহীহ হাদীসেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ

আর তূর পর্বতের হাদীস দ্বারা তাঁর দলীল গ্রহণের ব্যাপারে বলব, হাদীসটির মধ্যেই স্পষ্ট রয়েছে যে, তিনি তূর পর্বতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য করেছিলেন।

আর তূর পর্বতে একটি মসজিদ রয়েছে। আর উনার উদ্দেশ্যও তুরের মসজিদ ছিল।

অতএব এ হাদীসের বিষয়বস্তু হলো— তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা।

এতে নবীগণের কবর, নেককারদের মাযার, আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞানার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য বৈধ উদ্দেশ্যে সফরের নিষেধাজ্ঞার কোনো প্রমাণ নেই।

ইমাম আহমাদ থেকে তাঁর মুসনাদে বর্ণিত দুটি হাদিস দেখুন ২৩৮৫০ এবং ২৭২৩০।

২৩৮৫০ –

---

357 ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী, ''মক্কা ও মদিনার মসজিদে সালাতের ফজিলত'' অধ্যায়, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৫: ''শাহর (ইবন হাওশাব) হাসানুল-হাদীস। 'কোনো মুসল্লির জন্য এমন কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত নয়, যেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য করা হয়'— এই শব্দে (হাদিসটি) বর্ণিত হয়েছে।''

358 আল-হাইসামী (রহ.) *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ* গ্রন্থে (হাদিস নং ৫৮৫০) বলেন: ''শাহর (ইবন হাওশাব) সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে; তবে তাঁর বর্ণিত হাদিস হাসান (গ্রহণযোগ্য) পর্যায়ের।

359

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি), *সহীহ আল-বুখারী*, ''মক্কা ও মদিনার মসজিদে সালাতের ফজিলত'' অধ্যায় (*বাবু ফাদলি আস-সালাতি ফী মাসজিদি মাক্কাতা ওয়াল-মাদীনাহ*), হাদিস নং ১১৮৯।

২. ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আন-নাইসাবূরী (মৃত্যু ২৬১ হিজরি), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হাজ্জ, ''তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফরের জন্য বাহনের রশি বাঁধা হবে না'' অধ্যায়, হাদিস নং ১৩৯৭।

لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ، أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ جَاءٍ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ : **مِنَ الطُّورِ صَلَّيْتُ فِيهِ** قَالَ: أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

আবূ বুসরা আল-গিফারী আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, যখন তিনি তূর পর্বত থেকে ফিরে আসছিলেন। তিনি বললেন:

‘‘আপনি কোথা থেকে আসছেন?’’

তিনি বললেন: **‘‘**আমি তূর পর্বত থেকে আসছি; সেখানে আমি সালাত আদায় করেছি।**’’**

তখন তিনি বললেন: ‘‘আমি যদি আপনাকে সেখানে সফর করার আগে পেতাম, তবে আপনি সেখানে সফর করতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

‘তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।’ — হাদীসটি সহীহ।

২৭২৩০ -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ :حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ:

لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَسِيرُ إِلَى مَسْجِدِ الطُّورِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَحِلَ مَا ارْتَحَلْتَ، قَالَ :فَقَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ :قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :

‘‘আমি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যখন তিনি তূরের মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

তখন আমি তাঁকে বললাম:

‘আমি যদি আপনাকে সফরে বের হওয়ার আগে পেতাম, তবে আপনি এ সফরে বের হতেন না।’

তিনি বললেন: ‘কেন?’ তিনি বলেন: তখন আমি বললাম:

‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي

‘‘তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।’’ হাদীসটি সহীহ।)

‘‘যদি বলা হয়:

ইবন ইসহাক, অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, একজন মুদাল্লিস (তাদলীসকারী) ছিলেন।

তাহলে আমরা বলব:

হ্যাঁ, তিনি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, এবং তিনি মুদাল্লিস ছিলেন।

কিন্তু তিনি এখানে স্পষ্টভাবে ‘হাদ্দাসানী’ (আমাকে বর্ণনা করেছেন) বা সরাসরি শ্রবণের শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি কোনো সন্দেহ ছাড়াই সহীহ।

২য় দাবি প্রমাণে ব্যর্থতাঃ

কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরে সালাত কসর করা জায়েজ নয় এই দাবিও তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। বরং তিনি নিজেই প্রমাণ করেছেন গুনাহ’র সফরেও সালাত কসর করা হবে। কারণ

আল্লাহ নিঃশর্ত বিধান দিয়েছেন। সুতরাং উনার ভুল দাবি মতে যদি কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহের কাজও হয়, তথাপি উনার ফতোয়া মতেই সালাত কসর করা জায়েজ হবে।

৩য় দাবি প্রমাণে ব্যর্থতাঃ
নবী ﷺ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কবর যিয়ারত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও প্রমাণিত নয় তাঁর এই দাবিও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই গ্রন্থেই তাহকীক সহ অনেক সহি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে।

৪র্থ দাবি প্রমাণে ব্যর্থতাঃ
নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসই মিথ্যা ও জাল এই দাবিও তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। এই গ্রন্থেই তাহকীক সহ অনেক সহি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে।

৫ম দাবি প্রমাণে ব্যর্থতাঃ
এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা শরীয়তসম্মত নয়—এ বিষয়ে আহলে ইলমের ঐকমত্য রয়েছে। এই দাবিও তিনি প্রমাণ করতে পারেননি।

তাঁরা তূর পর্বত সম্পর্কে আরও দুটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন; কিন্তু তূরের মসজিদ সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ করেন না

প্রথম হাদীস:
ইবন আবী শাইবা বর্ণনা করেন:
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَلْقٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ: آتِي الطُّورَ؟ قَالَ: دَعِ الطُّورَ وَلَا تَأْتِهَا، وَقَالَ لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
‘আমাদের নিকট ইবন উয়াইনা বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর থেকে, তিনি তালক থেকে, তিনি কাযআহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:
আমি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম: ‘‘আমি কি তূরে যাব?’’
তিনি বললেন: ‘‘তূরকে ছেড়ে দাও, সেখানে যেও না।’’
আর তিনি বললেন: ‘‘তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য রওনা হয়ো না।’’ [360]

তাঁরা বলেন: ‘এই আছারে তূর পর্বত যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ও বের হওয়া থেকে নিষেধ করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে; অথচ তূরের ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ এসেছে এবং তাকে ‘‘পবিত্র উপত্যকা’’ বলা হয়েছে।

---

[360] আবু বকর আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী শাইবা আল-কূফী আল-আবাসী (মৃত্যু ২৩৫ হিজরি), *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আছার*, ‘‘নফল সালাত, ইমামতি ও সালাত-সংক্রান্ত বিচিত্র অধ্যায়সমূহ’’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত এবং কূফা মসজিদে সালাত অধ্যায়, হাদিস নং ৭৫৩৯, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫০। প্রকাশক: দারুত তাজ (লেবানন), মাকতাবাতুর রুশদ (রিয়াদ), মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম (মদিনা মুনাওয়ারা)। সংস্করণ: প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরি / ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৭।

তাহলে এমন স্থানের ব্যাপারে এ নিষেধাজ্ঞা হলে, যেসব কবর ও নেককারদের স্মৃতিচিহ্নের ফযীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ বর্ণনা নেই, সেগুলোর ব্যাপারে কী বলা হবে?!'

দ্বিতীয় হাদীস:

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন:

'আমাদের নিকট হাশিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আবদুল হামীদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে শাহর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি।

وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ": لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

তাঁর নিকট তূরে সালাত আদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

''কোনো আরোহীর জন্য উপযুক্ত নয় যে, সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য তার বাহনের রশি বাঁধবে, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ ব্যতীত।'' [361]

তাঁরা বলেন:

'আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই হাদীসেরও বর্ণনাকারী, যা দুই শাইখ (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন:

''তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য রওনা হওয়া যাবে না— মসজিদুল হারাম, রাসূল ﷺ-এর মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।'

এই আছার থেকে দলীল গ্রহণের দিক হলো:

এটি সেই একই সাহাবী থেকে বর্ণিত, যিনি ''তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর নয়'' হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; আর তিনি হলেন সম্মানিত সাহাবী আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁর উপলব্ধি অন্য কারও উপলব্ধির ওপর অগ্রাধিকার পাবে; বিশেষত যখন অন্য ব্যক্তি সাহাবী নন।

এ কারণেই শাইখুল ইসলাম (ইবন তাইমিয়্যাহ) এই আছারগুলো উল্লেখ করে হাদীসটির ব্যাপারে তাঁর উপলব্ধিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন।

বরং আমরা তাঁকে এ কথা স্পষ্টভাবে বলতে দেখি:

'বসরাহ (অর্থাৎ আবূ বাসরাহ) ও ইবন উমরের এ নিষেধাজ্ঞা, তারপর আবূ হুরাইরার সম্মতি— এ সবই প্রমাণ করে যে, তাঁরা নবী ﷺ-এর হাদীস থেকে নিষেধাজ্ঞাই বুঝেছিলেন।

এ কারণেই তাঁরা তা থেকে নিষেধ করেছেন।

তাঁরা এটিকে কেবল অতিরিক্ত ফযীলত না থাকার অর্থে ব্যাখ্যা করেননি।

অনুরূপভাবে আবূ সাঈদ আল-খুদরীও, যিনি এ হাদীসের বর্ণনাকারী। তাঁর হাদীসও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে।'

---

361 ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে আহমদ*, ''অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের মুসনাদ'', হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুসনাদ, হাদিস নং ১১৬০৯, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৫২।

উদ্ধৃতি সমাপ্ত।''

আমি বলি:

তাদের খেয়ানত ও দলীল নিয়ে লুকোচুরির বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেছে।
কারণ হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে:
'আমি আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, আর তিনি তূরের মসজিদে সালাত আদায় করার জন্য সেখানে যাচ্ছিলেন।'
এবং অন্য বর্ণনায় এসেছে:
'তিনি তূর থেকে ফিরে আসছিলেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কোথা থেকে আসছেন? তিনি বললেনঃ আমি তূর থেকে আসছি; সেখানে আমি সালাত আদায় করেছি।'

আর আবূ সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে, যেখান থেকে ব্যতিক্রম (ইস্তেছনা) করা হয়েছে, সেটিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে:
'কোনো আরোহীর জন্য উপযুক্ত নয় যে, সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদের দিকে সফরের জন্য তার বাহনের রশি বাঁধবে।'

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, ইবন তায়মিয়া ভালো করেই জানতেন, তার কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর অবৈধ হওয়ার মতটি নিতান্ত দূর্বল এবং তার মতের সপক্ষে কুরআন-হাদিসের কোনো দলীল নেই। কারণ হাদিসে যে সফর নিষেধ করা হয়েছে, তা নিতান্তই অন্য মসজিদে ''নামায আদায়ের জন্য'' সফর করা নিয়ে। এখানে কোনো কবরের দূরতম সম্পর্কও নেই। ইবন তায়মিয়া তাই মুসনাদে আহমদের শেষ দুটি হাদিস (২৩৮৫০ ও ২৭২৩০) যেখানে ''নামায আদায় ও মসজিদের জন্য'' কথাটুকু উল্লেখ রয়েছে, সেই হাদিসগুলো আনেননি। অথচ একই গ্রন্থের ২৩৮৪৮ নং হাদিস তিনি এনেছেন। কারণ ঐ হাদিসটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি মনমতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছেন। অন্য হাদিস দুটি আনলে তার সম্পূর্ণ যুক্তি নড়বড়ে হয়ে যেতো। উপরন্তু তিনি তার দূর্বল মতটি সবল করতে সাহাবীদের আশ্রয় নিয়েছেন যে, সাহাবীদের বুঝ ছিল অনুরূপ। অথচ সাহাবীগণও হাদিসের অনুসারে নামাজ পড়ার জন্যই যেতে নিষেধ করেছেন। কবরের কথা কোনোভাবেই তাঁদের বক্তব্যে আসেনি।

সুতরাং অর্থটি সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট— চতুর্থ কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।
আর তূর-সংক্রান্ত হাদীসের আলোচ্য বিষয়ও এটাই; অর্থাৎ তার মসজিদে সালাত আদায় করা। এখানে কবর জিয়ারত বা কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর আলোচ্য কোনো বিষয়ই নয়।
অতএব তারা যে মত গ্রহণ করেছে, তার পক্ষে আদৌ কোনো দলীল নেই।
আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তূর পর্বত সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা তাদের দলীল তো প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধেই প্রমাণ

কারণ সেটি ছিল সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য একটি স্থানে সফর। আর এটাই সেই বিষয়, যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত 'তিনটি মসজিদ ছাড়া সফরের জন্য রওনা হওয়া যাবে না'— এই হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে

হাদিসে তুর শব্দের কিছু ভিন্নতা সহ কমপক্ষে ৩ বার এসেছে। নাম্বার হচ্ছে ২৩৮৪৮, ২৩৮৫০ ও ২৭২৩০। শাইখ ইবনু তাইমিয়া যে শব্দে হাদিসে তুর উল্লেখ করেছেন তার মিল আছে ২৩৮৪৮ এর সাথে। যে হাদিসে তুরে সালাত আদায়, বা তুর পাহাড়ের বিশেষ মসজিদে সালাত আদায় যে মসজিদে দাজ্জাল ঢুকতে পারবেনা এসবের উল্লেখ নেই। ২৩৮৫০ ও ২৭২৩০ নাম্বার হাদিস উল্লেখ করলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে যেত। আসুন আমরা সবগুলী হাদিস দেখি।

ইবনু তাইমিয়া বলেন:

وَهٰذَا النَّهْيُ يَعُمُّ السَّفَرَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ، وَكُلِّ مَكَانٍ يُقْصَدُ السَّفَرُ إِلَى عَيْنِهِ لِلتَّقَرُّبِ.

بِدَلِيلِ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ لَمَّا رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ رَاجِعًا مِنَ الطُّورِ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى، قَالَ: لَوْ رَأَيْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

فَقَدْ فَهِمَ الصَّحَابِيُّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ أَنَّ الطُّورَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ مَقَامَاتِ الْأَنْبِيَاءِ مُنْدَرِجَةٌ فِي الْعُمُومِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّفَرُ إِلَيْهَا، كَمَا لَا يَجُوزُ السَّفَرُ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.

"এ নিষেধাজ্ঞা মসজিদ, মাশহাদ এবং এমন প্রত্যেক স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার উদ্দেশ্যে নৈকট্য লাভের জন্য সফর করা হয়।

এর প্রমাণ হলো— বাসরা ইবনে আবী বাসরা আল-গিফারী যখন আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তূর পর্বত থেকে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন বললেন:

'আমি যদি তোমাকে সেখানে যাওয়ার আগে পেতাম, তবে তুমি সেখানে যেতে না। কারণ নবী ﷺ বলেছেন: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না।"'

অতএব যে সাহাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বুঝেছেন যে তূর পর্বত এবং অনুরূপ নবীগণের মাকামসমূহও এ সাধারণ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। তাই সেখানে সফর করা বৈধ নয়; যেমন তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর বৈধ নয়।" সমাপ্ত।

আমি বলি:

প্রথমত: তিনি যে হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে তাইমিয়্যা যে শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, আমার জানা মতে সে শব্দে হাদীসটি কোথাও নেই। বরং এতে ভ্রম ও ভুল হয়েছে।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন:

"আমি আবদুর রহমানের নিকট পাঠ করেছি: মালিক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনিল হাদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনিল হারিস আত-তাইমী থেকে, তিনি আবূ সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

হাদীসের মধ্যে আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ :مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ :مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ :أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ " يَشُكُّ

আমি বাসরা ইবনে আবী বাসরা আল-গিফারীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন: 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

আমি বললাম: 'তূর পর্বত থেকে।'

তখন তিনি বললেন: 'আমি যদি আপনাকে সেখানে বের হওয়ার আগে পেতাম, তাহলে আপনি সেখানে যেতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের জন্য বাহন পরিচালিত করা হয় না—মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং ইলিয়া তথা বাইতুল মাকদিসের মসজিদ।"

বর্ণনাকারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন (শেষ শব্দে)।" [362]

(এই হাদিসের নাম্বার ২৩৮৪৮। একই কিতাবের আরো দুটি হাদিস দেখুন ২৩৮৫০ এবং ২৭২৩০।

২৩৮৫০ –

لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ، أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ جَاءٍ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ : **مِنَ الطُّورِ صَلَّيْتُ فِيهِ** قَالَ: أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

আবূ বুসরা আল-গিফারী আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, যখন তিনি তূর পর্বত থেকে ফিরে আসছিলেন। তিনি বললেন: "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

তিনি বললেন: **"আমি তূর পর্বত থেকে আসছি; সেখানে আমি সালাত আদায় করেছি।"**

তখন তিনি বললেন:

"আমি যদি আপনাকে সেখানে সফর করার আগে পেতাম, তবে আপনি সেখানে সফর করতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।'" — হাদীসটি সহীহ।

২৭২৩০ -

لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَسِيرُ إِلَى مَسْجِدِ الطُّورِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَحِلَ مَا ارْتَحَلْتَ، قَالَ :فَقَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ :قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " :

"আমি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, যখন তিনি তূরের মসজিদের দিকে সেখানে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

---

[362] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪–২৪১ হিজরি), *মুসনাদে ইমাম আহমদ*, "নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের হাদীসসমূহ" অধ্যায়, "আবূ বসরা আল-গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস", ৩৯তম খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৮৪৮। তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাঊত, আদিল মুরশিদ প্রমুখ; তত্ত্বাবধানে: ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন আত-তুরকী। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। মোট খণ্ড: ৫০।

তখন আমি তাঁকে বললাম: 'আমি যদি আপনাকে সফরে বের হওয়ার আগে পেতাম, তবে আপনি এ সফরে বের হতেন না।'

তিনি বললেন: 'কেন?'

তিনি বলেন: তখন আমি বললাম: 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে না—মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।"— হাদীসটি সহীহ।)

এ গবেষণায় নতুনভাবে প্রমাণিত কয়েকটি বিষয়

এ গবেষণায় আরও কয়েকটি বিষয় আমরা প্রমাণ করেছি। এসব বিষয়ের অনেকগুলোই এ গ্রন্থে প্রথমবারের মতো উল্লেখ করা হচ্ছে। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করছি:

১। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইবন তায়মিয়া প্রখ্যাত আলিমদের বক্তব্য নিজ মতের স্বপক্ষে উপস্থাপন করতে গিয়ে ইনসাফ বজায় রাখতে পারেননি। যেমন ইবন বাত্তা ও ইবন আকীল। তিনি তাঁদের বক্তব্য বিকৃত ও আংশিক উপস্থাপন করেছেন, ফলে পাঠকদের বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। আমরা এ গ্রন্থে পরিপূর্ণভাবে উভয় আলিমের বক্তব্য তুলে ধরেছি।

২। ইবন তায়মিয়া সাহাবী আবু বাসরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বুঝ ''কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের বিপরীত'' বলেও উক্ত সাহাবির নামে অপবাদ দিয়েছেন। সাহাবি নামাজের উদ্দেশ্যে তিন মসজিদ ভিন্ন অন্য মসজিদে যাওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন।

৩। ইমাম মালিক ''রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করেছি'' বলার বদলে ''রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যিয়ারত করেছি'' এবং ''আমরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করেছি'' বলার পক্ষপাতী ছিলেন। এটি তাঁর গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ। কারণ তিনি নবীগণ কবরে জীবিত এই আকীদা পোষণ করতেন। এছাড়া এতে রওজা শরীফ যিয়ারতকে যেন সাধারণ মানুষের কবর যিয়ারতের কাতারে নামিয়ে আনা না হয়, সেটিও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অথচ এটিকেই তিনি রওজা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের বিরোধী ছিলেন বলে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এ গবেষণায় বিষয়টি স্পষ্ট করেছি।

৪। ইবন তায়মিয়্যা তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা জায়েয নয় বিষয়ে ইজমার কথা বলেছেন। আমরা এ গবেষণায় আলিমদের থেকে এর বিপরীত ইজমা প্রমাণ করেছি।

৫। ইবন তায়মিয়্যা দাবী করেছিলেন, আলিমদের প্রথম মত হলো কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গুনাহ। আমরা বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা উপস্থাপনপূর্বক প্রমাণ করেছি যে, এটা একান্তই ইবন তায়মিয়্যাহর নিজের মত। তার মতের স্বপক্ষে এবং তার মতো করে কেউই এমন কথা বলেননি।

৬। কাদি ইয়াদ সম্পর্কে অনেকে এমন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন যে, তিনি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের বিরোধী। আমরা দেখিয়েছি যে, তিনি মানত করে ভিন্ন মসজিদে যাওয়ার বিরোধিতা করেছেন। কোনো কবর যিয়ারত আদৌ তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল না। বরং তিনি বলেছেন, যিনি মানত করেনি, বরং নেককারদের নিদর্শনসমূহ (মাশাহিদ) ও তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ যিয়ারত করে ফযিলত লাভ করতে চায়, তার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

৭। আমরা আরও দেখিয়েছি যে, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর এবং কবর যিয়ারত বৈধ হওয়া আসলে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত মাতা হযরত আমিনার মাযার যিয়ারতকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম ঘটেছিল।

পরিশিষ্ট

শাইখ তাকীউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যার মৃত্যু, জানাযা, তাবারুক গ্রহণ ও কবর জিয়ারত এবং কিছু বেদাতী কর্মকান্ড

ইবন কাসীর তাঁর *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* গ্রন্থে বলেছেন:

ذِكْرُ وَفَاةِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

قَالَ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِّينِ الْبِرْزَالِيُّ فِي تَارِيخِهِ: وَفِي لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ الْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ تُوُفِّيَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ الْحَافِظُ الْقُدْوَةُ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ شَيْخِنَا الْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الْمُفْتِي شِهَابِ الدِّينِ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَجْدِ الدِّينِ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، بِقَلْعَةِ دِمَشْقَ بِالْقَاعَةِ الَّتِي كَانَ مَحْبُوسًا فِيهَا، وَحَضَرَ جَمْعٌ كَثِيرٌ إِلَى الْغَايَةِ إِلَى الْقَلْعَةِ، فَأُذِنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ، وَجَلَسَ جَمَاعَةٌ عِنْدَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَقَرَءُوا الْقُرْآنَ، وَتَبَرَّكُوا بِرُؤْيَتِهِ وَتَقْبِيلِهِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَحَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ النِّسَاءِ فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَاقْتُصِرَ عَلَى مَنْ يُغَسِّلُهُ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ ذَلِكَ أُخْرِجَ وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ بِالْقَلْعَةِ وَالطَّرِيقِ إِلَى الْجَامِعِ، وَامْتَلَأَ الْجَامِعُ وَصَحْنُهُ، وَالْكَلَّاسَةُ، وَبَابُ الْبَرِيدِ، وَبَابُ السَّاعَاتِ، إِلَى اللَّبَّادِينَ وَالْفَوَّارَةِ، وَحَضَرَتِ الْجِنَازَةُ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ النَّهَارِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَوُضِعَتْ فِي الْجَامِعِ وَالْجُنْدُ يَحْفَظُونَهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ شِدَّةِ الزِّحَامِ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ أَوَّلًا بِالْقَلْعَةِ، تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ تَمَّامٍ، ثُمَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ بِجَامِعِ دِمَشْقَ عَقِيبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَحُمِلَ مِنْ بَابِ الْبَرِيدِ، وَاشْتَدَّ الزِّحَامُ، وَأُلْقَى النَّاسُ عَلَى نَعْشِهِ مَنَادِيلَهُمْ وَعَمَائِمَهُمْ لِلتَّبَرُّكِ، وَصَارَ النَّعْشُ عَلَى الرُّءُوسِ، تَارَةً يَتَقَدَّمُ وَتَارَةً يَتَأَخَّرُ، وَخَرَجَ النَّاسُ مِنَ الْجَامِعِ مِنْ أَبْوَابِهِ كُلِّهَا مِنْ شِدَّةِ الزِّحَامِ، وَكَانَ الْمُعْظَمُ مِنَ الْأَبْوَابِ الْأَرْبَعَةِ بَابِ الْفَرَجِ الَّذِي أُخْرِجَتْ مِنْهُ الْجِنَازَةُ، وَبَابِ الْفَرَادِيسِ، وَبَابِ النَّصْرِ، وَبَابِ الْجَابِيَةِ، وَعَظُمَ الْأَمْرُ بِسُوقِ الْخَيْلِ، وَتَقَدَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ هُنَاكَ أَخُوهُ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَحُمِلَ إِلَى مَقْبَرَةِ الصُّوفِيَّةِ، فَدُفِنَ إِلَى جَانِبِ أَخِيهِ شَرَفِ الدِّينِ عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَكَانَ دَفْنُهُ وَقْتَ الْعَصْرِ أَوْ قَبْلَهَا بِيَسِيرٍ، وَغَلَّقَ النَّاسُ حَوَانِيتَهُمْ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الْحُضُورِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ أَوْ مَنْ عَجَزَ لِأَجْلِ الزِّحَامِ، وَحَضَرَهَا نِسَاءٌ كَثِيرٌ بِحَيْثُ حُزِرْنَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، وَأَمَّا الرِّجَالُ فَحُزِرُوا بِسِتِّينَ أَلْفًا وَأَكْثَرَ إِلَى مِائَتَيْ أَلْفٍ، وَشَرِبَ جَمَاعَةٌ الْمَاءَ الَّذِي فَضَلَ مِنْ غُسْلِهِ، وَاقْتَسَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةَ السِّدْرِ الَّذِي غُسِّلَ بِهِ، وَقِيلَ :إِنَّ الطَّاقِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ دُفِعَ فِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ :إِنَّ الْخَيْطَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الزِّئْبَقُ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ بِسَبَبِ الْقَمْلِ، دُفِعَ فِيهِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَحَصَلَ فِي الْجِنَازَةِ ضَجِيجٌ وَبُكَاءٌ وَتَضَرُّعٌ، وَخُتِمَتْ لَهُ خَتَمَاتٌ كَثِيرَةٌ بِالصَّالِحِيَّةِ وَالْبَلَدِ، وَتَرَدَّدَ النَّاسُ إِلَى قَبْرِهِ أَيَّامًا كَثِيرَةً لَيْلًا وَنَهَارًا، وَرُئِيَتْ لَهُ مَنَامَاتٌ كَثِيرَةٌ صَالِحَةٌ، وَرَثَاهُ جَمَاعَةٌ بِقَصَائِدَ جَمَّةٍ.

শাইখ তাকীউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যার মৃত্যুবৃত্তান্ত

শাইখ আলামুদ্দীন আল-বারযালী তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে [363] লিখেছেন:

---

363 আলামুদ্দীন কাসিম ইবন মুহাম্মাদ আল-বারযালী (৬৬৫–৭৩৯ হিজরি), কিতাবু তারীখিল বারযালী (আল-মুকতাফী লি-তারীখি আবী শামাহ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৬–১০৮; তাহকীক ও টীকা: ড. আবদুর রহমান ইবন সুলাইমান আল-উসাইমীন (মৃত্যু: ১৪৩৬ হিজরি), ড. তুরকী ইবন ফাহদ ইবন আবদুল্লাহ আল সৌদ এবং ড. বাশশার

যিলকদ মাসের ২২ তারিখ সোমবার রাতে শাইখ, ইমাম, মহাপণ্ডিত, ফকীহ, হাদীসবিশারদ, আদর্শ ব্যক্তিত্ব, শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আমাদের শাইখ, মহাপণ্ডিত, মুফতী শিহাবুদ্দীন আবুল মাহাসিন আবদুল হালীম ইবন শাইখুল ইসলাম মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবিল কাসিম ইবন তাইমিয়্যা আল-হাররানী, অতঃপর আদ-দিমাশকী—দামেস্ক দুর্গে, যে কক্ষে তিনি বন্দী ছিলেন, সেখানে ইন্তিকাল করেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অগণিত মানুষ দুর্গে সমবেত হয়। তাঁদের তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। গোসলের আগে একদল লোক তাঁর পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং তাঁকে দেখা ও চুম্বন করার মাধ্যমে বরকত লাভ করেন। এরপর তাঁরা চলে যান। পরে একদল নারীও প্রবেশ করে একই কাজ করেন এবং ফিরে যান।

এরপর কেবল যারা গোসল করাবেন তাদেরই সেখানে রাখা হয়। গোসল শেষ হলে তাঁর জানাজা বের করা হয়। ইতোমধ্যে দুর্গ, দুর্গ থেকে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এবং আশপাশের সব স্থান জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। জামে মসজিদ, তার প্রাঙ্গণ, কাল্লাসাহ, বাবুল বারীদ, বাবুস সা'আত, লাব্বাদীন এলাকা এবং ফোয়ারার আশপাশ—সবই মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

দিনের চতুর্থ প্রহরের দিকে জানাজা জামে মসজিদে পৌঁছায়। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সৈন্যরা জানাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিল। প্রথমে দুর্গের ভেতরে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন তাম্মাম তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। এরপর যোহরের নামাজের পর দামেস্কের জামে মসজিদে পুনরায় জানাজার নামাজ আদায় করা হয়।

পরে তাঁর জানাজা বাবুল বারীদ দিয়ে বের করা হলে প্রচণ্ড ভিড় সৃষ্টি হয়। মানুষ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর জানাজার ওপর নিজেদের রুমাল ও পাগড়ি নিক্ষেপ করতে থাকে। ভিড়ের কারণে কখনো তাঁর খাটিয়া মানুষের মাথার ওপর সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, আবার কখনো পিছিয়ে যাচ্ছিল।

প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে মানুষ জামে মসজিদের সব দরজা দিয়ে বের হতে থাকে। এর মধ্যে বাবুল ফারাজ—যে দরজা দিয়ে জানাজা বের করা হয়েছিল—এবং বাবুল ফারাদীস, বাবুন নাসর ও বাবুল জাবিয়াহ—এসব দরজায় সবচেয়ে বেশি ভিড় ছিল। ঘোড়ার বাজার এলাকাতেও প্রচণ্ড ভিড় হয়।

সেখানে তাঁর ভাই যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান জানাজার নামাজ পড়ান। এরপর তাঁকে মাকবারাতুস সুফিয়্যাহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর ভাই শরফুদ্দীন আবদুল্লাহর পাশেই দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করুন।

আসরের সময় অথবা তার অল্প আগে দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। শহরের লোকজন নিজেদের দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। খুব অল্পসংখ্যক লোকই জানাজায় অনুপস্থিত ছিল; আর যারা আসতে পারেনি, তাদের অধিকাংশই প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছিল।

জানাজায় বিপুলসংখ্যক নারীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সংখ্যা আনুমানিক পনেরো হাজার বলে ধারণা করা হয়। আর পুরুষদের সংখ্যা ষাট হাজারেরও বেশি, কেউ কেউ দুই লক্ষ পর্যন্ত অনুমান করেছেন।

আওয়াদ মারূফ; প্রকাশক: আল-আসার আশ-শারকিয়্যাহ লিন-নাশর ওয়াত-তাওযী' (আম্মান, জর্ডান) এবং দারু ইবন হাজম (বৈরুত, লেবানন); প্রথম সংস্করণ, ১৪৪০ হিজরি / ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ; মোট খণ্ড: ৬।

একদল মানুষ তাঁর গোসলের পর অবশিষ্ট পানি পান করেন। আরেকদল লোক সেই সিদরপাতার অবশিষ্টাংশ, যা দিয়ে তাঁকে গোসল করানো হয়েছিল, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন।

আরও বলা হয়, তাঁর মাথার টুপিটির মূল্য পাঁচশত দিরহাম পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। আবার বলা হয়, উকুনের কারণে তাঁর গলায় বাঁধা যে পারদযুক্ত [364] সুতো ছিল, তার মূল্য একশ পঞ্চাশ দিরহাম পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর জানাজায় উচ্চস্বরে কান্না, আহাজারি ও আল্লাহর কাছে মিনতি-প্রার্থনা চলতে থাকে। সালিহিয়্যাহ ও দামেস্ক নগরীতে তাঁর জন্য বহুবার কুরআন খতম করা হয়।

অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ দিন-রাত তাঁর কবর জিয়ারত করতে যেত। তাঁকে নিয়ে বহু শুভ স্বপ্নও দেখা যায়। এবং বহু কবি তাঁকে স্মরণ করে অসংখ্য শোকগাথা রচনা করেন। [365]

আল-জামিউ লিসীরাতি শাইখিল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া গ্রন্থে আছে

وَتَرَدَّدَ النَّاسُ إِلَى قَبْرِهِ أَيَّامًا كَثِيرَةً، لَيْلًا وَنَهَارًا، يَبِيتُونَ عِنْدَهُ وَيُصْبِحُونَ.

"বহুদিন ধরে মানুষ দিন-রাত তাঁর কবর জিয়ারত করতে আসত। অনেকে তাঁর কবরের পাশে রাতযাপন করত এবং ভোরেও সেখানে অবস্থান করত। [366]

ইবারত রদ বদল শুরু হয়েছে। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার সব এডিশন সমান নয়। আমার কাছে যে হার্ড কপি আছে সে অনুযায়ী আমি উল্লেখ করেছি। তবে অন্যান্য এডিশনে বিভিন্ন শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে।

---

[364] নবী ﷺ বলেছেন مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. যে তামীমা ঝুলায় সে শিরক করেছে। কুরআনে করীমের আয়াত বা হাদিস শরীফের কোন দোয়া দিয়ে তাবীজ ঝুলানো শিরক নয় এমন মত পাওয়া যায়। শায়খ ইবনু তাইমিয়া উকুনের জন্য পারদ ঝুলিয়েছিলেন এটা তো কুরআনের আয়াতের তাবীজ নয়, সেটা তামীমা। অবশ্য সালাফীদের কাছে তাবীজ ও তামীমা একই জিনিষ।

[365] ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাসীর আল-কুরাশী আদ-দিমাশকী (৭০১–৭৭৪ হিজরি), আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২৯৫–২৯৭; তাহকীক: ড. আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী; প্রকাশক: দারু হিজর লিত-তিবা'আহ ওয়ান নাশর ওয়াত-তাওযী' ওয়াল ই'লান; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭–১৪২০ হিজরি; মোট খণ্ড: ২১।

[366] মুহাম্মাদ উযাইর শামস ও আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-উমরান, *সাত শতাব্দী জুড়ে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার জীবনী-সংকলন*, পৃষ্ঠা ৫৫৬, প্রকাশক: দারু আতাআতিল ইলম (রিয়াদ) ও দারু ইবন হাজম (বৈরুত); ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪৪০ হিজরি / ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (দারু ইবন হাজমের প্রথম সংস্করণ); মোট পৃষ্ঠা: ৮৮৪।

গ্রন্থপঞ্জী

1. আবু হানীফা, নুমান ইবন সাবিত (মৃ. ১৫০ হিজরি). মুসনাদ আবী হানীফা. তাহকীক: আবদুর রহমান হাসান মাহমূদ. মিসর: আল-আদাব.
2. মালিক ইবন আনাস (৯৩–১৭৯ হিজরি). মুওয়াত্তা ইমাম মালিক. তাহকীক: ড. বাশশার আওয়াদ মারূফ ও মাহমূদ মুহাম্মদ খলীল. বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১ খ্রি.
3. ইবন মুবারক, আবদুল্লাহ আল-মারওয়াযী (মৃ. ১৮১ হিজরি). আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়িক. তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আযমী.
4. আশ-শাফিঈ, মুহাম্মদ ইবন ইদরীস (১৫০–২০৪ হিজরি). আল-উম্ম. বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৩ খ্রি.
5. আল-ওয়াকিদী, মুহাম্মদ ইবন উমর (মৃ. ২০৭ হিজরি). ফুতূহুশ শাম. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.
6. ইবন সাদ, মুহাম্মদ (মৃ. ২৩০ হিজরি). আত-তাবাকাতুল কুবরা. তাহকীক: মুহাম্মদ আবদুল কাদির আতা. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.
7. ইবন আবী শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ (মৃ. ২৩৫ হিজরি). আল-কিতাবুল মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার. রিয়াদ ও বৈরুত: মাকতাবাতুর রুশদ ও দারুত তাজ, ১৯৮৯ খ্রি.
8. ইবন হাম্বল, আহমদ (১৬৪–২৪১ হিজরি). মুসনাদুল ইমাম আহমদ. তাহকীক: শুআইব আল-আরনাউত ও আদিল মুরশিদ. বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.
9. আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (মৃ. ২৫৬ হিজরি). আত-তারীখুল কাবীর. হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মারিফ আল-উসমানিয়্যাহ.
10. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হিজরি). সহীহ মুসলিম.
11. ইবন মাজাহ, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ (মৃ. ২৭৩ হিজরি). সুনান ইবন মাজাহ.
12. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআস (মৃ. ২৭৫ হিজরি). সুনান আবী দাউদ.
13. আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন ঈসা (মৃ. ২৭৯ হিজরি). সুনান আত-তিরমিযী.
14. ইবন আবী খাইসামাহ, আবু বকর আহমদ (মৃ. ২৭৯ হিজরি). আত-তারীখুল কাবীর (তারীখু ইবন আবী খাইসামাহ). তাহকীক: সালাহ ইবন ফাতহী হিলাল. কায়রো: আল-ফারূক আল-হাদীসাহ, ২০০৪ খ্রি.
15. ইবন আবিদ-দুনইয়া, আবু বকর আবদুল্লাহ (মৃ. ২৮১ হিজরি). আল-আওলিয়া. বৈরুত: মুআসসাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.
16. ইসমাঈল ইবন ইসহাক আল-কাদী (মৃ. ২৮২ হিজরি). ফাদলুস সালাতি আলান-নাবী ﷺ. তাহকীক: মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী. বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭৭ খ্রি.
17. আল-বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবন আমর (মৃ. ২৯২ হিজরি). মুসনাদুল বাযযার (আল-বাহরুয যাখ্‌খার). মদীনা মুনাওয়ারা: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৯৮৮–২০০৯ খ্রি.
18. আন-নাসাঈ, আহমদ ইবন শুআইব (মৃ. ৩০৩ হিজরি). সুনান আন-নাসাঈ.
19. আবু ইয়ালা, আহমদ ইবন আলী আত-তামীমী (২১০–৩০৭ হিজরি). মুসনাদ আবী ইয়ালা আল-মাওসিলী. তাহকীক: হুসাইন সালীম আসাদ. দামেস্ক: দারুল মামূন লিত-তুরাস, ১৯৮৪ খ্রি.

20. আবু আওয়ানা, ইয়াকূব ইবন ইসহাক (মৃ. ৩১৬ হিজরি). মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানা. তাহকীক: আইমান ইবন আরিফ আদ-দিমাশকী. বৈরুত: দারুল মারিফাহ, ১৯৯৮ খ্রি.
21. আত-তাহাবী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ (মৃ. ৩২১ হিজরি). শারহু মুশকিলিল আসার. তাহকীক: শুআইব আল-আরনাউত. বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৪ খ্রি.
22. ইবন আবী হাতিম আর-রাযী (মৃ. ৩২৭ হিজরি). আল-জারহ ওয়াত-তাদীল. হায়দারাবাদ ও বৈরুত: দায়িরাতুল মারিফ আল-উসমানিয়্যাহ ও দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৯৫২ খ্রি.
23. ইবনুস সাকান, আবু আলী (মৃ. ৩৫৩ হিজরি). আস-সুনানুস সিহাহ. ইবন নাসিরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (মৃ. ৮৪২ হিজরি). সলওয়াতুল কাঈব বি-ওফাতিল হাবীব ﷺ. তাহকীক: সালিহ ইউসুফ মাআতূক ও হাশিম সালিহ মান্না. সংযুক্ত আরব আমিরাত: দারুল বুহূস লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ.
24. ইবন হিব্বান (মৃ. ৩৫৪ হিজরি). আস-সিকাত. হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মারিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৭৩ খ্রি.
25. আজুর্রী, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন (মৃ. ৩৬০ হিজরি). আশ-শরীআহ. রিয়াদ: দারুল ওয়াতান, ১৯৯৯ খ্রি.
26. আত-তাবারানী, সুলাইমান ইবন আহমদ (মৃ. ৩৬০ হিজরি). আল-মুজামুল কাবীর. কায়রো: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ.
27. ইবন আদী আল-জুরজানী, আবু আহমদ (মৃ. ৩৬৫ হিজরি). আল-কামিল ফী দুআফায়ির রিজাল. তাহকীক: আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ ও আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.
28. আদ-দারাকুতনী, আলী ইবন উমর (মৃ. ৩৮৫ হিজরি). সুনান আদ-দারাকুতনী. তাহকীক: শুআইব আল-আরনাউত প্রমুখ. বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০৪ খ্রি.
29. ইবন বাত্তাহ আল-উকবরী, উবায়দুল্লাহ (মৃ. ৩৮৭ হিজরি). আশ-শারহ ওয়াল ইবানাহ (আল-ইবানাহ আস-সুগরা).
30. আল-খাত্তাবী, আবূ সুলায়মান হামদ ইবন মুহাম্মদ (মৃত্যু: ৩৮৮ হি.), আ'লামুল হাদীস (শরহু সহীহিল বুখারী), প্রকাশক: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.
31. আল-খলীলী, খলীল ইবন আবদুল্লাহ (মৃ. ৪৪৬ হিজরি). আল-ইরশাদ ফী মারিফাতি উলামাইল হাদীস. তাহকীক: ড. মুহাম্মদ সাঈদ উমর ইদরীস. রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হিজরি.
32. ইবন বাত্তাল, আবুল হাসান আলী ইবন খালাফ (মৃ. ৪৪৯ হিজরি). শারহু সহীহিল বুখারী লি ইবন বাত্তাল. তাহকীক: আবু তামীম ইয়াসির ইবন ইবরাহীম. রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৩ খ্রি.
33. আল-মাওয়ার্দী, আলী ইবন মুহাম্মদ (৩৬৪–৪৫০ হিজরি).
- আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ. কায়রো: দারুল হাদীস.
- আল-হাওয়িল কাবীর. তাহকীক: আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.
34. ইবন হাজম, আবু মুহাম্মদ আলী (মৃ. ৪৫৬ হিজরি). আল-মুহাল্লা বিল আসার. তাহকীক: আবদুল গাফফার সুলাইমান আল-বান্দারী. বৈরুত: দারুল ফিকর.
35. আল-বায়হাকী, আবু বকর আহমদ (৩৮৪–৪৫৮ হিজরি).

- আস-সুনানুল কুবরা. তাহকীক: মুহাম্মদ আবদুল কাদির আতা. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.
- দালাইলুন নুবুওয়াহ ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীআহ. তাহকীক: ড. আবদুল মুতী কালআজী. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ও দারুর রাইয়ান, ১৯৮৮ খ্রি.
- শুআবুল ঈমান. রিয়াদ ও বোম্বাই: মাকতাবাতুর রুশদ ও দারুস সালাফিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.

36. ইবন আবদিল বার, আবু উমর ইউসুফ (মৃ. ৪৬৩ হিজরি). আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ. তাহকীক: বাশশার আওয়াদ মারূফ প্রমুখ. লন্ডন: মুআসসাসাতুল ফুরকান লিত্তুরাসিল ইসলামী, ২০১৭ খ্রি.
37. আল-বাজী, আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান (৪০৩–৪৭৪ হিজরি). আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা. মিসর: মাতবাআতুস সাআদাহ, ১৩৩২ হিজরি.
38. ইবন সাব্বাগ, আবু নাসর (মৃ. ৪৭৭ হিজরি). আশ-শামিল ফী ফুরূইশ শাফিঈয়্যাহ. মদীনা মুনাওয়ারা: জামিআতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৯ হিজরি.
39. আর-রূইয়ানী, আবুল মাহাসিন আবদুল ওয়াহিদ (মৃ. ৫০২ হিজরি). বাহরুল মাযহাব. তাহকীক: তারিক ফাতহী আস-সাইয়িদ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.
40. কাজী ইয়ায, আবুল ফাদল (মৃ. ৫৪৪ হিজরি). আশ-শিফা বিতারীফি হুকূকিল মুস্তাফা ﷺ. বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৮ খ্রি.
41. আল-উমরানী, আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া (মৃ. ৫৫৮ হিজরি). আল-বায়ান ফী মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফিঈ. তাহকীক: কাসিম মুহাম্মদ আন-নূরী. জেদ্দা: দারুল মিনহাজ, ২০০০ খ্রি.
42. ইবন আসাকির, আলী ইবনুল হাসান (মৃ. ৫৭১ হিজরি).
- মুজামুশ শুয়ূখ. তাহকীক: ড. ওয়াফা তাকিউদ্দীন. দামেস্ক: দারুল বাশায়ির, ২০০০ খ্রি.
- তারীখু মাদীনাতি দিমাশক. তাহকীক: মুহিব্বুদ্দীন আবু সাঈদ উমর আল-আমরাওয়ী. বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫ খ্রি.

43. আল-মারগীনানী, আলী ইবন আবী বকর (মৃ. ৫৯৩ হিজরি). আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী. তাহকীক: তালাল ইউসুফ. বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী. (৪ খণ্ড
44. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান (মৃ. ৫৯৭ হিজরি). মুসীরুল আযমিস সাকিন ইলা আশরাফিল আমাকিন. তাহকীক: মারযূক আলী ইবরাহীম. বৈরুত: দারুর রায়াহ, ১৯৯৫ খ্রি.
45. আল-মাকদিসী, আবু মুহাম্মদ আবদুল গনী (মৃ. ৬০০ হিজরি). আল-কামাল ফী আসমায়ির রিজাল. তাহকীক: শাদী ইবন মুহাম্মদ আলে নুমান. কুয়েত: সাধারণ কর্তৃপক্ষ ও শারিকাতু গিরাস, ২০১৬ খ্রি.
46. আল-জাররাওয়ী, আহমদ ইবন আবদুস সালাম (মৃ. ৬০৯ হিজরি). আল-হামাসাহ আল-মাগরিবিয়্যাহ. তাহকীক: মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ-দায়াহ. বৈরুত: দারুল ফিকরিল মুআসির, ১৯৯১ খ্রি. (২ খণ্ড
47. ইবন কুদামাহ, মুওয়াফফাকুদ্দীন আবদুল্লাহ (৫৪১–৬২০ হিজরি). আল-মুগনী. তাহকীক: ড. আবদুল্লাহ আত-তুরকী ও ড. আবদুল ফাত্তাহ আল-হিলও. রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯৭ খ্রি.
48. আল-কুদুমী, বাহাউদ্দীন আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (মৃ. ৬২৪ হিজরি). আল-উদ্দাহ শারহুল উমদাহ. তাহকীক: আহমদ ইবন আলী. কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রি.

49. ইবন আসীর, ইযযুদ্দীন (মৃ. ৬৩০ হিজরি). উসদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবাহ. তাহকীক: আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.
50. ইবনুন নাজ্জার, মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ (৫৭৮–৬৪৩ হিজরি). আদ-দুররাতুস সামীনাহ ফী আখবারিল মাদীনাহ. তাহকীক: ড. সালাহুদ্দীন ইবন আব্বাস শাকর. সৌদি আরব: মারকাযু বুহূস ওয়া দিরাসাতিল মাদীনাতিল মুনাওয়ারাহ, ২০০৬ খ্রি.
51. ইবনুস সালাহ, উসমান ইবন আবদুর রহমান (মৃ. ৬৪৩ হিজরি). সিলাতুন নাসিক ফী সিফাতিল মানাসিক. সৌদি আরব: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১১ খ্রি.
52. আদ দিয়া আল-মাকদিসী, মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহিদ (মৃ. ৬৪৩ হিজরি).
- যিকরুল মুসাফাহাহ. তাহকীক: আমর আবদুল মুনিম সালিম. তানতা: আদ-দিয়া, ২০০৩ খ্রি.
- আল-মুনতাকা মিন মাসমূআতি মারও.
53. আস-সাখাওয়ী, আলাউদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ (মৃ. ৬৪৩ হিজরি). তাফসীরুল কুরআনিল আযীম. তাহকীক: ড. মূসা আলী মূসা ও ড. আশরাফ মুহাম্মদ আল-কাসসাস. বৈরুত: দারুন নাশর লিল জামিআত, ২০০৯ খ্রি. (২ খণ্ড
54. সিবত ইবনুল জাওযী, ইউসুফ ইবন কিযওগলী (৫৮১–৬৫৪ হিজরি). মিরআতুয যামান ফী তাওয়ারীখিল আইয়ান. দামেস্ক: দারুর রিসালাহ আল-আলামিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.
55. আন-নাওয়াবী, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন (মৃ. ৬৭৬ হিজরি). আল-আযকার আন-নাওয়াবিয়্যাহ. তাহকীক: মুহিউদ্দীন মাসতু. দামেস্ক ও বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৯০ খ্রি.
56. ইবন কুদামাহ, শামসুদ্দীন আবদুর রহমান (মৃ. ৬৮২ হিজরি). আশ-শারহুল কাবীর. কায়রো: হিজর লিত্তিবাআহ ওয়ান-নাশর, ১৯৯৫ খ্রি.
57. আল-কারাফী, শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন ইদরীস (মৃ. ৬৮৪ হিজরি). আয-যাখীরাহ. বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৪ খ্রি.
58. ইবন আসাকির, আবদুস সামাদ (মৃ. ৬৮৬ হিজরি). ইতহাফুয যায়ির ওয়া ইতরাফুল মুকীম ফী যিয়ারাতিন নাবী ﷺ. তাহকীক: হুসাইন মুহাম্মদ আলী শুকরী. বৈরুত: শারিকাতু দারিল আরকাম.
59. মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, আহমদ ইবন আবদুল্লাহ (মৃ. ৬৯৪ হিজরি). আল-কিরা লি কাসিদি উম্মিল কুরা.
60. ইবন মানযূর, জামালুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃ. ৭১১ হিজরি). মুখতাসারু তারীখি দিমাশক লি ইবন আসাকির. তাহকীক: রূহিয়্যাহ আন-নাহহাস প্রমুখ. দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৮৪ খ্রি.
61. ইবন তাইমিয়্যাহ, তাকীউদ্দীন আহমদ (মৃ. ৭২৮ হিজরি).
- আল-ইখনাইয়্যাহ (আর-রদ্দু আলাল ইখনাঈ). তাহকীক: আহমদ ইবন মুনিস আল-আনাযী. জেদ্দা: দারুল খাররাজ, ২০০০ খ্রি.
- ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম. তাহকীক: নাসির আবদুল কারীম আল-আকল. বৈরুত: দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯৯ খ্রি.
- মাজমূউল ফাতাওয়া. সংকলন: আবদুর রহমান ইবন কাসিম. মদীনা মুনাওয়ারা: কিং ফাহদ কমপ্লেক্স, ২০০৪ খ্রি.
62. ইবনুল হাজ্জ, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (মৃ. ৭৩৭ হিজরি). আল-মাদখাল. বৈরুত: দারুত তুরাস.

63. আল-মিযযী, জামালুদ্দীন ইউসুফ (৬৫৪–৭৪২ হিজরি). তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল. তাহকীক: ড. বাশশার আওয়াদ মারূফ. বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮০–১৯৯২ খ্রি.
64. আয-যাহাবী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ (মৃ. ৭৪৮ হিজরি). তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীর ওয়াল আলাম. তাহকীক: উমর আবদুস সালাম আত-তাদমুরী. বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.
65. ইবন কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইবন আবী বকর (মৃ. ৭৫১ হিজরি). বাদাইউল ফাওয়াইদ. প্রকাশক: দারু আলামিল ফাওয়াইদ.
66. আস-সুবকী, তাকীউদ্দীন (মৃ. ৭৫৬ হিজরি). শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতি খাইরিল আনাম. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি.
67. ইবন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল (মৃ. ৭৭৪ হিজরি). আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ. তাহকীক: আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী. কায়রো: দার হিজর, ২০০৩ খ্রি.
68. আল-বাল'য়ী, মুহাম্মদ ইবন আলী (মৃ. ৭৭৮ হিজরি). আল-মানহাজুল কাওয়ীম ফী ইখতিসারি ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম. বৈরুত ও রিয়াদ: দারু ইবন হাজম ও দারু আতাআতিল ইলম, ২০১৯ খ্রি.
69. আল-কিরমানী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন আলী ইবন সাঈদ (মৃত্যু: ৭৮৬ হিজরি), আল-কাওয়াকিব আদ-দারারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী, প্রকাশক: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
70. আল-ইরশাদ — আল-ফারহূন, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম (মৃ. ৭৯৯ হিজরি). ইরশাদুস সালিক ইলা আফআলিল মানাসিক. তাহকীক: ড. মুহাম্মদ ইবনুল হাদী আবুল আজফান. রিয়াদ: মাকতাবাতুল উবাইকান, ২০০২ খ্রি.
71. ইবনুল মুলাক্কিন, সিরাজুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবন আলী ইবন আহমদ আল-আনসারী আশ-শাফিঈ, (৭২৩–৮০৪ হিজরি), আত-তাওদ্বীহ লি শারহিল জামি' আস-সহীহ, প্রকাশক: দারুন নাওয়াদির, দামেস্ক, সিরিয়া; প্রথম সংস্করণ, ১৪২৯ হিজরি / ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
72. আল-ইরাকী, যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম (ও পুত্র ইবনুল ইরাকী) (মৃ. ৮০৬ ও ৮২৬ হিজরি). তারহুত তাসরীব ফী শারহিত তাকরীব. প্রাচীন মিসরীয় সংস্করণ; পুনর্মুদ্রণ: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী প্রমুখ.
73. আল-হাইসামী, আলী ইবন আবী বকর (মৃ. ৮০৭ হিজরি). কাশফুল আসতার আন যাওয়াইদিল বাযযার. তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আযমী. বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৭৯ খ্রি.
74. আদ-দুমাইরী, কামালুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃ. ৮০৮ হিজরি). আন-নাজমুল ওয়াহহাজ ফী শারহিল মিনহাজ. তাহকীক: বৈজ্ঞানিক কমিটি. জেদ্দা: দারুল মিনহাজ, ২০০৪ খ্রি. (১০ খণ্ড
75. আল-ফাসী, তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ (মৃ. ৮৩২ হিজরি). শিফাউল গারাম বি আখবারিল বালাদিল হারাম. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি. (২ খণ্ড
76. ইবন নাসিরুদ্দীন, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃ. ৮৪২ হিজরি). সলওয়াতুল কাঈব বি-ওফাতিল হাবীব ﷺ. তাহকীক: সালিহ ইউসুফ মাআতূক ও হাশিম সালিহ মান্না. সংযুক্ত আরব আমিরাত: দারুল বুহূস লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ.

77. আল-মাকরীযী, তাকীউদ্দীন আহমদ (মৃ. ৮৪৫ হিজরি). ইমতাউল আসমা বিমা লিন্নাবিয়্যি মিনাল আহওয়াল. তাহকীক: মুহাম্মদ আবদুল হামিদ আন-নুমাইসী. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.

78. ইবন হাজার আল-আসকালানী, আহমদ ইবন আলী (৭৭৩–৮৫২ হিজরি).

- আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ. তাহকীক: রাবী ইবন হাদী আল-মাদখালী. মদীনা মুনাওয়ারা: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪ খ্রি.
- আত-তালখীসুল হাবীর ফী তাখরীজি আহাদীসির রাফিঈ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৯ খ্রি.
- আল-ইসাবাহ ফী তামইয়ীযিস সাহাবাহ. তাহকীক: আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ ও আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হিজরি.
- ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী. বৈরুত: দারুল মারিফাহ, ১৩৭৯ হিজরি.
- তারীফু আহলিত তাকদীস বি মারাতিবিল মাওসূফীন বিত তাদলীস. তাহকীক: ড. আসিম ইবন আবদুল্লাহ আল-কুরাইউতী. আম্মান: মাকতাবাতুল মানার, ১৯৮৩ খ্রি.
- লিসানুল মীযান. তাহকীক: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ. বৈরুত: দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০০২ খ্রি.
- নুযহাতুন নাযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার. তাহকীক: ড. আবদুল্লাহ আর-রুহাইলী. প্রকাশক: তাহকীককারী, ২০২১ খ্রি.

79. ইবন আদ-দিয়া, মুহাম্মদ ইবন আহমদ (মৃ. ৮৫৪ হিজরি). তারীখু মাক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মাসজিদিল হারাম ওয়াল মাদীনাতিশ শরীফাহ ওয়াল কাবরিশ শরীফ. তাহকীক: আলা ইবরাহীম ও আইমান নাসর. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৪ খ্রি.

80. আল-আইনী, বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ ইবন আহমদ (মৃত্যু: ৮৫৫ হিজরি), উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী

81. ইবন হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃ. ৮৬১ হিজরি). ফাতহুল কাদীর আলাল হিদায়াহ. মিসর: মাকতাবাহ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৭০ খ্রি.

82. ইবন মুফলিহ, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম (মৃ. ৮৮৪ হিজরি). আল-মুবদি ফী শারহিল মুকনি. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.

83. সাখাওয়ী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃ. ৯০২ হিজরি).

- আল-আজওয়িবাতুল মারদিয়্যাহ. তাহকীক: ড. মুহাম্মদ ইসহাক ইবরাহীম. বৈরুত: দারুর রায়াহ, ১৪১৮ হিজরি.
- আল-কওলুল বাদী ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শাফী. বৈরুত: দারুর রাইয়ান লিত্তুরাস. (২৬১ পৃষ্ঠা

84. সামহূদী, নূরুদ্দীন আলী ইবন আবদুল্লাহ (মৃ. ৯১১ হিজরি). ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হিজরি.

85. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান (মৃ. ৯১১ হিজরি).

- আদ-দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিল মাসূর. বৈরুত: দারুল ফিকর.
- আল-হাওয়ী লিল ফাতাওয়া. বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৪ খ্রি.

- আত-তাওশীহ শারহুল জামি' আস-সহীহ, প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি / ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

86. আল-কাসতাল্লানী, শিহাবুদ্দীন আহমদ (মৃ. ৯২৩ হিজরি).

- আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ. কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ.
- ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরি / ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

87. আবুল ফাদল বাহরাক, মুহাম্মদ ইবন উমর (মৃ. ৯৩০ হিজরি).

- হাদায়িকুল আনওয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মুখতার ﷺ. তাহকীক: মুহাম্মদ গাসসান নাসূহ আযকূল. জেদ্দা: দারুল মিনহাজ, ১৪১৯ হিজরি.
- হাদায়িকুল আনওয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মুখতার ﷺ. তাহকীক: মুহাম্মদ গাসসান নাসূহ আযকূল. জেদ্দা: দারুল মিনহাজ, ১৯৯৮ হিজরি.

88. সালিহী আশ-শামী, মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (মৃ. ৯৪২ হিজরি). সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ. তাহকীক: আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ ও আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.

89. আদ-দিয়ারবাকরী, হুসাইন ইবন মুহাম্মদ (মৃ. ৯৬৬ হিজরি). তারীখুল খামিস ফী আহওয়ালি আনফাসি নাফীস. বৈরুত: দারু সাদির.

90. ইবন নাজ্জার, মুহাম্মদ ইবন আহমদ (৮৯৮–৯৭২ হিজরি). মাউনাতু উলিন নুহা শারহু আলাল মুনতাহা. তাহকীক: ড. আবদুল মালিক দুহাইশ. মক্কা মুকাররমা: মাকতাবাতুল আসাদী, ২০০৮ খ্রি.

91. আল-হাইতামী, ইবন হাজার আহমদ ইবন মুহাম্মদ (মৃ. ৯৭৪ হিজরি).

- আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়্যাহ. বৈরুত: দারুল ফিকর.
- আল-জাওহারুল মুনাযযাম ফী যিয়ারাতিল কাবরিশ শরীফিন নাবাওয়িয়্যিল মুকাররাম. কায়রো: মাকতাবাতু মাদবূলী, ২০০০ খ্রি.

92. আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, আলাউদ্দীন আলী (মৃ. ৯৭৫ হিজরি). কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল. তাহকীক: বকরী হাইয়ানী ও সাফওয়াতুস সাক্কা. বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১ খ্রি.

93. আল-খতীব আশ-শিরবীনী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃ. ৯৭৭ হিজরি). মুগনিল মুহতাজ ইলা মারিফাতি মাআনী আলফাযিল মিনহাজ. তাহকীক: আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও আদিল আহমদ আবদুল মাওজূদ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.

94. আল-মুল্লা আলী কারী, নূরুদ্দীন আলী (মৃ. ১০১৪ হিজরি). মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ. বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০২ খ্রি.

95. আল-বুহূতী, মানসূর ইবন ইউনুস (মৃ. ১০৫১ হিজরি). দাকায়িকু উলিন নুহা লি শারহিল মুনতাহা (শারহু মুনতাহাল ইরাদাত). বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ.

96. আল-বুহূতী আল-হানবালী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ (মৃ. ১০৮৮ হিজরি). বুগইয়াতুন নাসিক ফী আহকামিল মানাসিক. প্রকাশনা: কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়.

97. আল-হাসকাফী, মুহাম্মদ ইবন আলী (মৃ. ১০৮৮ হিজরি). আদ-দুররুল মুখতার শারহু তানওয়ীরিল আবসার. তাহকীক: আবদুল মুনিম খলীল ইবরাহীম. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২ খ্রি.

98. আল-মাগরিবী, হুসাইন ইবন মুহাম্মদ (মৃ. ১১১৯ হিজরি). আল-বাদরুত তাম্মাম শারহু বুলূগিল মারাম. তাহকীক: আলী ইবন আবদুল্লাহ আয-যাবন. প্রকাশক: দার হিজর.

99. আয-যারকানী, মুহাম্মদ ইবন আবদুল বাকী (মৃ. ১১২২ হিজরি). শারহুয যারকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ. বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.

100. আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবন আলী (মৃ. ১২৫০ হিজরি). আস-সাইলুল জারর আল-মুতাদাফফিক আলা হাদায়িকিল আযহার. বৈরুত: দারু ইবন হাজম.

101. ইবন আবিদীন, মুহাম্মদ আমীন (মৃ. ১২৫২ হিজরি). হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার. মিসর: মাকতাবাহ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৬৬ খ্রি.

102. আন-নাসাঈ (আশ-শারওয়ানী), আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী (মৃ. ১২৫৩ হিজরি). নাফহাতুল ইয়ামান ফীমা ইয়াযূলু বি যিকরিহিশ শাজান. মিসর: মাতবাআতুত তাকাদ্দুম আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩২৪ হিজরি.

103. আন-নাসাঈ, মুহাম্মদ ইবন আহমদ (মৃ. ১২৫৩ হিজরি). নাফহাতুল ইয়ামান ফীমা ইয়াযূলু বি যিকরিহিশ শাজান. মিসর: মাতবাআতুত তাকাদ্দুম আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩২৪ হিজরি. (২২০ পৃষ্ঠা

104. আবুল বারাকাত আল-আলূসী, নুমান ইবন মাহমূদ (মৃ. ১৩১৭ হিজরি). জালাউল আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমাদাইন. কায়রো: মাতবাআতুল মাদানী, ১৯৮১ খ্রি.

105. আল-মুতীঈ, মুহাম্মদ বাখীত (১২৭১–১৩৫৪ হিজরি). তাতহীরুল ফুয়াদ আন দানাসিল ইতিকাদ. (১৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)

106. সাদী, আবদুর রহমান ইবন নাসির (মৃ. ১৩৭৬ হিজরি). তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান. তাহকীক: আবদুর রহমান ইবন মুআল্লা আল-লুওয়াইহিক. বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি.

107. হাওয়া, সাঈদ (মৃ. ১৪০৯ হিজরি). আল-আসাস ফিস সুন্নাহ ওয়া ফিকহুহা — আল-ইবাদাতু ফিল ইসলাম. কায়রো: দারুস সালাম, ১৯৯৪ খ্রি.

108. আল-আলবানী, মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন (মৃ. ১৪২০ হিজরি). সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ওয়া শাইউন মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা.

109. ইবন বায, আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হিজরি). মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুন মুতানাওয়িআহ. রিয়াদ: রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহূসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা.

110. আল-উসাইমীন, মুহাম্মদ ইবন সালিহ (মৃ. ১৪২১ হিজরি). আশ-শারহুল মুমতি আলা যাদিল মুস্তাকনি. বৈরুত: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২২–১৪২৮ হিজরি.

111. তানতাবী, মুহাম্মদ সাইয়িদ (মৃ. ১৪৩১ হিজরি). আত-তাফসীরুল ওয়াসীত লিল কুরআনিল কারীম. কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর.

112. কুয়েত ওয়াকফ মন্ত্রণালয়. আল-মাওসূআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ. কুয়েত.

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

1. الخطبة الحنفية، طبعت من دار الكتب العلمية، 2021م
2. الاحتفال بالمولد بين الإفراط والتفريط، طبعت من دار الكتب العلمية، 2024م
3. تاريخ المولد النبوي من القرن الأول إلى يومنا هذا
4. التحفة اللطيفية في مولد خير البرية
5. أدلة المقتصد في الاحتفال بالمولد
6. السيف البرهاني في الرد على الألباني لتضعيفه أحاديث النبي العدناني ﷺ من الصحيحين للبخاري ومسلم القشيري
7. التحفة اللطيفية في الخطبة الحنفية
8. أبو طالب ومسألة الإيمان في الرد على الشيخ أحمد رضا خان
9. القول اللبيب في إيمان آباء النبي الحبيب ﷺ
10. فتنة الضاد المشبهة بالظاء
11. الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة، مجلدان
12. السنة قبل الجمعة والأذان قبل الخطبة
13. رؤية الهلال بين العلم والخيال
14. مناظرة التراويح
15. الأجوبة السنية ، 7 مجلدات
16. من التراب أو النور خُلِقَ نبيُّ خالق النور
17. الغلو في التكفير
18. الأدلة الحنفية، 7 مجلدات
19. الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد
20. البريلوية فرقة تكفيرية باطلة
21. التبركات المحمدية في السنة الصحيحة، طبعت ترجمتها إلى البنغالية من بنغلاديش
22. القول الفصيح في صلاة التراويح، طبعت ترجمتها إلى البنغالية من بنغلاديش
23. ليلة النصف من شعبان ليلة الرحمة والغفران، طبعت ترجمتها إلى البنغالية من بنغلاديش
24. حسن البيان في التحية والتعظيم والتعبد في السنة والقرآن، طبعت ترجمتها إلى البنغالية من بنغلاديش
25. تقبيل القدمين لأهل الفضل والعين في شريعة سيد الثقلين ﷺ ، طبعت ترجمتها إلى البنغالية من بنغلاديش
26. القول الحاسم في شد الرحال لزيارة قبر النبي القاسم ﷺ
27. العقيدة السنية
28. إرشاد الناس إلى حقيقة أثر ابن عباس رضي الله عنهما
29. حديث جبريل وما خفي على الكثير من منازل
30. حديث النزول ساعة القبول
31. الأربعين في فضل أولياء الله الصالحين
32. الأربعين في الاعتكاف
33. تنوير العينين بمناقب الحسنين ريحانتي سيد الكونين ﷺ

34. জিয়ারতে রাহমাতাল্লিল আলামীন
35. কানা দাজ্জালের আবির্ভাব
36. তাজিমি সিজদা ও কদমবুসি
37. দুই ফাজিলের গোস্তাখী
38. নিশ্চিত পতনের পথে ইসরাঈল
39. প্রিয় নবীজীর প্রিয় দোয়া
40. ফাযিলে বেরেলভী সমাচার (১ম খণ্ড)
41. ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান ওহাবি এবার মৌলবি আহমাদ রেজা খান
42. রাসূলের মুচকি হাসি
43. শুহাদায়ে কারবালা
44. সমকালীন ফিতনা
45. সহিহ হাদিসে তাবারুকাতে মুহাম্মাদী
46. সহিহ হাদিসে তারাবীহর সালাত
47. সহিহ হাদিসে শবে বরাত
48. ৪০ হাদিস – আউলিয়ায়ে কেরামের ফজিলত
49. ৪০ হাদিস – ইতিকাফ
50. আমেরিকায় ইসলামের ইতিহাস
51. হাবিবুল হারামাইন
52. সালাতুল হাবীব ﷺ
53. ইয়াজিদ-অনুরাগঃ একটি স্পষ্ট গোমরাহী
54. তানবীরুল আইনাইন বিমানাকিল হাসানাইন
55. উজবেকিস্তান সফর ২০২৬
56. SCIENTIFIC FACTS IN QURAN
57. Tahseen us Sarf
58. Salatul Habib ﷺ
59. Hajj and Umrah Made Easy